

শ্রীচৈতন্যভাগবতের ব্যাস

শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বিরচিত

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়

তথা

শ্রীকবিকর্ণপূরকৃত

শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা

এবং তৎসহ

শ্রীভক্তমালগ্রন্থোদ্ধৃত

শ্রীনবদ্বীপপরিকর ও শ্রীব্রজপরিকরগণের

নাম ও গুণবর্ণনা।

—:o:—

আয়ুর্ব্বেদবিদ্যাতীর্থ

কবিরাজশ্রী সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী

বি. এ., এল. এম. এস. বিদ্যাবিনোদ কর্ত্তৃক

সঙ্কলিত

এবং ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ভাগবতামৃতাদি গ্রন্থরাজ হইতে

তৎসংগৃহীত যথাবশ্যকীয় শ্লোক, টীকা, টিপ্পনী প্রভৃতি সমন্বিত।

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৫৫] মূল্য দুই টাকা মাত্র।

কবিরাজ

শ্রীকানুপ্রিয় গোস্বামী বিদ্যানতীর্থ কর্ত্তৃক

~~২৮ নং মানিকতলা~~ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

40 Simla St.

মঙ্গলাচরণম্

ধ্যায়েদ্‌যস্তে চরণকমলং স্বার্থহীনো বিনম্রঃ।
মোক্ষপ্রাপ্তি প্রহিতমনসা রাধিকানন্দকারিন্।
প্রেমোন্মত্তো ভবতি সততা কিন্তু যচ্চিত্তধৈর্য্যম্।
পাদপ্রান্তাঙ্কুশবিনিহতং চাপলং তস্যহেতুঃ।

সুহৃৎপ্রেস
২৮ নং মানিকতলা ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীহেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের দ্বারা মুদ্রিত।

ভূমিকা।

পুণ্যগ্রন্থ শ্রীচৈতন্যভাগবত বৈষ্ণবযুগে বঙ্গসাহিত্যের শীর্ষদেশ অলঙ্কৃত করিয়া সুগন্ধ, শুভ্র, কুসুমের পবিত্র, প্রস্ফুটিত স্তবকের মত অবস্থিত। মহর্ষি বেদব্যাস যেমন শ্রীভাগবতে জয়যুক্ত, শ্রীচৈতন্য-ভাগবতগ্রন্থ সংকলিত করিয়া সেইরূপ শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনদাস এদেশবাসী আবালবৃদ্ধবনিতার নিকট চির অমর। কবিতা অনেকেই লিখিয়া গিয়াছেন—ছন্দোবন্ধে, ভাবে, ভাষার মহোচ্চতায়, কিন্তু এমন প্রাণ-স্পর্শী, উন্মাদকরী অমৃতভরা কবিতাধারা ছত্রে ছত্রে অক্লান্তভাবে উদ্গীরণ করিয়া পুস্তক লিখিতে কয়জন সক্ষম? প্রেমভক্তির স্নিগ্ধ জ্যোতির অন্তস্তলে মানবাত্মাকে নিমজ্জিত করিয়া ভূমানন্দস্বরূপ এক মহাপুরুষের চরণারবিন্দের সান্নিধ্যে তাহাকে সংস্থাপন করিতে এ পর্যন্ত এদেশে যে সকল মহাজন প্রযত্নপরায়ণ হইয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনদাসের প্রয়াস যে এতাদৃশ জয়যুক্ত হইয়াছে, তাহার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধিৎসু হইলে যে কেহ দেখিবেন—একটি দুঃখিনী বঙ্গমহিলাকে কেন্দ্র করিয়া নীরবে এই বিজয় উৎস—ফুটিয়া উঠিয়াছে। পুণ্যবতী জননীর স্নেহাশীর্ব্বাদ শিরে করিয়া "শ্রীচৈতন্যভাগবতের ব্যাস—শ্রীবৃন্দাবনদাস" স্বার্থত্যাগের জীবন্তমূর্ত্তি, স্বদেশবাৎসল্যের সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, ভারতরমণীর মহোচ্চ আদর্শ—শচী ও পদ্মাবতীর অঙ্কারূঢ় "নিমাই" ও "নিতাই"এর এমন বিশ্ববিমোহন চিত্র আজ যে জগতের স্থায়িকল্যাণের জন্য যথাযথ অঙ্কিত ও উদ্‌ঘাটিত করিতে পারিয়াছেন, আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি—চারি বৎসর বয়স্কা একটি ক্ষুদ্র বালিকার "উন্মত্ত-চরিত" ও অদ্ভুত আচরণ, ইহার মূলে একান্তভাবে অবস্থিত। শ্রীচৈতন্যের অবশেষ পাত্র—নারায়ণী বৈষ্ণবমাত্রেরই প্রণম্য। কে না জানেন—মহাপ্রভুর ভগবত্তার মহাপরীক্ষা এই নারায়ণীকে লইয়া? সংকীর্ত্তন

যজ্ঞ এই অধঃপতিত দেশে, এই অধঃপতিত যুগে জয়যুক্ত হইবে কি না এই চিন্তায় যখন ভক্তবৃন্দের হৃদয় অবসন্ন; যখন প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কেহ স্থির করিতে পারিতেছেন না, বাসুলী ও বিষহরীর গানে যে দেশের আপামর সাধারণ উন্মত্ত—মদ্যমাংস যেখানে স্রক্ স্রুবের পরিবর্ত্তে সাদরে, সোৎসাহে, প্রকাশ্যে, দেবপূজায় গ্রহণ করিয়া লোকে অতঃমনা— সেই দেশে, সেই কৃষ্ণশূন্য মণ্ডলের ঊষরক্ষেত্রে কি করিয়া নামযজ্ঞের সঙ্গে প্রেমভক্তির বীজ অঙ্কুরিত করিতে পারা যায়—সেই সমস্ত সন্দেহের প্রবল ঘূর্ণাবর্ত্তে বাধা দিয়া সংকীর্ত্তন মহাযজ্ঞের ভবিষ্যৎবিজয়-বার্ত্তা যিনি প্রথম প্রচার করেন, চারিবৎসরের ক্ষুদ্র বালিকা তখন তিনি, এই চৈতন্য ভাগবতের ব্যাস শ্রীবৃন্দাবনদাসের জননী। মহাপ্রভুর অসাধারণ আত্মশক্তির, এমন কি, সমগ্র ভগবত্তার প্রথম পরীক্ষা শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা এই ক্ষুদ্র বালিকাকে লইয়া। সত্য সত্যই নারায়ণী শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের ভগবত্তার প্রথম প্রচারক। শ্রীগৌরাঙ্গের হরিসংকীর্ত্তন নারায়ণীকেই মধ্যকেন্দ্রে করিয়া জয়যুক্ত! প্রভু বিশ্বম্ভর হুঙ্কার করিতেছেন; আর বলিতেছেন—শ্রীবাস! মানুষ সে ত মানুষ! আমি বলিতেছি, বিশ্বাস কর আমার কথায়—

আমি হস্তীঘোড়া মৃগ পাখী একত্র করিয়া।
সেইখানে কান্দাইমু শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া॥

হউক যবন! আমার শক্তি দেখিও শ্রীবাস!

"রাজার যতেকগণ রাজার সহিতে।
সভা কান্দাইমু কৃষ্ণ বলি ভালমতে"॥

প্রভু গর্জ্জন করিয়া বলিতেছেন বটে—কিন্তু শ্রীবাস নীরব! শ্রীবাসকে কোন উত্তর দিতে না শুনিয়া প্রভু পুনরায় গম্ভীরভাবে বলিলেন—

ইহাতে বা অপ্রত্যয় যদি বাস মনে।
সাক্ষাতেই করোঁ দেখ আপন নয়নে।

কেবল শ্রীবাস কেন—এই কথা শুনিয়া, শ্রীবাসের মনে হইল, সমস্ত জগৎ যেন নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে—দেবতাবৃন্দও স্বর্গে নীরবে অবস্থিত—সকলেই মনে করিতেছে, প্রভু বিশ্বম্ভরের এই পরীক্ষা—প্রথম—ও হয়ত শেষ পরীক্ষা! হয় জয়—না হয় পরাজয়—হয় যুগধর্ম্ম—নামসংকীর্ত্তন নগরের ঘরে ঘরে প্রচারিত হইবে; না হয় এইখানেই—তাঁহাদের এত আশা, এত উদ্যম, এত প্রয়াস—সব শেষ হইবে। যখন সকলে এইরূপ ভাবে বিভোর—চারি বৎসরের বালিকা নারায়ণী শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা এই সময় শ্রীহরি সংকীর্ত্তনের মহাগুরু—প্রভুর শ্রীপাদপ্রান্তে ধীরে ধীরে আসিয়া দাঁড়াইল—নামযজ্ঞের ভবিষ্যৎ প্রতিষ্ঠার গুরুভার তাঁহার মস্তকে। প্রভু বলিলেন—শ্রীবাস চারি বৎসরের এই ক্ষুদ্র শিশু—এ যদি আমার আজ্ঞায় হা শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া কাঁদে, তবে বিশ্বাস করিবে—আমি যাহা বলিতেছি তাহা সত্য? এই বলিয়া প্রভু শ্রীবাসের মুখের দিকে চাহিলেন—শ্রীবাসের সমগ্র হৃদয় কম্পিত—তাঁহার মনে হইতেছে, সমগ্র জগৎও যেন সেই সঙ্গে কাঁপিতেছে—যেন স্বর্গ মর্ত্ত্য উদ্গ্রীব হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এই মহাপরীক্ষায় কি হয় কি দেখিবে বলিয়া!

প্রভু গম্ভীরভাবে ডাকিলেন, "নারায়ণি!" নারায়ণী কোমল করুণ নয়নদ্বয় উর্দ্ধে উঠাইয়া একবার প্রভুর মধুর আহ্বানধ্বনি কর্ণ ভরিয়া পান করিল—বিশ্বম্ভর বলিলেন, নারায়ণি! মা! একবার কৃষ্ণ বলিয়া কান্দ ত? যেমন বলা আর চারি বৎসরের সেই "উন্মত্ত চরিত্র"

হা কৃষ্ণ বলিয়া কান্দে না হয় সম্বিত।
অঙ্গবাহি পড়ে ধারা পৃথিবীর তলে;
পরিপূর্ণ হৈল ভূমি—নয়নের জলে।

নারায়ণী কাঁদিতেছে—আর প্রভু হাসিতে হাসিতে বলিতেছেন—

"এখন তোমার সব ঘুচিল কি ভয়?"

শ্রীবাস শুনিলেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া এক জয়ধ্বনি সমুত্থিত হইতেছে—স্বর্গের দুন্দুভিধ্বনির সহিত মর্ত্ত্যের জলস্থল, মরুদ্ব্যোম, ঐক্যতানবাদনে গাহিতেছে, জয়—প্রভু বিশ্বম্ভরের জয়—জয় সংকীর্ত্তনের জয়—জয় নামযজ্ঞের জয়!

তাই বলিয়াছি—নামযজ্ঞের ভবিষ্যৎ প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রচারক চারিবৎসরের বালিকা শ্রীচৈতন্যভাগবতের ব্যাস শ্রীবৃন্দাবনদাসের জননী নারায়ণী। আর এই নারায়ণীর পুত্র—শ্রীবৃন্দাবনদাস একমাত্র জননীর স্নেহাশীর্ব্বাদ শিরে করিয়া আপনার পবিত্র তুলিকায় নিমাই ও নিতাইএর যে বিশ্ববিমোহন চিত্র জগতের সমক্ষে অঙ্কিত ও উদ্ঘাটিত করিয়া গিয়াছেন—তাহার তুলনা কোথায়?

শ্রীচৈতন্যভাগবত বৈষ্ণবের গৃহে গৃহে আজ বিরাজমান—শ্রীগৌরাঙ্গকে আজ যে আমরা "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" বলিয়া বুঝিবার অবসর পাইয়াছি—শ্রীনিত্যানন্দকে আজ যে আমরা সঙ্কর্ষণ মূর্ত্তিতে পূজা করিতে অধিকারী—এ অধিকারের, এ অবসরের জন্য আমরা পুত্রের নিকট যেমন ঋণী, আমরা সেইরূপ ঋণী সেই জননীর নিকট—শ্রীগৌরাঙ্গের অবশেষপাত্র বলিয়া বৈষ্ণবজগতে আজিও যাঁহার ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়।

নারায়ণীপুত্র শ্রীবৃন্দাবনদাস যে কেবল শ্রীচৈতন্যভাগবত লিখিয়াই জয়যুক্ত, তাহা নহে—তাঁহার বিরচিত পদাবলী—পদকল্পতরুর বহু পৃষ্ঠা সুশোভিত করিয়া বিরাজিত। তা ছাড়া বহু যত্নে ও প্রয়াসে—আমরা তাঁহার বিরচিত একখানি অমূল্যগ্রন্থনিধি পুথির আকারে অমুদ্রিত অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়াছি—যাহার নাম "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়"—এই বর্ত্তমান গ্রন্থ। এই পুস্তকের একস্থানে যাহা লেখা আছে, তাহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি—শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থ বিরচনের পূর্ব্বে; শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়গ্রন্থ শ্রীবৃন্দাবনদাসের স্বর্ণলেখনী হইতে সমুদ্ভূত হয়েন।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর চন্দ্রবদন ব্যাপে সপ্তবিংশতিসংখ্যক নক্ষত্ররূপ

পার্ষদদ্বারা পরিবেষ্টিত মনে করিয়া তাঁহাদের পবিত্র চরিত্র একে একে বর্ণনা করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। গ্রন্থকার লিখিতেছেন—

"শ্রীচৈতন্যচন্দ্র বেড়ি তারা ভক্ত যত।
ক্ষুদ্র হইয়া আমি তাহা কহিব বা কত॥
আপনার গুণে তেঁহ হইয়াছে প্রকাশ।
তাহাই বলিতে মনে কিছু করি আশ॥
অশ্বিন্যাদি যথা সপ্তবিংশতি কথন।
তথা নিত্যসিদ্ধ ভক্ত করিব গণন॥
সংক্ষেপেতে অপরাধ না লবে আমার।
শ্রীচৈতন্য ভাগবতে করিব প্রচার॥
মুখ্যভক্ত যত আর অন্যত্র বলিব।
সপ্তবিংশতিমাত্র ইহাতে কহিব॥"

দ্বিতীয় দর্শন—শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়।

যে সকল পার্ষদের জীবনচরিত এইরূপে এই পুস্তকে সংগৃহীত হইয়াছে, তাঁহাদের তালিকা এবং ব্রজমণ্ডলের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, যথা—

(১) শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী	চতুঃসন—সনক
(২) ,, ব্রহ্মানন্দপুরী	সনন্দন
(৩) ,, কেশবপুরী	সনাতন
(৪) ,, কৃষ্ণানন্দপুরী	সনৎকুমার
(৫) ,, হরিদাস (বুঢ়ন)	ব্রহ্মা
(৬) ,, অদ্বৈতাচার্য্য (শান্তিপুর)	শঙ্কর বা সদাশিব
(৭) ,, প্রতাপরুদ্র (পুরীধাম)	ইন্দ্র
(৮) ,, পরমানন্দপুরী	উদ্ধব
(৯) ,, গোবিন্দগরুড়	রক্তক

(১০)	শ্রীরঘুনন্দন (শ্রীখণ্ড)	কামদেব
(১১)	,, রামানন্দ (পুরীধাম)	অর্জ্জুনগোপাল
(১২)	,, বিশ্বরূপ	মণ্ডলীভদ্র
(১৩)	,, নিত্যানন্দস্বরূপ, শ্রীবীরভদ্র(খড়দহ)	শ্রীবলভদ্র ও বীরভদ্র
(১৪)	,, পরমানন্দ অবধূত	দেবপ্রস্থ
(১৫)	,, রামদাসঠাকুর (খানাকুল)	শ্রীদাম
(১৬)	,, সুন্দরানন্দ (মহেশপুর)	সুদাম
(১৭)	,, কমলাকরপিপ্পলাই (মাহেশ)	বসুদাম
(১৮)	,, পরমানন্দদাস	সুবাহু
(১৯)	,, পুরুষোত্তমদাস	স্তোককৃষ্ণ*
(২০)	,, গৌরীদাস (অম্বিকা)	সুবল
(২১)	,, শিশুকৃষ্ণদাস (কানুঠকুর বা ঠাকুরকানাই)	উজ্জ্বলগোপাল *
(২২)	,, পণ্ডিত পুরুষোত্তম	অর্জ্জুন
(২৩)	,, শচীদেবী (নবদ্বীপ)	মাতা যশোমতী
(২৪)	,, জগন্নাথ ,,	পিতা নন্দ
(২৫)	,, কেশবভারতী	সন্দীপনী
(২৬)	,, গদাধর (এঁড়েদহ)	শ্রীরাধা
(২৭)	,, সদাশিব (কুমারহট্ট হালিসহর)	চন্দ্রাবলী *

* শ্রীল শ্রীঠাকুর কানাইএর বংশবিবরণ, যথা—শ্রীপাট বোধখানা ও ভজনঘাট—পূর্ব্বনিবাস সুখসাগর। কানুঠাকুর শ্রীজীব গোস্বামি-প্রদত্ত প্রিয় নাম।

(২৭) পিতামহ, | চন্দ্রাবলী — (১৯) পিতা, | স্তোককৃষ্ণ — (২১) পুত্র | উজ্জ্বলগোপাল

এইমতে তিনপুরুষ নিত্যসিদ্ধ।

কেহ কেহ বলেন কংসারিসেন শ্রীপিতামহ—ব্রজমণ্ডলের রত্নাবলী

এইমতে চারিপুরুষ নিত্যসিদ্ধ।

পূর্ব্বনিবাস গুপ্তপল্লী বা গুপ্তিপাড়া।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—চন্দ্রকে মধ্যকেন্দ্রে সংস্থাপন করিয়া তৎপরিষদে অবস্থিত এই সকল নিত্যসিদ্ধ ভক্ত তারকাবলীর অদ্ভুত চরিত্র পাঠ করিবার পূর্ব্বে আমাদের প্রত্যেকেরই জানা উচিত এবং বিশ্বাস করিতে হইবে—

(১) পূর্ণ বা পরম পুরুষ যিনি,—যিনি পরাৎপর,
তিনি যুগ বিশেষে নরাকারে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েন।

(২) নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এই পূর্ণ পুরুষ বা পূর্ণ ব্রহ্মের সাক্ষাৎ অবতার— "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।"

(৩) শচীগর্ভ সিন্ধুসমুত্থ, জগন্নাথমিশ্রের পুত্র শ্রীলবিশ্বম্ভর এবং নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এক অদ্বয়তত্ত্ব, উভয়েই পূর্ণ পুরুষের সাক্ষাৎ অবতাররূপ।

(৪) ভগবৎপরিষদ্ শ্রীভগবানকে মধ্যকেন্দ্রে করিয়া তদীয় নিত্যসিদ্ধভক্তবৃন্দের দ্বারা পরিগঠিত।

(৫) যখনই শ্রীভগবান অবতাররূপ গ্রহণ করেন, তখনই এই নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণ পৃথিবীতে পার্ষদ তদ্ভক্তরূপে জন্ম গ্রহণ করেন,—শ্রীভগবদাবির্ভাবে তাঁহাদেরও আবির্ভাব, তিরোভাবে তাঁহাদেরও তিরোভাব ঘটে। এই সকল ভক্তের জন্ম ও মৃত্যুতে সাধারণ লোকের মত কর্ম্মবন্ধন নাই।

(৬) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় পরিকরগণ সহ
(সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদৈঃ) শ্রীগৌরাঙ্গ রূপে পুণ্যধাম শ্রীনবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়া নামযজ্ঞ প্রচার করেন।

(৭) শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পার্ষদগণ শ্রীবৃন্দাবনলীলার বিশেষ বিশেষ পরিকর।

(৮) শ্রীমদ্ বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বিরচিত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় বা বর্ত্তমান গ্রন্থে কেবলমাত্র ২৭ জন শ্রীগৌরাঙ্গপার্ষদের

শ্রীব্রজমণ্ডলের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকার সংখ্যা দুই শতের ও অধিক।

(৯) মহর্ষি বেদব্যাস সমাধিসংযোগে যে পূর্ণ পুরুষের সাক্ষাৎকার লাভ করেন, সেই পূর্ণ পুরুষের তৎকৃতবিবরণী শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীমজ্জীবগোস্বামী তাঁহার তত্ত্বসন্দর্ভে শ্রীভগবৎপরিষদের যে উজ্জল চিত্র অঙ্কিত ও উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন, তাহা মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিলে আমরা অতি সহজেই বুঝিতে পারি, শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রতিষ্ঠিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম কি? এবং কেন বৈষ্ণবশাস্ত্রে ভগবদারাধনার সঙ্গে তদভক্তারাধনা এমন বিচিত্র ভাবে সন্নিকট সংশ্লিষ্ট? সকলে হয়ত জানেন না—ভক্ত এবং ভগবৎ পরিষদ্ লইয়াই শ্রীমদ্রূপগোস্বামিকৃত শ্রীলঘুভাগবতামৃতের ভক্তামৃতনামক অধ্যায়টি বিরচিত। সে অধ্যায়টিতে যাহা আছে, তাহা আদ্যোপান্ত পাঠকদিগের অবগতির জন্য পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে প্রদত্ত হইল।

"শ্রীমদ্ভাগবতালোকং
শ্রীমদ্ভাগবতৈঃ সহ।
শ্রীমদ্ভাগবতৈঃ স্বাদ্যং
শ্রীমদ্ভাগবতামৃতম্॥"



শ্রীলঘুভাগবতামৃতম্ ।

উত্তরখণ্ডম্ ।

অথ শ্রীভক্তামৃতম্ ।

(১)

আরাধনং মুকুন্দস্য
ভবেদাবশ্যকং যথা ।
তথা তদীয়ভক্তানাং
নোচেদ্ দোষোহস্তি দুস্তরঃ ॥

অর্থাৎ শ্রীভগবানের আরাধনা যেমন আবশ্যক, তেমনি তাঁহার ভক্তগণের ; অন্যথা অতি দুরপনেয় দোষ হয় ।

কেবল ভাগবতামৃতে নহে—পদ্মপুরাণেও আছে—

(২)

"মার্কণ্ডেয়োহম্বরীষশ্চ
বসুর্ব্যাসো বিভীষণঃ ।
পুণ্ডরীকো বলিঃ শম্ভুঃ
প্রহ্লাদো বিদুরো ধ্রুবঃ ॥
দাল্ভ্যঃ পরাশরো ভীষ্মো
নারদাদ্যাশ্চ বৈষ্ণবৈঃ ।

সেব্যা হরিং নিষেব্যামী
নো চেদাগঃ পরং ভবেৎ ॥"

বসুঃ—উপরিচরঃ তদেকাত্মা
আগঃ—অপরাধঃ
পরম্—অনিবার্য্যম্

—(শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণকৃত সারঙ্গ রঙ্গদায়াম্,)

অর্থাৎ হরিসেবার পরই

মার্কণ্ডেয়
অম্বরীষ
উপরিচর বসু
ব্যাস
বিভীষণ
পুণ্ডরীক
বলি
শম্ভু
প্রহ্লাদ
বিদুর
ধ্রুব
দাল্‌ভ্য,
পরাশর
ভীষ্ম এবং
নারদাদি

ভক্তগণের সেবা করা বৈষ্ণবগণের অবশ্যকর্ত্তব্য। না করিলে এমন অপরাধ হয়, যে সে অপরাধের খণ্ডন নাই।

হরিভক্তি সুধোদয় ও বলিয়াছেন—

(৩)

অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং

তদীয়ান্ নার্চ্চয়ন্তি যে।

ন তে বিষ্ণোঃ প্রসাদস্য

ভাজনং দাম্ভিকা জনাঃ ॥

অর্থাৎ যাঁহারা গোবিন্দের অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার ভক্তগণের অর্চ্চনা করেন না, তাঁহারা শ্রীভগবানের প্রসাদলাভ ত করেনই না, অধিকন্তু বুঝিতে হইবে, এই সকল ব্যক্তি দাম্ভিক—বিষ্ণুবঞ্চক।

পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডেও আছে,—

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং

বিষ্ণোরারাধনং পরম্।

তস্মাৎ পরতরং দেবি

তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্ ॥

তস্মাদিতি—বিষ্ণুরারাধনাৎ

তদীয়ানাং—বৈষ্ণবানাং

সমর্চ্চনম্—আরাধনং

পরং—শ্রেষ্ঠং

তন্মধ্যেতদন্তর্ভাবাদিতি ভাবঃ—(সারঙ্গরাঙ্গদা)

অর্থাৎ যতকিছু আরাধনা আছে, সকল আরাধনা হইতে বিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেষ্ঠ; কিন্তু বিষ্ণুভক্ত (বৈষ্ণব)দিগের আরাধনা, হে দেবি! তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। (কেননা ভক্তের আরাধনার মধ্যেই ভগবদারাধনা অন্তর্ভূত)। ইহার অন্যত্র আছে—

(৪)

অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং

তদীয়ান্ নার্চ্চয়েৎ তু যঃ।

ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ
কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ ॥

হরিভক্তিসুধোদয়ে যে কথা এখানেও ঠিক সেই একই কথা। যিনি গোবিন্দের অর্চ্চনা করিয়া তাঁহার ভক্তের অর্চ্চনা না করেন, তিনি ভাগবত নামের যোগ্য নহেন,—তিনি দাম্ভিকমাত্র।

আদিপুরাণ এবং ইতিহাসসমুচ্চয় গ্রন্থে শ্রীভগবান্ নিজেই বলিতেছেন—

(৫)

মম ভক্তা হি যে পার্থ।
ন মে ভক্তাস্তু তে মতাঃ।
মদ্ভক্তস্য তু যে ভক্তা
স্তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥ *

মামেতি—যে ভক্তপ্রীতিশূন্যা
মমভক্তাঃ
তে মে—মম (ময়া—পাঠান্তরম্)
ভক্তাঃ—শ্রেষ্ঠা
ন মতাঃ—ভক্ততমা ইত্যুত্তরাৎ।
শ্রুতদেব পূজায়াং ব্যক্তমেতৎ।—(সারদারঙ্গদা)

অর্থাৎ—হে পার্থ! যাহারা কেবল আমাকে ভক্তি করে, তাহারা আমার মতে আমার ভক্ত নহে, কিন্তু যাহারা আমার ভক্তের ভক্ত তাহারাই আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য।

শ্রীমদ্ভাগবতেও আছে—(ভা ১১ ১৯০ ২১)

---

* পাঠান্তরম্
যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ

মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা—ইতি।

মদ্ভক্তেতি—মৎপূজাতোঽপি মদ্ভক্তপূজা
অভ্যধিকা—ইতি কুলাদিপরীক্ষানিরস্তা পাদোদকোচ্ছিষ্টে
চ তেষাং গ্রাহ্যে দর্শিতে।—(সারার্থদর্শিনী)

অর্থাৎ আমার পূজা অপেক্ষা আমার ভক্তের পূজা সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। (এই ভক্তপূজায় কুলাদি বিচার করিবার প্রয়োজন নাই; বর্ণাদি বিচারবিতর্ক পরিশূন্য হইয়া ভক্তের পাদোদক এবং উচ্ছিষ্ট গ্রাহ্য।)

ফলতঃ ভগবৎ পরিষদে শ্রীভগবান্ এবং তদীয় ভক্ত একত্র অবস্থিত, একথা যিনি না জানেন, তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্মের কিছুই জানেন না; সুতরাং তাঁহার কথা স্বতন্ত্র। আর যিনি একথা জানিয়াও প্রথমে শ্রীভগবানের পূজা করিয়া, তার পর, তাঁহার পার্ষদরূপে অবস্থিত তদীয় ভক্তগণের পূজা বা আরাধনা না করেন, তাহা হইলে বৈষ্ণবশাস্ত্রমতে, বেশ করিয়া বুঝিয়া দেখুন, শ্রীভগবানের প্রসাদ ভাজন হওয়া ত দূরের কথা, তিনি দাম্ভিক বা বিষ্ণুবঞ্চক কিনা?

বৈষ্ণবধর্ম্ম— কেবল শ্রীভগবানকে লইয়া নহে— ভগবান্ এবং তদীয় ভক্ত—এই দুইএ মিলিয়া "ভগবৎ পরিষদ্"। এই পুণ্য পরিষদ্ এবং তাঁহার আরাধনাই বৈষ্ণবধর্ম্ম এবং বৈষ্ণবধর্ম্মের লক্ষ্য। এই লক্ষ্য ধরিয়া বিচার করিলে সকলকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে, জগতে যত কিছু ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে,—এমন বিচিত্র বিশেষত্ব আর কোনও ধর্ম্মেই নাই! আমি বলিতে চাই, এই বিচিত্র বিশেষত্বের জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রতিষ্ঠিত (গৌড়ীয়)—

ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তা
মম ভক্তাস্তুতে নরাঃ॥

বৈষ্ণবধর্ম্ম— (প্রধানতঃ) সকলধর্ম্মেরই শীর্ষস্থানীয়। মানবের স্বভাব অনুগত এই পূজা—ভগবানের সহিত ভক্ত, ভক্তের সহিত ভগবান্। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্য! এখানে একে একে দুই নহে—দুই—একের সহিত একের মাখাচোখা— (দর্শনের কথায় ইহাকে কি বলে না বলে, সে তর্ক পরে হইবে) এখন বলিতে চাই, যেমন মানুষের তেমনি শ্রীভগবানের।"কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা, নরবপু—তাহার স্বরূপ।"

মানবীয় পরিষদ্ এবং শ্রীভগবানের পরিষদ্ প্রায় একই ধরণের; মধ্যে মহামহিমায় রত্নসিংহাসন বা যোগপীঠ আর এই যোগপীঠের আশে পাশে, দূরে, নিকটে, উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্ব্বে, পশ্চিমে, এমন কি উপরে—দুই পার্শ্বে, তরতমভেদে পার্ষদভক্তবৃন্দ উপবিষ্ট।

বলিতে কি মানুষের পরিষদের মত, শ্রীভগবৎ পরিষদেও ভক্তে ভক্তে তারতম্য আছে—শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ তাহার সারঙ্গরঙ্গদায় ভাগবতামৃতের (নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকের) টীকায় লিখিয়াছেন—

ভগবতো যথা—স্বয়ং বিলাস ব্যূহাদিস্বরূপং তারতম্যং গুণব্যক্ত্যব্যক্তিকৃতমুক্তং

তথা ভক্তানামপি

ভক্তিকৃতং—

তদাহ

এতেষামপীত্যাদিনা।

যে শ্লোকের প্রথমে "এতেষাং" আছে, ভাগবতামৃতের সেই শ্লোকটি এই

(৭)

এতেষামপি সর্ব্বেষাং
প্রহ্লাদঃ প্রবরো মতঃ।
যৎ প্রোক্তং তস্য মাহাত্ম্যং
স্কান্দ-ভাগবতাদিষু।

অর্থাৎ পূর্ব্বে মার্কণ্ডেয়, অম্বরীষ প্রভৃতি যে সকল ভক্তের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে প্রহ্লাদ প্রবর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ; যেহেতু স্কন্দ এবং ভাগবতাদি পুরাণে তাঁহার মহিমাবিশেষভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

(১) প্রমাণ রুদ্রবাক্য—

স্কান্দে শ্রীরুদ্র বলিতেছেন—ভক্তই তত্ত্বতঃ কৃষ্ণকে জানেন। আমি জানি, একথা ঠিক বলিতে পারি না। আমার মতে নিখিল হরিভক্তের মধ্যে প্রহ্লাদ অতি মহত্তম।

(৮)

ভক্তএব হি তত্ত্বেন
কৃষ্ণং জানাতি ন ত্বহম্।
সর্ব্বেষু হরিভক্তেষু
প্রহ্লাদোঽতিমহত্তমঃ॥

ভক্তএবেতি—তদেকান্তীয়ঃ স এবেত্যর্থঃ।
ন ত্বহম্—মমাধিকারিত্বেন
অন্যাবেশাৎ তত্ত্বেন
তজ্জ্ঞানং নাস্তীতি।
—হীনত্বপ্রকাশনং নির্ব্বেদ-
ব্যঞ্জনম্।
তাদৃশং ভক্তং দর্শয়তি—
সর্ব্বেষ্বিতি—(সারদারঙ্গদা)

(২) প্রহ্লাদের নিজের উক্তি—

শ্রীভাগবতে প্রহ্লাদ নিজ মুখেই বলিতেছেন—হে প্রভো! রজোগুণে উৎপন্ন এবং তমোগুণের প্রাচুর্য্যান্বিত এই দৈত্যকুলে সম্ভূত

আমিই বা কোথায়? আর তোমার কৃপাই বা কোথায়? কিন্তু ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, যে পদ্মহস্ত কখন ব্রহ্মা, শিব এবং রমার মস্তকে প্রসাদরূপে অর্পিত হয় নাই, তাহাই আমার মস্তকে (আজ) অর্পিত হইল!

(৯)

ক্বাহং রজঃপ্রভব ঈশ!
তমোঽধিকেঽস্মিন্
জাতঃ সুরেতরকুলে
ক্ব তবানুকম্পা।
ন ব্রহ্মণো ন চ ভবস্য
ন বৈ রমায়া
যন্মেঽর্পিতঃ শিরসি
পদ্মকরঃ প্রসাদঃ॥

ভক্তেষু প্রহ্লাদস্য শ্রেষ্ঠ্যমাহ
ক্বাহমিতি—
সুরেতরকুলে—দৈত্যবংশে
জাতোঽহং ক্ব?
তস্মিন্—ময়ি
তবানুকম্পা ক্ব?
ইতি দুর্ঘটোঽয়ং সম্বন্ধ ইত্যর্থঃ।
তৎকুলে—কীদৃশী? ইত্যাহ—
রজঃপ্রভবে তমোঽধিকে ইতি।
অনুকম্পামাহ—
যঃ পদ্মকরঃ প্রসাদো

ব্রহ্মাদি শিরঃসু নার্পিতঃ
স মে শিরসি বৎস ত্বয়া অর্পিত ইতি।
—(সারঙ্গরঙ্গদা)

(৩) শ্রীনৃসিংহদেবের শ্রীমুখের উক্তি—

তিনি নিজেই বলিতেছেন—
তত্রৈব শ্রীনৃসিংহবাক্যং—(ভা, ৭, ১০, ২১)

(১০)

ভবন্তি পুরুষা লোকে
মদ্ভক্তাস্ত্বামনুব্রতাঃ।
ভবান্ মে খলু ভক্তানাং
সর্ব্বেষাং প্রতিরূপধৃক্॥ ইতি।

ভবন্তীতি—
ত্বামনুব্রতাঃ—ত্বদনুসারিণঃ
ভবিষ্যন্তি।
মম সর্ব্বেষাং ভক্তানাং ভবান্
প্রতিরূপধৃক্—একতঃ সর্ব্বে একতো
ভবানিতি—সর্ব্বভক্তশ্রেষ্ঠ—
ইত্যর্থঃ—(সারদারঙ্গদা)

অর্থাৎ এখন হইতে আমার ভক্ত যাঁহারা হইবেন, সকলেই তোমাকে আদর্শরূপে অনুবর্ত্তন করিবেন। (তুলাদণ্ডে ওজন করিলে) আমার সমস্ত ভক্ত একদিকে আর প্রহ্লাদ তুমি একা একদিকে। তুমিই সকলের শ্রেষ্ঠ।

ভক্তির হিসাবে মার্কণ্ডেয়াদির সহিত তুলনায় প্রহ্লাদের স্থান তাঁহাদের ঊর্দ্ধে বটে, কিন্তু ভাগবতামৃত বলেন, তরতমের দিক দিয়া দেখিলে, এমন প্রহ্লাদ হইতেও শ্রীভাগবত পাণ্ডবদিগকে সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাহাতে আছে—

(১১)

পাণ্ডবাঃ সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠাঃ

প্রহ্লাদাদীদৃশাদপি।

শ্রীভাগবতমেবাত্র

প্রমাণং স্ফুটমীক্ষ্যতে ॥

প্রহ্লাদ হইতে পাণ্ডবদিগের শ্রেষ্ঠতার প্রমাণ স্বরূপ শ্রীভাগবত হইতে তিনটি শ্লোক এখানে উদ্ধৃত হইয়াছে—

তথাহি শ্রীসপ্তমস্কন্ধে শ্রীনারদবাক্যং—(ভা,৭,১০,৪৮,৫০।৭,১৫,৭৫;৭৭)

(১২)

১। যূয়ং নৃলোকে বত ভূরিভাগা

লোকং পুনানা মুনয়োঽভিযন্তি।

যেষাং গৃহানাবসতীতি সাক্ষাদ্

গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গম্ ॥

প্রহ্লাদাদপি পাণ্ডবানাং শ্রৈষ্ঠ্যমাহ—

প্রহ্লাদসৌভাগ্যং নিশম্য স্বং নিকৃষ্টং মন্বানং যুধিষ্ঠিরং প্রতি নারদবাক্যং

যূয়মিতি—

ন তু কুতোবয়ং ভূরিভাগাঃ? তত্রাহ—পরং ব্রহ্ম

যেষাং গৃহান্ আবসতীতি বিজ্ঞায় লোকং পুনানা—মুনয়ঃ—

মার্কণ্ডেয়াদয়ঃ তান্—যুষ্মান্ গৃহান্

অভিতো যন্তীতি—

—(সারঙ্গরঙ্গদা)

অর্থাৎ—প্রহ্লাদই সৌভাগ্যবান্, আমাদের তাদৃশ ভূরিভাগ্য নাই, এইরূপ বিচার পরায়ণ শ্রীযুধিষ্ঠির মহারাজকে বুঝাইয়া—

শ্রীনারদ বলিতেছেন—অহো নৃলোকে তোমরাই বহুভাগ্যবান্;

যেহেতু প্রচ্ছন্নভাবে, নরাকারে সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম তোমাদিগের গৃহে অবস্থিত। জগৎপাবন মুনিগণ তাই চতুর্দ্দিক হইতে তোমাদিগের গৃহে আগমন করেন। তা ছাড়া—

(১৩)

২। স বা অয়ং ব্রহ্ম মহদ্বিমৃগ্যং
কৈবল্যনির্ব্বাণসুখানুভূতিঃ।
প্রিয়ঃ সুহৃদ্ বঃ খলু মাতুলেয়
আত্মার্হণীয়ো বিধিকৃদ্‌গুরুশ্চ ॥

অর্থাৎ মহদ্‌গণ যাঁহার অন্বেষণ করিয়া ঘুরিয়া বেড়ান, যিনি কৈবল্যনির্ব্বাণ সুখানুভূতিস্বরূপ, সেই পরব্রহ্মই এই শ্রীকৃষ্ণ, ইনি তোমাদিগের প্রিয় সুহৃদ, মাতুলেয়, আত্মা, পূজ্য, উপদেষ্টা এবং তোমরা যাহা বল, তিনি তাহাই করেন।

নন্বস্মন্মাতুলস্য কথং পরব্রহ্মত্বং তত্রাহ—

স ইতি
সোঽয়ং কৃষ্ণঃ
মহদ্ভিঃ বিমৃগ্যং ব্রহ্মৈব
যঃ—যুষ্মাকং প্রিয়াদিভাবেন
বর্ত্ততে।
ব্রহ্মত্বে হেতুঃ ঃ
কেবলস্য—বিশুদ্ধস্য
নির্ব্বাণসুখস্য—মোক্ষানন্দস্য
অনুভূতিঃ—সাক্ষাৎকারঃ
যস্মাৎ সঃ দৃষ্টশ্চেদং শিশুপালে।

তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি,
—(শ্বে উ, ৩।৮, ৬।১৫)

ইত্যাদি শ্রুতিঃ। মুক্তিপ্রদাতা সর্ব্বেষাং বিষ্ণুরেব ন সংশয়ঃ ইতি স্মৃতিশ্চৈবমাহ। বিধিকৃৎ—বচনবর্ত্তীত্যর্থঃ।

(১৪)

৩। ন যস্য সাক্ষাদ্ভবপদ্মজাদিভী রূপং ধিয়া বস্তুতয়োপবর্ণিতম্।
মৌনেন ভক্ত্যোপশমেন পূজিতঃ প্রসীদতামেষ স সাত্বতাং পতিঃ॥ ইতি

নতু কৃষ্ণস্য সত্যভামাদিনিরতত্ব প্রতায়াৎ কথং ব্রহ্মত্বমাত্মারামত্বরূপং প্রতেতব্যং তত্রাহ ন যস্যেতি যস্য রূপং স্বরূপং ভবাদিভিরপি ধিয়া—স্ববুদ্ধ্যা বস্তুতয়ানোপবর্ণিতম্ ইদমেব পরং ব্রহ্ম ইতি ন নিশ্চিতং তেহপি যত্র মোহং লভন্তে। যথা বাণযুদ্ধে যথাবৎসাহরণে গোবর্দ্ধনমখে বিদিতমেব তথাচ পরাখ্য স্বরূপশক্তিবিলাসৈঃ সত্যাদিভিরুপেতং তাসু—নিরতং তৎ আত্মারামং ব্রহ্মৈবেতি তদেকান্তিভির্বিজ্ঞেয়ং—নাভিমানিভিরধিকৃতৈরিতি।

(৩) এই তৃতীয় শ্লোকে নারদ বলিতেছেন—

তৎসম্বন্ধে আর অধিক কি বলিব? এই মাত্র বলি,যে ভব এবং পদ্মযোনি ব্রহ্মা প্রভৃতি, বুদ্ধিদ্বারা যাঁহার স্বরূপ নির্ণয় করিতে না পারিয়া মৌনভাবে এবং উপশম সহকারে যাঁহাকে পূজা করিয়া থাকেন, সেই সাত্বতপতি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন!

স্বামিপাদ ভূমিকাস্বরূপ এই তিনটি শ্লোকের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, শ্রীভগবানের সন্দর্শন লাভ করায় প্রহ্লাদকে বহুভাগ্যবান্—মনে করিয়া তাঁহার তুলনায় আপনাদের মন্দভাগ্য স্মরণে রাজা যুধিষ্ঠিরকে বিষণ্ণ হইতে দেখিয়া নারদ তাঁহাকে প্রোৎসাহিত করিবার জন্য এই পদ্য তিনটি বলিয়াছিলেন—

ব্যাখ্যাতঞ্চস্বামিপাদৈঃ

(১৫)

"অহো প্রহ্লাদস্য ভাগ্যং যেন দেবো দৃষ্টঃ, বয়ন্তু মন্দভাগ্যাঃ ইতি বিষীদন্তং রাজানং প্রত্যাহ যূয়মিতি ত্রিভিঃ।

স্বামিপাদ এই শ্লোক তিনটির যে তাৎপর্য্য প্রদান করিয়াছেন, তাহা পাঠে আমরা বুঝি, পাণ্ডবেরা যে প্রহ্লাদ হইতে শ্রেষ্ঠ, তাহার প্রথম কারণ—প্রহ্লাদের গৃহে পরব্রহ্ম অবস্থিতি করেন না, পাণ্ডব দিগের গৃহে তিনি অবস্থিতি করেন।

দ্বিতীয় কারণ—প্রহ্লাদের গৃহে জগৎপাবন মুনিগণ তদ্দর্শনার্থ গমন করেন না, পাণ্ডবদিগের গৃহে আগমন করেন।

তৃতীয় কারণ—প্রহ্লাদের সহিত মাতুলেয়াদিরূপে শ্রীভগবানের কোন সম্পর্ক নাই, পাণ্ডবদিগের তিনি মাতুলেয়, সুহৃদ্, সখা।

চতুর্থ কারণ—স্বামিপাদ বলেন, প্রহ্লাদের প্রতি পরব্রহ্ম নিজে প্রসন্ন নহেন, কিন্তু পাণ্ডবদিগের সে অভাব নাই। এই সকল কারণে প্রহ্লাদ অপেক্ষা পাণ্ডবেরা শ্রেষ্ঠ। তাঁহার কথাগুলি এই—

অস্য পদত্রয়স্য তাৎপর্য্যার্থস্তৈরেব লিখিতঃ—

(১৬)

(১) নতু প্রহ্লাদস্য গৃহে পরং ব্রহ্ম বসতি।

(২) ন চ তদ্দর্শনার্থং মুনয়স্তদ্গৃহান্ অভিযন্তি।

(৩) ন চ তস্য ব্রহ্ম মাতুলেয়াদিরূপেণ বর্ত্ততে।

(৪) নচ স্বয়মেব প্রসন্নম্।

অতো

যূয়মেব—ততোঽস্মত্তোঽপি ভূরিভাগা ইতি ভাবঃ।

এভিঃ পদ্যৈঃ প্রহ্লাদাদপি পাণ্ডবানাং শ্রৈষ্ঠ্যং শ্রীধরস্বাম্যুক্তেন নিষ্কর্ষেণ দর্শয়তি—'নতু প্রহ্লাদস্য গৃহে' ইত্যাদিনা—(সারঙ্গরঙ্গদা)

ভাগবতামৃত বলেন—প্রহ্লাদ হইতে পাণ্ডবেরা শ্রেষ্ঠ হইলেও, যাদবগণের কেহ কেহ (নিত্য পার্ষদ বলিয়া) পাণ্ডব হইতে আবার শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ যাদবগণ যেমন শ্রীভগবানের নিত্য সন্নিহিত, পাণ্ডবেরা তদ্রূপ নহেন। অধিকন্তু যাদবদিগের শ্রীভগবানের প্রতি মমতাধিক্যও এই শ্রেষ্ঠত্বের অপর একটি কারণ।

(১৭)

সদাতিসন্নিকৃষ্টত্বাৎ

মমতাধিক্যতো হরেঃ।

পাণ্ডবেভ্যোঽপি যদবঃ

কেচিৎ শ্রেষ্ঠতমা মতাঃ॥

অথ পাণ্ডবেভ্যোঽপি যদূনাং শ্রৈষ্ঠ্যমাহ—সদাতীত্যাদিনা।

কেচিৎ—নিত্যপার্ষদাঃ—(সারঙ্গরঙ্গদা)

শ্রীমদ্ভাগবতেও আছে—

(১৮)

১। অহো ভোজপতে!

যূয়ং জন্মভাজো নৃণামিহ।

যৎ পশ্যথাসকৃৎ কৃষ্ণং

দুর্দ্দর্শমপি যোগিনাম্॥

(১৯)

২। "তদ্দর্শনস্পর্শনানুপথপ্রজল্প-

শয্যাসনাশন-সযৌন-সপিণ্ডবন্ধঃ।

যেষাং গৃহে নিরয়বর্ত্ম-নিবর্ত্ততাং বঃ

স্বর্গাপবর্গবিরমঃ স্বয়মাস বিষ্ণুঃ॥

(২০)

৩। শয্যাসনাটনালাপ-

স্নানক্রীড়াশনাদিষু।

ন বিদুঃ সন্তমাত্মানং

বৃষ্ণয়ঃ কৃষ্ণচেতসঃ॥ ইতি।

অহো ইতি—হে ভোজপতে উগ্রসেন।

তদ্দর্শনেতি—যেষাং বো গৃহে।

স্বয়ং বিষ্ণুঃ—পূর্ণঃ কৃষ্ণঃ। আস—বর্ত্ততে স্ম

অর্থাৎ শ্রীভাগবতের দশমে ৮২ অধ্যায়ে ২৮—৩০ শ্লোকে লিখিত হইয়াছে—

যদ্বা

স্বয়মাস—নতু সাধনবশত্বয়া ইতি নিত্যপার্ষদতা তেষাম্;
বঃ কীদৃশীনাম্ ইত্যাহ—
নিরয়বর্ত্মনঃ—সংসৃতিপ্রবাহাৎ
নিবর্ত্তিতাং—নিত্যমুক্তানমিত্যর্থঃ।
কীদৃশোঽসৌ? ইত্যাহ—
স্বর্গেতি—স্বর্গস্য অপবর্গস্য চ
সুখৈশ্বর্য্যপ্রধানস্য
বিরমঃ যেন সঃ।
তৎ তঞ্চ
স্বঃ স্বৈকান্তিভ্যো ন দদাতীত্যর্থঃ
তস্য যুষ্মৎকর্ত্তৃকা যে দর্শনাদয়ঃ
যুষ্মৎ সংপৃক্তানি যানি শয্যাদীনি,
তৈ বিশিষ্টশ্চাসৌ
স যৌন-সপিণ্ডবন্ধশ্চেতি
মধ্যমপদলোপী কর্ম্মধারয়ঃ।
তত্র যৌনবন্ধঃ—বিবাহসম্বন্ধঃ
পিণ্ডবন্ধঃ—দৈহিকসম্বন্ধঃ
তাভ্যাং সহ বর্ত্তমানোঽ
সাবিতি বহুব্রীহিগর্ভতা
অনুপথঃ—অনুগতিঃ
প্রজল্পঃ—গোষ্ঠী নিত্যপার্ষদত্বাদেব,
তেষাং কৃষ্ণৈকাবেশমাহ—
শয্যাসনেতি।

হে উগ্রসেন, এই ভূমণ্ডলে মনুষ্যমধ্যে তোমাদের জন্মই সার্থক, যেহেতু যোগিদিগেরও দুর্দ্দর্শ শ্রীকৃষ্ণ নিত্যই তোমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছেন! তোমরা যাঁহার দর্শন স্পর্শন, অনুগতি ও সম্ভাষণ কর, তোমাদিগের সহিত যিনি একশয্যায় শয়ন, একত্রে উপবেশন, একত্রে ভোজন করেন, তোমাদের সহিত যিনি বিবাহ সম্বন্ধে এবং দৈহিক সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, যিনি স্বর্গ এবং অপবর্গের স্পৃহার অনন্ত উৎস, সংসারানসক্তচিত্ত তোমাদের গৃহে সেই বিষ্ণু অযাচিতভাবে (বা স্বয়ং) প্রকট হইয়াছেন।

ইহার ৯০ অধ্যায়ে ৪৬ শ্লোকে আছে—কৃষ্ণৈকচিত্ত বৃষ্ণিগণ শ্রীভগবানের সহিত সতত একত্র অবস্থান, একসঙ্গে পর্য্যটন, পরস্পর আলাপন, একত্রে স্নান, ক্রীড়া এবং ভোজনাদি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া এমন কি আপনাদিগের অস্তিত্ব পর্য্যন্তও বিস্মৃত হইয়াছিলেন।

ফলতঃ—যাদবগণ শ্রীভগবানের নিত্য পার্ষদতাদি গুণবত্বাহেতু পাণ্ডবদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও, ভাগবতামৃত বলেন, শ্রীমান্ উদ্ধব কিন্তু এই যাদবগণ হইতেও অনেক উচ্চে অবস্থিত। শ্রীভাগবতে এই উদ্ধবের অদ্ভুত মহিমা সকল কীর্ত্তিত হইয়াছে। তথাহি

(২১)

যদুভ্যোঽপি বরিষ্ঠোঽসৌ
সর্ব্বেভ্যঃ শ্রীমদুদ্ধবঃ।
শ্রীমদ্ভাগবতে যস্য
শ্রূয়তে মহিমাদ্ভুতঃ॥

দৃষ্টা

(১) ইহার একাদশে আছে—হে উদ্ধব তুমি আমার যেমন

যদুষু উদ্ধবস্য শ্রেষ্ঠ্যং দর্শয়তি, যদুভ্যোপীতি।

প্রিয়তম, বিরিঞ্চি শঙ্কর, সঙ্কর্ষণ, মহালক্ষ্মী এমন কি আমার নিজের বিগ্রহও আমার নিকট তাদৃশ প্রীতিপ্রদ নহে।

তথাহি একাদশে শ্রীভগবদ্ভগবদ্বাক্যং—(ভা, ১১, ১৪, ১৫)

(২২)

"ন তথা মে প্রিয়তম
আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রী
র্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্॥

তারপর আর এক স্থানে আছে—

(২) হে উদ্ধব ভাগবতের মধ্যে তুমিই আমি।

তথা (ভা, ১১, ১৬, ২৯)

(২৩)

"ত্বন্তু ভাগবতেম্বহম্।" ইতি।

বাল্যকাল হইতেই ইহাঁর গোবিন্দে সর্ব্বোত্তমা ভক্তি।

(২৪)

আবাল্যাদেব গোবিন্দে
ভক্তিরস্যাখিলোত্তমা॥

(৩) এ ছাড়া আরও আছে,

তথাচ শ্রীতৃতীয়ে (ভা, ৩, ২, ২)

(২৫)

যঃ পঞ্চহায়নোমাত্রা
প্রাতরাশায় যাচিতঃ।
তন্নৈচ্ছদ্ রচয়ন্ যস্য
সপর্য্যাং বাললীলয়া॥

(৪) এমন ভক্তি যে যখন বয়ঃক্রম পাঁচবৎসরমাত্র, তখন

খেলাঘর পাতাইয়া শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিতে গিয়া ইনি ইহাতে এমন তন্ময় হইয়া পড়িতেন, যে জননী প্রাতঃভোজনের জন্য (বার বার) আহ্বান করিতেছেন—কিন্তু উদ্ধবের সে দিকে দৃষ্টি নাই—

ভগবানের পূজা ছাড়িয়া তিনি যাইতে চাহিতেছেন না, পারিতেছেন না।

অতএব তত্রৈব শ্রীভগবদ্বচনম্ (ভা, ৩, ৪, ৩১)

(২৬)

নোদ্ধবোঽণ্বপি মন্ন্যূনো
যদ্‌গুণৈর্নার্দ্দিতঃ প্রভুঃ ॥ ইতি

(২৭)

অস্যার্থঃ—

যদ্‌গুণৈঃ—যস্য উদ্ধবস্য গুণৈঃ
প্রভুরপ্যহং—
ন অর্দ্দিতঃ—ন যাচিতঃ।

যদ্বা

যৎ—যস্মাৎ
উদ্ধবঃ
গুণৈঃ—সত্ত্বাদিভিঃ
ন অর্দ্দিতঃ—ন পীড়িতঃ—গুণাতীত ইত্যর্থঃ

তত্র হেতুঃ

প্রভুঃ—ভক্তিরসাস্বাদে প্রভবিষ্ণুঃ।

(৫) এই স্কন্দেরই আর এক স্থানে আছে, শ্রীভগবান্ নিজেই বলিতেছেন, উদ্ধব প্রাকৃত গুণের সীমার মধ্যে অবস্থিত নহেন, তিনি তাহাদিগের উর্দ্ধে—তাহাদের প্রভুস্বরূপ। এই উদ্ধব আমা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহেন।

(অপরার্থ) উদ্ধবের এতাদৃশ প্রভাব যে প্রভু যে আমি, আমিও প্রার্থিত হই নাই।)

সাধনার স্তরে শ্রীমান্ উদ্ধব যত বড়ই হউন না কেন ভাগবতামৃত বলেন, এমন উদ্ধব হইতেও ব্রজদেবীগণ শ্রেষ্ঠ! যেহেতু উদ্ধব এত উচ্চ স্থানীয়, কিন্তু তিনি যখন নিজে এই ব্রজদেবীগণের প্রেমমাধুর্য্যের প্রার্থী, তখন এ বিষয়ে আর সন্দেহ কি আছে?

(২৮)

ব্রজদেব্যো বরীয়স্য
ঈদৃশাদুদ্ধবাদপি।
যদাসাং প্রেমমাধুর্য্যং
স এষোঽপ্যভিযাচতে॥

প্রমাণ—

(১) শ্রীভাগবতের দশমে আছে—

নন্দব্রজস্থিত এই গোপবধূদিগেরই ধরাতলে দেহধারণ সার্থক, যেহেতু মোক্ষাভিলাষী, এবং মুক্ত ও হরিসেবাপরায়ণ আমরা যে ভাব বাঞ্ছা করিয়া থাকি, অখিলাত্মা গোবিন্দে ইহাঁদিগের সেই ভাব অধিরূঢ় মহাভাবের আকারে উদ্ভূত হইয়াছে। যাঁহাদিগের অপার মাধুর্য্য-পূর্ণ অনন্ত কথায় অনুরাগ জন্মে নাই, তাহাদিগের ব্রহ্মজন্মেই বা লাভ কি?

(২) শ্রীবৃহদ্বামণ পুরাণে ভৃগুআদিমুনিদিগকে শ্রীব্রহ্মা বলিতেছেন—

২২। ন তথেতি আত্মযোনিঃ— ব্রহ্মা,
আত্মা— শ্রীবিগ্রহোঽহঙ্ক।

২৪। শ্রেষ্ঠ্যহেতুং ভক্ত্যতিশয়মাহ আবাল্যাদেবেতি।

২৫। য ইতি—

নন্দব্রজস্থিত গোপীদিগের চরণরেণু লাভের জন্য আমি পুরাকালে হাজার বৎসর তপশ্চরণ করিয়াছিলাম, তথাপি তাঁহাদিগের পাদরেণু লাভ আমার ভাগ্যে ঘটে নাই।

(৩) ভৃগু প্রভৃতি মুনিগণও বলিতেছেন, যদি ভবাদৃশ ব্যক্তিকেও হরিভক্তের পাদরেণু গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে নারদাদি হরিভক্ত এত লোক থাকিতে, তাঁহাদিগের চরণরেণু পরিত্যাগ করিয়া, আপনি গোপীদিগের চরণরেণু গ্রহণ করিতে কেন উৎসুক, আমরা ইহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছি না। ইহার কারণ কি আমাদিগকে বুঝাইয়া বলুন!

(৪) শ্রীব্রহ্মা তদুত্তরে বলিতেছেন—হে পুত্র! ব্রজসুন্দরীদিগকে সামান্য স্ত্রী বলিয়া মনে করিও না। তাঁহারা মহালক্ষ্মী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠা। শিব, অনন্ত, লক্ষ্মী এবং আমি ব্রহ্মা আমরা কখনই তাঁহাদিগের সমান হইতে আশা করি না।

(৫) আদিপুরাণে শ্রীঅর্জ্জুনও এইরূপ প্রশ্ন করিলে শ্রীভগবান্ তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন—হে অর্জ্জুন! ব্রহ্মা, রুদ্র, মহালক্ষ্মী এবং আমার এই বিগ্রহ, এ সকল আমার তাদৃশ প্রীতির বস্তু নহে, যেমন গোপীজন আমার প্রিয়তম। তাঁহারাই আমাকে ঠিক জানেন।

(৬) ভূতলে আমার ভক্ত ও অনুরক্ত কত ব্যক্তিই না আছেন, কিন্তু গোপীজন আমার প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তম।

(৭) হে পরন্তপ! (বলিতে কি) যোগীঋষি, মুনিগণ এবং রুদ্রাদি দেবতা সকল, কেহই আমাকে সে ভাবে অনুভব করিতে পারেন না, যেভাবে গোপীগণ আমাকে অনুভব করেন।

তথাহি শ্রীদশমে (ভাঃ ১০। ৪৭। ৫৮)—

• পঞ্চহায়নঃ—পঞ্চবার্ষিকঃ

সপর্য্যাং— পূজাম্

(২৯)

"এতাঃ পরং তনুভৃতো ভুবি গোপবধ্বো
গোবিন্দ এবমখিলাত্মনি রূঢ়ভাবাঃ।
বাঞ্ছন্তি যদ্ভবভিয়ো মুনয়ো বয়ঞ্চ
কিং ব্রহ্মজন্মভিরনন্তকথারসস্য ॥" ৭ ॥

শ্রীবৃহদ্বামনে চ ভৃগ্বাদীন্ প্রতি শ্রীব্রহ্মবাক্যং—

(৩০)

"ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি ময়া তপ্তং তপঃ পুরা।
নন্দগোপব্রজস্ত্রীণাং পদরেণূপলব্ধয়ে।
তথাপি ন ময়া প্রাপ্তাস্তাসাং বৈ পদরেণবঃ ॥"

দর্শয়তি—ব্রজদেব্য ইতি।

২৬। নোদ্ধব ইতি—
ময়া—সার্দ্ধং তুলায়ামারোপিতো
লেশেনাপি—ন ন্যূন ইত্যর্থঃ।

২৭। অন্যত্তু ব্যাখ্যাতং শাস্ত্রকৃদ্ভিরেব।

২৮। অথোদ্ধবাদ্ গোপীনাং শ্রৈষ্ঠ্যং

২৯। অত্রার্থে প্রমাণমাহ—এতা—ইতি।
এতাঃ—শ্রীনন্দব্রজস্থিতাঃ পরং—কেবলং
তনুভৃতঃ—উত্তমতনু বিশিষ্ঠাঃ
যাঃ
নিখিলাত্মনি—সর্ব্বাংশিনি গোবিন্দে—গোপাললীলে
কৃষ্ণে—
রূঢ়ভাবাঃ—উদ্ভূতমহাভাবাঃ—বর্ত্তন্তে—।
যৎ—যং ভাবং ভবভিয়ঃ—মুমুক্ষবঃ-শৌনকাদয়ঃ—
মুনয়ঃ—মুক্তা—নারদাদয়ঃ বাঞ্ছন্তি—

ভৃগ্বাদিবাক্যং—

(৩১)

"বৈষ্ণবানাং পাদরজো গৃহ্যতে ত্বদ্বিধৈরপি।
সন্তি তে বহবো লোকে বৈষ্ণবা নারদাদয়ঃ॥
তেষাং বিহায় গোপীনাং পাদরেণুস্ত্বয়াপি যৎ।
গৃহ্যতে সংশয়ো মেঽত্র কো হেতুস্তদ্বদ প্রভো!॥"

শ্রীব্রহ্মবাক্যং—

(৩২)

"ন স্ত্রিয়ো ব্রজসুন্দর্য্যঃ পুত্র! শ্রেষ্ঠাঃ শ্রিয়োঽপি তাঃ
নাহং শিবশ্চ শেষশ্চ শ্রীশ্চ তাভিঃ সমাঃ ক্বচিৎ॥"

আদিপুরাণে চ শ্রীমদর্জ্জুনবাক্যং-

শ্রীভগবদ্বাক্যং-

(৩৩)

"ত্রৈলোক্যে ভগবদ্ভক্তাঃ কে ত্বাং জানন্তি মর্ম্মণি।
কেষু বা ত্বং সদা তুষ্টঃ কেষু প্রেম তবাতুলম্॥"

বয়ঞ্চ—উদ্ধবাদয়ো নিত্যতৎ সংসর্গিণঃ
বাঞ্ছামঃ ভগবত স্তদ্ধশ্চতাং প্রতীত্য তৎ পরিমাণং
(তৎপরমাণুং—ইতি পাঠান্তরম্)
বাঞ্ছামঃ নতু প্রাপ্নুম ইত্যর্থঃ।
ঈদৃশোচ্চভাবালাভে চতুর্ম্মুখ জন্মভিরপ্যলমিত্যাহঃ-
অনন্তস্য—অপার মাধুরিকস্য তস্য কথাস্বা অরসং রাগস্বভাবঃ
যস্য তস্য—তর্জ্জন্মভিঃ কিং? ন কিমপীত্যর্থঃ।
৩০। উক্তপোষেণ তন্মহিমাতিশয়মুদাহরতি ষষ্ঠীতি।
৩২। শ্রিয়োঽপি সকাশাৎ তাঃ শ্রেষ্ঠাঃ অধিকাঃ
৩৩। ত্রৈলোক্যে ইতি যতো বশীভূতঃ॥

(৩৫)

"ন তথা মে প্রিয়তমো ব্রহ্মা রুদ্রশ্চ পার্থিব।
ন চ লক্ষ্মীর্ন চাত্মা চ যথা গোপীজনো মম॥

(৩৬)

ভক্তা মমানুরক্তাশ্চ কতি সন্তি ন ভূতলে।
কিন্তু গোপীজনঃ প্রণাধিকপ্রিয়তমো মম॥

(৩৭)

ন মাং জানন্তি মুনয়ো যোগিনশ্চ পরন্তপ।
ন চ রুদ্রাদয়ো দেবা যথা গোপ্যো বিদন্তি মাম্॥

(৩৮)

ন তপোভির্ন বেদৈশ্চ নাচারৈর্ন চ বিদ্যয়া।
বশোঽস্মি কেবলং প্রেম্ণা প্রমাণং তত্র গোপিকাঃ॥

(৩৯)

মন্মাহাত্ম্যং মৎসপর্য্যাং মচ্ছ্রদ্ধাং মন্মনোগতম্।
জানন্তি গোপিকাঃ পার্থ! নান্যে জানন্তি মর্ম্মণি॥

(৪০)

নিজাঙ্গমপি যা গোপ্যো মমেতি সমুপাসতে।
তাভ্যঃ পরং ন মে পার্থ! নিগূঢ়প্রেমভাজনম্॥" ইতি

(৪১)

ন চিত্রং প্রেমমাধুর্য্যমাসাং বাঞ্ছেদ্‌যদুদ্ধবঃ।
পাদরেণুক্ষিতং যেন তৃণজন্মাপি যাচ্যতে॥

৩৭। ন মামিতি ন জানন্তি তথা ন বিদন্তীত্যর্থঃ।

(সারদারঞ্জন)

৮। তপঃ (বানপ্রস্থ ধর্ম্ম), বেদ (ব্রহ্মচর্য্য), আচার (গৃহীর ধর্ম্ম), এবং বিদ্যা (জ্ঞানযোগ), এই চারি প্রকার আশ্রমধর্ম্মানুশীলনে আমি বশীভূত হই না ; একমাত্র প্রেমেই আমি বশীভূত। দৃষ্টান্ত—গোপাঙ্গনাগণ।

৯। একমাত্র গোপিকারাই আমার মাহাত্ম্য, আমার পূজা, আমার প্রীতিজনক শ্রদ্ধাভক্তিবিধি, এবং আমার প্রকৃত মনোগত ভাব পরিজ্ঞাত আছেন ; অপর কেহই তাহার মর্ম্ম অবধারণ করিতে পারেন না।

১০। যে গোপীসকল নিজের অঙ্গকে আমারই জানিয়া তাহার উপাসনা করিয়া থাকেন, হে পার্থ! তাঁহারা ছাড়া আমার নিগূঢ় প্রেমের পাত্র আর কেহই নাই। ইতি

১১। উদ্ধব যে, এই গোপীগণের প্রেমমাধুর্য্য প্রার্থনা করিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি আছে ?

আর কিছু না হয়, তাঁহাদিগের পদরেণুসিক্ত তৃণজন্মও তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট, ইহা মনে করিয়া, তিনি বৃন্দাবনে তরুজন্ম যাচ্ঞা করিতেছেন।

দৃষ্টান্ত—শ্রীদশমে আছে—

১২। অহো! আমি যেন সেই ব্রজসুন্দরীগণের পদরেণুসংস্পর্শে পূত ও ধন্য এবং তৎসংস্পর্শস্পৃহাযুক্ত বৃন্দাবনের তরু, গুল্ম, লতা ও ওষধির মধ্যে কোন কিছু হইতে পারি—যে ব্রজসুন্দরীগণ দুস্ত্যজ স্বজন এবং আর্য্যপথ পরিত্যাগ করিয়া শ্রুতিগণের অন্বেষণীয় মুকুন্দ-পদবী ভজনা করিয়াছেন। ইতি

তথাহি শ্রীদশমে (ভাঃ ১০, ৪৭, ৬১)।

৪১। তত্রাব বাঞ্ছায়াং কৈমুত্যমাহ ন চিত্রমিতি।

যেন উদ্ধবেন,

(৪২)

আসামহোচরণরেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজ স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্॥

(এই সকল কারণে বলিতেছি), শাস্ত্রসারজ্ঞ উপাসকমাত্রেরই বশ্যকর্ত্তব্য, প্রথমে শ্রীকৃষ্ণের পরিচর্য্যা করিয়া সেই প্রসাদপুষ্পে তৎপরেই) ব্রজসুন্দরীগণের আরাধনা করা। তথাহি—

(৪৩)

ইতি কৃষ্ণং নিষেব্যাগ্রে
কৃষ্ণস্যোপাসকজনৈঃ।
সেব্যা প্রসাদপুষ্পাদ্যৈ
রবশ্যং ব্রজসুভ্রুবঃ॥

বজ্রদেবীগণ ভক্তিশৈলের শিখরদেশে অধিষ্ঠিত হইলেও এই স্তরের স্তরও উচ্চাবচ বিভাগ পরিদৃষ্ট হয়। ভাগবতামৃত বলেন,

---

৪২। আসামিতি বৃন্দাবনে আসাং ব্রজসুন্দরীণাং চরণ রেণূন্ জুষন্তে সেবন্তে যা গুল্ম লতৌষধ্য স্তাসাং মধ্যে কিমপ্যহং তৃণরূপং স্যাম্ ইতি তৎপাদরজোঽভিষিক্ত গুল্মজন্মস্পৃহাভিধানাৎ তদ্ভাবস্পৃহা তু দূরতঃ স্থিতা।

৪৩। কর্ত্তব্যমাহ ইতি কৃষ্ণমিতি শাস্ত্রসারার্থজ্ঞানাম্ উপাসকানং ব্রজরমোপাসনা আবশ্যকীতিভাবঃ।

(সারদারঙ্গদা)

(৪৪)

তত্রাপি সর্ব্বগোপীনাং
রাধিকাতিবরীয়সী।
সর্ব্বাধিক্যেন কথিতা
যৎ পুরাণাগমাদিষু॥

অর্থাৎ গোপীগণ সর্ব্বাপেক্ষা বরীয়সী হইলেও আবার এই বরীয়সী-দিগের মধ্যে অতি বরীয়সী শ্রীরাধিকা। যেহেতু পুরাণ ও আগমাদি সর্ব্বশাস্ত্রেই একবাক্যে শ্রীরাধিকা সর্ব্বাধিকা বলিয়া কীর্ত্তিতা হইয়াছেন।

পুরাণ বলিতে পদ্মপুরাণ ও আদিপুরাণাদিগ্রন্থ বুঝায় এবং আগম বলিতে বৃহদ্‌গৌতমীয় তন্ত্রাদি বুঝায়। আদি শব্দে পুরুষবোধিনী।

পুরাণের মধ্যে

(১) পদ্মপুরাণে আছে—

(৪৫)

যথা রাধাপ্রিয়া বিষ্ণো-
স্তস্যাঃ কুণ্ডং প্রিয়ং তথা।
সর্ব্বগোপীষু সৈবৈকা
বিষ্ণোরত্যন্তবল্লভা॥

(২) আদিপুরাণ বলেন——

৪৪। আগমঃ—বৃহদ্‌গৌতমীয়াদিঃ। আদিশব্দেন পুরুষবোধিনী।

৪৫। শ্রীরাধায়াঃ সর্ব্বাভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যে
পাদ্মাদিকে প্রমাণয়তি যথা রাধেত্যাদিনা।

(৪৬)

ত্রৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা
যত্র বৃন্দাবনং পুরী।
তত্রাপি গোপিকাঃ পার্থ।
তত্র রাধাভিধা মম॥

৪৫। অর্থাৎ শ্রীভগবানের যেমন রাধাপ্রিয়া, তেমনি রাধাকুণ্ড প্রিয়! সমস্ত গোপিকার মধ্যে শ্রীরাধিকা ভগবানের অত্যন্ত বল্লভা।

৪৬। ত্রিভুবনের মধ্যে পৃথিবী ধন্যা, যেহেতু এখানে বৃন্দাবন অবস্থিত, বৃন্দাবনে আবার গোপিকারা ধন্যা, গোপিকাদিগের মধ্যে আবার (শ্রীভগবান্ নিজেই শ্রীমুখে বলিতেছেন), আমার রাধিকা ধন্যা।

আগমাদির মধ্যে

(১) বৃহদ্গৌতমীয়ে আছে—

(৪৭)

দেবীকৃষ্ণময়ী প্রোক্তা
রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্ব
কান্তিঃ সম্মোহিনী পরা॥

ইত্যেবমাদিঃ

অর্থাৎ রাধিকা যিনি, তিনি দেবতাদিগের মধ্যে সর্ব্বাধিকা; এবং কৃষ্ণের সহিত অভিন্ন। সমস্ত স্ত্রী এবং যাবতীয় সৌন্দর্য্যের তিনি পরমাশ্রয় এবং সাক্ষাৎ সম্মোহিনীরূপা।

(২) পুরুষবোধিনীতে আছে——

(৪৮)

ক) গোকুলাখ্যে মথুরা মণ্ডলে
বৃন্দাবন মধ্যে
সহস্রদলপদ্মে ষোড়শদল মধ্যে
অষ্টদল কেশরে
গোবিন্দোঽপি শ্যামঃ পীতাম্বরো
দ্বিভুজো
ময়ুরপুচ্ছ শিরো
বেণুর্বেত্র হস্তো
নির্গুণঃ—সগুণো
নিরাকারঃ—সাকারো
নিরীহঃ—নিশ্চেষ্টো
বিরাজত ইতি।

(খ) দ্বেপার্শ্বে—চন্দ্রাবলী রাধিকা চ—
(গ) যস্যা—অংশে
লক্ষ্মীদুর্গাদিকা
শক্তিঃ।

অর্থাৎ (ক) গোকুলাখ্য মথুরামণ্ডলে
বৃন্দাবনমধ্যে সহস্রদলপদ্মে
ষোড়শদল মধ্যে অষ্টদলকেশরে
শ্যামসুন্দর—পীতাম্বরদ্বিভুজ
ময়ূরপুচ্ছসুশোভিত শিরঃ
বেণুবেত্র হস্ত
শ্রীগোবিন্দ বিরাজমান—

(খ) তাঁহার এক পার্শ্বে চন্দ্রাবলী অপর পার্শ্বে শ্রীরাধিকা—

(গ) যাঁহার অংশ লক্ষ্মী দুর্গাদিকা শক্তি।

এই সকল প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এখন বলিতে আর দ্বিধা কি, যে ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠাসন চন্দ্রাবলী এবং শ্রীরাধিকার, এবং এই দুই জনের মধ্যে আবার শ্রীরাধিকা ভগবানের অত্যন্তবল্লভা বলিয়া (তা ছাড়া লক্ষ্মী দুর্গাদিকা শক্তি তাঁহারই অংশ বলিয়া পরিগণিত হওয়ায়) তাঁহার সমতুল্য আর কে আছে?

শ্রীরাধিকাই সর্ব্বভক্তশিরোমণি।

তথাচ সর্ব্বভক্তশিরোমণিত্বং শ্রী রাধায়াঃ সিদ্ধম্

—(সারদারঙ্গদা)

ইতি শ্রীলঘুভাগবতামৃতে শ্রীভক্তামৃতং নাম উত্তরখণ্ডং সমাপ্তম্।

৩

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্।
ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামিভক্তশক্তিকম্ ॥

—*

ভগবৎ-পরিষদ্

বা

পঞ্চতত্ত্বের আরাধনা

পঞ্চতত্ত্বে মেলি পঞ্চতত্ত্ব বিলাইয়া।
পঞ্চতত্ত্বে নাচে পঞ্চতত্ত্ব আস্বাদিয়া ॥
পঞ্চতত্ত্বের অর্থ শুনহ চমৎকার।
পরাৎপর বস্তু যাহা লোকবেদ সার ॥
(শ্রীভক্তমালগ্রন্থ)

শ্রীমদ্রূপ গোস্বামিপ্রোক্ত শ্রীলঘুভাগবতামৃতের শ্রীভক্তামৃত নামক পূর্ব্বোদ্ধৃত অধ্যায়টি মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে, সকলেরই প্রতীতি জন্মিবে, যে মার্কণ্ডেয়াদি ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রহ্লাদ শ্রেষ্ঠ; প্রহ্লাদ হইতে পাণ্ডবেরা, পাণ্ডব হইতে যাদব, যাদব হইতে উদ্ধব, উদ্ধব হইতে ব্রজদেবীগণ বরীয়সী, এবং এই বরীয়সীদিগের মধ্যে আবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠাসন শ্রীরাধিকার। এমন শ্রেষ্ঠ যে—

একই রত্নসিংহাসনে

শ্রীভগবান্ এবং তাঁহার সর্ব্বপ্রধান ভক্ত একত্র পাশাপাশি সমাসীন! পতির পাশে পত্নী যেমন, রাজার পাশে রাণী যেমন, একাসনে হরগৌরীর মত—

রসরাজ ও মহাভাব

হেম বিজড়িত মরকতমণির অনুপম স্নিগ্ধ, পবিত্র রূপমাধুরী বুকে করিয়া বৈষ্ণবের চির আরাধ্য—

যুগলরূপে
নিত্য বিরাজমান।

ভারতের পল্লীতে পল্লীতে আজ যে যুগলরূপ ফলেফুলে, তুলসীদলে, গঙ্গাজলে, ধূপে, দীপে নৈবেদ্যে, শংখঘণ্টায়, প্রাতঃসন্ধ্যায় প্রতিদিন সম্পূজিত হইতেছেন,—

ইহার নাম পৌত্তলিকতা নহে ;—

দারু, পাষাণ, মৃত্তিকা ও চিত্রপটের অন্তরালে, দর্শন ও বিজ্ঞানের প্রচ্ছন্ন তুলিকায় অঙ্কিত এই সুবিমল চিত্র—

ইহার নাম ভক্তের সহিত শ্রীভগবানের আরাধনা।

শ্রীগৌরাঙ্গের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহারই আদেশে এই অনাস্বাদিত পূর্ব্ব অপূর্ব্বতত্ত্ব, এই অভিনব পূজাপদ্ধতি, সপার্ষদ শ্রীভগবানের এই আরাধনা, অতি বিশদরূপে শ্রীমদ্রূপগোস্বামী তাঁহার অমৃতোপম ভাগবতামৃত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া এ জগতে বৈষ্ণব শাস্ত্রের বিজয়মহিমা পরিঘোষণা করিয়া চিরধন্য হইয়াছেন।

নির্গুণ—নিরাকার—নিরীহ পূর্ণ পুরুষ যখন সগুণ—সাকার—সচেষ্ট হয়েন, তখনই

একমেবাদ্বিতীয়ম্

দ্বৈতরূপে পরিণত হন। তখনই অভেদে ভেদ জন্মে। শক্তিমানের সহিত শক্তি স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়া, মনে হয়, যেন অভিন্ন হইলেও ভিন্নরূপ ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়াছেন। চন্দ্র হইতে চন্দ্রের জ্যোতিকে পৃথক্ করা কার্য্যতঃ সম্ভবপর না হইলেও, যেমন কল্পনায় কথঞ্চিৎ আনিতে পারা যায়, সেইরূপ এই অভেদেও ভেদজ্ঞান, কোন এক অচিন্ত্যশক্তির সাহচর্য্যে মনে হয়, যেন প্রকৃত ঘটনা। বৈষ্ণব দার্শনিকগণ তাই ইহার নাম দিয়াছেন—

অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ।

সাধারণের বুদ্ধি ইহাকে লীলা মনে করিয়া তাহার ঊর্দ্ধে আর অগ্রসর হইতে চাহে না। বেদের শরণাগত হইয়া কেহ কেহ বা বলেন, পরমমহিমময় যিনি তাঁহার প্রতিষ্ঠা এই খানে—এই

স্বে মহিম্নীতি।”

ফলতঃ মহামহিমময়ের বিচিত্র বিমলমহিমা—শক্তিমানের অত্যাদ্ভুত শক্তিত্রয় বা শক্তিরাজি চন্দ্রবিনিঃসৃত স্নিগ্ধচন্দ্রকান্তির মত যখন এ ছন্নভাবে সাকার স্বতন্ত্রাকারে প্রতীয়মান হয়, তখন তাঁহার প্রথম অভিব্যক্তিতে পরিদৃষ্ট হয়, একদিকে মায়া পরিরঞ্জিত কৃৎস্ন জগৎ—আর একদিকে হ্লাদিনী, সন্ধিনী, সম্বিদ্ সমাখ্যাতা শক্তিত্রয় সমাযুক্ত বহুপরিকরনিকরকরান্বিত ভগবৎপরিষদ্ যাহার মধ্যকেন্দ্রে স্বয়ং শ্রীভগবান বিরাজমান। কল্পনার বিমল তুলিকায় এই ভগবৎ-পরিষদ্ সহস্রদলপদ্মের আকারে অঙ্কিত। ইহার মধ্যকেন্দ্রে স্বয়ং শ্রীভগবান্ অধিষ্ঠিত, দ্বে পার্শ্বে চন্দ্রাবলী রাধিকা চ,

এবং

সহস্রদলের প্রতিদল অধিকার করিয়া নিত্যপার্ষদ ভক্তবৃন্দ যোগপীঠের অপূর্ব্ব সৌষ্ঠব সম্পাদন করিতেছেন। এই পুণ্য পবিত্র

ভগবৎ-পরিষদ্‌কে লক্ষ্য করিয়া শ্রীভক্তামৃতে শ্রীমদ্‌রূপ গোস্বামী তাই—প্রথমেই বলিতেছেন, শ্রীভগবানের আরাধনা যেমন আবশ্যক, সেইরূপ আবশ্যক, তদ্ভক্তের আরাধনা, নতুবা "দুস্তর দোষ" "পরম আগ" "অনিবার্য্য অপরাধ" ঘটে।

আরাধনং মুকুন্দস্য ভবেদাবশ্যকং যথা ॥
তথা তদীয় ভক্তানাং নো চেদ্‌দোষোঽস্তি দুস্তরঃ ॥

ভগবানের উপাসনা করিয়া ভক্তের উপাসনা না করিলে কেবল যে অপরাধ হয়, এমন নহে, এইরূপ উপাসক ব্যক্তি দাম্ভিক বা বিষ্ণু-বঞ্চক বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য ;

"ন স ভাগবতোজ্ঞেয়ঃ
কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ।"

ভগবানের সহিত ভক্তের আরাধনাই বৈষ্ণবশাস্ত্রের অভিপ্রায় এবং আদেশ। ভক্তের সহিত শ্রীভগবান্‌ এক কথায় ভগবৎ-পরিষদ্‌ (ভগবৎ-পরিষদ্‌ এই অর্থে এই প্রবন্ধের সর্ব্বত্রই প্রযুক্ত হইয়াছে।)

ভগবানের পাশে ভক্ত, ভক্তের পাশে ভগবান্‌, অভিব্যক্তির হিসাবে পরম অর্হণীয় হইলেও পূর্ণা ভিব্যক্তির ইতিহাসে পূর্ব্ব পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণ, অগ্র পশ্চাৎ ইত্যাদি দিগ্‌বিভেদ নাই। পূর্ণা ভিব্যক্তি মধ্যকেন্দ্র আশ্রয় করিয়া কোষের পর কোষে ছড়াইয়া পড়িয়া প্রস্ফুটিত সহস্র দলপদ্মের মত ব্যূহাকার ধারণ করে। পার্শ্ব হইতে পরিবস্তুণ তাই পূর্ণাভিব্যক্তির সমাদৃত পরিভাষা।

শ্রীভগবানের পাশে ভক্ত এবং দূরে—সুদূরে বিলজ্জমানা-ম-যদিও মহর্ষি বেদব্যাসের সমাধিলব্ধ মহাপ্রকাশ ; যোগীশ্বর মহাদেবেরও সমাধিতে যোগপীঠের যে বর্ণনা আছে, যদিও তাহাতেও দিগ্‌বিভাগে ভক্তের দ্বারা ভগবানের পরিবেষ্টন পরিদৃষ্ট হয়,

কিন্তু

রাধাপরিরম্ভিতশ্যামসুন্দর, কাঞ্চন পঞ্চালিকার আড়ালে শ্যামস্নিগ্ধ-ঘনদ্যুতি, ভক্তপরিরম্ভিত শ্রীভগবান্—

অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর

এবং তৎসঙ্গে

তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তম্

শ্রীরামানন্দরায়ের সাক্ষাৎকৃত প্রত্যক্ষদর্শন। এখানে শ্রীভগবানের পার্শ্বে ভক্ত অবস্থিত নহেন—তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তম্ অর্থাৎ

রাধাকৃষ্ণ একাধারে।

নিত্যযুক্ত এ অভূতপূর্ব্ব সংমিশ্রণের

এ ভগবদ্ভক্তরূপের

তুলনা কোথায়? বলিতে কি এ একতা অদ্বৈতভাববিমিশ্রা নহে; ইহার নাম একাধারে অদ্বৈত, দ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত বা বিশিষ্টাদ্বৈত।

অচিন্ত্যভেদাভেদ

ইহার অপর সমুন্নত অভিধান।

একাধারে একবার ভগবান্, একবার ভক্ত; একবার "কৈ কৈ," একবার "মুই সেই" "মুই সেই" এই "ক্বাক্বাবাণী" এই "মুদ্রা সুষ্টু সুদুর্গমা"

ভক্ত ও ভগবানের এই অভূতপূর্ব্ব

বিমিশ্রণ—

এই যুগল ও মিলিত, এক কথায় এই নব সোহংসংবাদ

বা

শ্রীভগবানের এই শ্রীভগবদ্ভক্তভাব, আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি,

ইহাই— ইহাই— ইহাই—

এই মরজগতের শান্তিময় অমৃতময় শুভ সুসমাচার!

পরবর্ত্তী শ্রীগৌড়ীয় গৌরাঙ্গসম্প্রদায় বিশেষতঃ শ্রীচৈতন্যভাগবতের ব্যাস শ্রীমদ্বৃন্দাবন দাস, এই (New Testament) জগতে প্রচার

করিয়া চিরধন্য হইয়াছেন। ব্রহ্মের স্থানে বিষ্ণু, বিষ্ণুর স্থানে রাধাকৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণের স্থানে অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর

এবং

পরিশেষে সেই স্থানে পঞ্চাত্মক শ্রীভগবানকে সংস্থাপন করিয়া— যে নববিধান, যে অভিনব পূজাপদ্ধতি, উপাসকের চির অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিবার জন্য, জগতের সমক্ষে উদ্ঘাটিত করিয়া গিয়াছেন,—সে পূজাপদ্ধতিতে

ভক্তরূপ পরমেশের সঙ্গে
ভক্ত স্বরূপ
ভক্তাবতার
ভক্তাখ্য
ভক্তশক্তিক

নিত্যপার্ষদবৃন্দের আরাধনা একত্র সংমিশ্রিত; যাহাতে

রাধাভাবদ্যুতি সুবলিতঃ—
সন্ন্যাসকৃৎ শমঃ শান্তঃ
নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ

এক সুবর্ণ-বিদ্যুৎ কান্তি মহাপুরুষের সঙ্গে নিতাই, অদ্বৈত, শ্রীবাস, গদাধর প্রভৃতি ভক্তস্বরূপ, ভক্তাবতার, ভক্তাখ্য, ভক্তশক্তিক ব্যক্তিগণের পূজা বিধিবদ্ধ,—ভগবৎ পরিষদের এই পূজাই প্রকৃত পূজা।

পিতাহং অস্যজগতো
মাতাধাতা পিতামহঃ—

মাতৃভাবে ভরা মহামায়ার এই মহামহিমপ্রতিমা! এ জগতে এমন কে পাষাণ হৃদয় আছেন, যিনি ইহার সমক্ষে অবনত মস্তক না হইয়া থাকিতে পারেন?

ঈশ্বরের পূজায় নাস্তিক আস্তিক দুইই আছে; কিন্তু ভক্তের পূজায় এমন কেহই নাই, যিনি নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিতে পারেন, আমি

ভক্ত পূজার বিরোধী। তাই বলিতেছি, ভগবানের স্থানে ভগবৎপরিষদের অধিস্থাপন, এবং সেই সঙ্গে সেই পরিষদকে পঞ্চাত্মক বলিয়া পরিঘোষণ এবং রাধাকৃষ্ণের যুগলও মিলিত মূর্ত্তি—নিমাই এর পার্শ্বে নিতাইকে নিত্যযুক্ত করিয়া একই ফলফুলে, গঙ্গাজলে, ভগবান্ ও ভক্তের একের পর অন্যের আরাধনা, ভ্রান্তদৃষ্টি ছিদ্রান্বেষীর নিকট শতদোষাম্রাত হইলেও আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি, ইহাই

"পরাৎপর বস্তু যাহা লোকবেদ সার।"

ব্রহ্মজ্ঞান কালে পুষ্ট হইতে পুষ্টতর আকার ধারণ করিলেও, শ্রীভগবানের প্রকৃত পূজা এ যাবৎ এ জগতে যথাযথভাবে মানবহৃদয়ে প্রতিফলিত হয় নাই। তাই তিনি স্বয়ং করুণা করিয়া ভক্তভাব অঙ্গীকার করতঃ আপনার পূজা আপনি করিয়া নামযজ্ঞে যজ্ঞের পূর্ণাহুতি প্রদান করিয়া গিয়াছেন। ভগবৎ-পরিষদে ভক্তের সহিত ভগবানের পূজা তাঁহার নিজের প্রদর্শিত ও প্রস্তাবিত পূজার নূতন পদ্ধতি। বেদসম্মত ইন্দ্রাদি বিশ্বদেবগণের পূজা একদিকে, আর একদিকে সেই সাত্বত আরাধনা যাহাতে ঊর্দ্ধে পরব্যোমে ত্রিপাদরূপে অবস্থিত চিরন্তন পুরুষ তাঁহার নিত্যপার্ষদ ভক্তবৃন্দ পরিবৃত হইয়া বিরাজমান।

যুগে যুগে ভক্তের আহ্বানে ভগবানের যে অবতার গ্রহণের কথা আছে,—যাহাতে আছে

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায়
সম্ভবামি যুগে যুগে

তাহার অর্থ ইহা নহে, যে ভগবান্ একা অবতাররূপ গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাহার প্রকৃত অর্থ—তিনি অবতার রূপ গ্রহণ করিবার সময় যুগবিশেষে সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদ হইয়া অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

দ্বাপরান্তে, ভগবান্ সুদর্শন চক্রাদি সহ শ্রীনন্দনন্দনরূপে কৃষ্ণকান্তি ধারণ করিয়া বিচ্ছিন্ন ভারতকে এক মহাভারতে পরিণত করিলেও বা

করিতে চেষ্টা করিলেও, কলিযুগে শ্রীঅদ্বৈতের হুঙ্কারে তাঁহাকে আবার আপনার কৃষ্ণরূপ উজ্জল স্বর্ণবিদ্যুৎকান্তিতে প্রচ্ছাদিত করিয়া শ্রী শচী-নন্দনরূপে অবতার রূপ পরিগ্রহণ করিতে হইয়াছিল, সেই একই সাঙ্গোপাঙ্গপার্ষদ পরিবৃত—কেবল সুদর্শন চক্রাদি অস্ত্রের পরিবর্ত্তে হরিনাম অস্ত্রধারণ করত, একা ভারত নহে, সমগ্র মর্ত্তাভূমিকে এক মহাস্বর্গে পরিণত করিবার জন্য শ্রীগৌড়শৈলে বেশীদিনের কথা নহে, ৪২৫ বৎসর গত হইল, সমুদিত হইয়াছিলেন।

শোণিতপ্রবাহের পরিবর্ত্তে সমগ্র জগতে প্রেমভক্তির মহাপ্রচার এই শেষ অবতারের একই মহা মুখ্য উদ্দেশ্য।

"মেরচ্ছ কলসীর কাণা
তা বলে কি প্রেম দিব না ?"

যে অবতারের বিজয় নিশান,

"ডাঙ্গা ডহর রাখ্‌বে না"

যে হরি সেনার উচ্চ তূর্যাধ্বনি

হিন্দু ম্লেচ্ছ, দ্বিজ শূদ্র, পাপী তাপী,

যে স্কন্দাবারে প্রেমডোরে একত্র বন্দী—

সেই বিজয় সৈন্যের বিজয় তালিকায়, সেই জগৎপূজ্য Salvation armyতে কে বলিবে, নিত্যানন্দের মত ভক্তের স্থান নাই ?

ভগবান ও ভক্তের সম্মিলনস্বরূপ এই পুণ্য ভগবৎ-পরিষদ্, তাই বলিতে বাধ্য হইয়াছি, এ জগতে ইহার তুলনা আছে কি ?

বৈষ্ণব শাস্ত্রের কোনখানে ঠিক ভগবৎ-পরিষদ্ বলিয়া কোন শব্দ না থাকিলেও তাহার পরিগঠন-পরিচয় ইহাতে যে ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিলে আমরা জানিতে পারি, যে যে সকল পার্ষদ ভক্তবৃন্দের স্থান ইহাতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে. তাঁহারা সকলেই নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণভক্ত! নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণভক্তের পরিচয় বিশেষ ভাবে জানিতে হইলে শ্রীমদ্রূপগোস্বামীপ্রোক্ত ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর

স্থানবিশেষ আমাদের পাঠ করা আবশ্যক—পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে আমরা পাঠকের অবগতির জন্য, একত্র সংগ্রহ করিয়া, তত্তৎবিষয়, তাই সম্বন্ধে যথাসম্ভব ব্যাখ্যার সহিত, উদ্ধৃত করিতেছি।

০



ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ।

দক্ষিণ-বিভাগঃ।

প্রথম লহরী।

কৃষ্ণভক্তা

(১)

তদ্ভাবভাবিতস্বান্তাঃ
কৃষ্ণভক্তা ইতীরিতাঃ ॥ ১৪২ ॥

১। অর্থাৎ কৃষ্ণভাবে ভাবিত চিত্ত ব্যক্তিকে কৃষ্ণভক্ত কহে।১৪২॥
(টীকা এই পুস্তকের দ্বিতীয় দর্শনে দ্রষ্টব্য।)

(২)

যে সত্যবাক্য ইত্যাদ্যা
হ্রীমানিত্যন্তিমা গুণাঃ
প্রোক্তাঃ কৃষ্ণেঽস্য ভক্তেষু
তে বিজ্ঞেয়া মনীষিভিঃ ॥ ১৪৩ ॥

২। অর্থাৎ সত্যবাক্য আদি করিয়া হ্রীমান্ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের

যে সকল গুণের উল্লেখ আছে, শাস্ত্রকারগণ কৃষ্ণভক্তও সেই সকল গুণসম্পন্ন বলিয়া বর্ণনা করেন ॥১৪৩॥

(৩)

তে সাধকাশ্চ সিদ্ধাশ্চ
দ্বিবিধাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥
তত্র সাধকাঃ ॥

৩। অর্থাৎ কৃষ্ণভক্ত দ্বিবিধ শ্রেণীতে বিভক্ত—যথা,
(১) সাধক, (২) সিদ্ধ।

(৪)

উৎপন্নরতয়ঃ সম্যক্
নৈর্বিঘ্ন্যমনুপাগতাঃ।
কৃষ্ণসাক্ষাৎকৃতৌ যোগ্যাঃ
সাধকাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥
যথৈকাদশে।

সাধকের লক্ষণ—

৪। যাঁহাদের ভগবানের বিষয়ে রতি জন্মিয়াছে, কিন্তু সম্যক্‌রূপে বিঘ্নের নিবৃত্তি ঘটে নাই (না হইলেও) যাহারা কৃষ্ণসাক্ষাৎকারের যোগ্য, তাঁহারাই সাধক বলিয়া পরিকীর্ত্তিত।

(৫)

ঈশ্বরে তদধীনেষু
লিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ
করোতি স মধ্যমঃ ॥ ১৪৪ ॥

স্তুতি শষ্ট্যং জ্ঞাপনার্থং ভক্তভেদান্ দর্শয়তি তে সাধকা ইতি ॥১৪৪॥

শ্রীভাগবতে একাদশেও আছে—

৫। যিনি ঈশ্বরে প্রেম, তদধীন ব্যক্তিতে মিত্রভাব, অজ্ঞনের প্রতি কৃপা এবং বিদ্বেষীর প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন করেন, (অথচ যাহার ভেদবুদ্ধি এখনও তিরোহিত হয় নাই) তিনি মধ্যম ॥১৪৪॥

(৬)

দৃষ্টান্ত (১).

সিক্তাপ্যশ্রুজলোৎকরেণ
ভগবদ্বার্ত্তানদীজন্মনা
তিষ্ঠত্যেব ভবাগ্নিহেতিরিতি
তে ধীমন্নলং চিন্তয়া।
হৃদ্ব্যোমন্যমৃতস্পৃহা
হরকৃপাবৃষ্টেঃ স্ফুটং লক্ষ্যতে
নেদিষ্ঠঃ পৃথুরোমতাণ্ডবভরাৎ
কৃষ্ণাম্বুদস্যোদগমঃ ॥

দৃষ্টান্ত (২)

৬। হে ধীমান্, ভগবদ্বার্ত্তারূপ নদী হইতে সমুৎপন্ন অশ্রুজলে অভিষিক্ত, গাত্রে ষঞ্চিত, ভবাগ্নিশিখা থাকিবে বলিয়া কোন চিন্তা নাই। যখন রোমাঞ্চরূপ নৃত্য পরিদৃষ্ট হইতেছে, তখন অমৃত স্পৃহাহারী কৃপাবৃষ্টিশীল কৃষ্ণাম্বুদ তোমার হৃদয়াকাশের অতি নিকটে উদিত হইয়াছে।

(৭)

বিল্বমঙ্গলতুল্যা যে
সাধকাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১৪৫ ॥

পূর্ব্বস্য বিঘ্নকারণাভাবমাশঙ্ক্যান্যদুদাহরণমাহ যথাবেতি। হেতির্জ্বালা পক্ষে পৃথুবোমাণো মৎস্যাঃ ॥ ১৪৫ ॥

৭। বিল্বমঙ্গলতুল্য ব্যক্তিগণ সাধকের দৃষ্টান্ত ॥১৪৫॥

অথ সিদ্ধাঃ

(৮)

অবিজ্ঞাতাখিলক্লেশাঃ
সদা কৃষ্ণাশ্রিতক্রিয়াঃ
সিদ্ধাঃ স্যুঃ সন্ততপ্রেম-
সৌখ্যাস্বাদপরায়ণা ।

৮। যাহারা ক্লেশকে ক্লেশ বলিয়াই বোধ করেন না, যাহা কিছু করেন, সকলই কৃষ্ণের জন্য প্রেমসৌখ্যাস্বাদপরায়ণ সেই সকল ব্যক্তি সিদ্ধ বলিয়া কীর্ত্তিত।

(৯)

সংপ্রাপ্তসিদ্ধয়ঃ সিদ্ধা
নিত্যসিদ্ধাশ্চ তে দ্বিধা ॥

৯। সিদ্ধগণ সংপ্রাপ্ত সিদ্ধ এবং নিত্যসিদ্ধভেদে দ্বিবিধ শ্রেণী বিভক্ত।

তত্র সংপ্রাপ্তসিদ্ধয়ঃ

(১০)

সাধনৈঃ কৃপয়া চাস্য
দ্বিধা সংপ্রাপ্তসিদ্ধয়ঃ।

১০। সংপ্রাপ্ত সিদ্ধ সাধনসিদ্ধ এবং কৃপাসিদ্ধভেদে আবার দ্বিবিধ।

তত্র সাধনসিদ্ধাঃ।

যথা তৃতীয়ে—

(১১)

যচ্চ ব্রজন্ত্যনিমিষামৃষভানুবৃত্ত্যা
দূরে যমাহ্যুপরি নঃ স্পৃহণীয়শীলাঃ।
ভর্ত্তুর্মিথঃ সুযশসঃ কথনানুরাগ-
বৈক্লব্যবাষ্পকলয়া পুলকীকৃতাঙ্গাঃ॥ ১৪৬॥

১১। হে অমরগণ! যে সকল ব্যক্তি অহঙ্কার পরিশূন্য হওয়ায় আমাদের অপেক্ষাও অধিক যোগী, তাঁহারা বৈকুণ্ঠে গমনের যোগ্য। তাঁহারা নিরন্তর হরির অনুবৃত্তি হেতু এমন প্রভাবান্বিত যে যমও তাহাদিগের নিকটে যাইতে অসমর্থ। তাঁহাদের ভক্তির কথা কি বলিব —তাহারা উপবেশন করিয়া পরস্পরের সহিত তাঁহার গুণকীর্ত্তনে এমন অনুরাগ সম্পন্ন হয়েন, যে তাহাদের শরীর এলাইয়া আসে, নয়ন বাষ্পাকুল হয়, এবং অঙ্গ পুলকে পূর্ণ হইয়া থাকে, তাঁহাদের করুণাদি সর্ব্বজন স্পৃহনীয়।

(১২)

যে ভক্তিপ্রভবিষ্ণুতা কবলিত-
ক্লেশো[illegible]ঃ [illegible]র্ব্বতে
দৃক্পাতেঽপি ঘৃণাং কৃত-
প্রগতিষু প্রায়েণ মোক্ষাদিষু।
তান্ প্রেমপ্রসরোৎসবস্তবকিত-
স্বান্তান্ প্রমোদাশ্রুভির্নির্ধৌতাস্য
তটান্মুহুঃ পুলকিনো ধন্যান্নমস্কুর্ম্মহে॥

দৃষ্টান্ত (১)

১২। যাহাদের ভক্তিপ্রভাবে ক্লেশসমূহ অস্তমিত, ধর্ম্মার্থ, কামমোক্ষ-

---

অথ মহাভক্তান্ দর্শয়তি অথ সিদ্ধা ইতি॥ ১৪৬॥

রূপ পুরুষার্থ চতুষ্টয় চরণে আসিয়া নত হইয়া পাড়লেও তাহাদের প্রা দৃষ্টিপাত করিতেও তাঁহাদের ঘৃণা বোধ হয়, যাহাদের বর্দ্ধনশীল প্রেমোৎসবে অন্তঃকরণ ক্রমশঃ পুলকভরে পূর্ণ হইতেছে, যাহাদে বদন আনন্দাশ্রুতে ধৌত, অঙ্গ পুলকিত, সেই সাধকগণ ধন্য! তাহ দিগকে নমস্কার!

(১৩)

মার্কণ্ডেয়াদয়ঃ প্রোক্তাঃ

সাধনৈঃ প্রাপ্তসিদ্ধয়ঃ ॥

১৩। মার্কণ্ডেয়াদি মুনিগণ সাধনসিদ্ধ কৃষ্ণভক্তের দৃষ্টান্ত।

অথ কৃপাসিদ্ধাঃ।

যথা শ্রীদশমে।

(১৪)

নাসাং দ্বিজাতিসংস্কারো

ন নিবাসো গুরাবপি।

ন তপো নাত্মমীমাংসা

ন শৌচং ন ক্রিয়াঃ শুভাঃ।

তথাপিহ্যুত্তমঃশ্লোকে

কৃষ্ণে যোগেশ্বরেশ্বরে।

ভক্তির্দৃঢ়া নচাস্মাকং

সংস্কারাদিমতামপি ॥ ১৪৭ ॥

দৃষ্টান্ত (১)

১৪. যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণেরা বলিলেন—কি আশ্চর্য্য! এই যজ্ঞপত্নীগণে উপনয়নাদি সংস্কার হয় নাই, ইহারা ব্রহ্মচর্য্যার্থ গুরুকুলে বাস ক

প্রায়েণেতি কথঞ্চিদ্যদি বাঞ্ছতীতিবৎ ॥ ১৪৭ ॥

নাই, ইহাদের তপস্যা নাই, আত্মবিচার নাই, শৌচাচার অথবা সন্ধ্যো-পাসনাদি শুভকর্ম্মাচরণও নাই, তথাপি যোগেশ্বরেশ্বর ভগবান উত্তম শ্লোক শ্রীকৃষ্ণে ইহাদের ভক্তি দৃঢ়া হওয়ায়, ইহারা তাহাকে লাভ করিতে পারিয়াছে। আমরা সংস্কারাদিমন্ত হইয়াও তাঁহাকে লাভ করিতে পারিলাম না।

(১৫)

ন কাচিদভবদ্গুরো
র্ভজনযন্ত্রণেহভিজ্ঞতা
ন সাধনবিধৌ চ তে
শ্রমলবস্য গন্ধোহপ্যভূৎ।
গতোহসি চরিতার্থতাং
পরমহংসমৃগ্যশ্রিয়া
মুকুন্দপদপদ্মযোঃ
প্রণয়সীধুনো ধারয়া ॥ ১৪ ॥

দৃষ্টান্ত (১)

১৫। শুকদেবকে সম্বোধন করিয়া নারদ কহিলেন—হে মুনে! তুমি গুরুকুলে বাসজনিত যন্ত্রণা ভোগ না করিয়া অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছ—সাধনপথে তোমায় বিন্দুমাত্র পরিশ্রম করিতে হয় নাই। কি আশ্চর্য্য! যাঁহার শোভা পরমহংসগণেরও প্রার্থনীয়, সেই মুকুন্দচরণপদ্মের প্রেম সুধার প্রবাহে তুমি চরিতার্থ।

তাসু ভগবদ্গুণকথকসৎসঙ্গকারণমনুস্মৃত্য সংস্কারাদীনাং প্রেম-সাধনত্বঞ্চ সন্দিহ্যাহ—যথেবেতি ন কাচিদিতি শ্রীশুকদেবমুদ্দিশ্য শ্রীনারদবাক্যং ॥ ১৪ ॥

(১৬)

কৃপাসিদ্ধা যজ্ঞপত্নী-

বৈরোচনি-শুকাদয়ঃ ॥ ১৪৯ ॥

১৬। কৃপাসিদ্ধ যথা--

যজ্ঞপত্নী, বিরোচনপুত্র বলি এবং শুকদেব প্রভৃতি।

অথ নিত্যসিদ্ধাঃ।

(১৭)

আত্মকোটিগুণং কৃষ্ণে

প্রেমাণং পরমং গতাঃ।

নিত্যানন্দগুণাঃ সর্ব্বে

নিত্যসিদ্ধা মুকুন্দবৎ ॥ ১৫০ ॥

১৭। যাঁহারা মুকুন্দের ন্যায় গুণসম্পন্ন এবং তদ্বৎ নিত্যও আনন্দস্বরূপ, অথচ শ্রীভগবানের প্রতি আপনার অপেক্ষা কোটিগুণ প্রেমবিধানকারী, তাঁহারাই নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণভক্ত ॥১৫০॥

(১৮)

যথা পাদ্মে শ্রীভগবৎ

সত্যভামাদেবীসম্বাদে।

অথ ব্রহ্মাদিদেবানাং

তথা প্রার্থনয়া ভুবঃ।

কৃপাসিদ্ধা যজ্ঞপত্নীতি যদুক্তং তত্ত্বাপতিতঃ প্রতীত্যপেক্ষয়েতি জ্ঞেয়ং ॥ ১৪৯ ॥

মুকুন্দবদ্‌যে নিত্যানন্দগুণাস্তে নিত্যসিদ্ধা ইত্যন্বয়ঃ।

নিত্যাশ্চ অনন্দস্বরূপাশ্চ গুণাস্তদুপলক্ষিতদেহাশ্চ যেষাংতে ইতি তেষাং মুখ্যলক্ষণমাহ আত্মেতি—আত্মপ্রেমতোহপি কোটিগুণমিত্যর্থঃ মধ্যপদলোপাৎ ॥ ১৫০ ॥

আগতোঽহং গণাঃ সর্ব্বে
জাতাস্তেঽপি ময়া সহ।
এতে হি যাদবাঃ সর্ব্বে
মদ্গণা এব ভামিনি।
সর্ব্বদা মৎপ্রিয়া দেবি
মত্তুল্যগুণশালিনঃ ॥

১৮ পাদ্মে ভগবান্ ও সত্যভামাসংবাদে আছে—ভগবান বলিতেছেন হে দেবি! ব্রহ্মাদি দেবতা এবং দেবী বসুন্ধরার প্রার্থনায় আমি অবতীর্ণ হইয়াছি—আমার গণসকলও আমার সহিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন হে ভামিনি! তুমি যে এই সকল যাদব দেখিতেছ, ইহারা আমারই গণ; অতএব ইহাদের পরাক্রম সামান্য মনে করিও না; ইহারা সর্ব্বদা আমার প্রিয় এবং আমারই মত গুণশালী

(১৯)

শ্রীদশমে।
অহোভাগ্যমহোভাগ্যং
নন্দগোপ ব্রজৌকসাং।
যন্মিত্রং পরমানন্দং
পূর্ণংব্রহ্ম সনাতনং।

১৯ অহো নন্দগোপ এবং ব্রজবাসিদিগের কি আশ্চর্য্য ভাগ্য! পরমানন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম তাঁহাদের মিত্ররূপে নিত্য অবস্থিত

(২০)

তত্রৈব।
দুস্ত্যজশ্চানুরাগোঽস্মিন্
সর্ব্বেষাং নো ব্রজৌকসাং

নন্দ তে তনয়েঽস্মাসু
তস্যাপ্যৌৎপত্তিকঃ কথং ॥ ১৫১ ॥
দশমে ২৬ অধ্যায়ে ১০ শ্লোকে ॥

২০ শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধনপর্ব্বত ধারণ করিলে গোপগণ বিস্ময়াপন্ন হইয়া নন্দের নিকট আগমন করত জিজ্ঞাসা করিলেন, হে নন্দ! তোমার এই তনয়ের প্রতি আমাদের সকল ব্রজবাসির দুস্ত্যজ অনুরাগ এবং ইঁহারও আমাদের প্রতি স্বাভাবিক স্নেহ কেন হইয়াছে? ইনি ত সকলের আত্ম নহেন ॥১৫১॥

মৎপ্রিয়া ইতি অহমেব প্রিয়া যেষাং ন তথাত্মাদয় ইত্যর্থঃ অহোভাগ্যমহোভাগ্যমিতি বিস্ময়াধিক্যে বীপ্‌সা তেন দ্বয়োরেব পদয়ো ন পৌনরুক্ত্যং অথবা নন্দগোপব্রজৌকসাং ভাগ্যং ভাগ্যমহং প্রকাশকং যাবদ্‌ভাগ্য দ্যোতকমিত্যর্থঃ অহো ইতি বিস্ময়ে যদ্‌যস্মাদ্‌ যেষাং বা ব্রহ্ম—ত্বং মিত্রং কীদৃশং? ব্রহ্ম—পূর্ণং মূর্ত্তাপূর্ণানন্দত্বাৎ অমূর্ত্তানন্দস্তু তথা পূর্ণো ভবতি তদপেক্ষয়া শ্রীবিগ্রহস্যৈব প্রচুরানন্দত্বাৎ। তথাচ। সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোরিতি ব্রহ্মজ্ঞাননিপুণানামপি চিত্ততনু সংক্ষোভসূচনাৎ। পুনঃ কীদৃশস্ত্বং ব্রহ্ম পরমানন্দং পরম আনন্দো যস্মাৎ। অমূর্ত্তানন্দাৎ মূর্ত্তানন্দস্য পরমত্বং শ্রেষ্ঠত্বং উক্তপ্রকার- সনকাদ্যুক্তেঃ। অতোঽত্র পূর্ণত্বং পরমানন্দত্বঞ্চ দ্বয়মেব মূর্ত্তানন্দবোধকং; অন্যথা ব্রহ্মেত্যনেনৈব তদুভয়মুপলভ্যেত কিমপরং তয়ো র্নির্দ্দেশেনৈব ব্রহ্মণো বিশেষণত্বমুক্তং। মিত্রবিশেষণমাহ সনাতনমিতি কীদৃশং মিত্রং সনাতনং নিত্যং ত্রৈকালিকমিতি যাবৎ। যথা ত্বং ত্রিকালসিদ্ধস্তথা ব্রজলোকোঽপীতি ভাবঃ। যেন হি তেষাং সনাতনং মিত্রং ত্বমসি অত এষাং ভাগ্যং কিং বক্তব্যমিতি ভাবঃ ॥১৫২॥

(২১।২২)

সনাতনং মিত্রমিতি
তস্যাপ্যৌৎপত্তিকঃ কথং।
স্নেহোঽস্মাস্বিতি
চৈতেষাং নিত্যপ্রেষ্ঠত্বমাগতং।
ইত্যতঃ কথিতা নিত্য-
প্রিয়া যাদববল্লভাঃ।
এষাং লৌকিকবচ্চেষ্টা
লীলা মুররিপোরিব॥ ১৫২॥

২১-২২। সনাতন মিত্র ও অস্মৎ কুলে জন্ম এবা অস্মদাদি সকলে স্নেহ ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা যাদব ও ব্রজবাসিগণের নিত্য প্রেষ্ঠতা উপলব্ধি হইতেছে, এজন্য যাদব ও গোপ সকল নিত্যসিদ্ধ বলিয়া কথিত হইয়াছেন। যেমন লীলাবশতঃ মুরারি জন্মাদি গ্রহণ গ্রহণ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ যাদব ও গোপদিগেরও লৌকিক চেষ্টা জানিতে হইবে॥১৫২॥

(২৩)

তথাহি পাদ্মোত্তরখণ্ডে।
যথা সৌমিত্রিভরতৌ

সনাতনং মিত্রমিতীত্যেতাদৃশযোজনয়েত্যর্থঃ। অন্যথা সনাতনপদ-বৈয়র্থ্যং স্যাৎ। পূর্ণত্বেনৈব তৎসিদ্ধেঃ। যদিচ ব্রহ্মণো বিশেষণং তৎ স্যাত্তথাপি মিত্রতা বৈশিষ্ট্যার্থমেব তদ্বিশিষ্যাত ইতি সমানমেব। মনোরমং সুবর্ণমিদং কুণ্ডলং জাতমিত্যত্র যথা কুণ্ডলস্যৈব মনোরমত্বং সাধ্যং তদ্বত্তস্যাপীতি স্বভাব সম্বন্ধ সূচনার্থিত্বমাক্ষিপ্যতে। তদেবমত্র তস্মান্মচ্ছরণং গোষ্ঠমিত্যাদ্যপি জ্ঞেয়ং। তত্র বিশেষজিজ্ঞাসা চেৎ কৃষ্ণসন্দর্ভো দৃশ্যঃ॥১৫২॥

যথা সঙ্কর্ষণাদয়ঃ।
তথা তেনৈব জায়ন্তে
নিজলোকাদযদৃচ্ছয়া।
পুনস্তেনৈব গচ্ছন্তি
তৎপদং শাশ্বতং পরং।
ন কর্ম্মবন্ধনং জন্ম
বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে। ইতি
যথা পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে॥

২৩। যেমন লক্ষ্মণ, ভরত, ও সঙ্কর্ষণ প্রভৃতি ভগবানের সহিত জন্মগ্রহণ করেন, তদ্রূপ যাদব ও গোপগণ লীলাবশতঃ ভগবানের সহিত জন্মগ্রহণ করেন এবং পুনর্ব্বার ভগবানের সহিত নিত্যধামে গমন করিয়া থাকেন, অতএব বৈষ্ণবদিগের জন্ম ও কর্ম্মবন্ধন নাই।

(২৪)

যে প্রোক্তাঃ পঞ্চপঞ্চাশৎ
ক্রমাৎ কংসহরেগুর্ণাঃ।
তে চান্যে চাপি সিদ্ধেষু
সিদ্ধিদত্বাদয়ো মতাঃ॥ ১৫৩॥

২৪। কংসরিপুর যে পঞ্চ পঞ্চাশৎ গুণ ক্রমান্বয়ে কথিত হইয়াছে, সেই সকল গুণ ও অন্যান্য সিদ্ধিপ্রদত্বাদি গুণ সকলও সিদ্ধগণে বিদ্যমান আছে॥১৫৩॥

তেনৈব ভগবতা সহ জায়ন্তে যাদবাদয় ইতি শেষঃ। যদৃচ্ছয়া স্বৈরিতেত্যমরঃ॥১৫৩॥

(২৫)

ভক্তাস্তু কীর্ত্তিতাঃ

শান্তাস্তথাদাসসুতাদয়ঃ।

সখায়ো গুরুবর্গাশ্চ

প্রেয়স্যশ্চেতি পঞ্চধা।

২৫। শান্ত, দাসসুতাদি, সখা, গুরুবর্গ ও প্রেয়সীগণ এই পাঁচ প্রকার কৃষ্ণভক্ত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন

(২৬)

অথ তদগুণাঃ।

অয়ং নেতা সুরম্যাঙ্গঃ সর্ব্বসল্লক্ষণান্বিতঃ।
রুচিরস্তেজসা যুক্তো বলীয়ান্ বয়সান্বিতঃ।
বিবিধাদ্ভুতভাষাবিৎ সত্যবাক্যঃ প্রিয়ংবদঃ।
বাবদূকঃ সুপাণ্ডিত্যো বুদ্ধিমান্ প্রতিভান্বিতঃ।
বিদগ্ধশ্চতুরো দক্ষঃ কৃতজ্ঞঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ।
দেশকালসুপাত্রজ্ঞঃ শাস্ত্রচক্ষুঃ শুচির্বশী।
স্থিরো দান্তঃ ক্ষমাশীলো গম্ভীরো ধৃতিমান্ সমঃ।
বদান্যো ধার্ম্মিকঃ শূরঃ করুণো মান্যমানকৃৎ।
দক্ষিণো বিনয়ী হ্রীমান্ শরণাগতপালকঃ।
সুখী ভক্তসুহৃৎ প্রেমবশ্যঃ সর্ব্বশুভঙ্করঃ।
প্রতাপী কীর্ত্তিমান্ রক্তলোকঃ সাধুসমাশ্রয়ঃ।
নারীগণমনোহারী সর্ব্বারাধ্যাঃ সমৃদ্ধিমান্।

বরীয়ানীশ্বরশ্চেতি গুণাস্তস্যানুকীর্ত্তিতাঃ ।
সমুদ্রা ইব পঞ্চাশদ্দুর্বিগাহা হরেরমী ॥ ১১ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের গুণ ॥

(নায়কস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের গুণ এই যে, ইনি সুরম্যাঙ্গ । ১ । সর্ব্ব সল্লক্ষণান্বিত । ২ । রুচির । ৩ । তেজস্বী । ৪ । বলীয়ান্ । ৫ । বয়সান্বিত । ৬ । বিবিধ অদ্ভুত ভাষাজ্ঞ । ৭ । সত্যবাক্য । ৮ । প্রিয়ম্বদ । ৯ । বাবদূক । ১০ । সুপণ্ডিত । ১১ । বুদ্ধিমান্ । ১২ । প্রতিভান্বিত । ১৩ । বিদগ্ধ । ১৪ । চতুর । ১৫ । দক্ষ । ১৬ । কৃতজ্ঞ । ১৭ । সুদৃঢ়ব্রত । ১৮ । দেশকালসুপাত্রজ্ঞ । ১৯ । শাস্ত্রচক্ষুঃ । ২০ । শুচি । ২১ । বশী । ২২ । স্থির । ২৩ । দান্ত । ২৪ । ক্ষমাশীল । ২৫ । গম্ভীর । ২৬ । ধৃতিমান্ । ২৭ । সম । ২৮ । বদান্য । ২৯ । ধার্ম্মিক । ৩০ । । শূর । ৩১ । করুণ । ৩২ । মান্যমানকৃৎ । ৩৩ । দক্ষিণ । ৩৪ । বিনয়ী । ৩৫ । হ্রীমান্ । ৩৬ । শরণাগত-পালক । ৩৭ । সুখী । । ৩৮ । ভক্তসুহৃৎ । ৩৯ । প্রেমবশ্য । ৪০ । সর্ব্ব শুভঙ্কর । ৪১ । প্রতাপী । ৪২ । কীর্ত্তিমান্ । ৪৩ । রক্তলোক । ৪৪ । সাধুসমাশ্রয় । ৪৫ । নারীগণ-মনোহারী । ৪৬ সর্ব্বারাধ্য । ৪৭ । সমৃদ্ধিমান্ । ৪৮ । বরীয়ান্ । ৪৯ । ঈশ্বর । ৫০ । হরির এই পঞ্চাশৎ গুণ, ইহা সমুদ্রের ন্যায় দুর্ব্বিগাহ ॥ ১১ ॥

(২৭)

জীবেষ্বেতে বসন্তোঽপি বিন্দুবিন্দুতয়া ক্বচিৎ ।
পরিপূর্ণতয়া ভান্তি তত্রৈব পুরুষোত্তমে ।

অথ তদ্‌গুণা ইতি তত্র গুণা দ্বেধা নিরূপ্যন্তে প্রাধান্যেনোপসর্জনত্বেন চ ক্বচিৎ সুরম্যাঙ্গত্বমিত্যাদিনা চেতি যত্র প্রথমেন নিরূপ্যন্তে তত্র তেষামুদ্দীপনত্বং যত্র দ্বিতীয়েন তত্রালম্বনত্বং। তদেবং যত্রালম্বনপ্রকরণে দ্বিতীয়েনৈবাহ অয়মিতি । অয়ং শ্রীকৃষ্ণাখ্যো নেতা নায়কঃ ॥ ১১ ॥

তথাহি পাদ্মে পাব্বর্বত্যৈ শিতিকণ্ঠেন তদ্গুণাঃ॥
কন্দর্পকোটিলাবণ্য ইত্যাদ্যাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১২ ॥

এই সমস্ত গুণ যদি জীবগণে থাকা সম্ভব হয়, তবে যে জীব শ্রীভগবানের অনুগৃহীত সেই জীবে ইহা বিন্দুরূপে অবস্থিতি করে, কিন্তু ভগবান্ পুরুষোত্তমে এই সমস্ত গুণ সম্পূর্ণরূপে বিরাজমান ॥

পরন্তু, পদ্মপুরাণে ভগবান্ শিতিকণ্ঠ পার্ব্বতীর নিকট শ্রীকৃষ্ণের কন্দর্পকোটি লাবণ্য প্রভৃতি গুণ সকল কীর্ত্তন করিয়াছেন ॥ ১২ ॥

(২৮)

অতএব গুণাঃ প্রায়ো ধর্ম্মায় বনমালিনঃ।
পৃথিব্যা প্রথমস্কন্ধে প্রথয়াঞ্চক্রিরে স্ফুটং ॥

যথা।

সত্যং শৌচং দয়া ক্ষান্তিস্ত্যাগঃ সন্তোষ আর্জ্জবং।
শমোদম স্তপং সাম্যং তিতিক্ষোপরতিঃ শ্রুতং।
জ্ঞানং বিরক্তিরৈশ্বর্য্যং শৌর্য্যং তেজো বলং স্মৃতিঃ।
স্বাতন্ত্র্যং কৌশলং কান্তির্ধৈর্য্যং মার্দ্দবমেবচ।
প্রাগল্‌ভ্যং প্রশ্রয়ঃ শীলং সহ ওজো বলং ভগঃ।
গাম্ভীর্য্যং স্থৈর্য্যমাস্তিক্যং কীর্ত্তির্মানোঽনহঙ্কৃতিঃ।
ইমে চান্যে চ ভগবন্নিত্যা যত্র মহাগুণাঃ।
প্রার্থ্যা মহত্ত্বমিচ্ছদ্ভির্ন বিয়ন্তি স্ম কর্হিচিৎ ॥ ১৩ ॥

ক্বচিদিতি। ভগবদনুগৃহীতেষ্বত্যেব মুখ্যতয়াঙ্গীকৃতং। অতএব বিন্দুত্বমপি অন্যেষু তু তদাভাসত্বমেব জ্ঞেয়ং ॥ ১২ ॥

ধর্ম্মায় ধর্ম্মরূপং দেবং বোধয়িতুমিত্যর্থ। ক্রিয়ার্থোপপদস্যচ কর্ম্মণি স্থানিন ইতি স্মরণাচ্চতুর্থী ॥ ১৩ ॥

অতএব শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমস্কন্ধে পৃথিবী ধর্ম্মরূপিদেবের অবগতির জন্য ভগবান্ বনমালীর ঐ সমস্ত গুণ স্পষ্টরূপে বিস্তার করিয়া বর্ণন করিয়াছেন ॥

যথা, পৃথিবী কহিলেন হে ধর্ম্ম! যাঁহারা মহত্ত্ব প্রাপ্তির ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সত্য, শৌচ দয়া, ক্ষান্তি, ত্যাগ, সন্তোষ, ঋজুতা, সম, দম, তপস্যা, সাম্য, তিতিক্ষা, উপরতি, শ্রুত, জ্ঞান, বিরক্তি ঐশ্বর্য্য, শৌর্য্য, তেজ, বল, স্মৃতি, স্বাতন্ত্র্য, কৌশল, কান্তি, ধৈর্য্য, মার্দ্দব, প্রগল্ভ্য, প্রশ্রয়শীল, সহ, ওজ, বল, ভগ, গাম্ভীর্য্য, স্থৈর্য্য আস্তিক্য, কীর্ত্তি, মান ও অহঙ্কারশূন্যতা প্রভৃতি গুণ সকল কখন পরিত্যাগ করেন না ॥ ১৩ ॥

(২৯)

অথ পঞ্চগুণা যে স্যুরংশেন গিরিশাদিষু ॥ ১৪ ॥

অপর, শ্রীকৃষ্ণের অন্য পাঁচটী গুণ, যাহা আংশিকরূপে সদাশিব এবং ব্রহ্মাদিতে বর্ত্তমান তাহাও কীর্ত্তন করিতেছি ॥ ১৪ ॥

(৩০)

সদা স্বরূপসংপ্রাপ্তঃ সর্ব্বজ্ঞো নিত্যনূতনঃ।
সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গঃ সর্ব্বসিদ্ধিনিষেবিতঃ ॥ ১৫ ॥

যথা, সদা স্বরূপসংপ্রাপ্তি । ১ । সর্ব্বজ্ঞ । ২ । নিত্যনূতন । ৩ । সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গ । ৪ । এবং সর্ব্বসিদ্ধি নিষেবিত ॥ ১৫ ॥

অংশেন যথাসম্ভব স্বাংশেন গিরিশাদিষু শ্রীশিবাদিষু। আদিগ্রহণাৎ ক্বচিৎ দ্বিপরার্দ্ধাদৌ সাক্ষাদ্ভগবদবতারব্রহ্মাদয়ো গৃহ্যন্তে ॥ ১৪ ॥

সচ্চিদানন্দেতি। শ্রীভগবৎপক্ষে সচ্চিদানন্দ স্বরূপঞ্চ তৎসান্দ্রং বস্ত্বন্তরাপ্রবেশ্যঞ্চাঙ্গং যস্য স ইতি বিগ্রহঃ। শিবপক্ষে, সচ্চিদানন্দেন শ্রীভগবতা সান্দ্রং তাদাত্ম্যং প্রাপ্তমঙ্গং যস্য সঃ ॥ ১৫ ॥

(৩১)

অথোচ্যন্তে গুণাঃ পঞ্চ যে লক্ষ্মীশাদিবর্ত্তিনঃ।
অবিচিন্ত্য মহাশক্তিঃ কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহঃ।
অবতারাবলীবীজং হতারিগতিদায়কঃ।
আত্মারামগণাকর্ষীত্যমী কৃষ্ণে কিলাদ্ভুতাঃ ॥ ১৬ ॥

শ্রীনারায়ণাদির অনুবর্ত্তী অপর পঞ্চগুণ যথা—অবিচিন্ত্য, মহাশক্তি। ১। কোটি ব্রহ্মাণ্ড বিগ্রহ। ২। অবতারাবলীবীজ। ৩। হতারিগতিদায়ক। ৪। এবং আত্মারামগণাকর্ষী, এই পাঁচটি গুণ শ্রীকৃষ্ণে অদ্ভুতরূপে বিরাজিত ॥ ১৬ ॥

অথোচ্যন্তে ইতি যুগলং। লক্ষ্মীশোঽত্র পরব্যোমাধিনাথঃ শ্রীনারায়ণঃ। আদি শব্দান্মহাপুরুষাদয়োঽপি গৃহ্যন্তে। তত্রাবিচিন্ত্যমহাশক্তিত্বং লক্ষ্মীশে জ্ঞেয়ং। মহাপুরুষাদ্যবতারকর্ত্তৃত্বাৎ। কোটিব্রহ্মাণ্ডব্যাপী বিগ্রহো যস্যেতি মধ্যপদলোপী সমাসঃ। তন্মাত্রব্যাপিবিগ্রহত্বং মহাপুরুষে। মায়াদ্রষ্টৃত্বস্যৈব তদুপাধিত্বাৎ। যথা ব্রহ্মসংহিতায়াং।

যস্যৈকনিঃশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো গোবিন্দমিতি।

অবতারাবলীবীজত্বং পূর্ব্বয়োর্দ্বয়োর্যথাসম্ভবমত্র চ। গতিঃ সর্গাদিরূপোঽর্থঃ। সতু ভগবদ্দ্বেষিণামন্যেন কেনাপি কর্ম্মণা ন সম্ভবতীতি। যথোক্তং গীতাসু।

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিমিতি ॥

আত্মারামগণাকর্ষিত্বঃ শ্রীমদ্বৈকুণ্ঠাস্যুতাদাবপি তৃতীয়স্কন্ধাদিষু প্রসিদ্ধং।

(৩২)

সর্ব্বাদ্ভুতচমৎকারলীলাকল্লোলবারিধিঃ।
অতুল্যমধুরপ্রেমমণ্ডিতপ্রিয়মণ্ডলঃ।
ত্রিজগন্মানসাকর্ষী মুরলীকলকূজিতঃ।
অসমানোর্দ্ধরূপশ্রীবিস্মাপিতচরাচরঃ॥ ১৭॥

অপর, সর্ব্বাদ্ভুত চমৎকারলীলাকল্লোলবারিধি। ১। অতুল্য মধুর প্রেম মণ্ডিত প্রিয় মণ্ডল। ২। ত্রিজগন্মানসাকর্ষী মুরলীকলকূজিত। ৩। এবং অসমানোর্দ্ধরূপ শ্রীবিস্মাপিত চরাচর। ৪॥১৭॥

(৩৩)

লীলাপ্রেম্নাপ্রিয়াধিক্যং মাধুর্য্যে বেণুরূপয়োঃ।
ইত্যসাধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্য চতুষ্টয়ং॥ ১৮॥

লীলা ও প্রেম দ্বারা প্রিয়াগণের আধিক্য, বেণু-মাধুর্য্য ও রূপ-মাধুর্য্য, গোবিন্দের এই চারিটী অসাধারণ গুণ॥১৮॥

কৃষ্ণে কিলাদ্ভুতা ইতি নরলীলাময়ত্বেনৈব তত্তদাবির্ভাবনাৎ। কিঞ্চ। অবিচিন্ত্যেতি অবতারেতি চ স্বয়ং ভগবত্ত্বাৎ। স্বয়ং ভগবত্ত্বেঽপি জিজ্ঞাসা চেৎ কৃষ্ণসন্দর্ভো দৃশ্যঃ। কোটীতি। তানি ব্যাপ্যাপি বৈকুণ্ঠাদি ব্যাপিত্বাৎ হতেতি। মোক্ষভক্তিপর্য্যন্তগতিদাতৃত্বাদদ্ভুতত্বং জ্ঞেয়ং। তদেবং পরমব্যোমনাথাদীনতিক্রম্য কৃষ্ণস্যৈব বিস্ময়াকারিত্বে স্থিতে ভবতু নাম গিরিশাদিষ্বংশেন তত্তদ্গুণত্বং। কিন্তু সুতরামেব শ্রীকৃষ্ণানুভবিষু ন তেষাং বিস্ময়কারিত্বমিতি ব্যঞ্জিতং। যথোক্তং—যন্মর্ত্ত্যলীলৌপয়িকমিতি গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপমিতি চ॥১৬॥

সর্ব্বাদ্ভুতেত্যাদিকন্তূদাহরণে বিবেচনীয়ং। অতুল্যেত্যাদি দ্বয়ে ষষ্ঠ্যান্ত-পদার্থো বহুব্রীহিঃ॥ ১৭॥

তানেব চতুরো গুণান্ সংক্ষিপ্য দর্শয়তি। লীলেতি প্রথমঃ।

(৩৪)

এবং গুণাশ্চতুর্ভেদা চতুঃষষ্টিরুদাহৃতাঃ।
সোদাহরণমেতেষাং লক্ষণং ক্রিয়তে ক্রমাৎ ॥

উক্ত চারি গুণ ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণের চতুঃষষ্টি গুণ, ইহাদের উদাহরণ ও লক্ষণ ক্রমশঃ প্রদর্শিত হইতেছে॥ (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু দ্রষ্টব্য।)

প্রেমপ্রিয়াণামাধিক্যমিতি তাদৃশপ্রিয়জনবিরাজমানত্বমিত্যর্থঃ। তচ্চ দ্বিতীয়ে। বেণুমাধুর্য্যমিতি তৃতীয়ঃ। রূপমাধুর্য্যমিতি চতুর্থঃ। তদেবং নিরূপ্যানুভববিশেষাৎ প্রৌঢ়িবাদেনাহ ইত্যসাধারণমিতি। তদেবমপি সিদ্ধান্ততত্ত্বভেদেঽপীত্যাদৌ রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমিতি যদুক্তং তত্তু পলক্ষণমেব জ্ঞেয়ং॥ ১৮॥

চতুর্ভেদা ইতি। তত্র পঞ্চাশত্তমপর্য্যন্তঃ প্রথমঃ পঞ্চপঞ্চাশত্তমপর্য্যন্তো দ্বিতীয়ঃ ষষ্টিতমপর্য্যন্ত স্তৃতীয়ঃ চতুঃষষ্টিপর্য্যন্ত শ্চতুর্থইতি ভেদো বর্গঃ। সোদাহরণমিতি। অত্রোদাহরণানি চতুর্ভিঃ প্রমাণৈ র্লব্ধানি। শাস্ত্রেণ তত্তাৎপর্য্যেণ তদনুসারিমহাজনপ্রসিদ্ধ্যা তত্তদনুসারিসম্ভবেন চ তানি পুনর্দ্বিবিধানি ভগবত্তয়া চমৎকারকরাণি মনুষ্যলীলয়া চেতি। তত্র ভগবত্ত্বেঽপি মনুষ্যলীলয়া চমৎকারকরত্বং। তথাপি মর্ত্ত্যানুবিধস্য বর্ণ্যত ইতি প্রপঞ্চনিষ্প্রপঞ্চেঽপীত্যাদিন্যায়েন চ। যথৈব বর্ণিতং পৃথিব্যা সত্যং শৌচমিত্যাদিনা। যথা চাত্রৈব দর্শয়িষ্যতে। পশ্য বিন্ধ্যগিরিতোঽপি পরিষ্ঠমিত্যাদিভিঃ॥ ১৯॥

ইতি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ
দক্ষিণবিভাগে
ভক্তিরসসামান্যনিরূপণে
কৃষ্ণভক্তানাং তারতম্যাদিগুণানুবর্ণনম্।

—০—

উপসংহার

ফলতঃ যে সকল মহানুভব ব্যক্তি নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণভক্ত বলিয়া পরিকীর্ত্তিত, "নারায়ণী" সেনার মত, শ্রীভগবান্ নিজমুখে বলিয়াছেন, তাঁহারা জনে জনে "মত্তুল্যগুণশালিনঃ"। সর্ব্বগুণাকর পরমেশ্বরের সমস্ত গুণের অধিকারী হওয়া এক শ্রীভগবানেই সম্ভব। নিত্যসিদ্ধ ভক্তগণ, বৈষ্ণবশাস্ত্রের সিদ্ধান্তে, কেবলমাত্র তাঁহার পঞ্চ পঞ্চাশৎগুণে গুণান্বিত, তাছাড়া সিদ্ধিদত্বাদি কতিপয় গুণ ও তাঁহাদিগের ভিতর বিদ্যমান। শ্রীভগবানের অসাধারণ গুণ যাহা, তাহাতে নিত্যসিদ্ধ হউন, আর সাধন বা কৃপাসিদ্ধই হউন—কাহারও অধিকার নাই। সাধক সিদ্ধ ও শ্রীভগবানের মধ্যে পার্থক্য পূর্ব্বোক্ত এই গুণ সকলের ন্যূনাতিরেক ও সর্ব্বগুণসমবায় লইয়া। সত্যবাক্য আদি করিয়া হ্রীমান্ পর্য্যন্ত শ্রীভগবানের যে একোনত্রিংশগুণের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, সাধক কেবলমাত্র তাহারই অধিকারী। সিদ্ধগণের মধ্যে এই একোনত্রিংশগুণ ছাড়া পঞ্চ পঞ্চাশতের অবশিষ্ট গুণাবলী এবং সিদ্ধিদত্বাদি অপর কতিপয় গুণও পরিদৃষ্ট হয়। সাধক ও সিদ্ধে প্রথম পার্থক্য এইখানে।

শত কণ্টকবিদ্ধ রুধিরাক্ত ললাটপ্রদেশ হইতে শত শোণিতধারা খরবেগে নামিয়া আসিতেছে, তথাপিও যে মহাপুরুষ অপরাধীর প্রতি কল্যাণকাম হইয়া শেষ নিশ্বাসের সহিত বলিয়াছিলেন "forgive them, O Father ! they do not know, what they do"—কেহ যদি সেই বীর ভগবদ্‌ভক্তের সহিত জগাই মাধাইএর চিরশরণ্য শ্রীমন্নিত্যানন্দস্বরূপের তুলনা করিতে চান, তাহা হইলে তাঁহাকে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুধৃত পূর্ব্বোল্লিখিত সাধক এবং সিদ্ধের লক্ষণগুলি ধরিয়া বিচার করিয়া দেখাইতে হইবে, ঈশা ও নিত্যানন্দে প্রভেদ কোথায়? নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণভক্ত অধিকন্তু শ্রীভগবানের "গণ" বলিয়া বৈষ্ণব শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছেন। শ্রীভগবান্ যখন অবতাররূপ

।হণ করেন, তখন, এই সকল গণ—তাঁহার সহিত ভূমণ্ডলে ।বতীর্ণ হইয়া থাকেন। শ্রীভগবানের আবির্ভাবে তাঁহাদের আবির্ভাব, ভরোভাবে তাঁহাদের তিরোভাব ঘটে। নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণভক্ত শ্রীভগবানের ।ঙ্গের সঙ্গী—স্বতন্ত্ররূপে ভগবদ্‌সঙ্গবিরহিত হইয়া তাঁহাদের জগতি- চলে অবস্থান—ইহাও সিদ্ধের কল্পনায় অপসিদ্ধান্ত। নিত্যসিদ্ধ শক্তি- ।ানের শক্তিস্বরূপে নিত্যযুক্ত। "জয় নিতাই" বলিলে, বৈষ্ণবদিগের বিশ্বাস, পাপীর শত অপরাধ নিমেষে ভস্মসাৎ হইয়া যায়—নিতাই প্রেমদাতার শিরোমণি; কিন্তু মহম্মদ, ঈশা, মুশা, বুদ্ধ, নানক, কবীর প্রভৃতি ভগবদ্ভক্তগণের নাম প্রেমপ্রদাতৃরূপে তালিকাভুক্ত হয় নাই। তাঁহাদের হাত ধরিয়া সাধনায় দুর্গমপথে—সংসারের নিবিড় অন্ধকারে মানুষ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া জ্যোতির অনন্ত উৎসের নিকট শেষ সমুপস্থিত হইতে পারে সত্য, কিন্তু ভগবৎ—পরিষদে প্রবেশাধিকার লাভ করিবার জন্য তাহাকে সখীভাবে নিত্যানন্দের মত জনৈক নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ পরিকরের শরণাগত হইতে হয়। সাধক এবং সিদ্ধের অন্যতম প্রভেদ এইখানে। সাধক পথ দেখাইয়া দেন,—সিদ্ধের নাম করিয়া ডাকিয়া ভক্তকে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিতে হয়। মায়ামুগ্ধ জীবের মায়া হইতে উদ্ধারের ভার ঈশার উপর; ঈশা পাপী তাপীকে ভগবদুন্মুখী করিয়া দিয়া জয়যুক্ত! নিত্যানন্দের ভার ভগবদ্ভক্তকে, শ্রীভগবানের শ্রীচরণপ্রান্তে সেবকের আসনে সমাসীন করিয়া সেবাধিকার প্রদান করা এবং সেবাকার্য্যে নিয়োজিত করা।

চৈতন্যভাগবতের ব্যাস শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনদাস তাঁহার পুণ্যগ্রন্থ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ে সপ্তবিংশতি সংখ্যক প্রধান প্রধান নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণ- ভক্তের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়া আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন, বর্ত্তমানসময়ে গুরু-করণে কোন্ আচার্য্যবংশ শ্রীভগবানের কত অন্তরঙ্গ?

তাঁহার ইচ্ছা ছিল, শ্রীচৈতন্যভাগবতে এই আচার্য্যবংশের একটি সুবিস্তৃত তালিকা প্রদান করেন, কিন্তু জানিনা কেন, প্রভু শ্রীমন্নিত্যানন্দ

স্বরূপের নিষেধ ঘটিল—নবদ্বীপ-পরিকরগণের সকলের ব্রজের পরিচয়—তিনি দিতে গিয়া আর দিতে পারিলেন না। তাই আমরা শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয়ের ভূমিকায় দেখি—তিনি লিখিতেছেন—

সপ্তবিংশতিমাত্র ইহাতে কহির।
সংক্ষেপেতে অপরাধ না লবে আমার।
শ্রীচৈতন্যভাগবতে করিব বিস্তার॥

কিন্তু শ্রীচৈতন্যভাগবতে কি দেখি? দেখি—বিস্তারের পরিবর্ত্তে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া লিখিতে হইয়াছে—

নিত্যানন্দস্বরূপের নিষেধ লাগিয়া।
পূর্ব্বনাম না লিখিব বিদিত করিয়া॥

যদিও শ্রীল কবিকর্ণপূর, বহুপরিশ্রমে স্বরূপাদি ভক্তবৃন্দ এবং নবদ্বীপ ও উড়িষ্যার মহান্তগণের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া, এবং সম্ভবতঃ স্বীয় পিতৃদেব শ্রীমদ্‌শিবানন্দসেনের উপদেশক্রমে তাঁহার শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায় এই অভাব পূরণ করিতে বহু সচেষ্ট হইয়াছেন, কিন্তু সাক্ষাৎ ব্যাসাবতার যিনি, তাঁহার পবিত্রলেখনী বিনিঃসৃত, সপ্তবিংশতিসংখ্যকব্যতিরিক্ত অবশিষ্ট নবদ্বীপপরিকরসকলের ব্রজের পরিচিত পূর্ব্বনাম, দুর্ভাগ্য আমাদের! শ্রীমন্নিত্যানন্দস্বরূপের নিষেধে আমরা আর তাহা জানিতে পারিলাম না।

যে হস্তলিখিত পুঁথিখানির প্রতিলিপি হইতে আমরা বর্ত্তমান গ্রন্থ সংগ্রহ করিলাম, এমনও হইতে পারে যে, সেই পুঁথিখানিই মূল গ্রন্থ—শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনদাসের স্বহস্তলিখিত। এই পুস্তকের যে বহু প্রচার হয় নাই—শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর নিষেধ যে তাহার একটি প্রধান কারণ তাহা সুনিশ্চিত। সুতরাং আমরা যে অনুমান করিতেছি, মূলগ্রন্থখানি শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনদাসের স্বহস্ত লিখিত—তাহা ও অসম্ভবপর নহে। এই পুঁথিখানি ভাজনঘাটে জনৈক গোস্বামিগৃহে অবস্থিতি করিতেছেন—যাঁহার গৃহে ইহা অবস্থিত, তিনি প্রভু কানুঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্রের

ংশধর। শ্রীমৎ কানুঠাকুর শ্রীমদ্ বৃন্দাবনদাসের সমসাময়িক; ম্ভবপর—এই গ্রন্থখানি বিরচিত হইবার পরই উহা শ্রীমৎ কানুঠাকুরের হস্তে সমর্পিত হয়—তাঁহার তিরোভাবে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র—এবং তৎপরে সেই জ্যেষ্ঠপুত্রের বংশধরগণ উহা সংগোপনে নিজালয়ে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। অনেক চেষ্টা করিয়াও আমরা মূল পুঁথিখানির এ যাবৎ সন্দর্শনলাভ করিতে পারি নাই। কিছু অর্থ ব্যয় করিলে উহার উদ্ধারসাধন অসম্ভবপর নহে। যদি শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদে, মৎ-সঙ্কলিত এই শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়গ্রন্থ ভক্তবৃন্দের দ্বারায় পরিগৃহীত হয়, তাহা হইলে আশা করি, এই পুস্তকের ভবিষ্যৎ সংস্করণে আমরা উক্ত পুস্তকের পাণ্ডুলিপির নিদর্শন পাঠকদিগকে উপহার দিতে সক্ষম হইব।

পরিশেষে বক্তব্য এই, শ্রীগৌরাঙ্গভক্ত আমার সোদরপ্রতিম অশেষ বৈষ্ণবগুণালঙ্কৃত পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত হারাধন গোস্বামী মহাশয় উক্ত পুঁথিখানির প্রতিলিপি বহু চেষ্টায় ও নানাবিধ কৌশলে সংগ্রহ করিয়া জনসাধারণের কল্যাণার্থ আমার হস্তে প্রদান করিয়া মুদ্রাঙ্কিত করিবার জন্য আমাকে আদেশ প্রদান করেন। এই পুস্তক প্রচারে ও প্রকাশের সংকল্পে যদি কিছু গরিমা থাকে, তাহা হইলে সেই গরিমা তাঁহার; আর কাহারও নহে।

উপসংহারে আর একটি কথা বলিবার আছে—এই পুস্তক প্রণয়ন কালে, সুপ্রসিদ্ধ বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকার সম্পাদক পরমভাগবত পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধাস্পদ ডাক্তার শ্রীযুক্ত রসিকমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় আপনার স্বভাবসিদ্ধ উদারতাগুণে আমাকে বহুবিধ সাহায্য প্রদান করিয়াছেন; তাঁহার নিকট এই জন্য আমি চিরঋণী। ইতি।

ভাজনঘাট,
নদিয়া।
শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪২৯।
অক্ষয়তৃতীয়া।

শ্রীভগবৎ-পরিষদ্‌মুখসন্দর্শনপ্রার্থী
তথা
শ্রীগৌরাঙ্গশ্রীপদসেবাপ্রাপ্তিকাম
কবিরাজশ্রী সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী।

নিবেদন।

যে সকল ভগবদ্ভক্ত নরনারী আপনাদিগকে পরিঘোষণা করিতে মনে মনে আনন্দ অনুভব করেন, তাঁহাদিগের অবশ্য জ্ঞাতব্য কয়েকটি বিষয়, আমরা এই গ্রন্থের প্রারম্ভে প্রথমেই আলোচনা করা কর্ত্তব্য মনে করিতেছি। বিষয় কয়েকটির গুরুত্ব এত অধিক, যে ইহা বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না, যে যাঁহারা এই সকল তত্ত্বে আদৌ অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারেন নাই, তাঁহারা এই ভক্তি-গ্রন্থ পবিত্র মনে পাঠ করিবার কদাচ উপযুক্ত নহেন। সত্য বটে, সাধনার উৎকর্ষ অপকর্ষে, পরিশেষে মানব ধর্ম্মজগতের উচ্চাবচ স্তরে সমাধিরূঢ় হইয়া থাকেন, কিন্তু যে ভিত্তিভূমির উপর দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে এই সাধনার পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হয়, জ্যামিতির স্বীকার্য্যের মত প্রথমেই তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া মানিয়া লইতে হইবে, যে তাহা সত্য—অতীব সত্য। মানিয়া লইতে হইবে যে—

(১) সাধুগণের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতগণের দণ্ডের জন্য এবং ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ, যুগে যুগে ভগবান্ অবতার রূপ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

(২) ভগবান্ যখনই অবতার রূপ গ্রহণ করিয়া থাকেন,—তখন একাকী নহেন—সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদ হইয়া তিনি ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হয়েন।

(৩) নররূপ, নরবপু, নরলীলা এইরূপ অবতারের সর্ব্বোত্তম মহাপ্রকাশ।

(৪) নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ এবং শচীনন্দন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দ্বাপরান্তে—কলিযুগের পরাবস্থ অবতার।

(৫) নিত্যসিদ্ধ ভগবদ্ভক্তগণ এই অবতারস্বরূপের পরিকর স্বরূপ।

(৬) শ্রীকৃষ্ণাবতারে ব্রজপরিকর যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাবতারে তাঁহারাই আবার নবদ্বীপপরিকর।

(৭) শ্রীভগবানের আবির্ভাবে তাঁহাদের আবির্ভাব, তিরোভাবে তিরোভাব ঘটে। তাঁহাদের জন্ম ও মৃত্যু সাধারণের জন্ম মৃত্যুর অনুরূপ নহে।

(৮) এই পরিকরগণ—ভগবানের "গণ" বলিয়া কথিত। ভগবানের গণ সকল সাধারণ মানবের মত কর্ম্মবন্ধনে কদাচ আবদ্ধ নহেন।

(৯) জাতিগত, বংশজাত যে উচ্চাবচ বিভাগ মানবসমাজে সম্মানের মধ্যকেন্দ্রস্বরূপ চিরদিন অবস্থিত, এই ভগবদ্‌গণের সম্বন্ধে সে বিভাগ, সে মানদণ্ডে পরিমাপ, একবারেই খাটে না।

(১০) বসুদেব পুত্র শ্রীকৃষ্ণ ক্ষত্রিয়, শ্রীনন্দনন্দন বৈশ্য শ্রীবলভদ্রও তাই; শ্রীরাঘবেন্দ্র অবতারে এবং শ্রীনৃসিংহাবতারেও সেই কথা! শ্রীভগবান্ ব্রাহ্মণেতরবংশে অবতীর্ণ হইলেও ব্রাহ্মণ-প্রমুখ সমস্ত জগতের যেমন তাঁহারা প্রণম্য ও আরাধ্য, সেইরূপ ভগবানের গণ সকলও যে কোন গৃহে, যে কোন কুলে, যে কোন বংশে, জন্ম গ্রহণ করুন না কেন, তাঁহারা সকলেই পরমারাধ্য, এবং জাতি ও কুলনির্ব্বিশেষে সকলেরই প্রণম্য; কেবল তাহা নহে, শ্রীভগবানের আরাধনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের আরাধনা করা

অবশ্য প্রত্যেক বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য। না করিলে দুরপনের প্রত্যবায়, দুস্তর অপরাধ ঘটে।

ফলতঃ শ্রীভগবান্ এবং শ্রীভগবদ্‌গণের সম্বন্ধে জাতি কুল বিচার করা যেমন একদিকে বৈষ্ণব শাস্ত্রে অনভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ পরিচায়ক, তেমনি অন্য দিকে বৈষ্ণবের পক্ষে এইরূপ উচ্চাবচ ভেদজ্ঞান মহাপরাধও বটে।

শ্রীভগবানের গণস্বরূপ নিত্যসিদ্ধ ব্যক্তিদিগের জাতি ও জন্ম সম্বন্ধে শ্রীশ্রীভক্তমালগ্রন্থ তারস্বরে যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

তাহাতে আছে—

যতেক কহিল সর্ব্ব ত্রিগুণ অতীত।
শুদ্ধ চিদানন্দময় নিত্য অপ্রাকৃত॥
হড্ডী যে কহিল ব্রজে তাহার চরণ।
আশ্রম (য়) করিয়া সেবে সেই ধন্যজন॥
বড় বড় কর্ম্মী জ্ঞানী তপী দানশীল।
হড্ডীর সমান থাকু নহে এক তিল॥
ব্রজে সেবা গুল্মলতা আদি পশু পক্ষী।
ভাগবতে ব্রহ্মা উদ্ধব তাহে সাক্ষী॥
প্রাকৃত করিয়া যেই মানয়ে অধম।
তাহার দর্শনে পাপ দণ্ডে তারে যম॥
অতএব ভক্ত ব্রজের পরিকর।
বিচার করিয়া দেখ সকলের সার॥”

নিত্যসিদ্ধ ভগবদ্ভক্তগণের মধ্যে যদি কেহ হড্ডীর ঘরে জন্ম

গ্রহণ করিয়াও 'সকলের সার' বলিয়া বিবেচিত হয়েন, তাঁহাকে প্রাকৃত করিয়া মানায় যদি যমদণ্ডে দণ্ডনীয় হইতে হয়, তাহা হইলে ব্রজপরিকর হউন, আর নবদ্বীপ পরিকর হউন—তাঁহাদের জাতি বা বংশ ধরিয়া যদি কোন কুবুদ্ধি কুতার্কিক ব্যক্তি তাঁহাদিগের কাহারও প্রতি বিন্দুমাত্র অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে উচ্চ আচার্য্য পরিবার হইলেও তিনি বৈষ্ণব নামের যোগ্য নহেন। শ্রীভক্তমাল বলিয়াছেন,তিনি "অধম"—তিনি যমদণ্ডে দণ্ডনীয়",এমন কি তাঁহার "মুখদর্শনেও পাপ" হয়। শ্রীভক্তমাল গ্রন্থকারের একথা বলিবার উদ্দেশ্য—তিমি জানিতেন, নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণভক্ত, বিশেষতঃ ব্রজপরিকরগণের সহিত এ জগতে কাহারও তুলনা নাই। শ্রীভাগবতের দশমে দ্বাদশ এবং চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে অদ্ভুতসন্দর্শনবিমোহিত ব্রহ্মার স্তবে বৃন্দাবনবাসী পিতা নন্দ, মাতা যশোমতী এবং ব্রজবাসিগোপজনদিগের ত কথাই নাই, এমন কি নগরের প্রান্তাবস্থিত গোকুলের দরজী, নাপিত, রজক, হড্ডী প্রভৃতির যে মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে, সে মাহাত্ম্য শ্লোক সকল পাঠ করিয়া সেখানে তৃণজন্ম লাভ করতঃ কাহার না ইচ্ছা হয়, যে তিনি ব্রহ্মাকাঙ্ক্ষিত সেই পবিত্র দেবদুর্ল্লভ পদরজে সর্ব্বাঙ্গ অভিষিক্ত করিয়া চিরদিনের জন্য ধন্য হইয়া যান? যে শ্লোকগুলিতে পশু পক্ষী তৃণ গুল্ম হইতে আরম্ভ করিয়া এই ব্রজজনগরিমা উজ্জ্বলাক্ষরে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, পাঠকের অবগতির জন্য, তাহা নিম্নে একে একে উদ্ধৃত হইল। এই শ্লোকগুলি এবং ইহার প্রথম শ্লোকের টীকায় শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী এবং অপরে যাহা লিখিয়াছেন তাহা এই—

যৎপাদপাংশুর্বহুজন্মকৃচ্ছ্রতো
ধৃতাত্মভির্যোগিভিরপ্যলভ্যঃ।
স এব যদ্দৃগ্‌বিষয়ঃ স্বয়ং স্থিতঃ
কিং বর্ণ্যতে দিষ্টমহো ব্রজৌকসাম্ ॥১২॥

তেষাং ব্রজৌকসাং দিষ্টং ভাগ্যং কিং বর্ণ্যতে ইতি
তন্নিত্যপরিকরাস্তে ইতি ভাবঃ।

তদস্তু মে নাথ স ভূরিভাগো
ভবেঽত্র বান্যত্র তু বা তিরশ্চাম্।
যেনাহমেকোঽপি ভবজ্জনানাং ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবম্ ॥৩০॥
অহোঽতিধন্যা ব্রজগোরমণ্যঃ স্তন্যামৃতং পীতমতীব তে মুদা।
যাসাং বিভো বৎসতরাত্মজাত্মনা যতৃপ্তয়েঽদ্যাপি ন চালমধ্বরাঃ ॥৩১॥

অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥৩২॥

সনাতনং সর্ব্ব কালিকমিতি মিত্রত্বস্য সর্ব্বকালিকত্বেন
শ্রীদামাদিনামপি সর্ব্বকালিকত্বং জ্ঞাপিতম্।

এষান্তু ভাগ্যমহিতাচ্যুত তাবদাস্তা-
মেকাদশৈব হি বয়ং বত ভূরিভাগাঃ।
এতদ্ধৃষীকচষকৈরসকৃৎ পিবামঃ
সর্ব্বাদয়োঽঙ্ঘ্র্যুদজমধ্বমৃতাসবং তে ॥৩৩॥
তদ্ভূরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং
যদ্গোকুলেঽপি কতমাঙ্ঘ্রিরজোঽভিষেকম্।
যজ্জীবিতন্তু নিখিলং ভগবান্ মুকুন্দ-
স্ত্বদ্যাপি যৎপদরজঃ শ্রুতিমৃগ্যমেব ॥৩৪॥

ইহ অটব্যাং বৃন্দাবনে যৎ কিমপি
কোমলতৃণদুর্ব্বাদিজন্মযদুপরি

ত্বৎপ্রিয়সখাদিব্রজবাসিজনাচরণবিন্যাস
সৌভাগ্যং সম্ভবেৎ। নন্বস্মিন্নতিদুর্ল্লভে
লোভং বিহায় স্বযোগ্যমন্যৎ প্রার্থয়স্বেতি চেৎ
তর্হি গোকুলেঽপি তন্নগরপ্রান্তাদাবপি কতমস্য
ত্বদীয় সৌচিককারুহড্‌ডিপাদ্যেকতরস্যাপ্যঙ্ঘ্রি
রজসোঽভিষেকো যত্র তথা ভূতং
শিলাপীঠপট্টিকাদিজন্ম ভবতু
যেষাং পাদরজোঽদ্যাপি
শ্রুতিভির্ম্মৃগ্যতে নতু লভ্যতেঽতো
তৎস্পৃহায়াং কা ত্রপেতি ভাবঃ
শ্রুতিধারণাদেব মেজগৎ পূজ্যতাদীতি।

ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ সার্দ্ধং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ ॥ ১১ ॥

এবং তেষাং ক্রীড়াং নির্ব্বর্ণ্য ব্রজৌকসামিত্যুত্তর শ্লোকোক্ত্যা ত্বদাদিব্রজবাসিমাত্রাণামেব সৌভাগ্যং সর্ব্বেভ্য এব সকাশাৎ অধিকত্বেন স্তৌতি ইত্থমিতি।

অত্র জগতি প্রায়স্ত্রিবিধা এব জনা গণ্যন্তে;

জ্ঞানিনো ভক্তাঃ

কর্ম্মিণশ্চ, তত্র

সতাং—ভক্তিমত্ত্বেন সচ্ছব্দেনোচ্যমানানাং জ্ঞানিনাং ব্রহ্ম চ তৎসুখঞ্চ অনুভূতিশ্চ তয়া সহেতি কৃষ্ণশরীরস্যৈব ব্রহ্মসুখানুভূতিত্বং তেনৈব সহ তেষাং বিহারাৎ তস্মাত্তদাকারস্য প্রকৃতত্বমাচক্ষাণাঃ জ্ঞানিমানিনোঽন্যে সচ্ছব্দেন নৈবোচ্যন্তে ইতি জ্ঞেয়ং।

দাস্যং গতানাং কেবলভক্তিমতাং সতাং পরদৈবতেনেষ্টদেবেনেতি, তদানীন্তনা ব্রজস্থজনভিন্নাঃ প্রায়োদাসভক্তা এবেতি ত এব নির্দ্দিষ্টাঃ মায়াংবৈষয়িকং সুখমাশ্রিতানাং কর্ম্মিণাং নরদারকেণ প্রাকৃতমনুষ্যবাল তয়া প্রীতয়মানেন কৃষ্ণেন সহৈতে বিজহ্রুরিতি জ্ঞানিনাং তদনুভব এব নতু তেন সহ বিহারঃ সম্ভবেৎ, ভক্তানাং গৌরবেণ তদ্ভজনমপি বিহারযোগ্যতা কর্ম্মিণাং তু ন তদনুভবঃ প্রীত্যভাবান্ন তদ্ভজনমপি কৃতমস্তেন সহবিহারইতি এতেতু বিজহ্রুঃ বিহারৈস্তং স্বানন্দপরিপূর্ণমপি প্রেমবিলাসময়মানন্দবিশেষং প্রাপয্যৈব স্বয়মপি সর্ব্বতো বিলক্ষণমানন্দুরিত্যর্থঃ।

অতঃ সর্ব্বেভ্যঃ সকাশাদেতে এব কৃতপুণ্যাইতি
কিং বক্তব্যং কৃতপুণ্যপুঞ্জা এবেতি
লোকপ্রতীতৈত্যবোক্তির্নতু
নিত্যসিদ্ধানাং তেষাং
নিখিলভ্যোজ্ঞানিভ্যো
ভক্তেভ্য শ্চোৎকৃষ্ট তমাণাং
ন প্রাচীনপূণ্যবত্বং বস্তুতো হেতুরিতি জ্ঞেয়ং
পুণ্যশব্দেন ভগবৎ প্রিয়াচরণং
বিলক্ষণীয়ং তদ্বশীকরাতিশয়রূপ
প্রয়োজনলাভায়। ১১॥

হে রাজন্! জ্ঞানিগণের তদনুভাবমাত্রই হইয়া থাকে। পরন্তু তাঁহার সহিত কখনও বিহার সম্ভবপর হয় না। দাস্যভক্তগণ পরমেষ্ঠদেব বলিয়া সগৌরবে তাঁহার ভজন করিয়া থাকেন সত্য কিন্তু তাঁহার সহিত বিহার করিতে যোগ্যতাপ্রাপ্ত হন না। কর্ম্মিগণের তদনুভবই নাই, ও প্রীতির অভাব বশতঃ তাঁহার ভজনও নাই, অতএব কি প্রকারে তাঁহার সহিত বিহার সম্ভব হইবে? অতএব উক্ত ত্রিবিধ ব্যক্তি সকল

হইতে এই গোপনন্দনগণই কৃতপুণ্যপুঞ্জ অর্থাৎ পরম সৌভাগ্যশালী। "কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ" এই বিশেষণটি তাই লৌকিকোক্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে ; কারণ নিত্যসিদ্ধ গোপনন্দন সকল নিখিলজ্ঞানী হইতে এবং দাস্যভক্তগণ হইতেও উৎকৃষ্ট। কিন্তু তা বলিয়া একথা বলা যায় না, যে এই উৎকর্ষ, তাহাদের পূর্ব্বপুণ্যানুষ্ঠানের ফল। ইহাদের সৌভাগ্য— কোন আরাধনাজন্য নহে। ভগবান্ গোবিন্দের সহিত অনাদিকাল হইতেই ইহাঁদিগের যখন নিত্যসৌখ্যভাব রহিয়াছে—তখন পূর্ব্বকৃত পুণ্যপুঞ্জ হইতে এই সৌভাগ্যের উৎপত্তি, এ কথা কখনই বলা যায় না। সেই জন্য মনে করিতে হইবে, "কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ বিশেষণটি লৌকিকোক্তি।

মোট কথা নিখিল জ্ঞানী হইতে শ্রেষ্ঠ, অনাদিকাল হইতে ভগবন্মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত, এই সকল অপ্রাকৃত ব্রজপরিকরগণের জাতি কুলাদি ধরিয়া বিচার করিয়া প্রাকৃত বুদ্ধিতে তাঁহাদিগকে শ্রেষ্ঠ ও অশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিকল্পনা করা, যেমন একদিকে শাস্ত্র সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ, তেমনি অপর দিকে মহাপরাধ।

শ্রীকৃষ্ণাবতারে যেমন, সেইরূপ কলিপাবন নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যাবতারে ; সেই একই কথা! নিত্যসিদ্ধ শ্রীভগবানের গণ সকল ভগবত্তুল্য গুণশালী—"মুকুন্দবৎ" : "মত্তুল্যগুণশালিনঃ"। জাতিকুলাদির ক্ষুদ্রগণ্ডীতে তাঁহারা আবদ্ধ নহেন। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, শূদ্র যে কোন বংশে জন্মগ্রহণ করিলেও ভগবৎপার্ষদরূপে অবতীর্ণ তাঁহারা! ভগবৎপার্ষদের আবার জাতিকুলজন্ম বিচার কি? কেনা জানেন, ব্রহ্মাবতার শ্রীহরিদাস ঠাকুরের বাল্যজীবন যবনগৃহে অতিবাহিত হয়? এখন যদি কেহ ব্রাহ্মণবংশে জন্ম বলিয়া শ্রীল অদ্বৈত, শ্রীমন্নিত্যানন্দ, শ্রীবাস, গঙ্গাধরাদিকে

বৈদ্যবংশোদ্ভব রঘুনন্দন, সদাশিব, পুরুষোত্তমদাস, শিশুকৃষ্ণদাস বা ঠাকুর কানাই হইতে উৎকর্ষ প্রদান করিতে সচেষ্ট হয়েন, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে, তিনি (বৈধী) শাস্ত্রবুদ্ধিতে সুপরিপক্ক হইলেও, এই জাতিকুল বিচারের জন্য—অপ্রাকৃতে প্রাকৃত বুদ্ধি করায়, (রাগানুগা) বৈষ্ণবশাস্ত্রের সিদ্ধান্তে "অধম", যমদণ্ডে দণ্ডনীয় ; এমন কি তাঁহার মুখদর্শনেও প্রকৃত বৈষ্ণব যিনি, তিনি আপনাকে পাপভাজন মনে করেন। "মুচি শুচি. শুচিমুচি"র প্রকৃত অর্থ বৈধীমার্গে বুঝা যায় না. রাগানুগা লইয়া বৈষ্ণবশাস্ত্র। বৈষ্ণবই জানেন ইহার প্রকৃত মর্ম্ম ।

কিন্তু বড়ই আক্ষেপের বিষয়, যে এই বৈষ্ণবজনোচিত প্রকৃত শিক্ষার অভাবে আজ কাল অনেক আচার্য্যসন্তানকেও (দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলিতেছি,) বলিতে শুনা যায়—ঠাকুর কানাই ব্রাহ্মণ নহেন— বৈদ্য ; তাঁহার নিজের আবার মাহাত্ম্য কি ? নিত্যানন্দের পালনে তিনি বড় ।জাম্বীর বৃক্ষে কদম্বফুল ফুটাইয়া তিনি সাধারণকে মোহিত করেন ; অশিক্ষিত জনগণ তাঁহার বুজরুকিতে ভুলিয়া তাই তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। দীক্ষা দেওয়া কখন বা কোনকালে তাঁহার বংশের ধারা নহে ।

ঠাকুরকানাই বৈদ্য কি ব্রাহ্মণ সে বিচারের স্থান এখানে নাই ; সহস্রাধিক পৃষ্ঠার পুস্তকে সে বিষয় সুমীমাংসিত হইয়াছে। আমরা এই মাত্র বলিতে চাই, ঠাকুর কানাই ব্রাহ্মণই হউন, আর বৈদ্যই হউন, তিনি নিজে প্রিয়নর্ম্মসখার মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠসখা—উজ্জ্বল গোপাল ; পিতা পুরুষোত্তমদাস প্রিয়সখার মধ্যে যিনি প্রধানতম —সেই স্তোককৃষ্ণ ; পিতামহ সদাশিব, বেশী আর কি বলিব, সেই

কৃষ্ণবল্লভা, যিনি চন্দ্রাবলীরূপে রত্নসিংহাসনস্থ শ্রীভগবানের পার্শ্বে শ্রীরাধিকার সহিত একত্রে বিরাজিত। এখানেও শেষ নহে, প্রপিতামহ কংসারিসেন রত্নাবলী; তিনিও যে সে নহেন—যুথেশ্বরীদিগের যুথের একজন। তাই বলিতে বাধ্য হইতেছি—ক্রমান্বয়ে চারিপুরুষ ধরিয়া এমন নিত্যসিদ্ধ বংশ, এমন সুদীপ্তোজ্জ্বল আচার্য্যপরিবার—ঠাকুরকানাইএর পরিবারের মত—আমি সমস্ত বৈষ্ণব জগৎকে সাক্ষী করিয়া সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি, (বৈষ্ণবশাস্ত্রের সিদ্ধান্তানুসারে) এ বিশাল ধরণীপৃষ্ঠের কোথায় এমন আর একটি আছে কি ? কখন এমন আর একটি হইয়াছে কি ? নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া এখনও যদি কেহ বলিতে চাহেন প্রভু নিত্যানন্দের পালনেই ঠাকুর কানাই বড়—তাহা হইলে তাঁহাকে আর অধিক কি বলিব ? কেবল এই মাত্র বলি, বৃথা বৈষ্ণবাভিমানী তিনি—বৈষ্ণব ধর্ম্মের আন্তভিত্তিভূমি, এখনও দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার সুদৃঢ় হয় নাই। পালনে লোকে প্রেমাস্পদ—না হয় বড় জোর কৃপাসিদ্ধ হইতে পারেন, কিন্তু পালনে কেহ নিত্যসিদ্ধ হইতে পারেন না। নিত্যসিদ্ধ যাঁহারা তাঁহারা অনাদি-কাল হইতেই নিত্যসিদ্ধ। বেদ উপনিষদ্, সমগ্র বৈষ্ণবশাস্ত্র সমস্বরে বলিয়াছেন, শ্রীভগবানের "গণ" সকল শ্রীভগবানের স্বীয় মহিমায় অনাদিকাল হইতে চিরপ্রতিষ্ঠিত। শক্তিমানের শক্তিস্বরূপ "মুকুন্দবৎ" "মত্তুল্যগুণশালিনঃ"। শক্তির অবতার যাঁহারা তাঁহাদের শক্তি কাহারও নিকট ধার করিয়া লইতে হয় না। জাহ্নবীর বক্ষে সামান্য দুচারিটা কদম্বফুল ফুটান জরতি প্রকৃতিক অসুরস্বভাব লোকদিগেরই জ্ঞানোদয়ের জন্য। ইহাতে তাঁহাদের

আত্মমাহাত্ম্য প্রকাশের কিছুই নাই। সোনাই ফকিরের খড়ম পায়ে আরেয়ালখাঁ পার হওয়া ভিন্ন, আত্মমাহাত্ম্য প্রচারের অন্য উপায় নাই, কিন্তু দুস্তর ভবপারাবারের কর্ণধার যাঁহারা, তাঁহাদের পক্ষে এইরূপ ক্ষুদ্র চেষ্টা উপহাসের বস্তু। ঈশিত্ববশিত্ব সে ত সাধনার পথে ভীমরুল বোলতার মত, প্রকৃত বৈষ্ণবের নিকট ঘৃণ্য, তুচ্ছ, অতীব বিরক্তিকর !

অসংখ্য অলৌকিক শক্তির আকর হইলেও আত্মমহিমা প্রচ্ছাদিত করিয়া রাখা প্রকৃত কৃষ্ণভক্তের স্বভাব। তবে যে গ্রন্থবিশেষের স্থানে স্থানে তাঁহাদিগের মহিমার দুই একটি নিদর্শন কীর্ত্তিত হইয়াছে, পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহা জরতি প্রকৃতিক লোকের অজ্ঞান আঁখি উন্মোচনের জন্য। ঠাকুর কানাইএর জীবন আজন্ম এই স্বাভাবিক গুণে অভিষিক্ত।*

* ঠাকুর কানাইএর সংক্ষিপ্ত পরিচয়—মাতৃগর্ভে অবস্থিতি-কালে তাঁহার জননী স্বপ্নে দেখেন, যে ব্রজপরিকরের উজ্জ্বলসখা তাঁহার গর্ভস্থ সন্তান। স্কন্ধ দেশের বাহুমূলে একটি চিহ্ন দেখিয়া জননী বুঝিতে পারিবেন, ইনিই সেই। কিন্তু এই স্বপ্ন বিবরণ তিনি যেন কাহারও নিকট প্রকাশ না করেন; প্রকাশে অনিষ্ট ঘটিবে। পুত্রের ভূমিষ্ঠের পর মাতা স্বপ্নকীর্ত্তিত চিহ্নটি যথাস্থানে যথাযথভাবে বিদ্যমান দেখিয়া হাসিয়া ফেলেন। পরিচারিকা ও সঙ্গিনিগণ এই হাস্যের কারণ জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া তাঁহাকে ইহা বলিবার জন্য বারংবার অনুরোধ করেন—প্রথমে মাতা তাহাতে স্বীকৃতা হয়েন নাই; পরে তাঁহাদিগের

কেবল ঠাকুর কানাই কেন প্রভু শ্রীমন্নিত্যানন্দস্বরূপের নিজের জীবনেও এ আত্মগোপনভাব কে না জানেন? তাহারই নিষেধে কয়েকজন ছাড়া নবদ্বীপ পরিকরের অধিকাংশেরই ব্রজ-পরিচয় ঠাকুর শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনদাস আমাদিগকে বলিতে গিয়া বলিতে পারেন নাই।

প্রাণবিয়োগের সম্ভাবনা সত্বেও সরলপ্রাণা স্বপ্নবৃত্তান্ত সঙ্গিনিদিগকে বলিতে বাধ্য হন। ফলে এই ঘটে, ঠাকুর কানাই যখন দ্বাদশ দিবসের শিশু সেই সময় তিনি মাতৃহীন হয়েন। প্রভু নিত্যানন্দ অসহায় শিশুর প্রতি করুণা করিয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া নিজ জ্যেষ্ঠাপত্নী শ্রীমতী জাহ্নবাদেবীর উপর ইহার পালনের ভার অর্পণ করেন। শ্রীমতী জাহ্নবাদেবীর গর্ভজাত সন্তান ছিল না, তিনি এই শিশুকে পাইয়া আপন সন্তানের মত আনন্দে ইহার লালন পালন করিতে থাকেন।

শুনা যায়, ঠাকুর কানাইএর মাতার নাম ও জাহ্নবা ছিল এব নামের সমতাবশতঃ শ্রীমতী জাহ্নবাদেবী ইহাঁকে "সই" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। অতিশৈশবে মাতৃহীন হইলেও শিশু এক দিনের জন্যও মাতৃস্নেহের অভাব অনুভব করিতে পারেন নাই। দেবী জাহ্নবা শৈশবে ঠাকুর কানাইএর অদ্ভুত প্রেম সন্দর্শন করিয়া আদর করিয়া আপন সখিপুত্রের নাম দেন শিশু কৃষ্ণদাস।

যখন দ্বাদশ বৎসরের বালক তখন কৃষ্ণদাস শ্রীবৃন্দাবনধামে জননীর সঙ্গে গমন করেন। পুণ্যধাম স্পর্শ করিতেই বালকের স্বাভাবিক প্রেম হৃদয়ে এমন ভাবে জাগিয়া উঠে, যে তাঁহার

কৃষ্ণভক্তের জীবনের একই লক্ষ্য শ্রীভগবানকে প্রকাশ ও প্রচার করা। সেই লক্ষ্য সংসিদ্ধ হইলে তাঁহাদের আর চাই কি? ব্রহ্মার স্বরূপ শ্রীহরিদাসের দীনতা কে অবগত নহেন?

যাহার সহিত একত্রে ভোজন করিয়া শ্রীলাদ্বৈত আপনাকে কৃতার্থমন্য মনে করিয়াছিলেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু এক সঙ্গে ভোজন

উদ্দাম নৃত্য, অপূর্ব্ব ভাবাবেশ, কর্ণরসায়ন বীণাধ্বনি শ্রবণ করিয়া ব্রজবাসিনরনারী দলে দলে তাঁহাকে দেখিতে আসেন; এবং আশ্চর্য্য হইয়া মনে করেন, এতদিন পরে তাহারা আবার তাহাদের প্রাণোপম কানাইএর সন্দর্শন লাভ করিয়াছেন। শ্রীল-রূপসনাতন প্রমুখ বৃদ্ধগোস্বামিগণও বালকের এই অদ্ভুত প্রেমোন্মাদ অবলোকন করিয়া মুগ্ধ হইয়া ইহার নাম দেন ঠাকুর কানাই। সেই অবধি শিশু কৃষ্ণদাস ঠাকুর কানাই এই আখ্যায় আখ্যায়িত হইয়া আসিতেছেন। ঠাকুর শ্রীমদ্বৃন্দাবন দাস স্বচক্ষে ঠাকুর কানাইএর এই প্রেমোন্মাদ সন্দর্শন করিয়া নিজ গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব বন্দনার গ্রন্থকার শ্রীদেবকীনন্দনদাস পিতা পুরুষোত্তমদাস ঠাকুরের যে অদ্ভুত প্রেমোন্মাদ দর্শনে মোহিত হইয়া তাহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া আপনাকে কৃতার্থমন্য মনে করেন, সেই প্রেমোন্মাদে পুত্রকে আকুল দেখিয়া প্রভু শ্রীমন্নিত্যানন্দের জামাতা গঙ্গাদেবীর স্বামী প্রেমবিপ্লব শ্রীমন্মাধবাচার্য্যও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বৈদ্যবংশাবতংস এই মহাপুরুষকে আপনার ইষ্টদেবরূপে বরণ করেন। শ্রীধামে নৃত্যকালে তাঁহার

করিবার জন্য যাহাকে আমন্ত্রণ করিতে দ্বিধা বোধ না করিয়া বলিয়া ছিলেন—"এস মুকুন্দ, এস হরিদাস আমরা একত্র ভোজন করিগে।"

সেই "যবন" হরিদাসের দিকে দৃষ্টি করিলেই কাহারও আর বুঝিতে বাঁকী থাকিবে না, বৈষ্ণবশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত কি ? কৃষ্ণভক্তের, বিশেষতঃ নিত্যসিদ্ধ ভগবানের "গণের" সম্বন্ধে জাতিকুলাদি বিচার কত নিন্দনীয় !

উপসংহারে আর একটি কথা নিবেদন করিবার আছে—কথাটি এই—আমাদের সর্কলেরই যেন স্মরণ থাকে, ব্রহ্মানন্দের আত্ম-প্রসাদ উপভোগ করিতে হইলে, ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে ও নানা উপায়ে ইহাতে অধিকার লাভ করিতে পারা যায় সত্য, কিন্তু লীলাপরিকর হইয়া ব্রজলীলায় পরমানন্দরূপ কৃষ্ণসঙ্গসুখ লাভ করিবার একমাত্র পন্থা—গোপীগর্ভে, (ব্রজপরিকর বা নবদ্বীপ পরিকর কিম্বা উক্ত চিহ্নে চিহ্নিত কোন আচার্য্যবংশে তৎপরিবার হইয়া জন্মগ্রহণ করা, এবং তৎসঙ্গে ব্রজ-লোকের ভাবে তাঁহার ভজনা করা।

নুপুর ছুটিয়া বোধখানা গ্রামে আসিয়া পড়ে। তাই শ্রীপাঠ বোধখানায় তিনি আপনার বাসস্থানরূপে নির্ণয় করেন। এখানে তাঁহার স্থাপিত প্রাণবল্লভ বিগ্রহ এখনও বর্ত্তমান আছেন। ভাজনঘাটের গোস্বামিগণ ঠাকুর কানাইএর পুত্র বংশীবদনের বংশ। বোধখানায় জ্যেষ্ঠপুত্রের বংশধরগণ প্রাণবল্লভের সেবায়িত-রূপে অবস্থিত। অপর পঞ্চ পুত্রের বংশ নিঃসন্তান কিম্বা দুষ্প্রাপ্য।

গোপীভাব ভিন্ন ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দনকে পাওয়া যায় না। কেবল, ভাব নহে, গোপজন্মও প্রয়োজন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত তাই লিখিয়াছেন—

সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম।
কামক্রিয়া-সাম্যে তারে কহে নাম ॥১৪৫॥
নিজেন্দ্রিয় সুখহেতু কামের তাৎপর্য্য।
কৃষ্ণসুখের তাৎপর্য্য গোপীভাব বর্য্য ॥
নিজেন্দ্রিয় সুখবাঞ্ছা নাহি গোপিকার।
কৃষ্ণে সুখ দিতে করে সঙ্গেত বিহার ॥১৪৭॥
সেই গোপীভাবামৃতে যার লোভ হয়।
বেদধর্ম্ম সর্ব্ব তেজ সেই কৃষ্ণেরে ভজয় ॥১৪৯॥
রাগানুগামার্গে তারে ভজে যেই জন।
সেই জন পায় ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥১৫০॥
ব্রজলোকের কোন ভাব লঞা যেই ভজে।
ভাবযোগ্য দেহ পাঞা কৃষ্ণ পায় ব্রজে ॥
তাহাতে দৃষ্টান্ত উপনিষদ্ শ্রুতিগণ।
রাগমার্গে ভজি পাইল ব্রজেন্দ্র নন্দন ॥১৫১॥
অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার।
রাত্রি দিনে চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার ॥
সিদ্ধদেহে চিন্তি করে তাহাঞি সেবন।
সখীভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ ॥১৫৫॥
গোপী অনুগতি বিনু ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে।
ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্রনন্দনে ॥
তাহাতে দৃষ্টান্ত লক্ষ্মী করিলা ভজন।
তথাপি না পাইল ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥১৫৬॥

তথা হি—

১। নায়ং শ্রিয়োহঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোহন্যাঃ।
রাসোৎসবেহস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ব্রজসুন্দরীণাং। ॥১৫৭॥

২। নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপিকাসুতঃ
জ্ঞানিনাং চাত্মভূতানাং নচ ভক্তিমতামিহ ॥



শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়

প্রথমদর্শন

(১)

।কৃষ্ণং করুণেক্ষণং

ব্রজজনশ্যামাঙ্গ মানন্দদং ।

গোপীগোপগণৈর্যুতং

যগনিশং সেব্যং সুরৈর্দ্বাপরে ।

অনুবাদ ।

দ্বাপরযুগে যিনি করুণানেত্র, ব্রজজনপ্রিয়,

১। শ্যামসুন্দর, পরমানন্দপ্রদ, গোপীগোপপরিবৃত,

শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা ।

যঃ শ্রীবৃন্দাবনভুবি পুরা সচ্চিদানন্দসান্দ্রো

গৌরাঙ্গীভিঃ সদৃশরুচিভিঃ শ্যামধামা ননর্ত্ত ।

শ্রীশ্রীভক্তমালগ্রন্থ ধৃত-শ্রীগৌরাঙ্গপার্ষদবর্ণনা বা অনুবাদ ।

পূর্ব্বে শ্রীশ্রীবৃন্দাবনে বনে বনে

সমরূপা গৌরাঙ্গিনিগণ সনে

সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং (ক, ১, ২,)

নিরবধিপ্রেম্না বিরাজত্তনুং।

চৈতন্যং কনকোজ্জ্বলং

কলিযুগে নিত্যং বিনোদং ভজে ॥

ও শ্রীশ্রীকৃষ্ণনামে অভিহিত
হইয়া দেবতাদিগের দ্বারা নিত্য সম্পূজিত হইয়াছেন,
সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদ, প্রেমোদ্ভাসিতবপু, সুবর্ণকান্তি
মনোরমমূর্ত্তি কলিযুগাবতার
সেই শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে আমি ভজনা করি॥১॥

টিপ্পনী।

(ক) ১। শ্রীমদ্ বলদেববিদ্যাভূষণবিরচিত শ্রীলঘুভাগবতামৃতটিপ্পনী
সারঙ্গরঙ্গদা—(১. ২)
অঙ্গেতি—নিত্যানন্দাদ্বৈতৌ
উপাঙ্গেতি—শ্রীবাসপণ্ডিতাদয়ঃ
অস্ত্রাণি—অবিদ্যাবনচ্ছেত্তৃত্বাৎ
তৎসমানি ভগবন্নামানি
পার্ষদাঃ—শ্রীগদাধরগোবিন্দাদয়ঃ
তৈঃ সহিতম্ ইতি মহাবলিষ্ঠমস্ত ব্যজ্যতে।

তাসাং শশ্বদ্দৃঢ়তরপরীরম্ভসম্ভেদতঃ কিং

গৌরাঙ্গঃ সন্ জয়তি স নবদ্বীপমালম্বমানঃ ॥১॥

নমস্যামোঽস্যৈব প্রিয়পরিজনান্ বৎসলহৃদঃ

প্রভোরদ্বৈতাদীনপি জগদঘৌঘক্ষয়কৃতঃ।

সমানপ্রেমাণঃ সমগুণগণাস্তুল্যকরুণাঃ

স্বরূপাত্মা যেঽমী সরসমধুরাস্তানপি মুমঃ ॥২॥

সচ্চিৎ-আনন্দঘন শ্যাম জগৎমোহন
করিলা নর্ত্তন।

(২)

হৃদি যস্য কৃপাপূর্ণ-

গৌরচন্দ্র উদেয়িবান্।

নিত্যানন্দস্য সততং

শ্রীগুরোঃপদমাশ্রয়ে॥

যাহার হৃদয়ে পরমকারুণিক শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র সর্ব্বদা সমুদিত
সেই শ্রীশ্রীগুরু
শ্রীশ্রীনিত্যানন্দচন্দ্রের
শ্রীচরণ আমি আশ্রয় করি॥২॥

(ক) ২ শ্রীকবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামি কৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (১, ৩)

অদ্বৈতনিত্যানন্দ চৈতন্যের দুই অঙ্গ।
অঙ্গের অবয়বগণে কহিয়ে উপাঙ্গ॥ ৫৫
অঙ্গোপাঙ্গ তীক্ষ্ণ অস্ত্র প্রভুর সহিতে।
সেই সব অস্ত্র হয় পাষণ্ড দলিতে॥ ৫৬
নিত্যানন্দ গোঁসাঞি সাক্ষাৎ হলধর।
অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর॥
শ্রীবাসাদি পারিষদ (পার্ষদ) সৈন্য সঙ্গে লইয়া।
দুই সেনাপতি বুলে কীর্ত্তন করিয়া॥
পাষণ্ডদলনবানা নিত্যানন্দ রায়।

গুরুং নঃ শ্রীনাথাভিধমবনিদেবান্বয়বিধুং
মুমো ভূষারত্নং ভুব ইব বিভোরস্য দয়িতং।
যদস্যাতুন্মীলন্নিরবকরবৃন্দাবনরহঃ-
কথাস্বাদং লব্ধ্বা জগতি ন জনঃ কোঽপি রমতে॥ ৩॥

আলিঙ্গন নিরন্তর দৃঢ় হতে দৃঢ়তর
তাই কি হইল তাঁর অভিনব চমৎকার
স্বর্ণ বিদ্যুৎকান্তি গৌরবরণ?
নবদ্বীপে তাই তাঁর গৌরাঙ্গের অবতার?

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাবিভু।
জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্য সমপ্রভু॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভক্ত যত।
চন্দ্র বেড়ি তারাগণ কহিব তাহা কত॥

অদ্বৈত হুঙ্কারে পাপ পাষণ্ডি পালায়॥ ৫৭
অঙ্গ অবতারে সব শস্ত্র সৈন্য সঙ্গে।
চৈতন্যকৃষ্ণের সৈন্য অঙ্গ উপাঙ্গে॥ ৪৯
জীবের কল্মষতমো নাশ করিবারে।
অঙ্গ উপাঙ্গ নাম নানা অস্ত্র ধরে॥ ৪৫
(সাঙ্গোপাঙ্গসপার্ষদং—পাঠান্তরম)

পিতরং শ্রীশিবানন্দং সেনবংশপ্রদীপকং।
বন্দেঽহং পরয়া ভক্ত্যা পার্ষদাগ্র্যং মহাপ্রভোঃ॥৪॥
যে বিখ্যাতাঃ পরিবারাঃ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোঃ।
নিত্যানন্দাদ্বৈতয়োশ্চ তেষামপি মহীয়সাং।
গোপালানাঞ্চ পূর্ব্বাণি নামানি যানি কানিচিৎ।
স্বস্বগ্রন্থে স্বরূপাদ্যৈর্দর্শিতান্যাদিসূরিভিঃ॥
বিলোক্যান্যানি সাধূনাং মথুরৌড্রনিবাসিনাং।
গৌড়ীয়ানামপি মুখান্নিশম্য স্বমনীষয়া।
বিবিচ্যাম্রেড়িতঃ কৈশ্চিৎ কৈশ্চিত্তানি লিখাম্যহং।
নাম্না শ্রীপরমানন্দদাসঃ সেবিতশাসনঃ॥ ৫॥

জয় জগন্নাথ সুত, শ্রীনন্দনন্দন॥১॥
জগতের পাপতাপ দুঃখভার
দূরকারী করুণা নিধান
অদ্বৈত প্রভৃতি—যাঁরা প্রভু প্রেমজন
অলঙ্কার ২ তাঁহাদের—শ্রী গৌরাঙ্গপ্রাণ—

ঘোর তিমির নষ্ট হয় হিমাংশু প্রকাশে।।

কলিঘোরপাপ চৈতন্যচন্দ্রে নাশে॥

দেখি চন্দ্র অদ্বৈতআচার্য্যকৃপাবলে॥

উত্তম মধ্যমাধম ভাসে প্রেমজলে॥

যদ্বৎ পুরা কৃষ্ণচন্দ্রঃ পঞ্চতত্ত্বাত্মকোঽপি সন্।

যাতঃ প্রকটতাং তদ্বদ্গৌরঃ প্রকটতামিয়াৎ॥৬॥

স্বাভিন্নেন যুতং তত্ত্বং পঞ্চতত্ত্বমিহোচ্যতে।

অন্যথা তদসম্বন্ধাত্তত্ত্বং স্যাচ্চতুষ্টয়ং॥৭॥

তদ্ভিন্নং যত্তদেবাত্র তদভিন্নং বিভাব্যতাং।

যতঃ স্বয়েচ্ছয়া শক্ত্যা কৃষ্ণস্তাদৃশতাং গতঃ॥৮॥

অতঃ স্বরূপচরণৈরুক্তং তত্ত্বনিরূপণে।

উপাধিভেদাৎ পঞ্চত্বং তত্ত্বস্যেহ প্রদর্শ্যতে॥৯॥*

"পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকং।

ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং ম ভক্তশাক্তকং"॥১০।

সরল মধুর হিয়া, সমপ্রেম, সমদয়া,
সমগুণে অলঙ্কৃত স্বরূপাদি গণ॥২॥

নমস্কার গুরুদেব শ্রীনাথে আমার—
ব্রাহ্মণবংশের জ্যোতিঃ ধরণীভূষণ!

প্রেমপাত্র গৌরাঙ্গের—কে আছে এমন
এ জগতে যার চিত্ত নহে বিমোহিত,
বদন নিঃসৃত শুনিয়া ললিত
বৃন্দাবন কেলি বার্ত্তা! ধন্য গ্রন্থ তাঁর॥৩॥
পরমভক্তির ভরে বন্দি আমি আর তাঁরে

* ভক্তমালগ্রন্থে ৬—৯ শ্লোক পরিপঠিত হয় নাই। গুরুর নাম থাকায় সম্ভবতঃ প্রক্ষিপ্ত। দীপিকা ২১০ শ্লোক ও তাহার অনুবাদ দেখুন

শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া যদি শুনে অল্পমতি ।
পূর্ণজ্ঞান হয় তার চৈতন্যচন্দ্রে রতি ॥
নিন্দুক অপণ্ডিতজনে না কহিবে গূঢ়কথা ।
তাহাকে কহিলে পাই ভক্তিদ্বারে ব্যথা ॥

অস্যার্থো বিবৃতস্তৈর্যঃ স সংক্ষিপ্য বিলিখ্যতে ।
ভক্তরূপো গৌরচন্দ্রো যতোঽসৌ নন্দনন্দনঃ ।
ভক্তস্বরূপো নিত্যানন্দো ব্রজে যঃ শ্রীহলায়ুধঃ ।
ভক্তাবতার আচার্য্যোঽদ্বৈতো যঃ শ্রীসদাশিবঃ ।
ভক্তাখ্যাঃ শ্রীনিবাসাদ্যা যতস্তে ভক্তরূপিণঃ ।
ভক্তশক্তির্দ্বিজাগ্রগণ্যঃ শ্রীগদাধরপণ্ডিতঃ ॥১১॥
শ্রীমদ্বিশ্বম্ভরাদ্বৈতন্নিত্যানন্দাবধূতকাঃ ।
অত্র ত্রয়ঃ সমুন্নেয়া বিগ্রহাঃ প্রভবশ্চ তে ।
একো মহাপ্রভুজ্ঞেয়ঃ শ্রীচৈতন্যো দয়াম্বুধিঃ ।
প্রভু দ্বৌ শ্রীযুতৌ নিত্যানন্দাদ্বৈতৌ মহাশয়ৌ ।
গোস্বামিনো বিগ্রহাশ্চ তে দ্বিজশ্চ গদাধরঃ ।
পঞ্চতত্ত্বাত্মকা এতে শ্রীনিবাসশ্চ পণ্ডিতঃ ॥১২॥

সেনবংশ প্রদীপক, জনক আমার—
মহাপ্রভু পরিষদে শিবানন্দ নাম—
শ্রেষ্ঠ হতে অতিশ্রেষ্ঠ—কে তাঁর সমান ॥৪॥
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু নিত্যানন্দ শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র পরিবার
যে সকল মহাশয়
কি নাম বা ছিল কার বৃন্দাবন লীলার সময়
গৌরাঙ্গলীলার যাঁরা আদিগ্রন্থকার,
স্বরূপ প্রভৃতি তাঁরা কি বলেছেন, করিয়া বিচার,

সর্ব্বজন্মবঞ্চিত সে কিরূপে শুনিবে।
আজন্ম অন্ধলোকে চন্দ্র কেমন দেখিবে ॥
শুন শুন স্বজাতীয় সাধুজন।
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় করি নিবেদন ॥
শুক্ল রক্ত পীতবর্ণ কৃষ্ণের যুগভেদে।
দর্শন করয়ে পণ্ডিতজন তদ্ভক্তপ্রসাদে ॥

তথাহি
ভাগবতে দশমে—

যদুক্তং তত্র গোস্বামি শ্রীস্বরূপপদাম্বুজৈঃ।
ত্রয়োঽত্র বিগ্রহা জ্ঞেয়াঃ প্রভবশ্চাত্র তে ত্রয়ঃ
একো মহাপ্রভুর্জ্ঞেয়ো দ্বৌ প্রভুসম্মতৌ সতাং ॥ ১৩॥
এষাং পার্ষদবর্গা যে মহান্তঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
নিত্যানন্দগণাঃ সর্ব্বে গোপালা গোপবেশিনঃ।
এষাং সম্বন্ধসম্পর্কাদুপগোপালসত্তমাঃ ॥১৪॥

উড়িষ্যার সাধু, গৌড়মহাজন
যাহা দিলা উপদেশ করিয়া শ্রবণ,
তথা করিতে সাধন গুরুজন অভিলাষ
লিখি গ্রন্থ আমি—"শ্রীপরমানন্দদাস" ॥৫॥
পূর্ব্বে পঞ্চতত্ত্বে যথা শ্রীকৃষ্ণাবতার
শ্রীগৌরাঙ্গও সেই পঞ্চতত্ত্বের আধার ॥৬॥
স্বয়ং এক তত্ত্ব তাই সংখ্যা পঞ্চ হয়।
নতুবা হইত ইথে তত্ত্ব চতুষ্টয় ॥৭॥
কৃষ্ণ হইতে ভিন্ন হ'য়ে তবু ভিন্ন নয়।
ইচ্ছাশক্তি বহির্গত—তিনি ইচ্ছাময় ॥৮॥

(৩)

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য (ক)

বর্ণাস্ত্রয়ঃ কিলাস্যাসন্—(ভা, ১০, ২৬, ১৩)

শ্রীনন্দকে সম্বোধন করিয়া দৈবজ্ঞ গর্গ মুনি বলিলেন—

যুগবতার কাল উপস্থিত হইলে তৎ তৎ যুগানুরূপ শরীরধারণকারী তোমার এই পুত্রের শুক্ল, রক্ত, তথা পীত এই তিনটি বর্ণ হইয়াছিল। তোমার পুত্ররূপে সম্প্রতি (দ্বাপরান্তে) ইনি কৃষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

(ক) তথাহি ভাগবতে একাদশে—

কথ্যন্তে বর্ণনামাভ্যাং শুক্লঃ সত্যযুগে হরিঃ।

রক্তঃ শ্যাম ক্রমাৎ কৃষ্ণ স্ত্রেতায়াং দ্বাপরে কলৌ॥

অর্থাৎ হরি সত্যে শুক্লবর্ণ, ত্রেতায় রক্তবর্ণ, দ্বাপরে শ্যামবর্ণ, কলিতে কৃষ্ণবর্ণ এবং প্রচ্ছন্নবিগ্রহত্বহেতু কৃষ্ণপীত অর্থাৎ অন্তকৃষ্ণবহির্গৌর হইয়া থাকেন। সাধকেচ্ছায় শ্রীভগবানের এই শেষোক্ত অবতার; সুতরাং শাস্ত্রমত কৃষ্ণবর্ণ হইয়াও প্রচ্ছন্নত্বহেতু বহির্গৌরত্বে এবং নাম সংকীর্ত্তনে কৃষ্ণ হইতে ইহার যে কথঞ্চিৎ বিশেষত্ব সমুদিত হয় ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। (দীপিকা ২০ শ্লোক দেখুন)।

"অয়মবতারঃ—শ্বেতবারাহকল্পগতাষ্টাবিংশতিতমবৈবস্বতমন্বন্তরীয়কলৌ বোধ্যঃ—সারঙ্গরঙ্গদা। ছন্দস্তু—প্রেয়সীত্রিষাবৃতত্বন্॥৩॥

টীকা।

(৩) ক। শ্রীধরস্বামিকৃত ভাবার্থদীপিকায়াং (১০, ৮, ১৩)

অস্য—তবপুত্রস্য

তত্র শ্রীমন্নবদ্বীপে বিশ্বম্ভরসমীপতঃ।

বিলসন্তি স্ম তে জ্ঞেয়া বৈষ্ণবা হি মহত্তমাঃ॥১৫॥

স্বরূপাদি পঞ্চতত্ত্ব বলিয়া যা গান

সংক্ষেপে ইথে করেছি ব্যাখ্যান॥৯॥

গৃহ্নতোঽনুযুগং তনূঃ।
শুক্লোরক্তস্তথা পীত
ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥

এই জন্য ইনি এখন হইতে পরব্রহ্মবাচক যুগান্তর কৃষ্ণ নামে অভিহিত হইলেন। এখন ইহার কৃষ্ণ এই নাম হইল। পরে ইনিই আবার অন্তকৃষ্ণ এবং প্রচ্ছন্নহেতু বহির্গৌর বা স্বর্ণবিদ্যুৎকান্তি অর্থাৎ পীতবর্ণ হইয়া অবতীর্ণ হইবেন॥ ৩॥

১৩ পৃঃ টিপ্পনী (৩) ক। এবং দীপিকা ২০ শ্লোক ও অনুবাদ দেখুন।

অতঃ শ্রীকৃষ্ণ ইত্যেকং
নাম ভবিষ্যতি॥৩॥

(৩) খ। শ্রীমজ্জীবগোস্বামিকৃত বৈষ্ণবতোষিণ্যাং-
আসন্নিতি—তত্র প্রকটার্থোয়ং
অনুযুগং—যুগে যুগে—বারম্বারং
তনুর্গৃহ্নতঃ (প্রকটয়তঃ)
অস্য
শুক্লাদি
বর্ণাস্ত্রয়ঃ
আসন্ (প্রকটানভূবুঃ)

নীলাচলে যে যে খ্যাতাস্তে হি জ্ঞেয়া মহত্তরাঃ।
দক্ষিণাদিদিশাং যানে যৈর্যৈঃ সঙ্গো মহাপ্রভোঃ।
তে তে মহাত্মো মন্তব্যাঃ পরে জ্ঞেয়াঃ স্বযোগ্যতঃ॥ ১৬॥
অতঃ স্বরূপচরণৈরুক্তং গৌরনিরূপণে—
পঞ্চতত্ত্বের কথা শুনহ চমৎকার।
পরাৎপর বস্তু যাহা লোকবেদসার॥

(৪)

বহূনি সন্তি নামানি
রূপাণি চ সুতস্য তে।
গুণকর্ম্মানুরূপাণি
তান্যহং বেদ নো জনাঃ॥

গুণ এবং কর্ম্মের অনুরূপ তোমার পুত্রের যে অনন্ত নামও অনন্ত রূপ জগতে নিত্যই বিদ্যমান এবং ভক্তহৃদয়ৈকবেদ্য তাঁহার উপাসনা সম্ভূত যে নাম এবং রূপ আছে, সে সকলের সমুদয় (দৈবজ্ঞ এবং মুনি হইয়াও) আমি অবগত হইতে পারি নাই; সাধারণের ত এ সকল জানিবার কোন কথাই নাই॥ ৪॥

ইদানীং—তৎপুত্রত্বে তু (দ্বাপরান্তে—বিশ্বনাথঃ)
(কৃষ্ণতাং)—জগন্মোহন-
শ্যামবর্ণতামেবায়ং গতঃ
এতদুক্তং ভবতি॥
(নাম্নাপি কৃষ্ণতাংগত ইত্যর্থোপি জ্ঞেয় ইত্যভিপ্রায়ঃ)
তনুর্গৃহ্নত ইতি
স্বাতন্ত্র্যোক্ত্যা
যোগমায়াপ্রভাব ইবোক্তঃ॥ ৩॥

পঞ্চতত্ত্বস্য সম্পর্কাৎ যে যে খ্যাতা মহত্তমাঃ।
তে তে মহান্তো গোপালাঃ স্থানাচ্ছ্রেষ্ঠ্যাদিবাচকাঃ॥ ১৭॥
ভক্তরূপ গৌরচন্দ্র শ্রীনন্দনন্দন।
শ্রীভক্তস্বরূপ শ্রীমদ্‌নিত্যানন্দ রাম॥

বহুনাম বহুরূপ কৃষ্ণের না যায় গণন।
একাদশে প্রকাশে কিছু শ্রীকরভাজন॥
সত্যযুগে শুক্লবর্ণ চতুর্ভুজ হরি।
ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ প্রভু অবতারি॥
দ্বাপর যুগে শ্যামবর্ণ স্বয়ং ভগবান্।
বাসুদেব সর্ব্বশাস্ত্রে সিদ্ধ প্রমাণ॥
তথাহি শ্রীভাগবতে দশমে—

(৪) ক। গুণানুরূপাণি—ঈশ্বরঃ সর্ব্বজ্ঞ ইত্যাদীনি
কর্ম্মানুরূপাণি—গোপাতর্গোবর্দ্ধনোদ্ধরণ ইত্যাদি তানি—সর্ব্বাণি
অহম্—(অপি) নো বেদ—জনাঃ (অপি)
নো বিদুরি রিতি—(ভাব দীপিকায়াম্) ॥৪॥
(৪) খ। রূপানীতি—দৃষ্টান্তত্বেনোক্তং
যথা শুক্লাদি রূপাণি
তথা—নামান্যপি জন্মান্তরসম্বন্ধীনি বহুনি সন্তীত্যর্থঃ।
তানি অহং বেদ জনাস্তু ন বিদুরিত্যর্থঃ
অহং ন বেদ (দৈবজ্ঞোপি)—বিশ্বনাথঃ
লোকেষ্বসং ভাব্যত্বাত্তানি
বহুনি তু ন প্রকাশয়ন্ত ইতি ভাবঃ

রসজ্ঞাঃ শ্রীবৃন্দাবনমিতি যমাহুর্বহুবিদো
যমেতং গোলোকং কতিপয় জনাঃ প্রাহুরপরে।
সিতদ্বীপং প্রাহুঃ পরমপি পরব্যোম জগদু-
র্নবদ্বীপঃ সোহয়ং জয়তি পরমাশ্চর্য্যমহিমা॥ ১৮॥

ভক্তাবতার শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্য।
মহাবিষ্ণু যেঁহ যাঁতে শিবের সাযুজ্য॥

(৫)

দ্বাপরে ভাগবান্ শ্যাম

পীতবাসা নিজায়ুধঃ।

শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ

লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ ॥

---

(৪) গ। যদ্বা সচ্চিদানন্দত্বেনালৌকিকানি তদুপাসকহৃদয়ৈকবেদ্যত্বানি।

নাহমপি বেদ জনা অপি ন বিদুরিত্যর্থঃ ॥৪॥

ইতি তোষিণ্যাম্।

(৪) ঘ। শ্রীমদ্বীররাঘবাচার্য্যকৃতভাগবতচন্দ্রচন্দ্রিকায়াম্—

অহং যাদৃশো মুনিরেব বেদ নতু তাদৃশ ইত্যর্থঃ

যদ্বা

অহমপি ন বেদ কিং পুনস্তাদৃশো—ন বেদেত্যর্থঃ।

(৪) ঙ। শ্রীমদ্বল্লভাচার্য্যকৃতসুবোধিন্যাম্—তানি রূপাণি নামানি অলৌকিকত্বেন অহমেব বেদ

নো জনাঃ—ব্যবহারস্তূচ্চারয়ন্তি চ তথাপি বিচারাভাবাৎ ন জানন্তি যতো জনা জননাদিভাবধর্ম্মযুক্তাঃ ক্লিষ্টাঃ ইত্যর্থঃ।

(৪) চ। শ্রীমচ্ছুকদেবকৃতসিদ্ধান্তপ্রদীপে—

তস্মিন্ বাসমুরীচকার নৃহরির্বিশ্বম্ভরাখ্যাং দধ-

ত্তচ্চেষ্টাবশতঃ সমস্তমহতাং বাসোঽপি তত্রাভবৎ।

তৈঃ সাকং মহতী হরেরনুগুণাকারাপি লীলাভবদ্-

যত্রাসীজ্জগতাং মনোঽপি পরমানন্দায় মগ্নং যতঃ ॥ ১৯ ॥

ভক্তাখ্য শ্রীশ্রীনিবাস আদি ভক্তরূপ।

শ্রীল-গদাধরপণ্ডিত ভক্তশক্তি স্বরূপ ॥

(৬)

তং তদাপুরুষং মর্ত্ত্যা
মহারাজোপলক্ষণম্।
যজন্তি বেদতন্ত্রাভ্যাং
পরং জিজ্ঞাসবোনৃপ ॥

অহমপি নো বেদ জনা অপি নো বিদুরনন্তত্বাং।

(৪) ছ। শ্যামলাল গোস্বামিনঃ—

অহমপি নে বেদ জন অপি ন বিদুঃ।

১) ক। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামিকৃত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে (১.৩)

শুক্লরক্তপীতবর্ণ; এই তিন দ্যুতি।
সত্য ত্রেতা কলিকালে ধরেন শ্রীপতি ॥
ইদানী দ্বাপরে তিঁহো হৈলা কৃষ্ণবর্ণ।
এই সর্ব্বশাস্ত্রাগম, পুরাণের মর্ম্ম ॥১৯॥

যঃ সত্যে সিতবর্ণমাদধদসৌ শ্রীশুক্লনামাভব-
ত্রেতায়াং মখভুঙ্মখাখ্য উচিতোঽভূদ্রক্তবর্ণং দধৎ।
যঃ শ্যামো দধদাস্বরর্ণকমমুং শ্যামং যুগে দ্বাপরে
সোঽয়ং গৌরবিধুর্বিভাতি কলয়ন্নামাবতারং কলৌ ॥ ২০ ॥

শ্রীমদদ্বিশ্বম্ভরাদ্বৈত শ্রীমান্ নিত্যানন্দ।
তিন প্রভু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বসুখ নন্দ ॥
তার মধ্যে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
দুই প্রভুর প্রেমাস্পদ যেঁহ অগ্রগণ্য ॥
পার্ষদ যতেক প্রভুর সকল মহান্ত।
নিত্যসিদ্ধ সকলি যে মহিমা অনন্ত ॥
তার মধ্যে বুঝ যেই প্রভুর অংশাংশ।

(৭)

নমস্তে বাসুদেবায়
নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায়
তুভ্যং ভগবতে নমঃ ॥

(২.২০) যুগ অবতার কহি ইবে শুন সনাতন।
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি, যুগের গণন ॥
শুক্লরক্ত কৃষ্ণ পীত ক্রমে চারি বর্ণ।
চারি বর্ণ ধরিকৃষ্ণ করেন যুগধর্ম্ম ॥৩৪৬॥
তথা হি ভাঃ ১০, ৮, (৯ ?) ১৩
সত্য যুগে ধ্যানধর্ম্ম, শুক্লমূর্ত্তি ধরি।
কর্দ্দমেরে বর দিলা, যেঁহো কৃপা করি ॥
কৃষ্ণ ধ্যান করে লোক, জ্ঞান অধিকারী।
ত্রেতাযুগে যজ্ঞ করায় রক্তবর্ণ ধরি ॥
কৃষ্ণপাদার্চ্চন, দ্বাপরের ধর্ম্ম।
কৃষ্ণবর্ণে করায় লোকে, কৃষ্ণার্চ্চন কর্ম্ম ॥৩৪৮॥

প্রাদুর্ভূতাঃ কলিযুগে চত্বারঃ সাম্প্রদায়িকাঃ।
শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকাহ্বয়াঃ পাদ্মে যথাস্মৃতাঃ।
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।
শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ ॥ ২১ ॥

অনেক হয়েন অন্য ভক্ত অবতংস ॥
শ্রীমন্নিত্যানন্দগণ যতেক গোপাল।
সঙ্গে গোপ শিশু-সখা যত পশুপাল ॥

নারায়ণায় ঋষয়ে
পুরুষায় মহাত্মনে।
বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায়
সর্ব্বভূতাত্মনে নমঃ ॥

তথাহি—

কৃষ্ণায় বাসুদেবায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ।
প্রদ্যুম্নায় নিরুদ্ধায় তুভ্যং ভগবতে নমঃ ॥
ভা১১, ৫, ২৫, অথবা এই পুস্তকের ১২ পৃঃ ৫ শ্লোক দেখুন।

এই মন্ত্রে দ্বাপরেতে, করি কৃষ্ণার্চ্চন।
কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন, কলিযুগের ধর্ম্ম ॥
পীতবর্ণ ধরি তবে কৈল প্রবর্ত্তন।
প্রেমভক্তি লোকে দিল, লঞা ভক্তগণ
ধর্ম্মপ্রবর্ত্তন করে, ব্রজেন্দ্রনন্দন।
প্রেমে গায় নাচে লোক করে সংকীর্ত্তন ॥১৫॥
তথাহি ভাঃ ১১, ৫, ২৯, (এবংএই পুস্তকে ২৩ শ্লোক ও টীকা দেখুন)

তত্র মাধ্বীসম্প্রদায়ঃ প্রস্তাবাদত্র লিখ্যতে।
পরব্যোমেশ্বরস্যাসীচ্ছিষ্যো ব্রহ্মা জগৎপতিঃ।
তস্য শিষ্যো নারদো ভূদ্ব্যাসস্তস্যাপশিষ্যতাং।
শুকো ব্যাসস্য শিষ্যত্বং প্রাপ্তো জ্ঞানাবরোধনাৎ

তৎসম্বন্ধে অন্য উপগোপাল সত্তম।
নীলাচল আদ্যে মহত্তর এই নাম ॥
দক্ষিণদেশীয় আদি যতেক মহান্ত।
প্রভুর দর্শনে হেন সযোগ্য তাবন্ত ॥

(৯)

ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ

স্তুবন্তি জগদীশ্বরং।

আর তিন যুগে ধ্যানাদিতে যেই ফল হয়।
কলিকালে কৃষ্ণনামে সেই ফল পায়॥ ১৫৩॥

তস্য শিষ্যাঃ প্রশিষ্যাশ্চ বহবো ভূতলে স্থিতাঃ।
ব্যাসাল্লব্ধকৃষ্ণদীক্ষো মধ্বাচার্য্যো মহাযশাঃ।
চক্রে বেদান্ বিভজ্যাসৌ সংহিতাং শতদূষণীং।
নির্গুণাদ্ব্রহ্মণো যত্র সগুণস্য পরিক্রিয়া॥
তস্য শিষ্যোঽভবৎ পদ্মনাভাচার্য্যমহাশয়ঃ।
তস্য শিষ্যো নরহরিস্তচ্ছিষ্যো মাধবদ্বিজঃ।
অক্ষোভস্তস্য শিষ্যোঽভূত্তচ্ছিষ্যো জয়তীর্থকঃ।
তস্য শিষ্যো জ্ঞানসিন্ধুস্তস্য শিষ্যো মহানিধিঃ।
বিদ্যানিধিস্তস্য শিষ্যো রাজেন্দ্রস্তস্য সেবকঃ।
জয়ধর্ম্মা মুনিস্তস্য শিষ্যো যদ্গণমধ্যতঃ।
মদ্বিষ্ণুপুরী যস্তু ভক্তিরত্নাবলীকৃতিঃ।
জয়ধর্ম্মস্য শিষ্যোঽভূদ্ব্রহ্মণ্যঃ পুরুষোত্তমঃ।

যতেক মহান্ত সবে নিজ নিজ মতে।
শ্রীনবদ্বীপধামে কহে নানাগীতে॥
কেহ কেহ সাক্ষাৎ শ্রীবৃন্দাবনধাম।
কেহ কহে শ্রীমান্ গোলোক অভিরাম॥
কেহ কেহ শ্বেতদ্বীপ কেহ পরব্যোম।
কেহ অযোধ্যাদি কেহ নিজভাবসম॥

নানাতন্ত্রবিধানেন
কলাবপি তথা শৃণু ॥

৫। দ্বাপরে ভগবানের বর্ণ অতসীপুষ্পসঙ্কাশ অর্থাৎ ঘনশ্যাম এবং তিনি নামেও "শ্যাম" (দীপিকা ২০ শ্লোক ও অনুবাদ দেখুন।) তাহাছাড়া

দ্বাপরযুগাবতারং কথয়ন্ শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবময়ং
তদ্যুগবিশেষস্য চ বৈশিষ্ট্যাভিপ্রায়মভিপ্রেত্য
তমেবতত্ত্বং সর্ব্বময়মাহ দ্বাপর ইতি।
সামান্যতস্তু (কৃষ্ণাবতারবিরহিত) দ্বাপরে (তু)
শুকপত্রবর্ণত্বং কলৌ (তু) শ্যামত্বং বিষ্ণু-
ধর্ম্মোত্তরে দর্শিতং—

ব্যাসতীর্থস্তস্য শিষ্যো যশ্চক্রে বিষ্ণুসংহিতাং।
শ্রীমাল্লক্ষ্মীপতিস্তস্য শিষ্যো ভক্তিরসাশ্রয়ঃ।
তস্য শিষ্যো মাধবেন্দ্রো যদ্ধর্ম্মোঽয়ং প্রবর্ত্তিতঃ।

অতএব জয় জয় শ্রীমন্নবদ্বীপ।
আশ্চর্য্য মহিমা সর্ব্বধামের অধিপ ॥
সকল সন্তরে যাতে শুন তার কথা।
সর্ব্বরূপ প্রভুদেহে কৃষ্ণরূপ যথা ॥
তথাই সে সর্ব্বধাম নবদ্বীপে স্থিতি।
বৈসয়ে যে নিজ-নিজ-নায়ক-সংহতি ॥
শ্রীমান্ মহাপ্রভু হন সর্ব্ব-অবতার।
শ্রীলনবদ্বীপ সর্ব্বধামময় সার ॥
পূর্ণব্রহ্মসনাতন শ্রীচৈতন্য প্রভু।
শ্রীমন্নবদ্বীপব্রহ্ম সনাতন বিভু ॥
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুভ লীলাচেষ্টারসে।
সর্ব্বপারিষদ্‌গণ আসিয়া প্রকাশে ॥

নবজলধরশ্যাম পীতাম্বর শোভা ॥

তিনি পীতাম্বর ও সুদর্শন চক্রাদিধারী, কৌস্তুভাদিবিভূষিতবক্ষ
ৎসাদি চিহ্নে চিহ্নিত এবং শরীর সংযুক্ত বাহ্য লক্ষণ—ধ্বজ পতাক

"দ্বাপরে শুকপত্রাভঃ
কলৌ শ্যামঃ প্রকীর্ত্তিতঃ"।
ইতীদৃশেন।—ইতি
—শ্রীমজ্জীব গোস্বামিকৃত বৈষ্ণবতোষিণী তথা চ
শ্রীরাধারমণকৃতদীপিকাদীপনী।
অন্যেষু কলিষু তু কচিচ্ছ্যামত্বেন,

কল্পবৃক্ষস্যাবতারো ব্রজধামনি তিষ্ঠতঃ।
শ্রীতপ্রেয়োবৎসলতোজ্জ্বলাখ্যফলধারিণঃ ॥২২ ॥

তাহা সভার পূর্ব্বাপর-নাম রূপ-লীলা।
কহিব বিশেষ যেহ যেরূপ হইলা ॥
শ্রীচৈতন্য-অবতারে অপরূপ লীলা।
প্রেম প্রচারিয়া চমৎকার দেখাইলা ॥
চারি যুগে চারি যুগ-অবতার হয়।
সত্যে শুক্লবর্ণ শুক্ল নামেতে উদয় ॥
ত্রেত্যযুগে রক্তবর্ণ পৃশ্নিগর্ভ নাম।
দ্বাপরে বরণ শ্যাম নাম হয় শ্যাম ॥
কলিযুগে কৃষ্ণ বর্ণ নাম-অবতার।
পূর্ব্ব কলিযুগে চাষপক্ষ-বর্ণধর ॥
কলিযুগে হরিনাম একমাত্র ধর্ম্ম।
যেই নাম সেই হরি ইথে বুঝ মর্ম্ম ॥
শ্রী মাধ্বী রুদ্র সনক সম্প্রদায় চারি।
কলিতে বিদিত কহে পুরাণে বিস্তারি ॥

সুদর্শন অস্ত্র যার কোটি সূর্য্যপ্রভা ॥

দিতে (তাঁহার) কর চরণ সুশোভিত ॥২॥ (তাঁহাকে ধরিবার ইহাই সহজ ও সুস্পষ্ট উপায়।)

ক্বাপি শুক্লপক্ষাভত্বেন বাবতারস্তোক্তেঃ।
স চ স চ তদাবিষ্টো জীববিশেষ ইতি
"প্রত্যক্ষরূপধৃক্‌দেবো
দৃশ্যতে ন কলৌ হরিঃ"
বিষ্ণুধর্ম্মে ইত্যাদিবাক্যং তদ্বিষয়ম্—
শ্রীমদ্বলদেববিদ্যাভূষণকৃতসারসঙ্গদায়াম্—১.২.

তস্য শিষ্যোঽভবচ্ছ্রীমানীশ্বরাখ্যপুরী যতিঃ।
কলয়ামাস শৃঙ্গারং যঃ শৃঙ্গারফলাত্মকঃ ॥ ২৩ ॥
অদ্বৈতঃ কলয়ামাস দাস্যসখ্যে ফলে উভে।
শ্রীমান্ রঙ্গপুরী হ্যেষ বাৎসল্যে যঃ সমাশ্রিতঃ ॥ ২৩ ॥

ভক্তি অধিকারী এ সম্প্রদা চতুষ্টয়।
সংক্ষেপে কহিয়ে সম্প্রদাখ্যা যৈছে হয় ॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু বাঞ্ছাকল্পতরু।
নারায়ণরূপে হন এ সভার গুরু ॥
শ্রীনারায়ণের প্রিয়া শিষ্যা পুন তাঁর।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিস্তার অদ্ভুত ক্রিয়া যাঁর ॥
শ্রীশব্দেতে লক্ষ্মী তাঁর শাখা উপশাখা।
হইল অনেক তাহা কে করিবে লেখা ॥
সেই গণে রামানুজ আচার্য্য হইল।
তাহা হৈতে রামানুজসম্প্রদা চলিল ॥
শ্রীলক্ষ্মণাচার্য্য পূর্ব্বে নাম তাঁর হয় ॥

শ্রীবৎসকৌস্তুভমণি প্রকাশিত উরে।

৬। হে রাজন্! তত্ত্বত্রয় জানিতে সমুৎসুক (এবং ভগবানের অবতার বিষয়ে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ) ব্যক্তিগণ ছত্রচামরাদি রাজ চিহ্নোপলক্ষিত সেই

শ্যামোঽতসীপুষ্পপ্রকাশঃ—শ্রীধরস্বামী। শ্যামবর্ণঃ শ্যামনামা চ—শ্রীবিশ্বনাথঃ। ঘনশ্যামঃ—শ্রীশুকদেবঃ।

যস্তু দ্বাপরেঽপি কৃচিৎ কল্পে হরিবংশে চ শীতত্বমুক্তং—তদপি কাদাচিৎকমস্ত

—হরের্নানাবতারত্বাৎ—সারঙ্গরঙ্গদা।

নিজায়ুধঃ—নিজানি (অসাধারণানি—শ্রীশুকদেবঃ)

ঈশ্বরাখ্যপুরীং গৌর উররীকৃত্য গৌরবে।
জগদাপ্লাবয়ামাস প্রাকৃতাপ্রাকৃতাত্মকং ॥ ২৫ ॥
স্বীকৃত্য রাধিকাভাবকান্তী পূর্ব্বসুদুষ্করে।
অন্তর্বহীরসাম্ভোধিঃ শ্রীনন্দনন্দনোঽপি সন্ ॥ ২৬ ॥

অত্যাদরে রামানুজাচার্য্য সভে কয়॥
নিজ নামে রামানুজ ভাষ্য যেহোঁ কৈল।
তাঁর শাখা উপশাখা জগত ছাইল॥
আছে শ্রী নিবাস মাধ্বীসম্প্রদা বিষয়।
এবে কিছু কহি আগে কহিব যে হয়॥
শ্রীনারায়ণের শিষ্য ব্রহ্মা দয়াবান্।
জগৎ ব্যাপিল শিষ্য প্রশিষ্যাদি তান॥
সেই গণ মধ্যেতে শ্রীমধ্ব শিষ্য হৈলা।
প্রথমেই ব্রহ্মসূত্রভাষ্য তেহোঁ কৈলা॥
এই হেতু মধ্বাচার্য্য নাম হৈল তাঁর।
সেই হৈতে মধ্বাচার্য্য সম্প্রদা প্রচার॥
শ্রীআনন্দ তীর্থ তাঁর আর এক নাম।

করপদতলে অঙ্ক চিহ্ন শোভা ধরে ॥

পুরুষকে বেদ এবং পঞ্চরাত্র বিধানোক্ত বিধিতে পূজা করিয়া থাকেন ॥২৮॥ ৭।৮। তৎকাল সমুদিত ঋষিগণ—চতুর্ব্যূহ স্বরূপ সেই নরায়ণ মূর্ত্তিকে,

---

(সুদর্শন) চক্রাদীন্যায়ুধানি যস্য সঃ
শ্রীবৎসোনাম বক্ষসো (বক্ষসি) দক্ষিণভাগে
রোম্নাং প্রদক্ষিণাবর্ত্তঃ স আদি র্যেষাং (তদাদিভিঃ)
করচরণাদি(স্থ)গত (পদ্মাদিভিঃ)
পদ্মাদীনাং তৈ রঙ্কৈঃ (অঙ্কিতৈশ্চিহ্নৈঃ)লক্ষণৈঃ
বাহ্যৈঃ (শরীরসংযুক্তৈরিত্যর্থঃ (কৌস্তুভাদিভিঃ)।
উপলক্ষিতঃ (পুরুষোত্তমত্বেন নিশ্চিতঃ
—শ্রীশুকদেবঃ)

আত্মব্যূহোঽপি চৈতন্যমবিশৎ যঃ পুরে পুরা।
বিচুক্ষোভ মনস্তস্য দৃষ্ট্বা গন্ধর্ব্বনর্ত্তনং ॥ ২৭ ॥
দ্বারকাস্থোঽপি ভগবানবিশৎ শ্রীশচীসুতং।
নামাবতারঃ সুতরামেককালপ্রভাবতঃ ॥ ২৮ ॥

সর্ব্বত্র বিদিত সর্ব্বগুণে অনুপাম ॥
তাঁর শিষ্য প্রশিষ্য যতেক অন্ত নাই।
ভক্তি প্রচারিতে (১) ব্যাপিল সর্ব্ব ঠাঁই ॥
শ্রীনারায়ণের শিষ্য রুদ্র কৃপাময়।
তাঁর শিষ্য প্রশিষ্যের অন্ত নাহি হয় ॥
বিষ্ণুস্বামী শিষ্য হইলেন সেই গণে।
ভক্তিরসে মত্ত হৈলা নিজ শিষ্য সনে ॥
পরম প্রভাব বিদ্যা সকল শাস্ত্রেতে।

(১) শ্রীনরহরিকৃত "ব্রজপরিক্রমা" হইতে এই অংশ গৃহীত।

পদচিহ্ন কহি তাহা শুন সাবধানে।

"হে বসুদেব! হে সঙ্কর্ষণ! হে প্রদ্যুম্ন! হে অনিরুদ্ধ! হে ভগবন! তোমাকে নমস্কার! হে পরম পুরুষ, হে মহাত্মন্, হে বিশ্বেশ্বর, হে বিশ্বরূপ

তদ—দ্বাপরে

মহারাজোপলক্ষণমিতি—ছত্রচামরাদিযুক্তমিতি

শ্রীকৃষ্ণস্যৈব বিশেষণমেতৎ—শ্রীহরিবংশদর্শিতরাজেন্দ্রাভিষেকাৎ

তং—তাদৃশং (পরং) পুরুষং

হে নৃপাঃ (পরং) জিজ্ঞাসবঃ—(তত্ত্বত্রয় জ্ঞানেচ্ছবঃ) পরমীশ্বরং

াতুমিচ্ছবঃ (—ইচ্ছন্তঃ)'।

যথা শ্যামোহবিশৎ কৃষ্ণং ভগবন্তং পুরা স্বয়ং ॥ ২৯ ॥

যোগমায়াবলাদেতে তিষ্ঠন্তোহন্যত্র যদ্যপি।

তথাপি প্রাবীশন্ গৌরেহচিন্ত্যলক্ষণলক্ষিতাঃ॥ ৩০ ॥

যথোক্তং ব্যাসচরণৈঃ প্রভাসখণ্ডমধ্যতঃ।

বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায় হৈল তাহা হৈতে॥
সনক সম্প্রদায় ঐছে শুন শ্রীনিবাস।
নারায়ণ হৈতে হংস বিগ্রহবিলাস॥
তাঁর শিষ্য সনকাদি চারি মহাশয়।
তাঁর শিষ্য প্রশিষ্যের লেখা নাহি হয়॥
সেই গণ মধ্যে নিম্বাদিত্য শিষ্য হৈল।
তাহ হৈতে নিম্বাদিত্য সম্প্রদা চলিল॥
নিম্বাদিত্য প্রভাব পরম চমৎকার।
তাঁর শিষ্য প্রশিষ্যতে ব্যাপিল সংসার॥
মাধ্বী রুদ্র সনক সম্প্রদায়গণে।
বহু প্রভাব কারণে॥

ব্রহ্মার বাক্য নারদকে পদ্মপুরাণে ॥

শ্রীব্রহ্মা উবাচ—

হে সর্ব্বভূতাত্মন্, তোমাকে নমস্কার!" এইরূপ স্তুতি দ্বারা স্তব করিয়া থাকেন ॥ ২৯ ॥ ॥ ৩০ ॥

৭। হে ভূপতে! কলিকালে লোকে যে প্রকার বেদ (পঞ্চরাত্র, সনৎকুমারীয় ও গৌতমীয়) তন্ত্রোক্ত বিধিতে তাঁহার আরাধনা করিয়া থাকেন, তাহাও বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৩১ ॥—ভা, ১১, ৫,

---

বেদতন্ত্রাভ্যাং—বৈদিকেনাগমিকেন চ মার্গেণ (বেদপঞ্চরাত্র বিধানাভ্যাং)

যজন্তি—পূজয়ন্তি

যজতেঃ হেতুঃ—জিজ্ঞাসবঃ—তমেবানুভবিতুমিচ্ছব ইতি।

চতুর্ব্যূহতালিঙ্গেন শ্রীকৃষ্ণত্বমেব বিশেষতঃ

স্পষ্টয়ন্নাহ—নমস্ত ইতি।

নানাবতারাবতারিত্বমপি তত্র লিঙ্গমিত্যাহ—নারায়ণায়েতি

তত্র নারায়ণায় ঋষয় ইতি

দিগ্দর্শনং কৃত্বা

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ ॥ ৩১ ॥

রঘুনাথং প্রবিশ্যাপি যথা তিষ্ঠতি ভার্গবঃ।

এবং শ্রীনারদমুখাস্তিষ্ঠন্ত্যানেষু ধামসু।

তথৈব প্রভুনা সার্দ্ধং দীব্যন্তি শ্রুতিদেহবৎ ॥ ৩২ ॥

একদিন দ্বারকাতে কৃষ্ণের সমীপে।

প্রণালীর মূলশ্লোক ইহাতে জানিবে।

তার মধ্যে প্রভু শিষ্য হৈলা প্রেমভাবে ॥

নারদের শিষ্য এক কোন যে গন্ধর্ব্ব।

গন্ধর্ব্বিণী সহ করে কৃষ্ণলীলাপর্ব্ব ॥

নারদের কৃপাশক্তি সঞ্চার প্রভাবে।

যথা অনুকরণ করয়ে সেই ভাবে ॥

(১০)

শৃণু নারদ বক্ষ্যামি

পাদয়োশ্চিহ্ন লক্ষণং।

ভগবৎ কৃষ্ণরূপস্য

হ্যনিন্দৈকঘনস্য চ॥

১০। ব্রহ্মা বলিলেন, হে নারদ, অনিন্দিত শ্যাম সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মস্থ চিহ্নের লক্ষণ তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর॥

তত্তদনন্তাবতারাকর (নিধান) পুরুষাবতারময়ত্বেনাহ—পুরুষায় মহাত্মন ইতি।
অতএব বিশেষাং (অবতারাণামপি) তেষামীশ্বরায় বিশ্বায়—তত্তদ্রূপায়ত্যর্থঃ।
কিং বহুনা সর্ব্বভূতরূপায় সর্ব্বাত্মকায় চেতি।
স্তুতিশ্চেয়ং তদাবির্ভাবাস্পদদ্বাপরান্তত এব
তজ্জৈর্ধ্বিভিঃ ক্রিয়ত ইতি সৈবানুদিতা।
ইত্যেবং বিধের্নামভিঃ
হে উর্ব্বীশ—ভূপতে
জগদীশ্বরং—স্তুবন্তি—নানাতন্ত্রবিধানেনেতি—

কিন্তু যদযদ্ভক্তগণা যদযদ্ভাববিলাসিনঃ।
তত্তদ্ভাবানুসারেণ ব্রজে তেষামভূদ্গতিঃ॥ ৩৩॥
গৌরচন্দ্রোদয়েঽদ্বৈতং প্রতি গৌরবচো যথা।

আইলা ধরিয়া তারা রাধাকৃষ্ণরূপে॥
অতিচমৎকার যথা অভেদ—স্বরূপ।
নৃত্য হাস্য কৌতুক রসের অনুরূপ॥
নিজ লীলা অভেদ দেখিয়া কৃষ্ণচন্দ্র।
মোহিত হইয়া প্রকাশিলা প্রেমানন্দ॥
আপনি আপন রূপ দেখি চমকিত।
মনে কিছু অভিলাষ হইল উদিত॥

(১১)

অবতারাহ্যসংখ্যা যে
কথিতা মে তবাগ্রতঃ।
পরং সম্যক্ প্রবক্ষ্যামি
কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং ॥

১১। তোমার সম্মুখে আমি যে বলিয়াছি, শ্রীভগবানের অবতার অসংখ্য, এখন তাহার মধ্যে যাহা পূর্ণরূপে পরতত্ত্ব তাহাই বলিতেছি। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্, তিনি স্বয়ং তিনি পূর্ণাবতার অর্থাৎ তাহাতে সমস্ত তাহা হইতে সমস্ত। তিনিই অবতারী; সমস্ত অবতার তাহাতে আসিয়া সমবেত হইয়াছে।

দাস্যে কেচন কেচন

হেন রূপরস আস্বাদয়ে শ্রীরাধিকা।
না জানি কেমন রস কি রসে রসিকা ॥
রাধিকা উচিত প্রেমরস আস্বাদিব।
আনুষঙ্গ কলির জীব নিস্তার করিব ॥
এত ভাবি রাধা-ভাব-কান্তি অঙ্গীকরি।
নবদ্বীপে উদয় করিলা আসি হরি ॥
অঙ্গ উপাঙ্গ অস্ত্র পারিষদ সহ।
চমৎকার লীলা করে ধরি গৌরদেহ ॥
শ্রীল-কবিকর্ণপুর রূপসনাতন।
আদি করি অন্ত যে পারিষদগণ ॥
তাঁহা সভার একৈক শক্তিতে বুঝহ।
পণ্ডিত সর্ব্বজ্ঞ সিদ্ধ তেজঃপুঞ্জ-দেহ ॥
মহাপ্রেমভাব অলৌকিক ব্যবহার।
যাঁহা সভার বাক্য হয় বেদবিধিসার।

(১২)

দেবানাং কার্য্যসিদ্ধার্থ
মৃষিণাঞ্চ তথৈব চ।
আবির্ভূতস্তু ভগবান্
স্বানাং প্রিয়চিকীর্ষয়া ॥

১২। দেবতাদিগের এবং ঋষিদিগের কার্য্যসিদ্ধার্থ, এবং নিজগণের হিতেচ্ছায় ভগবান্ স্বয়ং অবতীর্ণ হয়েন।

প্রণয়িনঃ সর্থ্যৈক এবোভয়ে—

তেঁহ সব সাক্ষাৎ দেখিয়া যে কহিল।
সেই বাক্য সপ্রমাণ শতবেদতুল্য ॥
তাহাতে প্রতীতি যেই মূঢ়ে না জন্মায়।
তার ভ্রান্তি দূর করিবারে কে পারয় ॥
অচিন্ত্য ঈশ্বরচেষ্টা তুরূহ তুর্গম।
তর্কেতে যোজনা নাহি করে শিষ্টতম ॥
ব্রজপরিকর আর অন্য অন্য ধামে।
যতেক পার্ষদ সহ অবতীর্ণ ভূমে ॥
সেই সেই ধামে পরিকর সেই রূপে।
থাকিয়া প্রকাশরূপে আইলা নবদ্বীপে ॥
ভার্গবপ্রবেশ যথা দেহে রঘুনাথ।
শ্রুতগণ যথা ব্রজে গোপীদেহে রত ॥
অদ্বৈত প্রভুরে স্বয়ং প্রভু যে কহিলা।
যাহা শুনি ভক্তসবে আনন্দিত হৈলা ॥
দাস্য সখ্য বাৎসল্য মাধুর্য্য ভাবেতে।

(১৩)

যৈরেবজ্ঞায়তে দেবো

ভগবান্ ভক্তবৎসলঃ।

তান্যহং বেদ নান্যোস্তি

সত্যমেতন্ময়োদিতং ॥

১৩। ভক্তবৎসল দেবতা ভগবানকে যে যে লক্ষণের দ্বারা অবগত হইতে পারা যায়, সেই সকল লক্ষণ আমি জানি, আর এমন কেহ নাই যিনি তাহা অবগত আছেন। আমি এ কথা তোমাকে সত্যই বলিতেছি।

রাধামাধবনৈষ্ঠিকাঃ—

অন্য-অবতার-ভক্ত কিংবা দ্বারকাতে ॥

মোরে যে ভজয়ে মোতে প্রসন্ন হইয়া।

তার সনে লীলা করি ব্রজে বাস দিয়া ॥

কোন্ পারিষদ কোন্ রূপে অবতার।

কোন্ মহাশয় কোন্ রসে অধিকার ॥

এবে কিছু বর্ণিব যে আনন্দিত হৈয়া।

শ্রীল কবিকর্ণ-পদ স্মরণ করিয়া ॥

টীকা

দীপিকা—২২।২৩।২৪।২৫ শ্লোকানুরূপ শ্লোক চতুষ্টয়

তথাহি শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিতস্য শিষ্য শ্রীগোপাল গোস্বামিকৃত পদ্যে সম্প্রদায় চতুষ্টয় বর্ণনা।

শ্রীমন্নারায়ণো ব্রহ্মা নারদো ব্যাস এব চ।

শ্রীমধ্বঃ পদ্মনাভো নৃহরির্মাধবস্তথা ॥

অক্ষোভো জয়তীর্থশ্চ জ্ঞানসিন্ধুর্মহানিধিঃ।

বিদ্যানিধিশ্চ রাজেন্দ্রো জয়ধর্ম্মমুনিস্তথা ॥

(১৪)

ষোড়শৈবতু চিহ্নানি ময়া দৃষ্টানি তৎপদে।
দক্ষিণে চাষ্টচিহ্নানি ইতরে সপ্ত এব চ—

(১৫)

ধ্বজ পদ্মং তথা বজ্রং অঙ্কুশং যবমেব চ।
স্বস্তিকঞ্চোর্দ্ধরেখাচ অষ্টকোপি তথৈব চ।
সপ্তান্যানি প্রবক্ষ্যামি—

১৪। ১৫। ১৭। আমি তাহাতে ষোড়শ প্রকার চিহ্ন অবলোকন করিয়াছি। দক্ষিণ পদে আটটি—সাতটি বাম পদে। ধ্বজ, পদ্ম, , অঙ্কুশ, যব, স্বস্তিক, উর্দ্ধরেখা এবং অষ্টকোণ লইয়া আটটি। অবশিষ্টের সাতটি যথা—ইন্দ্রধনু, ত্রিকোণ, কলস, অর্দ্ধচন্দ্র, অম্বর, প্রোষ্ঠীক (পুঁটি) মৎস্যচিহ্ন এবং গোষ্পদ।

কতিপয়ে শ্রীদ্বারকাধীশিভিঃ।

(ব্রজপরিক্রমা ১১ পৃষ্ঠার শেষাংশ।)

পুরুষোত্তমশ্চ ব্রহ্মণ্যো ব্যাসতীর্থমুনিস্তথা।
শ্রীমাল্লক্ষ্মীপতিঃ শ্রীমান্ মাধবেন্দ্রপুরীশ্বরঃ॥
ততঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ প্রেমকল্পদ্রুমো ভুবি।
নিমানন্দাখ্যয়া যোহসৌ বিখ্যাতঃ ক্ষিতিমণ্ডলে॥
যৈছে রামানুজাচার্যগণের মধ্যেতে।
রামানন্দাচার্য হৈলা পূজ্য সর্ব মতে॥
তাঁর শিষ্য প্রশিষ্যাদি অনেক তাহার।
রামানন্দি খ্যাতি হইলেন সম্প্রদায়॥
বিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায় শ্রীবল্লভাচার্য্য।
কৈল অণুভাষ্য তেঁহো সর্ব্বমতে আর্য্য॥

(১৬)

ইন্দ্রচাপং ত্রিকোণঞ্চ কলসঞ্চার্দ্ধচন্দ্রকং।
অম্বরং মৎস্যচিহ্নঞ্চ গোষ্পদং সপ্তমং স্মৃতং॥

(১৭)

অঙ্কান্যেতানি ভো বিদ্বন্ দৃশ্যন্তে তু যদা কদা।
কৃষ্ণাখ্যন্তং পরং ব্রহ্ম ভুবিজাতং ন সংশয়ঃ॥

১৮। হে বিদ্বন্! এই সকল চিহ্ন যখন যেখানে পরিদৃষ্ট হইবে মনে করিতে হইবে, সেখানে শ্রীকৃষ্ণাখ্য পূর্ণ ব্রহ্ম নিঃসন্দেহ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

টী

সামুদ্রিক শাস্ত্রে আছে—

চন্দ্রার্দ্ধং কলসং ত্রিকোণ ধনুষী খং গোষ্পদং প্রোষ্ঠিকং (মৎস্যবিশেষঃ) সব্যপদেঽগ দক্ষিণপদে কোণাষ্টকং স্বস্তিকং চক্রেং ছত্র যবাঙ্কুশং ধ্বজকুলী শ্চ ঊর্দ্ধরেখাম্বুজং বিভ্রাণো হবিরঞ্চবংশতি মহালক্ষ্যাচ্চিতাঙিঘ্র্ভবেৎ।"

সখ্যাদাবুভয়ত্র কেচন পরে—

হইল তাঁহার খ্যাতি বল্লভী বিদিত।
কি বলিব অন্য সম্প্রদায় এই রীত।
প্রভু ধন্য কৈল মাধ্বীসম্প্রদা কলিতে।
প্রভুর গুর্ব্বাদিনাম কহি পূর্ব্ব হৈতে॥
সর্ব্বাদিক পরব্যোম নাথ নারায়ণ।
তাঁর শিষ্য ব্রহ্মলোকের ভূষণ॥
তাঁর শিষ্য শ্রীনারদ মুনি প্রেমময়।
শ্রীশুকের গুরু ব্যাস তাঁর শিষ্য হয়॥
হইলা ব্যাসের শিষ্য শ্রীমাধব উদার।

(১৮)

দ্বয়ং বাথ ত্রয়ং বাথ
চত্বারঃ পঞ্চৈব চ।
দৃশ্যন্তে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ
অবতারে কথঞ্চন ॥

১৮। হে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ! উক্ত চিহ্ন সকলের মধ্যে দুইটি তিনটি চারিটি কিম্বা পাঁচটি সাধারণ অবতারে কোনরূপে পরিদৃষ্ট হয়।

যে বাবতারান্তরে—

নিজ নামে ভাষ্য কৈল মহিমা অপার ॥
সেই হৈতে মধ্বাচার্য্য সম্প্রদা চলিল
শ্রীমৎপদ্মনাভাচার্য্য তাঁর শিষ্য হৈল ॥
তাঁর শিষ্য নরহরি শ্রীমাধব তাঁর।
শ্রীঅক্ষোভ তাঁর শিষ্য সর্ব্বত্র প্রচার ॥
জয়তীর্থ তাঁর শিষ্য তাঁর জ্ঞানসিন্ধু।
তাঁর শিষ্য মহানিধি দীনহীন বন্ধু ॥
তাঁর বিদ্যানিধি তাঁর রাজেন্দ্র-বিদিত;
জয়ধর্ম্ম মুনি তাঁর অদ্ভুত চরিত ॥
ইহার গণেতে বিষ্ণুপুরী শিষ্য হৈলা।
ভক্তিরত্নাবলী গ্রন্থ প্রকাশ করিলা ॥
জয়ধর্ম্ম মুনির শিষ্যের শুদ্ধরীত।
নাম শ্রীপুরুষোত্তম ব্রহ্মণ্য বিদিত ॥
তাঁর শিষ্য ব্যাসতীর্থ মহাবিজ্ঞ তেঁহো।
বর্ণিলেন শ্রীবিষ্ণুসংহিতা গ্রন্থ যেঁহো ॥
তাঁর শিষ্য লক্ষ্মীপতি গুণের আশ্রয়।

(১৯)

যোড়শঙ্ক তথা চিহ্নং

শৃণু দেবর্ষি সত্তম।

১৯। কিন্তু জম্বুফল সদৃশ ষোড়শ চিহ্ন যদি কখন কোথায়ও পরিদৃষ্ট হয়।

ময্যাবদ্ধহৃদোঽখিলান্—

শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরী ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক।
কল্পবৃক্ষসম সর্ব্বরস-প্রযোজক॥
তাঁর শিষ্য শ্রীমান্ ঈশ্বরপুরী যতি।
মধুররসাশ্রয় সেই প্রেমানন্দমতি॥
শ্রীমান্ মাধবশিষ্য শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু।
দাস্যসখ্যরসপ্রযোজক মহাবিভু॥
শ্রীঅদ্বৈত নিত্যানন্দ সকলে সমর্থ।
তথাপিহ দাস্যসখ্যে কিছু বিশেষত্ব॥
শ্রীমান্ রঙ্গপুরী হন বাৎসল্য-আশ্রিত।
শ্রীগৌরাঙ্গ ঈশ্বরপুরীতে অঙ্গীকৃত॥
শ্রীরাধার ভাব-কান্তি অঙ্গীকার করি।
জগৎ প্লাবিত কৈলা প্রেমের লহরী॥
কলি আর দ্বাপরের যুগ-অবতার।
কৃষ্ণ আর গৌরাঙ্গ যবে হয়েন প্রচার॥
দোঁহা-রূপে দোঁহা-রূপ একত্রে মিলিয়া।

তাঁর শিষ্য মাধবেন্দ্র ভক্তিচন্দ্রোদয়॥
তাঁর শিষ্য পুরীশ্বর করুণানিধান।
তাঁর শিষ্য প্রভু গৌরচন্দ্র ভগবান্॥

জম্বুফলসমাকারং

দৃশ্যন্তে যত্র কুত্রচিৎ ॥

হে দেবর্ষি শ্রেষ্ঠ! শুন—তাহাতে বুঝিবে ভগবান্ এখানে অংশ বা কলারূপে অবতীর্ণ নহেন, তিনি এখানে স্বয়ং—পূর্ণাবতার।

বিতনবৈ বৃন্দাবনাসঙ্গিনঃ ॥৩৪॥

গূঢ়রূপে যুগধর্ম্ম সাধে প্রকটিয়া ॥
সর্ব্ব-অবতার-রূপ সর্ব্ব-অবতারী।
দয়াল চৈতন্যপ্রভু ক্ষিতি অবতরি ॥
নাম প্রেম ভক্তি দিয়া জীব নিস্তারিলা।
পরমরহস্য ভক্তিপথ দেখাইলা ॥
অতএব কলিযুগে চৈতন্যগোসাই।
পরম উপায় হেন আর কেহ নাই ॥
মাধ্বী-সম্প্রদায় আদি সর্ব্বশিরোমণি।
এবে সম্প্রদায়শিষ্য হইলা আপনি ॥
লোকে ধর্ম্ম প্রচারিতে ভক্তরূপ ধরি।
করিলা অপূর্ব্ব লীলা আশ্চর্য্য মাধুরী ॥
রাধাভাব-মধুপান মূল যে কারণ।
গৌরাঙ্গলীলায় হয় সভার গমন ॥
গন্ধর্ব্বনর্ত্তনে তার হয় বিবরণ ॥
সম্প্রদাপ্রমাণ পদ্মপুরাণে বিদিত।
জগতে প্রসিদ্ধ চারি সম্প্রদা উদিত ॥
আদ্যব্যূহ শ্রীচৈতন্য শ্রীনন্দ-নন্দন।
সর্ব্বধামনায়ক সর্ব্ব-অবতার হন ॥
সর্ব্বরূপে যে যে মাতা পিতা আদিগণ।

তথাহি শ্রীভাগবতে প্রথমে—

(২০)

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ (১)

২০। পূর্ব্বোক্ত মৎস্য কূর্ম্মাদি এবং অনুক্ত অন্যান্য অবতার সকল পুরুষ হইতে সমুদ্ভূত; কেহ তাঁহার অংশ কেহ বা তাঁহার কলা অর্থাৎ

(ক) অবতারানুক্ত্বা বিভূতীরাহ ঋষয় ইতি নম্বেষাং সর্ব্বেষাং তুল্যত্বমেব বা অস্তি বা তারতম্যমিত্যপেক্ষায়ামাহ এতেচেতি—(শ্রীবিশ্বনাথঃ)

(খ) তদেবং পরমাত্মানং সাঙ্গমেব নির্দ্ধার্য্য প্রোক্তানুবাদপূর্ব্বকং শ্রীভগবন্তমপ্যাকারেণ নির্দ্ধারয়তি—(ক্রমসন্দর্ভঃ)

(গ) তত্রবিশেষমাহ—(শ্রীধরস্বামী)

(ঘ) শ্রীকৃষ্ণায়নমঃ—এতদ্বচনার্থমেবাহ—(শ্রীবীররাঘবঃ)

(ঙ) তর্হি কে স্বরূপাংশা—ইতি তত্রাহ এত ইতি—(শ্রীবিজয়ধ্বজঃ

এতে (ক) ঋষি প্রভৃতয়ঃ— (বীররাঘবঃ)

(খ) পূর্ব্বোক্তা ঃ— (ক্রমসন্দর্ভঃ—বিশ্বনাথঃ)

(গ) ঋষয়ঃ—অর্যমাদয়ঃ মনুপুত্রাঃ—প্রিয়ব্রতাদয়ঃ

মহৌজসঃ—অন্যেপ্যতিবীর্য্যবন্তঃ সর্ব্বে— (সুবোধনী)

(ঘ) সএব প্রথমমিত্যারভ্যাথর্সাবিত্যংতেনপ্রোক্তাএতে—(বিজয়ধ্বজঃ)

চ (ক) শব্দাদনুক্তাশ্চ—(ক্রমসন্দর্ভঃ—বিশ্বনাথঃ)

(খ) অন্যেপি— (সুবোধিনী)

।নী।

(১) ক। ত্রিপাদূর্দ্ধং উদৈৎ পুরুষঃ পাদোস্যেহাভবৎ পুনঃ।
ততো বিষঙ ব্যক্রামৎ সাশনানশনে অভি॥

পর্জ্জন্যো নাম গোপাল আসীৎ কৃষ্ণপিতামহঃ।
উপেন্দ্রমিশ্রঃ সন্ জাতঃ শ্রীহট্টে সপ্তপুত্রবান্ ॥৩৫॥
পর্জ্জন্য নামেতে গোপ কৃষ্ণ পিতামহ।

কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।

বিভূতি। এই অবতারের অভিব্যক্তি একদিকে, আর একদিকে চিরন্তন ভগবান্ শ্রীশ্রীকৃষ্ণরূপে নিত্য অধিষ্ঠিত—তিনি স্বয়ং পূর্ণস্বরূপ; পুরুষের

পুংসঃ—

(ক) পরমেশ্বরস্য— (শ্রীধরস্বামী)

(খ) অনিরুদ্ধাখ্যস্য— (বীররাঘবঃ)

(গ) প্রথমমুদ্দিষ্টস্য পুরুষস্য—(ক্রমসন্দর্ভঃ)

(ঘ) প্রথম নির্দ্দিষ্টস্য পুরুষস্য—(বিশ্বনাথঃ)

(ঙ) (নারায়ণস্য ব্রহ্মাণ্ডমূর্ত্তেঃ—সত্বমূর্ত্তের্ভগবতোবিষ্ণোরিরঞ্চিযোঃ —(সুবোধিনী)

(চ) শেষশায়িনঃ পরমপুরুষস্য—(বিজয়ধ্বজঃ)

(ছ) পুরুষাবতারস্য—(সিদ্ধান্তপ্রদীপঃ)

অংশকলাঃ কেচিদংশঃ কেচিৎকলাবিভূতয়শ্চ (শ্রীধরস্বামী)

ক। তত্র মৎস্যাদীনামবতারত্বেন সর্ব্বজ্ঞত্ব সর্ব্বশক্তিমত্বেঽপি যথোপযোগমেবজ্ঞান ক্রিয়াশক্ত্যাবিষ্করণম্।

কুমার নারদাদিষ্বাধিকারিকেষু—যথোপযোগমংশ

(খ) তাবানাস্য মহিমা ততো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।

পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি॥

মহামান্যাভিধা গোপী ব্রজে যাসীদ্বরীয়সী।

কৃষ্ণপিতামহী সৈব নাম্নাত্র কমলাবতী॥৩৬॥

পুরা যশোদা ব্রজরাজনন্দৌ বৃন্দাবনে প্রেমরসাকরৌ যৌ॥

শ্রীহট্টে জন্মিলা আসি পঞ্চপুত্র সহ।

তাঁহার মহিষী গোপী নামে বরীয়সী।

কৃষ্ণ পিতামহী হন গুণেতে সরসী॥

ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং—

অবতার ও তাঁহা হইতে; তিনি পুরুষের অংশ বা কলা নহেন, তিনিই মূলভূত অর্থাৎ যেখানকার যে কোন অবতার হউন না, তাঁহাদের ব্যষ্টি সমষ্টি বা—আশ্রয়স্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের একদেশে তৎসমুদায়ই আশ্রিত। পুরুষ হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদায় অবতারে যতকিছু অংশকলা ভগবান্

কলাবেশঃ। তেষু কুমারাদিষু জ্ঞানাবেশঃ
পৃথ্বাদিষু—শক্ত্যাবেশঃ—(শ্রীধরস্বামী)

(খ) স্বাংশকলাঃ—স্বরূপাংশবতারাঃ। নতত্রাংশাংশিনাং ভেদঃ
(প্রতিবিম্বাংশবৎ (২)— (বিজয়ধ্বজঃ)

(গ) কেচিৎ অংশাং—স্বয়মেবাংশাঃ—
সাক্ষাদংশত্বেনাংশাংশত্বেন দ্বিবিধাঃ কেচিদংশাবিষ্টত্বাদংশাঃ

[ঘ] কেচিত্ত্ব কলা—বিভূতয়ঃ—(ক্রমসন্দর্ভঃ)

গ। পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।

শচী জগন্নাথপুরন্দরাভিধৌ বভূবতুস্তৌ ন চ সংশয়োঽত্র ॥৩৭॥
অমূ অবিশতামেব দেবাবদিতি কশ্যপৌ।

শ্রীউপেন্দ্র মিশ্র আর কমলাবতী নাম।
পঞ্চপুত্রমধ্যে জগন্নাথ গুণধাম ॥
নবদ্বীপে আসি তেঁহ করিলেন বাস।
অন্য নাম পুরন্দর লোকে মহাযশঃ ॥
তাঁর পত্নী জগন্মাতা শচী ঠাকুরাণী।
জগন্নাথ শ্রীল-নন্দ শচী নন্দরাণী ॥
সবে কহে নিজ নিজ উপাসনা মত।

মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে ॥

শ্রীকৃষ্ণের একপাদমাত্র। এ ছাড়া তাঁহার ত্রিপাদ—এই ত্রিপাদ শ্রীকৃষ্ণ-রূপে যথাসময়ে শ্রীবৃন্দাবনে মাধুর্য্যাদি লীলা প্রকাশকরিয়া নরবপুতে প্রকটিত হয়েন। সাধারণতঃ অবতার গ্রহণের প্রয়োজন যুগযুগে অসুর-দিগের দ্বারা উপক্রুতলোককে সুখপ্রদান করা। শ্রীকৃষ্ণাবতারের প্রয়োজন-ভূক্ত সকলকে স্বসাম্যখ্যাদি দ্বয় মায়াতীত করিয়া প্রেমভক্তি দান।

চ কারেণাস্য সংবংধং বারয়তি স্মৃতা ইতি প্রমাণং
পূর্ব্বোক্তাঃ কুমারাদয়স্তু কেচন অংশাঃ
কেচন কলাঃ তেচাবতারাবেশভেদেন নিরূপিতাঃ
চকারাদনুক্তা অপি পুংসো নারায়ণস্য ব্রহ্মাংড়মূর্ত্তেঃ
অংশাঃ কলাশ্চ—(সুবোধিনী)

(২) দ্বিরূপাবংশকৌ তস্য পরমস্য হরের্বিভোঃ
প্রতিবিম্বাংশকশ্চাথস্বরূপাংশক এব চ
প্রতিবিম্বাংশকা জীবাঃ প্রাদুর্ভূতাঃ পরে স্মৃতাঃ
প্রতিবিম্বস্বল্পসাম্যং স্বরূপাণীতরাণি চ ॥

কৌশল্যাদশরথৌ তথা শ্রীপৃশ্নতৎপতী ॥৩৮॥
দেবকীবসুদেবৌ যৌ পিতরৌ রামকৃষ্ণয়োঃ।
তাবপ্যমু অবিশতামিতি জল্পন্তি কেচন।
অন্যথা রামমূর্ত্তেঃ শ্রীবিশ্বরূপস্য নোদ্ভবঃ ॥৩৯॥
রোহিণীবসুদেবৌ যৌ পিতরৌ রামকৃষ্ণয়োঃ ।

অদিতি কশ্যপ আর কৌশল্যা দশরথ ॥
কেহ কহে বাসুদেব দেবকী রোহিণী।
নহিলে কেমনে বিশ্বরূপের জননী ॥
শ্রীল বিশ্বরূপ বলদেব অবতার।
পুন গিয়া হইলা পদ্মাবতীর কোঙর ॥

গোকুল মথুরা দ্বারকা তিন স্থানে।
ভজে পূর্ণ ভগবান্ ত্রিবিধ ভক্তজনে॥

(চ) অংশাংশ সম্ভূতাঃ—(বীররাঘবঃ)

(ছ) ছত্রিংশোযাংভীতিন্যায়েন কেচিদংশাঃ কেচিৎকলাঃ—কেচিদ্বি-ভূতয়ঃ কেচিৎস্বরূপাবতারা(ও) ইতিবোধ্যম্—(সিদ্ধান্ত প্রদীপঃ)

(জ) তথা চ ব্রহ্মসংহিতায়াম্

রামাদিমূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্ নানাবতারমকরোৎ ভুবনেষু কিন্তু।
কৃষ্ণঃ সমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো গোবিন্দমাদিপুরুষংতমহং ভজামি॥

ইতি ব্যাখ্যালেশঃ—(দীপনী)

(ও) ক। ওঁ খং ব্রহ্ম। খং পুরাণং বায়ুরংখমিতিহস্মাহকৌরব্যায়ণীপুত্রো বেদোঽয়ং ব্রহ্মণা বিদুর্বেদেনেন যদ্বেদিতব্যম্॥

পদ্মাবতীমুকুন্দৌ তৌ সন্তৌ জাতৌ দ্বিজোত্তমৌ।
সুমিত্রাদশরথৌ তাবপ্যাবিশতামমু॥৪০॥

ইহার কারণ কিছু নিশ্চয় না হয়।
যথা দেবকীতে হৈতে রোহিণীতে যায়॥
অতএব সর্ব্বমাতা শচী ঠাকুরাণী।
সর্ব্ব অবতার পিতা মিশ্র দ্বিজমণি॥
সর্ব্ব অবতার যথা শ্রীচৈতন্যে বর্ত্তে।
মাতা পিতা তথা শচীমাতা জগন্নাথে॥
অতএব পুরন্দর মিশ্র শচীমাতা।
ত্রিলোকের পরম আরাধ্য একত্রাতা॥
তাঁহাদের শ্রীচরণে শরণ যে লও।
সর্ব্ব অভিলাষ ত্যজি ঐকান্তিক হও॥

মহারাজছত্র চামরাদিযুক্ত বাসুদেবে।
মথুরা দ্বারকাবাসী ভক্তজনে সেবে॥

কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং

(ক) কিমুক্তং ভবতি কৃষ্ণো মেঘশ্যামঃ শেষশায়ী মূলরূপী পদ্মনাভে ভগবান্ স্বয়ং তু—স্বয়মেব ন শাখিশাখাবৎভেদাভেদোপীতি ভাব ইত্যাহ—(বিজয়ধ্বজঃ)

(খ) ইহ যো বিংশতিতমাবতারত্বেন কথিতঃ সঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান এষএব পুরুষস্যাবতারী ভগবানিত্যর্থঃ। (ক্রমসন্দর্ভঃ)

(গ) ইহ যো বিংশতিমাবতারত্বেন কথিতঃ স কৃষ্ণস্তু ভগবান্—ন ত্বংশঃ ন চাংশী পুরুষঃ কিন্তু ভগবান্ জগৃহে পৌরুরঃ রূপং ভগবান্ মহদাদিভিরিতি পদ্যোক্তো যঃ পুরুষস্যাবতারী ভগবান্ স এবেত্যর্থঃ
—(বিশ্বনাথঃ)

(ঘ) কৃষ্ণেতি তস্যাত্বং সামান্যতঃ প্রাপ্তং তু শব্দেন ব্যাবর্ত্তয়তি যস্যাংশাঃ পুরুষাদয়ঃ স ভগবান্ কৃষ্ণ ইত্যর্থঃ—(সুবোধিনী)
কৃষ্ণস্তু ভগবান্ সাক্ষান্নারায়ণ এব আবিষ্কৃতসর্ব্বশক্তিত্বাৎ

খ। পুরাণং চিরন্তনং (পরমবিকারিচাপরিণামি বা)

পৌর্ণমাসী ব্রজেযাসীদ্গোবিন্দানন্দকারিণী।
আচার্য্য শ্রীল গোবিন্দো গীতপদ্যাদিকারকঃ॥৪১॥
নাম্নাম্বিকা ব্রজে ধাত্রী স্তন্যদাত্রী স্থিতা পুরা॥

শ্রীমান্বলরাম স্বয়ং শ্রীনিত্যানন্দ॥
তাঁহার মহিমা আগে ক'হব প্রবন্ধ।
তাঁর মাতা পিতা পদ্মাবতী শ্রীমুকুন্দ॥

বাসুদেব সঙ্কর্ষণ প্রদ্যুম্ন উষাপতি।
চতুর্মূর্ত্তিভেদে ভজে ত্রিজগতের পতি॥

(৬) কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিত্যন্বয়ঃ। জগৃহে পৌরুষংরূপং ভগবানিতি প্রাগুক্তোযস্য পুরুষাপ্যবতারঃ স ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইত্যর্থঃ
—(সিদ্ধান্তপ্রদীপঃ)

বিশ্বনাথঃ— অংশকলাঃ—কেচিদংশাঃ—মৎস্তকূর্ম্মবরাহাদ্যাঃ কেচিৎকলাঃ—কুমার নারদাদয়ঃ আবেশাঃ

যদুক্তং ভাগবতামৃতে

জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দ্দনঃ।
ত আবেশা(৪) নিগদ্যন্তে জীবা এব মহত্তমাঃ।
বৈকুণ্ঠেঽপি যথা শেষো নারদঃ সনকাদয়ঃ॥ —ইতি

তথা পাদ্মে

গ। বেদিতব্যম্ পরমপরং বা ব্রহ্ম।

(৪) ক। স্বয়ং রূপতদেকাত্মরূপ আবেশনামকঃ ইত্যসৌ ত্রিবি(ধং)ধো)

সৈবেয়ং মালিনীনাম্নী শ্রীবাসগৃহিণীমতা॥৪২॥
অম্বিকায়াংস্বসাযাসীন্নাম্না শ্রীলকিলিম্বিকা।

শ্রীমান্ লক্ষ্মণের ভাব নিত্যানন্দে রহে॥
রাঢ়ে স্থিতি যাহার গৃহেতে পূর্ণচন্দ্র॥
অন্য নাম হাড়াই পণ্ডিত লোকে খ্যাত।
শুদ্ধ যে লৌকিক ভাব সামান্যের মত॥
শ্রীসুমিত্রা দশরথ অবতার দোঁহে।
পৌর্ণমাসী ব্রজে যার কৃষ্ণসুখে প্রীত।
তেঁহো শ্রীগোবিন্দাচার্য্য গায়ক পণ্ডিত॥

পরমমোহন দ্বারকা
গোকুল বসতি লীল

আবিষ্টোভূৎ কুমারেষু—নারদে চ হরির্বিভুঃ।
তথা তত্রৈব
আবিবেশ পৃথুং দেবঃ শংখী চক্রী চতুর্ভুজঃ।—ইতি
এতত্তে কথিতং দেবি জামদগ্নের্মহাত্মনঃ।
শক্ত্যাবেশাবতারস্য চরিতং শার্ঙ্গিণঃ প্রভোঃ॥—ইতি
কলেরন্তে চ সংপ্রাপ্তে কল্কিনং ব্রহ্মবাদিনম্।
অনুপ্রবিশ্য কুরুতে বাসুদেবো জগৎস্থিতিম্—ইতি॥
তত্রকুমারনারদাদিষু—জ্ঞানভক্তিশক্ত্যংশাবেশঃ
পৃথ্বাদিষু—ক্রিয়াশক্ত্যংশাবেশঃ।
তে চাবেশা—মহাশক্ত্যা অল্পশক্ত্যা চেতি দ্বিবিধাঃ।

প্রথমাঃ—কুমারনারদাদ্যাঃ অবতারশব্দেনোচ্যন্তে।
দ্বিতীয়া—মরীচিমন্বাদ্যাঃ বিভূতি শব্দেনেতি ভেদোজ্ঞেয়ঃ।

ভাতি প্রপঞ্চাতীত ধামসু তত্র স্বয়ংরূপঃ—
খ। অনন্যাপেক্ষিযদ্রূপং স্বয়ংরূপঃ স উচ্যতে।
তমুদাহরতি "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ" ইত্যাদি
নানকৌমুদীকৃদ্ভিশ্চ কৃষ্ণশব্দস্য "তমালশ্যামলত্বিষি
যশোদা (য়াঃ) স্তনন্ধয়ে পরব্রহ্মণি রূঢ়িঃ ইতি।

কৃষ্ণোচ্ছিষ্টং প্রভুঞ্জানা সেয়ং নারায়ণীমতা ॥৪৩॥

অম্বিকা নামেতে পূর্ব্বধাত্রী যে জননী।
এবে শ্রীমালিনীনাম শ্রীবাসগৃহিণী॥
অম্বিকামাতার ভগ্নী শ্রীলকিলিম্বিকা।
নারায়ণী নাম যার গুণেতে অধিকা॥
কৃষ্ণাধরামৃতপানে যেহ মত্ত হৈলা।

তথাহি শ্রীভাগবতে স্বামিবাক্যম্‌-
(২১)
গোকুলে মথুরায়াঞ্চ
শ্রীকৃষ্ণের লীলা, গোকুল, মথুরা
কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিতি—
শ্রীকৃষ্ণস্যপূর্ণাবতারত্বমুক্তম্
উদাহৃতং ভগবদ্বচনেন
বিভূত্যাদিমতাং জন্তুনাং
মমত্বেনানির্দ্দিষ্ট শ্রীকৃষ্ণস্য

না।

(১) ক। ধামাস্য দ্বিবিধং প্রোক্তং মাথুরং দার্ব্বতী তথা।
মাথুরস্য দ্বিধা প্রাহুর্গোকুলং পুরমেবচ॥

পৌর্ণমাসী ব্রজে যাসীদেগাবিন্দানন্দকারিণী।
আচার্য্য শ্রীল গোবিন্দোগীতপদ্যাদি কারকঃ॥
পুরাসীজ্জনকো রাজা মিথিলাধিপতির্মহান্।
অধুনা বল্লভাচার্য্যো ভীষ্মকোঽপি চ সম্মতঃ॥৪৪॥
শ্রীজানকী রুক্মিণী চ লক্ষ্মীনাম্নী চ তৎসুতা।
চৈতন্যচরিতে ব্যক্তা লক্ষ্মীনাম্নী চ সা যথা॥৪৫॥

যার প্রেমাবেশ দেখি প্রভু প্রশংসিলা॥
মিথিলার পতি শ্রীমান্ জনক রাজন।
তেঁহ শ্রীবল্লভাচার্য্য বিপ্র তপোধন॥
ভীষ্মক রাজন হন কাহার সম্মত।
শ্রীজানকী শ্রীরুক্মিণী দোঁহাতে মিলিত॥
লক্ষ্মীনামে সুতা সেই বল্লভাচার্য্যের।
ত্রৈলোক্য-ঈশ্বরী হর্ত্তা কর্ত্তা জগতের॥

দ্বারবত্যাং তত ক্রমাৎ।
এবং দ্বারকা ভেদে এবং কৈশরাদি
তেজোংশসংভবত্বং শ্রীকৃষ্ণস্য পূর্ণত্বং স্থাপিতম্
অত্রাপি—ভগবানিত্যনেন পূর্ণষাড়্গুণত্বমবগতম্
যদ্বা
অত্রেত্যদিত্যনেন পূর্ব্বোক্তেষু—হিরণ্যগর্ভসনকাদিষু—
কেষাংচিদ্বরাহ নারায়ণ মৎস্যকূর্ম্ম
মোহিনীনৃসিংহ বামন শ্রীরামাবতারাণাং
পূর্ণানাং সত্বেপি দ্বিত্রিন্যায়েন সর্বেপ্য-
বতারাঃ পরামৃশ্যন্তে তত্র পূর্ণত্বং
নাম ষাড়্গুণ্যপূর্ণত্বেন রূপেণ সাক্ষাদব-
তীর্ণত্বম্ অংশাংশসম্ভূতত্বং নাম
তত্তজ্জীবান্তরাত্মতয়াবস্থিতস্য
ষাড়্গুণ্যপূর্ণস্য ভগবতঃ কেনাপ্যৈশ্বর্য্য
বীর্য্যাদিগুণলেশেন জীবদ্বারাবির্ভূতেন
বিশিষ্টতয়াসংজাতত্বং নিরংশস্য

খ। ইতি ধামত্রয়ে কৃষ্ণোবিহরত্যেব সর্ব্বদা।
তত্রাপি গোকুলে তস্য মাধুরী সর্ব্বতোহধিকা॥
গ। চতুর্দ্ধা মাধুরী তস্য ব্রজ এব বিরাজতে॥
ঐশর্য্যক্রীড়য়োর্ব্বেণোস্তথা শ্রীবিগ্রহস্য চ॥

সা বল্লভাচার্য্যসুতা চলন্তী স্নাতুং সখীভিঃ সুরদীর্ঘিকায়াং
লক্ষ্মীরনেনৈব কৃতাবতারা প্রভোর্যযৌ লোচনবর্ত্ম তত্র ॥৪॥
একদিন সখীসঙ্গে গঙ্গাস্নানে যান।
প্রভুদৃষ্টিপাতমাত্রে পড়ি গেলা মন॥

কৃষ্ণলীলা ত্রিধাপ্রোক্তা—

যথাক্রমে, ত্রিধা বিভক্ত (এবং ইহার মধ্যে আবার বিশেষ বিশেষ বহুবিধ বিভাগ আছে।) কিন্তু

ব্রহ্মস্বরূপস্যৈকদেশভেদেনাবির্ভাবা

সংভবাৎ নমু ধর্ম্মিস্বরূপৈকদেশবাচিনোংশশব্দস্য কথং গুণপরত্বমিতি চেন্ন অপৃথক্‌সিদ্ধবিশেষণস্যাপ্যংশশব্দবাচ্যত্বাদ্বিশিষ্ট বস্ত্বেকদেশ ত্বৈস্যবাংশপদ প্রবৃত্তিনিমিত্তত্বাদ্বিশিষ্টবস্ত্বেকদেশত্বং চ বিশেষণ বিশেষ্যয়োরেকদেশতয়া দ্বয়োরপ্যবিশিষ্টং বারহাদ্যবতারাণাং পূর্ণত্বং তু তত্তৎপুরাণাদিভ্য এবাবগংতব্যং।—(শ্রীবীররাঘবঃ)

(স্বয়মিত্যাদি) ন চাবতার প্রকরণে পঠিত ইতি সংশয়ঃ পৌর্ব্বাপর্য্যে পূর্ব্বদৌর্ব্বল্যং প্রকৃতিবদিতি ন্যায়াৎ।

যথা অগ্নিষ্টোমে যদ্যুদগাতা বিচ্ছিদ্যাদদক্ষিণেন যজতে, যদি প্রতিহর্ত্তা সর্ব্বস্ব দক্ষিণেনেতি শ্রুতেঃ তয়োশ্চ কদাচিদ্দ্বয়োরর্বিবিচ্ছেদে প্রাপ্তে বিরুদ্ধয়ো প্রায়শ্চিত্তয়োঃ সমুচ্চয়াসম্ভবে চ পরমেব প্রায়শ্চিত্তং

ঘ। অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশীকাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতীচৈব সপ্তেতা মোক্ষদায়িকাঃ॥—পাতালখণ্ড।
——লঘু ভাগবতামৃত। ৪৯৭।৫২০।৫২৬।৫০৪

২। প্রকৃতির পর পরব্যোম নামে ধাম।
কৃষ্ণবিগ্রহ যৈছে বিভুত্বাদি গুণবান্॥

।সনাতনমিশ্রোঽয়ং পুরা সত্রাজিতো নৃপঃ।
বিষ্ণুপ্রিয়া জগন্মাতা যৎ কন্যা ভূস্বরূপিণী॥৪৭॥
সনাতন মিশ্র যেহ সত্যজিত রাজা।
জগন্মাতা বিষ্ণুপ্রিয়া যাহার আত্মজা॥

তত্তদ্ভেদৈস্ত্বনেকধা ॥
গোকুলে অবস্থানকালে

সিদ্ধান্তিতং তদ্বদিহাপীতি।
অথবা

কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিতি—শ্রুত্যা প্রকরণস্য বাধঃ। যথা শঙ্কর
শারীরিকভাষ্যে। "শ্রুত্যাদিবলীয়স্ত্বাচ্চ ন বাধ ইতি সূত্রে
তে হৈতে বিদ্যাচিতত্বএবেতি শ্রুতিমনশ্চিদাদীনামগ্নীনাং
প্রকরণপ্রাপ্তং ক্রিয়ানুপ্রবেশলক্ষণমস্বাতন্ত্র্যং বাধিত্বা
বিদ্যাত্বৈনৈব সাতন্ত্র্যং স্থাপয়তি তদ্বদিহাপীতি।
অত এতৎ প্রকরণেঽপ্যন্যত্র কচিদপি ভগবচ্ছব্দমকৃত্বা তত্রৈক
ভগবানিতি ভগবান্নহরস্তুরমতি কৃতবান্।
ততশ্চাস্যাবতারেষু গণনা তু স্বয়ং
ভগবানপ্যসৌ স্বরূপস্য এব।

সর্ব্বগ অনন্ত বিভু বৈকুণ্ঠাদি ধাম।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ অবতারের তাহাই বিশ্রাম ॥
তাহার উপরি ভাগে কৃষ্ণলোক খ্যাতি।
দ্বারকা মথুরা গোকুল ত্রিবিধত্বে স্থিতি ॥

উক্তা প্রসঙ্গাৎ কলিনা শ্রীচৈতন্যবিধূদয়ে ॥
ভুবোঽংশরূপা পরমাঞ্চ বিষ্ণুপ্রিয়াং
বিদিত্বা পরিশীয়কান্তামিত্যাদি ॥৪৮॥

পূর্ব্বে বিষ্ণুপ্রিয়া যাহা সত্যভামা হন।
পৃথিবী যাহার অংশ বেদে করে গান ॥
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর দ্বিতীয় মহিষী।
সর্ব্বগুণে গরীয়সী ॥

সপ্তত্রিংশতাধ্যায়ে

শ্রীভগবানের দেবদুর্লভ

নিজ পরিজন বৃন্দানামানন্দ বিশেষচমৎকারায় কিমপি মাধুর্য্যং
নিজজন্মাদি লীলয়া পুষ্ণন্ কদাচিৎ সকল লোকদৃশ্যো।

সর্ব্বোপরি শ্রীগোকুল ব্রজলোক ধাম।
শ্রীগোলোক শ্বেতদ্বীপ বৃন্দাবন নাম॥

বিশ্বামিত্রোঽপি ঘটকঃ শ্রীরামোদ্বাহকর্ম্মণি।
রুক্মিণ্যা প্রেষিতো বিপ্রো যশ্চ শ্রীকেশবং প্রতি।
তাবয়ং বনমালী যৎ কর্ম্মণাচার্য্যতাং গতঃ॥৪৯॥
যশ্চ সত্রাজিতা বিপ্রঃ প্রহিতো মাধবং প্রতি।
সত্যোদ্বাহায় কুলকঃ শ্রীকাশীনাথ এব সঃ॥৫০॥
কেনাবান্তরভেদেন ভেদং কুর্ব্বন্তি সাত্বতাঃ।
সত্যভামাপ্রকাশোপি জগদানন্দপণ্ডিতঃ॥৫১॥

শ্রীরামের বিবাহে ঘটক বিশ্বামিত্র।
সদানন্দব্রাহ্মণ যেহ রুক্মিণীপ্রেরিত॥
তেঁহ দুহুঁ মিলি এবে বনমালী আচার্য্য।
প্রভুর বিবাহে যেঁহ ঘটক সুচর্য্য॥
সত্রাজিতপ্রেরিত ঘটক বিপ্র যেঁহ।
এবে কাশীনাথ ঘটক বিপ্রবর তেঁহ॥
কেহ কহে তেঁহ পূর্ব্বে রুক্মিণীপ্রেরিত।
তাহাতে রুক্মিণীদেবী বিষ্ণুপ্রিয়া মাতা॥
কোন অবান্তর মতে কহে সাধুজন।
নতুবা যে এক তত্ত্ব এক বস্তু হন॥
রূপান্তরে শ্রীমতী সত্যভামার প্রকাশ।
শ্রীমান্ জগদানন্দ পণ্ডিত সুযশঃ॥

বৃহদ্বৃন্দাবনাদিষু

বৃহদ্বৃন্দাবন লীলা সকল

ভবতীত্যপেক্ষয়ৈবেত্যাগতম্।

যথোক্তং ব্রহ্মসংহিতায়াম্—

'রামাদি মূর্ত্তিষু—ভজামীতি" অবতারশ্চ প্রাকৃতবৈভবেঽবতরণমিতি

কৃষ্ণসাহচর্য্যেণ রামস্যাপি পুরুষাংশত্বাত্তয়ো জ্ঞেয়ঃ।

সর্ব্বগ অনন্ত বিভু কৃষ্ণ তনু সম।
উপর্য্যধো ব্যাপিয়াছে নাহিক নিয়ম॥

মথুরায়াং যজ্ঞসূত্রং পুরা কৃষ্ণায় যো মুনিঃ।
দদৌ সান্দীপনিঃ সোঽভূদদ্য কেশবভারতী॥৫২॥
পুরাসীদ্রঘুনাথস্য যো বশিষ্ঠমুনির্গুরুঃ।
স প্রকাশবিশেষেণ গঙ্গাদাসসুদর্শনৌ॥৫৩॥

মতান্তরে কৃষ্ণে যজ্ঞসূত্র দিলা যেঁহ।
অবন্তীতে বাস সন্দীপনি মুনি তেঁহ॥
কেশবভারতী যেঁহ গৌরাঙ্গে সন্ন্যাসী।
করিয়া লইয়া গেলা নবদ্বীপশশী॥
রামচন্দ্রগুরু শ্রীবশিষ্ঠ তপোধন।
তাঁহার প্রকাশ গঙ্গাদাস সুদর্শন॥
তাঁহা দোঁহা স্থানে প্রভুর বিদ্যাভ্যাস লীলা।
অনেক চাঞ্চল্য প্রভু তাহাতে করিলা॥
বৃষভানু মহারাজ ব্রজপুর ধাম।
তেঁহ শ্রীপুণ্ডরীকাক্ষ বিদ্যানিধি নাম॥
স্বয়ং শ্রীরাধার ভাব গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।
বিদ্যানিধি বাপ বলি কান্দিলা ফুকরি॥

গোকুলে বসন্তোলীলা

শ্রীভাগবতে সপ্তত্রিংশত

অত্র

শব্দোংহংশকলাভ্যঃ পুংসশ্চ সকাশাৎ ভগবন্তো বৈলক্ষণ্যং বোধয়তি।

যদ্বা

ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশ তার কৃষ্ণের ইচ্ছায়।
একই স্বরূপ তার নাহি দুই কায়॥

বৃষভানুতয়া খ্যাতঃ পুরা যো ব্রজমণ্ডলে
অধুনা পুণ্ডরীকাক্ষঃ বিদ্যানিধিমহাশয়ঃ ॥৫৪॥
স্বকীয়ভাবমাস্বাদ্য রাধাবিরহকাতরঃ।
চৈতন্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষময়ে তাতাবদৎ স্বয়ং ॥৫৫॥
প্রেমনিধিতয়া খ্যাতিং গৌরো যস্মৈ দদৌ সুখী।
মাধবেন্দ্রস্য শিষ্যত্বাদেগৌরবঞ্চ সদা করোৎ ॥৫৬॥
তৎপ্রকাশবিশেষোহপি মিশ্রঃ শ্রীমাধবো মতঃ।
রত্নাবতীতু তৎপত্নী কীর্ত্তিদা কীর্ত্তিতা বুধৈঃ ॥৫৭॥
অংশাংশিনোরভেদেন ব্যূহ আদ্যঃ শচীসুতঃ।
বলদেবো বিশ্বরূপো ব্যূহঃ সঙ্কর্ষণো মতঃ ॥৫৮॥
নিত্যানন্দাবধূতশ্চ প্রকাশেন স উচ্যতে।
গৌরচন্দ্রোদয়ে ধর্ম্মং প্রভৃতি বাক্যং কলের্যথা ॥৫৯॥
অস্যাগ্রজস্ত্বকৃতদারপরিগ্রহঃ সন্
সঙ্কর্ষণঃ স ভগবান্ ভুবি বিশ্বরূপঃ।

প্রেমপরাকাষ্ঠা দেখি প্রেমনিধি নাম।
রাখিলা আনন্দে প্রভু গৌর গুণধাম।

বর্ণ্যতে স্বু(র) (খ)তুষ্করা ।।

অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

শনেন তু শব্দেন সাবধারণা শ্রুতিরিয়ং প্রতীয়তে। ততশ্চ সাবধারণা

শ্রুতের্ব্বলবতীতি ন্যায়েন শ্রুত্যৈব শ্রুতমপ্যন্যেষাং মহানারায়ণাদীনাং

স্বয়ং ভগবত্ত্বং গুণীভূত্বমাপদ্যতে এবং পুংসঃ ইতি ভগবানিতি চ

প্রথমমুপক্রেমোদ্দিষ্টস্য তস্য শব্দদ্বয়স্য তৎ সহোদরেণ তনৈব

চ

শব্দেন প্রতিনির্দ্দেশাৎ তাবেব থল্বেতাবিতি স্মারয়তি।

উদ্দেশ প্রতিনির্দ্দেশয়োঃ প্রতীতি স্থগিততানিরসনায়,

বিদ্বদ্ভিরেক এব শব্দঃ প্রযুজ্যতে তৎসমোবা।

যথা জ্যোতিষ্টোমাধিকারে বসন্তে জ্যোতিষা যজেতেত্যত্র

জ্যোতিঃ শব্দো জ্যোতিষ্টোম বিষয়ো ভবতীতি।

ইন্দ্রারীতি

পশ্চার্দ্ধং ত্বত্র নান্বেতি—

তু

শব্দেন বাক্যস্য ভেদনাৎ তচ্চ তাবতৈবাকাংক্ষা

পরিপূর্ত্তেঃ একবাক্যত্বে তুচশব্দ এবাকরিষ্যত।

চিন্তামণি ভূমি কল্পবৃক্ষময় বন। চর্ম্ম চক্ষে দেখে তারে প্রপঞ্চের সম ॥

প্রেম নেত্রে দেখে তার স্বরূপ প্রকাশ।

গোপ গোপী সঙ্গে যাঁহা কৃষ্ণের বিলাস ॥ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত

স্বীয়ং মহঃ কিল পুরীশ্বরমাপয়িত্বা

পূর্ব্বং পরিব্রজিত এব তিরোবভূব ইতি ॥৬০॥

মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য গৌরবের পাত্র।

তাঁহার প্রকাশ হয় শ্রীমাধব মিশ্র ॥

রত্নাবলী নাম তাঁর পত্নী শ্রীকার্ত্তিদা।

লীলা অনুসারে সবে নাম ধরে দ্বিধা ॥ ৫৭ ॥

স্বমহিমাচ্ছন্ন কলিযুগে অবতার।

।বিশ্বনাথঃ—

অতএব ছান্দোগ্যে পঞ্চমপ্রপাঠকে·

জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম

যৎপ্রাণা আদিত্যা ইত্যাদ্যুক্ত্বা পশ্চাদুপসংহৃতং

কৃষ্ণায়—দেবকীপুত্রায়েত্যাদিনা—তেনাত্র পুরুষাদিভ্যোঽপি

শ্রেষ্ঠো দেবকীপুত্র এব জ্ঞেয়ঃ।

তদপ্যবতারমধ্যে তস্যগণনম্।

ভূর্লোকস্থ মথুরাদিধামবিলাসিত্বান্নরলীলত্বাৎ

প্রাপঞ্চিকলোকেষু—করুণাধিক্যাদাবির্ভাবতিরোভাবাভ্যাঞ্চ।

তথা চ

গোপালতাপিনী শ্রুতিঃ

"স হোবাচাজযোনিরবতারাণাং মধ্যে শ্রেষ্ঠোঽবতারঃকো ভবিতা

যেন লোকাস্তুষ্যন্তি দেবাস্তুষ্টা ভবন্তি। যং স্মৃত্বা মুক্তা

অস্মাৎ সংসারাৎ তরন্তীতি নন্থ তত্রাংশে

নাবতীর্ণস্য বিষ্ণোবীর্য্যাণি শংস ন ইতি। দিষ্ট্যাস্ত তে

কুক্ষিগতঃ পরঃ পুমানংশেন সাক্ষাদ্ভগবান্ ভয়ায়ন" ইতি।

তাবিমৌ বৈ ভগবতো হরেরংশবিহাগতাবিত্যাদি বহুবাক্যবিরোধে

কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিত্যেকেনৈব বাক্যেন কৃষ্ণস্য পূর্ণত্বং

নিত্যানন্দাবধূতো মহ ইতি মহিতং

হন্ত সঙ্কর্ষণং যঃ। ইতি চ ॥৬১॥

আদ্যব্যূহ শ্রীচৈতন্য স্বয়ং গৌরদেহ।

বলদেব বিশ্বরূপ দ্বিতীয় যে ব্যূহ॥

নিত্যানন্দ অবধূত তাঁহার প্রকাশ।

গৌরাঙ্গের প্রেম তেঁহ সদাই উল্লাস॥

পীতবর্ণ অতিগুপ্ত যেন মন্ত্রোদ্ধার ॥

কথং ব্যবতিষ্ঠতাম্।

অত্রোচ্যতে—

শ্রীভাগবতশাস্ত্রারম্ভে জন্মগুহ্যাধ্যায়োঽয়ং সর্ব্বভগবদবতারবাক্যানাং

সূচকত্বাৎ সূত্রম্—তত্র চৈতে চাংশকলাঃ পুংসঃ

কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিতি পরিভাষা সূত্রম্। যত্র

যত্রাবতারাঃ শ্রূয়ন্তে তত্রাজ্ঞান্ পুরুষাংশাত্বেন

জানীয়াৎ কৃষ্ণস্তু স্বয়ং ভগবত্ত্বেনেতি।

কৃষ্ণঃ পূর্ণষড়ৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যানাং মহোদধিঃ।

অন্তর্ভূত সমস্তাবতারো নিখিলশক্তিমান্—ইতি।

ইন্দ্রারয়োঽসুরা স্তৈঃ স্তন্যৈশ্চ ব্যাকুলমুপক্রুতং

লোকং মৃড়য়ন্তি—সুখিনং কুর্ব্বন্তি

যুগে যুগে—তত্তৎসময়ে ॥

অতঃ পরতরং নান্যৎ—ইতি শ্রীমুখোক্তেশ্চ (সিদ্ধান্তপ্রদীপঃ)

ততশ্চেন্দ্রারীত্যত্র অর্থাৎ তএব পূর্ব্বোক্তা

মৃড়য়ন্তীত্যায়াতি—(ক্রমসন্দর্ভঃ)

যদা শ্রীবিশ্বরূপোঽয়ং তিরোভূতঃ সনাতনঃ।

নিত্যানন্দাবধূতেন মিলিত্বাপি তদা স্থিতঃ ॥৬২॥

ততোঽবধূতো ভগবান্ বলাত্মা

ভবন্ সদা বৈষ্ণববর্গ-মধ্যে।

জজ্বাল-তিগ্মাংশু সহস্রতেজা

কলি ধর্ম্মরাজ প্রতি গৌরাঙ্গের লীলা।

তথাহি শ্রীভাগবতে একাদশে

(২০) খ। কবিরাজ গোস্বামী—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—
সব অবতারের করি সামান্য লক্ষণ।
তার মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্রের করিল গণন॥
তবে শুকদেব মনে পাঞা বড় ভয়।
যার যে লক্ষণ তাহা করিল নিশ্চয়॥
অবতার সব পুরুষের কলা অংশ।
কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ সর্ব্ব অবতংস॥
পূর্ব্বপক্ষ কহে তোমার ভাল ত ব্যাখ্যান।
পরব্যোম নারায়ণ স্বয়ং ভগবান্॥
তিঁহো আসি কৃষ্ণরূপে করেন অবতার।
এই অর্থ শ্লোকে দেখি কি আর বিচার॥
তারে কহে কেনে কর কুতর্কানুমান।
শাস্ত্র-বিরুদ্ধার্থ কভু না হয় প্রমাণ॥

তথাহি একাদশীতত্ত্বে ধৃতন্যায়ঃ—(কাব্যপ্রকাশালঙ্কারে)
অনুবাদমনুক্ত্বা তু ন বিধেয়মুদীরয়েৎ।
ন হ্যলব্ধাস্পদং কিঞ্চিৎ কুত্রচিৎ প্রতিতিষ্ঠতি॥
অনুবাদ না কহিয়া না কহি বিধেয়।
আগে অনুবাদ কহি পশ্চাৎ বিধেয়॥
বিধেয় কহিয়ে তারে যে বস্তু অজ্ঞাত।

ইতি ব্রুবন্ মে জনকো ননর্ত্ত ॥৬৩॥
স্বাংশেন শেষেণ য এব শয্যা
বিষ্ণোশ্চ কৃষ্ণস্য চ বাসভূষা।
দৃঢ়ভাবে সর্ব্ব হর্ষ বিষাদে কহিলা॥

(২২)

নানাতন্ত্র বিধানেন
কলিতে লোকে নানা তন্ত্র বিধিক্রমে শ্রীভগবানকে

অনুবাদ কহি তারে যেই হয় জ্ঞাত ॥
যৈছে কহি এই বিপ্র পরম পণ্ডিত ।
বিপ্র অনুবাদ ইহার বিধেয় পাণ্ডিত্য ॥
বিপ্রত্ব বিখ্যাত তার পাণ্ডিত্য অজ্ঞাত ।
অতএব বিপ্র আগে পাণ্ডিত্য পশ্চাৎ ॥
তৈছে ইহা অবতার সব তার জ্ঞাত ।
কার অবতার ?—এই বস্তু অবিজ্ঞাত ॥
'এতে' শব্দে অবতারের আগে অনুবাদ ।
'পুরুষের অংশ' পাছে বিধেয়-সংবাদ ॥
তৈছে কৃষ্ণ অবতার-ভিতরে হৈল জ্ঞাত ।
তাহার বিশেষ জ্ঞান সেই অবিজ্ঞাত ॥
অতএব 'কৃষ্ণ' শব্দ আগে অনুবাদ ।
'স্বয়ংভগবত্ত্ব' পিছে বিধেয়-সংবাদ ॥
'কৃষ্ণের স্বয়ংভগবত্ত্ব' ইহা হৈল সাধ্য ।
'স্বয়ংভগবানের কৃষ্ণত্ব' হৈল বাধ্য ॥
কৃষ্ণ যদি অংশ হৈত অংশী নারায়ণ ।
তবে বিপরীত হৈত সূতের বচন ॥
'নারায়ণ অংশী যেই স্বয়ং ভগবান্ ।
তেঁহ শ্রীকৃষ্ণ' ঐছে করিত ব্যাখ্যান ॥

স্বাঙ্গস্থ ভূষা বলয়াদিরূপৈঃ
লীলাখ্যয়া যেন নিগূঢ়লীলাং ॥৬৪॥

গৌরাঙ্গের অগ্রজ শ্রীবিশ্বরূপ মতি ।

কলাবাপতথাশৃণু ॥

যে ভাবে পূজা করিবে, তাহাও বলিতেছি, শ্রবণ কর।

ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা করণাপাটব।
আর্ষ-বিজ্ঞবাক্যে নাহি দোষ এই সব ॥
বিরুদ্ধার্থ কহ তুমি কহিতে কর রোষ।
তোমার অর্থে অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ দোষ ॥
যার ভগবত্তা হইতে অন্যের ভগবত্তা।
'স্বয়ং ভগবান' শব্দের তাহাতেই সত্তা ॥
দীপ হইতে যৈছে বহু দীপের জ্বলন।
মূল এক দীপ তাহা করিয়ে গণন ॥
তৈছে সব অবতারের কৃষ্ণ সে কারণ।
আর এক শ্লোক শুন কুব্যাখ্যাখণ্ডন ॥
কৃষ্ণের স্বরূপ আর শক্তিত্রয় জ্ঞান।
যার হয় তার নাহি কৃষ্ণেতে অজ্ঞান ॥
কৃষ্ণস্বরূপের হয় ষড়্‌বিধ বিলাস।
প্রভাব বৈভবরূপে দ্বিবিধ প্রকাশ ॥
অংশ শক্ত্যাবেশরূপে দ্বিবিধাবতার।
বাল্য পৌগণ্ড ধর্ম্ম দুই ত প্রকার ॥
কিশোর স্বরূপ কৃষ্ণ স্বয়ং অবতারী।
ক্রীড়া করে এই ছয় রূপে বিশ্ব ভরি ॥
এই ছয় রূপে হয় অনন্ত বিভেদ।
অনন্ত রূপে এক রূপ নাহি কিছু ভেদ ॥

বারুণী রেবতবংশসম্ভবে

দারপরিগ্রহ নাহি কৈলা হৈলা যতি ॥
শ্রীমান্ ঈশ্বরীপুরীকে রাখি নিজপতি

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষা(হ)কৃষ্ণং—

'কলিতে শ্রীভগবান প্রচ্ছন্নবিগ্রহ," এই শাস্ত্রোপদেশ যে সকল

সুবুদ্ধি ব্যক্তি অবগত আছেন,

চিচ্ছক্তি স্বরূপশক্তি অন্তরঙ্গা নাম।
তাহার বৈভবানন্ত বৈকুণ্ঠাদি ধাম॥
মায়াশক্তি বহিরঙ্গা জগৎ-কারণ।
তাহার বৈভবানন্ত ব্রহ্মাণ্ডের গণ॥
জীবশক্তি তটস্থাখ্য নাহি যার অন্ত।
মুখ্য তিন শক্তি তার বিভেদ অনন্ত॥
এমত স্বরূপগণ আর তিন শক্তি।
সভার আশ্রয় কৃষ্ণ কৃষ্ণে সভার স্থিতি॥
যদ্যপি ব্রহ্মাণ্ডগণের পুরুষ আশ্রয়।
সেই পুরুষাদি সভার কৃষ্ণ মূলাশ্রয়॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ কৃষ্ণ সর্ব্বাশ্রয়।
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥

২১। (শুক্লরক্তস্তথাপীত ইতি পূর্ব্বোক্তাভিপ্রায়েণ—(শ্রীরাধারমণঃ)

কৃষ্ণ(তাং) (ত্বং)ব্যাবর্ত্তয়তি—

(নানা কলিযুগপক্ষে কৃষ্ণবর্ণদেহং—শ্রীবিশ্বনাথঃ)

তস্য প্রিয়ে দ্বে বসুধা চ জাহ্নবী।
।সূর্য্যদাসস্য মহাত্মনঃ সুতে
ককুদ্মিরূপস্য চ সূর্য্যতেজসঃ ॥৬৫॥

অপি তিরোধান কৈলা প্রচারিয়া ভক্তি॥
নিত্যানন্দ প্রভু এক শক্তি প্রকাশিলা।
ভক্তগণমধ্যে তেজঃপুঞ্জরূপ হৈলা॥

সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।

তাঁহারা সাঙ্গপাঙ্গসঙ্গে সুদর্শন চক্রাদির পরিবর্ত্তে হরিনামমন্ত্রসহায় অন্তঃকৃষ্ণ

ত্বিষা—(অহত্যা)—কান্ত্যা (উপলক্ষিতম্)

(কৃষ্ণেন স্বাসাধারণেন বর্ণেন যুক্তম্—শ্রীশুকদেবঃ) (কৃষ্ণবর্ণম্—শ্রীবীররাঘবঃ)

(যোঽকৃষ্ণো—গৌরস্তং—ক্রমসন্দর্ভঃ)

(অকৃষ্ণম্—বিশ্বনাথঃ)

অকৃষ্ণমিন্দ্রনীলমণিবদুজ্জ্বলম্ (ইতি ইন্দ্রনীলমণেঃ ভাস্বররূপত্বাৎ

গুপ্তাবতার সূচনং, তথাপি "ছন্নঃ" কলৌ

যদভবস্ত্রিযুগোঽথসত্য মিতি প্রহ্লাদ বাক্যানুসারাৎ গোপনমেব

যুক্তম্ অতি রহস্যত্বাদিত্যভিপ্রায়েণ—রাধারমণঃ)

যদ্বা

ত্বিষা কৃষ্ণং—কৃষ্ণাবতারম্

অনেন কলৌ কৃষ্ণাবতারস্য প্রাধান্যং দর্শয়তি।

কেচিৎ শ্রীবসুধাদেবীং কলাবপি বিবৃণ্বতে।
অনঙ্গমুঞ্জরীং কেচিজ্জাহ্নবীঞ্চ প্রচক্ষতে।
উভয়ন্তু সমীচিনং পূর্ববন্যায়াং সতাং মতং ॥৬৭॥
সঙ্কর্ষণস্য যো ব্যূহঃ পয়োধিশায়িনামকঃ।
স এব বীরচন্দ্রোঽভূচ্চৈতন্যাভিন্নবিগ্রহঃ ॥৬৭॥

সহস্রসূর্য্যের তেজ ধারণ করিলা।
শিবানন্দ সেন হেরি নাচিতে লাগিলা ॥
যার অংশে শেষ যেঁহ সন্ধিনীশকতি।
কৃষ্ণ ধাম বাস ভূষা সব্বরূপে স্থিতি ॥
বারুণী রেবতী দোঁহে বসুধা জাহ্নবা।
নিত্যানন্দপ্রিয় দোঁহে অতুলনা প্রভা ॥

যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ে—

বহির্গৌর অর্থাৎ সুবর্ণবিদ্যুৎকান্তি দ্বারা আবৃত, স্নিগ্ধঘনশ্যামদদ্যুতি

এবং ভক্তরূপে প্রচ্ছন্ন, শ্রীভগবানকে

(ইতি ন কেবলং বর্ণতঃ কৃষ্ণমপি তু কান্ত্যাপি কৃষ্ণ বর্ণাবভরাসিত্যর্থঃ।

অনেন শ্লোকেন কৃষ্ণাবতারস্য প্রধান্যমিতুক্ত্যা

দ্বাপরে ভগবানশ্যামঃ ইত্যত্র কৃষ্ণশ্যামবর্ণঃ কশ্চনঃ

শ্রীকৃষ্ণাদন্য এবাবতারঃ ইতি স্বাম্যাভপ্রায়ঃ গুপ্ততয়া তু

তদিষ্টিরপি তত্র প্রথমং

সূচিতৈব কৃষ্ণগৌরাবতার পক্ষস্ত সন্দর্ভাদেদৃশ্য ইতি। শ্রীরাধারমণঃ)

(কৃষ্ণং—শ্রীকৃষ্ণং

অঙ্গানি—হৃদয়াদীনি—হৃদয়াদিমন্ত্রমূর্ত্তয়ঃ

উপাঙ্গানি—কৌস্তভাদীনি

অস্ত্রাণি—সুদর্শনাদীনি

পার্ষদাঃ—নন্দসুনন্দাদয়ঃ তৎসহিতং (গরুড়াদয়স্তৈস্ত সহিতম্—শ্রীশুকদেবঃ

সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈঃ—সংকীর্ত্তনপ্রচুরৈঃ—নামোচ্চারণং স্তুতিশ্চ—তৎপ্রধানৈঃ

যজ্ঞৈরর্চনাত্মকৈঃ—পরিচর্যামার্গৈঃ

সুমেধসঃ—বিবেকিনঃ (—সুবুদ্ধয়ঃ

যজন্তিহি—(শ্রীবীররাঘবঃ) শ্রীধরস্বামী

অমূং প্রাবিশতাং কার্য্যাৎ সহজৌ নিশঠোল্মূকৌ

মীনকেতন রামাদি ব্যূহঃ সঙ্কর্ষণোঽপরঃ ॥৬৮॥

সূর্য্যসমতেজঃ শ্রীল সূর্য্যদাস যেঁহ।

পূর্ব্বে যে কুকুদ্মী নাম মহারাজ তেঁহ॥

রেবতীর পিতা এবে প্রভুর পার্ষদ।

করিতে আইলা লীলাঅপূর্ব্ব বিনোদ॥

যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥

পূজা করিয়া থাকেন ॥ ১১।৫।৩১-৩২॥

শ্রীবিশ্বনাথঃ—

একতঃ কলিযুগপক্ষে কৃষ্ণবর্ণং

কিন্তু

ত্বিষা—বহিঃ স্ফুরন্ত্যা কান্ত্যা অকৃষ্ণম্

শুক্লরক্তশ্যামানামুক্তত্বাৎ পারিশেষ্যেণ পীতম্

অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরম্ ইত্যর্থঃ

যথা

সাঙ্গোপাঙ্গেত্যাদিকমুভয়পক্ষেঽপি স্পষ্ট প্রচ্ছন্নত্বাভ্যাং তুল্যঃ এবার্থঃ

যে সুমেধসঃ—"শুক্লোরক্তস্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গত" ইতি

"ছন্নঃ কলাবিতি" "কলাবপি তথা শৃণু ত্যাদীনাং"

তাৎপর্য্যার্থা(র্থ)ধারণাবতী তেষাং বুদ্ধিঃ শোভনা ভবেৎ

তত্রৈব নান্যে ইত্যর্থঃ।

শ্রীজীবঃ—

শ্রীকৃষ্ণাবতারানন্তর কলিযুগাবতারং পূর্ব্ববদাহ·

ত্বিষা কান্ত্যা যোঽকৃষ্ণো গৌরস্তং সুমেধসো যজন্তি।

গৌরত্বং চাস্য—

বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা যাসীৎ সা নিজনামতঃ।

নিত্যানন্দাত্মজা জাতা মাধবঃ শান্তনুর্নৃপঃ ॥৬৯॥

বসুধা জাহ্নবা কন্যা জগল্লক্ষ্মীশ্বরী।

ভাগৌর নাধিক সীমা সৌভাগ্যাধিকারী ॥

(২৩)

ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্ট দোহং।

২৩। হে শরণাগতের প্রতিপালক ও আশ্রয়! হে বেদৈকবেদ্য মহাপুরুষ (শ্রীগৌরচন্দ্র পক্ষে শ্লিষ্টার্থে) হে পরমহংস, মহামুনীন্দ্র) আমি তোমার সেই চরণারবিন্দ বন্দনা করি, যে চরণারবিন্দ ধ্যান করিবার জন্য

"আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহস্য"—ইত্যত্র
পারিশেষ্যপ্রমাণলব্ধমিদানীমেত তদবতা (?)
স্পদত্বেনাভিখ্যাতে দ্বাপরে কৃষ্ণতাংগত ইত্যুক্তেঃ
শুক্লরক্তয়োঃ সত্যত্রেতাগতত্বেন দর্শিতত্বাচ্চ
পীতস্যাতীতত্বং প্রাচীনাবতারাপেক্ষয়া
অত্র শ্রীকৃষ্ণস্য পরিপূর্ণরূপত্বেন বক্ষ্যমাণত্বাদ্যুগাবতারত্বং
তস্মিন্ সর্বেঽপ্যবতারা অন্তর্ভূতা ইতি
তত্তৎ প্রয়োজনং তস্মিন্নেকস্মিনেব সিধ্যতীত্যপেক্ষয়া
তদেবং যদ্দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণোঽবতরতি তদৈব কলৌ
শ্রীগৌরোঽপ্যবতরতীতি স্বারস্যলব্ধঃ (?)
শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাববিশেষএবায়ং গৌর ইত্যায়াতি
তদব্যভিচারাৎ তদেতদাবির্ভাবত্বং তস্য স্বয়মেব বিশেষণদ্বারা ব্যনক্তি
কৃষ্ণবর্ণং—(১) কৃষ্ণেত্যেতৌ বর্ণৌ চ যত্র যস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবনাম্নি
কৃষ্ণত্বাভিব্যঞ্জকং কৃষ্ণেতি বর্ণযুগলং প্রযুক্তমস্তীত্যর্থঃ।

ব্যূহস্তৃতীয়ঃ প্রদ্যুম্নঃ প্রিয়নর্ম্মসখোঽভবৎ।
চক্রে লীলাসহায়ং যো রাধামাধবয়োর্ব্রজে।
শ্রীচৈতন্যাদ্বৈততনুঃ স এব রঘুনন্দনঃ॥ ৭০ ॥

কেহ কহে বসুধাজী সরস্বতীরূপ। অনঙ্গমঞ্জরী হন জাহ্নবাস্বরূপ॥
দুই যে স্বরূপ হয় পূর্ব্বস্মারমতে। ইহাতে সন্দেহ নাহি সাধুর সম্মতে॥

তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যং।

কোন দেশকাল নিয়ম নির্দ্দিষ্ট নাই, অর্থাৎ যাহা অবাধে সদাই সকলে ধ্যান করিয়া সুখী হইতে পারে। তাহাছাড় যে চরণারবিন্দ সকলের

(২) তৃতীয়ে শ্রীমদুদ্ধববাক্যে সমাহূতা ইত্যাদি পদ্যে
শ্রিয়ঃ সবর্ণেনেত্যত্র টীকায়াং শ্রিয়োরুক্মিণ্যাঃ
সমানবর্ণদ্বয়ং বাচকং যস্য স শ্রিয়ঃ সবর্ণো
রুক্মীত্যপি দৃশ্যতে।
যদ্বা
(৩) কৃষ্ণং বর্ণয়তি তাদৃশ স্বপরমানন্দবিলাস স্মরণোল্লাস
বশতয়া স্বয়ংগায়তি পরমকারুণিকতয়া চ
সর্ব্বেভ্যোঽপি লোকেভ্যস্তমেবোপদিশতি যস্তম্।
অথবা
(৪) স্বয়মকৃষ্ণং—গৌরং ত্বিষা স্বশোভয়া বিশেষৈণৈর কৃষ্ণোপদেষ্টারং
যদ্দর্শনেনৈব সর্ব্বেষাং কৃষ্ণঃ স্ফুরতীত্যর্থঃ।
কিংবা
(৫) সর্ব্বলোকদ্রষ্টারং কৃষ্ণং গৌরমপি ভক্তবিশেষদৃষ্টৌ
ত্বিষা প্রকাশবিশেষেণ কৃষ্ণবর্ণং তাদৃশ শ্যামসুন্দরমেব সন্তমিত্যর্থঃ
তস্মাত্তস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণরূপস্যৈব প্রকাশাৎ তস্যৈবাবির্ভাববিশেষঃ
স ইতি ভাবঃ। তস্য ভগবত্ত্বমেব স্পষ্টয়তি—

ব্যূহস্তুর্য্যোঽনিরুদ্ধো যঃ স বক্রেশ্বরপণ্ডিতঃ।
কৃষ্ণাবেশজনৃত্যেন প্রভোঃ সুখমজীজনৎ॥ ৭১

সঙ্কর্ষণের ব্যূহ শ্রীপয়োঽব্ধিশায়ী।
চৈতন্য অভিন্ন বীরচন্দ্র যে গোসাঞি॥
কোন কার্য্য অনুরোধে তাঁহাতে আবেশ।
দিশঠ উন্মুক (উন্মুখ) দুই আভীরবিশেষ॥

ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং

চরম আশ্রয়, যাহা শিববিরিঞ্চি আপ্তকাম হইয়াও সুখস্বরূপ বলিয়া বন্দনা করেন, (আচার্য্য হরিদাস প্রভৃতি কে চরণ প্রান্তে চির অবনত মস্তক) যাহা ভৃত্য শরণাগত জনের শারীরিক মানসিক এবং এমন

সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্...

অঙ্গান্যেব—পরমমনোহরত্বাৎ

উপাঙ্গানি—ভূষণাদীনি মহাপ্রভাবত্বাৎ—তান্যেব

অস্ত্রাণি—সর্ব্বদৈবৈকান্ত্যবাসিত্বাৎ—তান্যেব

পার্ষদাঃ—বহুভির্মহানুভাবৈরসকৃদেব তথা দৃষ্টোঽসৌ ইতি

গৌড়বরেন্দ্রসুহ্মোৎকলাদিদেশীয়ানাং মহাপ্রসিদ্ধেঃ

যদ্বা

অত্যন্তপ্রেমাস্পদত্বাৎ তত্তুল্যাএব

পার্ষদাঃ—শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য মহানুভাবচরণপ্রভৃতয়স্তৈ সহ

বর্ত্তমানমিতি চার্থান্তরেণ ব্যক্তং তদেবং ভূতং

কৈ—যজন্তি ? যজ্ঞৈঃ—পূজাসম্ভারৈঃ

"ন যত্র যজ্ঞেশমখা মহোৎসবা"

ইত্যুক্তেঃ তত্র চ বিশেষেণ তমেবাভিধেয়ং ব্যনক্তি।

সংকীর্ত্তনং—বহুভির্মিলিত্বা তদগানসুখং শ্রীকৃষ্ণগানং তৎপ্রধানৈঃ

তথা সংকীর্ত্তনপ্রাধান্যস্য তদাশ্রিতেষ্বেব দর্শনাৎ সএবাত্রাভিধেয়ং

ইতি স্পষ্টং অতএব সহস্রনাম্নি তদবতারসূচকানি

সুবর্ণ বর্ণোহেমাঙ্গোবরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী

সন্ন্যাসকৃচ্ছমঃশান্ত ইত্যাদীনি দর্শিতং—চৈ তৎপরম বিদ্বচ্ছিরোমণিনা

সহস্রগায়ন্নামহং দেহি হ্বং করুণাময়।

• ইতি চৈতন্যপ্রাদে য উবাচ মধুরং বচঃ ॥ ৭২ ॥

মীনকেতন রামদাস সঙ্কর্ষণব্যূহ। নিত্যানন্দসুতা গঙ্গা গঙ্গানাম সহ ॥

বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দং ॥

কি সংসারগত্তাপতিরূপ বিষম যাতনারও নিবর্ত্তক এবং যাহা গঙ্গাদি সর্ব্বতীর্থের সঙ্গমক্ষেত্র বলিয়াও পরম পবিত্র। । ১১ । ৫ । ৩৩ ॥

শ্রীসার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্যেণ কালান্নষ্টংভক্তিযোগং নিজং যঃ
প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা আবির্ভূত স্তস্য পদারবিন্দে
গাঢ়ং গাঢ় লীয়তা চিত্তভৃঙ্গ ইতি।

স্বপ্রকাশবিভেদেন শশিরেখা তমাবিশৎ।
আবির্ভাবো গৌরহরের্নকুলব্রহ্মচারিণি॥ ৭৩ ॥
আবেশশ্চ তথা জ্ঞেয়ো মিশ্রে প্রদ্যুম্নসঞ্জকে।
আচার্য্যো ভগবান্ খণ্ডঃ কলা গৌরস্য কথ্যতে॥৭৪॥
গোপীনাথাচার্য্যনাম্না ব্রহ্মা জ্ঞেয়ো জগৎপতিঃ।
নবব্যূহে তু গণিতো যস্তন্ত্রে তন্ত্রবেদিভিঃ॥ ৭৫ ॥

শান্তনু রাজন শ্রীমান্ মাধব আচার্য্য।
পতিভাবে তাহে কৈল যেঁহ সব আর্য্য।
ব্যূহ তৃতীয় প্রদ্যুম্ন যেঁহ বৃন্দাবনে।
প্রিয়নর্ম্মসখা নিত্য উজ্জ্বল-আখ্যানে॥
শ্রীচৈতন্য শ্রীঅদ্বৈত-তনুর সমান।
তেঁহ প্রিয় পারিষদ শ্রীরঘুনন্দন॥
ব্যূহ চতুর্থ অনিরুদ্ধ ভক্তিশক্তিমান্।
বক্রেশ্বর পণ্ডিত যেঁহো প্রেমের নিধান॥
কৃষ্ণাবেশে নিত্য প্রভুসুখ লাগি মাগে।
সহস্র সায়ক নিজ দেহ অনুরাগে॥
প্রকাশভেদেতে তেঁহ শশীরেখা সখী।
এইরূপে এক দেহ গৌরসুখে সুখী॥
গৌরাঙ্গের আবেশে নকুল-ব্রহ্মচারী।

(২৪)

ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ সুরেপ্সিত রাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যং।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাব
দ্বন্দেমহাপুরুষ তে চরণারবিন্দং॥

২৪ ধর্ম্মেরপ্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠাবশতঃ ও সদাচার পরায়ণতাহেতু পিতৃবচন (ব্রাহ্মণের শাপবাক্য) শিরোধার্য্য করিয়া যিনি দেববাঞ্ছিত (দুস্ত্যজ্য

ব্রজে আবেশরূপত্বাদ্ব্যূহো সোঽপি সদাশিবঃ।
স এবাদ্বৈতগোস্বামী চৈতন্যাভিন্নবিগ্রহঃ॥৭৬॥
যশ্চ গোপালদেহঃ সন্ ব্রজে কৃষ্ণস্য সন্নিধৌ।
ননর্ত্ত শ্রীশিবাতন্ত্রে ভৈরবস্য বচো যথা॥৭৭॥
একদা কার্ত্তিকে মাসি দীপযাত্রামহোৎসবে।
স রামঃ সহ গোপালঃ কৃষ্ণো নৃত্যতি যত্নবান্॥৭৮॥
নিরীক্ষ্য মদগুরুর্দেবো গোপভাবাভিলাষবান্।
প্রিয়ে নর্ত্তিতুমারব্ধশ্চক্রভ্রমণলীলয়া॥৭৯॥
শ্রীকৃষ্ণস্য প্রসাদেন দ্বিবিধোঽভূৎ সদাশিবঃ।
একস্তত্র শিবঃ সাক্ষাদন্যো গোপালবিগ্রহঃ॥৮০॥

তথা প্রদ্যুম্নমিশ্র সমান তাহারি॥
গৌরাঙ্গের কলা খঞ্জ ভগবান্ আচার্য্য।
গোপীনাথাচার্য্য ব্রহ্মা ত্রিজগত-আর্য্য॥
নবব্যূহে সদাশিব ব্রজ-আবরণ।
যেঁহ শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু চৈতন্য-অভিন্ন॥
যেঁহ গোপেশ্বর বৃন্দাবনে গোপবেশে।
নৃত্য কৈলা কৃষ্ণ-আগে কৃষ্ণপ্রেমাবেশে॥

(২৫)

অকৃষ্ণরূপং গৌরাঙ্গং কৃষ্ণচৈতন্যসং জ্ঞকং

রাজ্যলক্ষ্মী (কমনীয়কান্তিবিশিষ্টা প্রিয়তমা পত্নী শ্রীলক্ষ্মীদেবীকে) পরিত্যাগ করিয়া (বনে গমন করিয়াছেন (সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছেন) যিনি অতিশয় ভক্তবাৎসল্যহেতু পত্নীর অভিলষিত স্বর্ণমৃগের অনুসরণে যাত্রা করিয়াছিলেন (যিনি পুত্রকলত্রাদিরূপ সংসারের মায়াবদ্ধ জীবের

মহাদেবস্য মিত্রো যঃ কুবেরো গুহ্যকেশ্বরঃ।
কুবেরপণ্ডিতঃ সোঽদ্য জনকোঽস্য বিদাম্বরঃ॥৮১॥

শিবাতন্ত্রে কহে শুন ইহার প্রমাণ।
ভৈরব প্রিয়ার সনে কহিলা যেমন॥
এক কার্ত্তিকেয় দীপযাত্রা মহোৎসবে।
রামকৃষ্ণ সখাসনে নৃত্য করে যবে॥
মোর গুরু মহাদেব শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদে।
হেরিয়া উন্মত্ত হৈলা প্রেমানন্দমদে॥
গোপশিশু রূপ ধরি গোপাল সহিতে।
চক্রভ্রমণ যথা লাগিলা নাচিতে॥
কুবের গুহ্যকেশ্বর মহাদেবমিত্র।
তুষিলা শ্রীদেবদেবে জপি সিদ্ধমন্ত্র॥
প্রসন্ন হইয়া কহে কি বর মাগহ।
তেঁহ কহে তুমি মোর পুত্রজন্ম লহ॥
তথাস্তু বলিয়া শিব অঙ্গীকার কৈলা।
কোনোকালে তব পুত্র হব বর দিলা॥
সেইকালে প্রতীক্ষা করিয়া যক্ষরাজ।
কষ্টেতে যাপন সেই কাল করে ব্যাজ॥

প্রেমভক্তিপ্রদং বন্দে হরিনাম প্রকাশকং ॥

প্রতি অনুকম্পা পূর্ব্বক, তাঁহাদিগকে আপনার চরণসংস্পর্শে দুস্তর ভবসমুদ্র হইতে উদ্ধার করিয়া প্রেমাম্বুধিতে নিপাতিত করিয়াছেন)—এমন মহাপুরুষ তুমি—আমি তোমার চরণারবিন্দ বন্দনা করি। ১১।৫।৩৪॥

২৫। সুবর্ণ বিদ্যুৎ কান্তি সেই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য চন্দ্রকে আমি বন্দনা করি, যিনি প্রেমভক্তি প্রদাতা, এবং হরিনামের প্রচারক ও প্রকাশক।

পুরা কুবেরঃ কৈলাসে সিদ্ধসাধ্যনিষেবিতে।
জজাপ পরমং মন্ত্রং শৈবং শ্রীশিববল্লভঃ ॥৮২॥
ততো দয়ালুর্ভগবান্ বরং বৃণীতি সোহব্রবীৎ।
তদা কুবেরো বরয়ামাস ত্বং মে সুতো ভব ॥৮৩॥
প্রার্থিতস্তেন দেবেশো বরদেশঃ সদাশিবঃ।
জন্মন্যন্তরে পুত্রং প্রাপ্স্যামি পুত্রতাং তব ॥৮৪॥
ইতি প্রাপ্য বরং কষ্টং কিয়ন্তং কালমাস্থিতঃ।
কার্য্যাদীশবশাৎ সোহদ্যাদ্বৈতস্য জনকোহভবৎ ॥৮৫॥
যোগমায়া ভগবতী গৃহিণী তস্য সাম্প্রতং।
সীতারূপেণাবতীর্ণা শ্রীনাম্না তৎপ্রকাশতঃ ॥৮৬॥
পুত্রোহচ্যুতানন্দঃ কৃষ্ণচৈতন্যবল্লভঃ।

প্রভুর পার্ষদে আসি তেঁহো জনমিলা।
সে রূপেও কুবের তাঁহার নাম হৈলা॥
তাঁহার নন্দন শ্রীল-অদ্বৈত গোসাঞি।
তাঁহার গৃহিণী সীতা শ্রী-নামনী দুই।
দুই ঠাকুরাণী যোগমায়ার প্রকাশ।
মহাপ্রভু অতি যাঁর স্নেহের বিলাস॥

নানাতন্ত্র বিচারে শুন নিগূঢ় অবতার।
সর্ব্বত্র এমত কথা না হয় প্রচার ॥ ২২ক ॥

টিপ্পনী।

(২২) ক। শ্রীমদ্‌বলদেববিদ্যাভূষণকৃতসারদারঙ্গদায়াং ২২ সংখ্যক-শ্লোকস্য ব্যাখ্যেয়ম্—

অথ কৃষ্ণাবির্ভাবস্য স্বসাক্ষাৎকৃতপাদাম্বুজস্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্য বিজয়-ব্যঞ্জনং মঙ্গলম্। নিমিনৃপেণ পৃষ্টঃ করভাজনযোগী সত্যাদিযুগাবতারানুক্ত্বা "কলাবপি তথা শৃণু" (ভা, ১১।৫।৩১) ইতি তমবধাপয়ন্নাহ, কৃষ্ণেতি। সুমেধসঃ পুরুষাঃ কলাবপি হরিং যজন্তি। কৈঃ? ইত্যাহ, সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈঃ, যজ্ঞৈঃ—অর্চ্চাবিধিভিরিতি; তং কীদৃশম্? ইত্যাহ, কৃষ্ণো বর্ণো রূপং যস্যাস্তরিতি শেষঃ; "বর্ণো দ্বিজাদিশুক্লাদিযশোগুণ-কথাসু চ।" ইতি মেদিনী। ত্বিষা ত্বকৃষ্ণং—"শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ।" (ভা, ১০।৮।১৩) ইতি গর্গোক্তিপারিশেষ্যাৎ বিদ্যুদ্‌গৌরকান্তিকমিত্যর্থঃ। অঙ্গেতি—ব্যাখ্যাতং—(২, পৃষ্ঠায়াম্) গর্গবাক্যে পীত ইতি প্রাচীনতদবতারাপেক্ষয়া। অয়মবতারঃ শ্বেতবারাহকল্পগতাষ্টাবিংশতিতমবৈবস্বতমন্বন্তরীয়কলৌ বোধ্যঃ, তত্রত্যে শ্রীচৈতন্যে এব পদ্যোক্তধর্ম্মাণাং দর্শনাৎ; অন্যেষু কলিষু তু ক্বচিচ্ছ্যামত্বেন ক্বাপি শুকপত্রাভত্বেন বাবতারস্যোক্তেঃ; স চ স চ তদাবিষ্টো জীববিশেষ ইতি "প্রত্যক্ষরূপধৃক্ দেবো দৃশ্যতে ন কলৌ হরিঃ।" (বিষ্ণুধর্ম্মে) ইত্যাদিবাক্যং তদ্বিষয়ম্। তদ্‌যাজিনঃ সুমেধসস্তু "ছন্নঃ কলৌ যদভবঃ" (ভা, ৭।৯।৩৮) "শুক্লো রক্তস্তথা পীতঃ" "কলাবপি তথা শৃণু," ইত্যাদিবাক্যভাববিদো বোধ্যাঃ। ছন্নত্বং—প্রেয়সীত্বিষাবৃতত্বম্

সৎপণ্ডিতগোস্বামিশিষ্যঃ প্রিয় ইতি শ্রুতঃ ॥৮৭॥

সীতাঠাকুরাণীপুত্র শ্রীঅচ্যুতানন্দ।

পুরাণ গোপন মেঘাচ্ছন্ন নিশাকর।
ঝাঁপয়ে অভক্ত চক্ষু ভক্তের গোচর ॥
অকৃষ্ণ সঙ্কেতে কহে উজ্জ্বল গৌরলীলা
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পূর্ব্ব মহিমা প্রকাশিলা ॥

বৃহন্নারদীয়ে চৈবমুক্তম্—"অহমেব কলৌ বিপ্র! নিত্যং প্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ। ভগবদ্ভক্তরূপেণ লোকান্ রক্ষামি সর্ব্বথা॥" ইতি। (৩৪ শ্লোঃ) শ্রুতিশ্চৈতমভিপ্রৈতি—"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।" (১) ইত্যাদিনা মুণ্ডকে (৩।১।৩), "মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তকঃ।" ইতি শ্বেতাশ্বতরাণামুপনিষদি চ (৩।১২)। যত্ত্ব দ্বাপরেঽপি ক্বচিৎ স্কান্দে হরিবংশে চ পীতত্বমুক্তং, তদপি কাদাচিৎকমস্ত, হরের্নানাবতারত্বাৎ ॥

(১) ক। ব্রজপরিক্রমা—১৬০৮—১৬২৭।—

"সন্ন্যাসীর শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
দর্শনদানেতে কৈল সর্ব্বজনে ধন্য ॥
হেন প্রভু চৈতন্যচাঁদের দরশনে।
হইলা বিহ্বল লোক আপনার জ্ঞানে ॥
নিভৃতে রহিয়া কেহ কাহ প্রতি কয়।
বিপ্ররূপে এ ঈশ্বর বেদে নিরূপয় ॥
তথাহি সামবেদে—
ওঁ যদা দৃশ্যং পশ্যতে রুক্মবর্ণং
কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরং সাম্যমুপৈতি ॥

যঃ কার্ত্তিকেয়ঃ প্রাগাসীদিতি জল্পন্তি কেচন।
কার্ত্তিকেয় রূপে পূর্ব্বে যেঁহ জিনি চন্দ্র ॥

হরিনাম সংকীর্ত্তনে ভজয়ে পণ্ডিত।
স্বতন্ত্র হইয়া জপে নাম ভুবনপূজিত ॥

কেহ কহে ভক্তরূপ মিশ্র বিশ্বম্ভর।
যুক্ত সর্ব্ব লক্ষণ এ সকলের পর ॥

তথাহি—

ইত্যোঽহং কৃতসন্ন্যাসোঽবতরিষ্যামি সগুণো নির্ব্বেদো নিষ্কামো ভূগীর্ব্বাণস্তীরস্থোঽলকনন্দায়াঃ কলৌ চতুঃসহস্রাব্দোপরি পঞ্চসহস্রাভ্যন্তরে গৌরবর্ণোদীর্ঘাঙ্গঃ সর্ব্বলক্ষণযুক্ত ঈশ্বরপ্রার্থিতো নিজরসাস্বাদো ভক্তরূপো মিশ্রাখ্যো বিদিত যোগোঽস্যাং ॥ ইতি তু আথর্ব্বণস্য তৃতীয়কাণ্ডে ব্রহ্মবিভাগানন্তরং ॥

কেহ কহে এল কলি প্রথম সন্ধ্যায়।
স্বশক্তি ঐক্য এ গৌরচন্দ্রে বেদে গায় ॥

তথাহি অথর্ব্ববেদে পুরুষবোধন্যাম্—

সপ্তমে গৌরবর্ণবিষ্ণোরিত্যনেন স্বশক্ত্যা চৈক্যমেত্য প্রান্তে প্রাতরবতীর্য্য সহ স্বৈঃ স্বমনু শিক্ষয়তি ॥

অস্য ব্যাখ্যা—

সপ্তমে—সপ্তমমন্বন্তরে বৈবস্বতমনৌ-গৌরবর্ণো ভগবান্। স্বশক্ত্যা হ্লাদিনীশক্ত্যা। ঐক্যং প্রাপ্য। প্রান্তে—কলৌযুগে। প্রাতঃ প্রথমসন্ধ্যায়াং। অবতীর্ণো ভূত্বা। সহ স্বৈঃ সপার্ষদৈঃ। স্বমনু হরেকৃষ্ণাদি জনান্। শিক্ষয়তি উপদিশতি ॥

কেচিদাহু রসবিদোঽচ্যুতা নাম্নী তু গোপিকা ॥

অচ্যুতানামেতে পূর্ব্বগোপী কেহ কহে।
দুই রূপ মিলি প্রকাশয়ে এক দেহে ॥
কৃষ্ণমিশ্র তাঁহার অনুজ বিচক্ষণ।
তাঁহারেও কার্ত্তিকেয় কহে সাধুজন ॥

সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতায় পাই যাগে।

কেহ কহে দেখ হেম অঙ্গ সুচিক্কণ।
আহা মরি কি অপূর্ব্ব চন্দনভূষণ ॥১৬।১৭

তথাহি মহাভারতে অনুশাসনপর্ব্বণি সহস্রনামস্তোত্রে—
সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী ইতি।

কেহ কহে সবার পরাণ চোরা গোরা।
ইহার চরিতে ত্রিজগৎ হইল ভোরা ॥
পীতবর্ণ ধরে এই প্রশান্ত কলিতে।
শুক্লরক্ত কৃষ্ণ সত্য ত্রেতা দ্বাপরেতে।
তথাহি শ্রীভাগবতে দশমস্কন্ধে ৮ ১৩।

তথাহি
(১)খ। তত্ত্বসন্দর্ভে শ্রীমজ্জীবগোস্বামিকৃত মঙ্গলাচরণম্:
অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবম্।
কলৌ সঙ্কীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্মঃ কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ ॥ ২ ॥

(১) গ। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীরামানন্দবাক্যম্।
"এক আশ্চর্য্য মোর আছয়ে হৃদয়ে
কৃপাকরি কহ মোরে তাহার নিশ্চয়ে।
পহিলে দেখিল তোমা সন্ন্যাসি-স্বরূপ
এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যামগোপরূপ।
তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন-পঞ্চালিকা
তার গৌর কান্ত্যে তোমার সর্ব্ব অঙ্গ ঢাকা।
তাহাতে প্রকট দেখি সে বংশীবদন। নানাভাবে চঞ্চল তাহে কমলনয়ন ॥
এই মত দেখি মম হয় চমৎকার অকপটে কহ প্রভু কারণ ইহার।"

কার্ত্তিকেয়ঃ কৃষ্ণমিশ্রস্তৎসাম্যাদিতি কেচন ॥৮৮॥
নন্দিনী জঙ্গলী দুই সীতা-সহচরী।

দ্বাপরে পূজা, সংকীর্ত্তন কলিযুগে॥ ২৬ ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে একাদশে

তথাহি শ্রীমহাপ্রভুবাক্যম্।

"প্রভু কহে কৃষ্ণে তোমার গাঢ়প্রেম হয়।
প্রেমের স্বভাব এই জানিহ নিশ্চয়॥
মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম।
তাহা তাহা হয় তার শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরণ॥
স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় তার ইষ্টদেবে স্ফূর্ত্তি॥
শ্রীরাধা-কৃষ্ণে তোমার মহাপ্রেম হয়।
যাহা তাহা রাধা-কৃষ্ণ তোমার স্ফুরয়।"

তথাহি পুনঃ শ্রীরামানন্দবাক্যম্

"রাধিকার ভাব কান্তি করি অঙ্গীকার।
নিজ রস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার॥
নিজ গূঢ় কার্য্য তোমার প্রেম আস্বাদন।
অনুসঙ্গে প্রেমময় কৈলে ত্রিভুবন॥
আপনে আইলে মোরে করিতে উদ্ধার।
এবে কপট কর তোমার কোন্ ব্যবহার॥"
"অসুর স্বভাব কৃষ্ণে কভু নাহি চিনে।
লুকাইতে নারে কৃষ্ণ ভক্তগণ স্থানে॥"

তবে হাসি প্রভু তারে দেখাইলা স্বরূপ। রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ"॥

উভয়স্তু সমীচিনং দ্বয়োরেকত্র সঙ্গতাৎ

পূর্ব্বে যেঁহ শ্রীজয়া বিজয়া অনুচরী॥
যোগমায়া প্রতিবিম্ব উমা মায়াশক্তি।
অভেদ করিয়া কহেন যোগমায়া উক্তি॥

(২৬)

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বি

ত্রেতায়াং যজতে মখৈঃ ।

দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং

কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ॥

(২৭)

তে সভাগ্যা মনুষ্যেষু

কৃতার্থা নৃপ নিশ্চিতং ।

স্মরন্তী যেস্মারয়ন্তী

হরের্নাম কলৌযুগে ॥

(২৮)

কলের্দোষনিধেরাজন্ন

স্তিহ্যেকোমহান্‌গুণঃ ।

কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য

মুক্তবন্ধঃ পরংব্রজেৎ ॥

২৭। কলিযুগে হে রাজন্ মানুষ্যের মধ্যে নিশ্চিত তাহারাই সৌভাগ্যবান, এবং কৃতার্থ, যাহারা নিজে হরিনাম জপ করেন এবং অপরকেও সেই সঙ্গে এই মঙ্গলময় নামের কথা স্মরণ করাইয়া দেন।

নন্দিনী জঙ্গলী জ্ঞেয়া জয়া চ বিজয়া ক্রমাৎ ॥৮৯॥

শ্রীবাসপণ্ডিতো ধীমান্ যঃ পুরা নারদো মুনিঃ ।

পর্ব্বতাখ্যো মুনিবরো যঃ আসীন্নারদপ্রিয়ঃ ।

শ্রীবাসপণ্ডিত ধীমান্ নারদ আসিত ।

শ্রীমান্ পর্ব্বতমুনি শ্রীরামপণ্ডিত ॥

শ্রীমুরারি গুপ্ত হনুমান্ কপিবর ।

কলি দোষ সমুদ্র সে হইল গুণধন্য।
সংকীর্ত্তনে মুক্তবন্ধ করিলা চৈতন্য॥ ২৮॥
এমন চৈতন্য মহাপুরুষ তোমার।
চরণারবিন্দ সদা বন্দন আমার॥
যে চরণ ভক্তজনের সর্ব্বপরিভবনাশে।
ভববিধি শরণ স্তবন করয়ে বিশ্বাসে॥
যে চরণ ভক্তজনের সর্ব্বাভীষ্টদাতা।
সর্ব্বতীর্থস্থিতি যাহে সর্ব্বলোক পাতা॥
ভৃত্যজনের মনোদুঃখ নাশক চরণ।
প্রণতপালন সংসারাব্ধি যাহায়ে তরণ॥ ২৩॥

স রামপণ্ডিতঃ শ্রীমাংস্তৎকনিষ্ঠসহোদরঃ॥৯০॥
মুরারিগুপ্তো হনুমানঙ্গদঃ শ্রীপুরন্দরঃ।
যঃ শ্রীসুগ্রীবনামাসীদ্গোবিন্দানন্দ এব সঃ॥৯১॥
বিভীষণো যঃ প্রাগাসীদ্রামচন্দ্রপুরী স্মৃতঃ॥৯২॥
উবাচাতো গৌরহরির্নৈতদ্রামস্য কারণং।
জটিলা রাধিকা শ্বশ্রূঃ কার্য্যতোঽবিশদেব তং।
অতো মহাপ্রভুর্ভিক্ষাসঙ্কোচাদি ততোঽকরোৎ॥
ঋচীকস্য মুনেঃ পুত্ত্রো নাম্না ব্রহ্ম মহাতপাঃ।

শ্রীঅঙ্গদ শ্রীমান্ পণ্ডিত পুরন্দর॥
শ্রীসুগ্রীব কপিরাজ শ্রীগোবিন্দানন্দ।
বিভীষণ মহারাজ পুরী রামচন্দ্র॥
জটিলা রাধিকাশ্বশ্রূ তাহাতে মিলিত।
যে হেতুক প্রভু ভিক্ষাসঙ্কোচনে রত॥

পুনঃ পুনঃ বন্দি মহাপুরুষচরণ।
হেন প্রভু ধর্ম্মিষ্ঠ তুমি জীবন তারণ।
ওহে সর্ব্ব সদাচার প্রবর্ত্তক আর্য্য।
ত্যাগিয়া সূত্রস্ত্যজ সুরেপ্সিত রাজ্য॥
লক্ষ্মীদেবী নাম স্ত্রী ছাড়িয়া বচনে।
সংসার আশ্রম ত্যজি গমন বৃন্দাবনে॥
মায়াম্বেষণ প্রভু সুদূর করিয়া।
সুধাই প্রেমভক্তি বিলাস লাগিয়া॥ ২৪

প্রহ্লাদেন সমং জাতো হরিদাসাখ্য কোঽপি সন্॥ ৯৩॥
মুরারিগুপ্তচরণৈশ্চৈতন্যচরিতামৃতে।
উক্তো মুনিস্সুতঃ প্রাতস্তুলসীপত্রমাহরন্॥ ৯৪॥
অধৌতমভিশপ্তস্তৎপিত্রা যবনতাং গতঃ।
স এব হরিদাসঃ সন্ জাতঃ পরমভক্তিমান্॥ ৯৫॥
বৃন্দাবনে যাঃ প্রাগাসন্নণিমাদ্যষ্টসিদ্ধয়ঃ

ঋচীক মুনির পুত্র ব্রহ্মনাম যেহ।
প্রহ্লাদ তাহার সহ মিশ্র এক দেহ॥
হরিদাসরূপ যেঁহ নামের মহিমা।
বাহু তুলি করিলেন করিয়া গরিমা॥
তাঁহার মহিমা কিছু আশ্চর্য্য কথন।
প্রভু নৃত্য কৈলা যাঁরে করি আলিঙ্গন॥
যবনের কুলে জন্ম হৈল যে কারণ।
পিতৃ-অভিশাপ শুন তার বিবরণ॥
পিতা শ্রীঋচীক মুনি তাঁহার আজ্ঞাতে।

চেতন বিহীনে তাহা কেমনে পাইবে।

২০। রামাদিমূর্ত্তিধারিত্বং চ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রসিদ্ধম্ অতো মহাপুরুষ নামাভিঃ শিবাদিপূজ্যত্বেন চ শ্রীরামাদ্যবতারগুণবর্ণনেন চ কলৌ শ্রীকৃষ্ণস্তোতব্যো মুমুক্ষুভিরিত্যাশয়েন স্তুতিমাহ ধ্যেয়মিত্যাদি শ্লোকদ্বয়েন-শ্রীশুকদেবঃ। সংকীর্ত্তনপ্রকারং দর্শয়তি—শ্রীবিজয়ধ্বজঃ। অয়মবতারঃ কলিযুগবর্ত্তিনো জনান্ প্রায়ঃ কৃষ্ণরাময়োর্ভজনমার্গমুপদিশতি অতস্তয়ো স্তুতিনতী আহ দ্বাভ্যাম—শ্রীবিশ্বনাথঃ।

স্তুতমাহ ধ্যেয়মিতি—

হে প্রণতপাল, হে মহাপুরুষ—(শ্লেষেণ তস্যাপ্যবতারস্যাপ্যনেনৈব স্তুতিনতী যথা হে মহাপুরুষ হে পরমহংস মহামুনীন্দ্র—শ্রীবিশ্বনাথঃ)

হে নানাবতারৈঃ ভক্তপালনে বদ্ধকক্ষ—(পুরুষসূক্তাদিভিরেবৈক-বেদ্য—শ্রীশুকদেবঃ)।

হে প্রণতপাল—ভৃত্যাভিমানবত্ত্বং প্রণতমাত্রেণৈব পালয়তীতিভাবঃ।

তে চরণারবিন্দং বন্দে। কতম্ভূতম্ ?

ধ্যেয়ং—ধ্যাতুং যোগ্যং (অর্হং)

সদেতি—সর্ব্বত্র সর্ব্বদাতে (সম্যক্)

(নাত্র কালদেশ নিয়ম ইতি ভাবঃ)

ধ্যেয়ত্বে হেতবঃ—ইন্দ্রিয়কুটুম্বাদিভিঃ (বাহ্যাভ্যন্তরৈঃ শত্রুভিঃ) যঃ পরিভবঃ—(অনাদরঃ—তিরস্কারঃ) তং হন্তি ইতি—তথাভূতং কিঞ্চ (অনন্তসংহিতং ফলং)

অভীষ্টদোহং—মনোবাঞ্ছিত ইষ্টার্থ (মনোরথ) পূরকং

কিঞ্চ (ন কেবলং অভীষ্ট (দোহমেবাপি তু)

তা এবাষ্টৌ ভক্তরূপা ভূতা গৌড়ে চ তে যথা॥ ৯৬॥
তুলসী আনিয়া দেন নিতি নিতি প্রাতে॥

সুনিদ্রিত লোকে চন্দ্র কেমনে দেখিবে॥

তীর্থাস্পদং—(পুণ্যতীর্থ (গঙ্গাদ্যাশ্রয়ত্বেন (পরমকীর্ত্ত্যাশ্রয়ত্বেন পরমশুদ্ধিহেতুভূতম্ (পরমপাবনম্ (ধ্যানমাত্রেণ গঙ্গাদি সর্ব্বতীর্থ স্নান-সিদ্ধেঃ কলৌ দ্রব্যদেশক্রিয়াদিজনিতং দুর্ব্বারমপবিত্র্যমপিনাশঙ্কনীয় মিতি ভাবঃ—শ্রীবিশ্বনাথঃ)

(তীর্থেন মূর্দ্ধ্নিধিকৃতেন শিবঃ শিবোবহভূদিত্যুক্তেঃ)

তত্র সদাচারমাহ—

শিববিরিঞ্চিভ্যাং—স্তুতং—নুতং—মহত্তমম্ (শ্লেষেণ আচার্য্যহরিদাসাভ্যাং স্তুতং নুতৌ শিববিরিঞ্চী অপি)—শ্রীবিশ্বনাথঃ।

কৃতার্থাবেব কিমর্থং (সমর্থাভ্যাং) ত্যাভ্যাং নুতং?

তত্র (সুখসেব্যত্বং) আহ

শরণ্যং—আশ্রয়যোগ্যং (কৃতার্থয়োরপি অত্যধিকসুখাবাপ্তিরেব নুতৌ হেতুরিত্যভিপ্রেত্য) সুখাত্মকমিত্যর্থঃ।

(তর্হি ব্রহ্মাদিস্তুত্যং প্রাকৃতস্য কথং দৃক্ (গোচরং) স্যাৎ তত্র)

(ভক্তবাৎসল্যং) আহ—

ভৃত্যার্ত্তিহং—ভক্তানামনিষ্টনিবারকং চ) যস্য কস্যাপি ভৃত্যমাত্রস্যার্ত্তিহন্তৃ, (ইত্যনেন বর্ণাশ্রমাচারাদিনিয়মোব্যাবৃত্তঃ)

ন চ ভৃত্যানাং পরিচর্য্যাদিকমপ্যপেক্ষত ইতি ভাবঃ। ন কেবলমাগন্তকার্ত্তি (জ্বরাদিপীড়া) হন্তি, (অপি তু) (কিন্তু)

ভবাব্ধিপোতং--সকলার্ত্তিনিদানভূতভবাব্ধেঃ পোতং প্লববত্তারণসাধনম্) সংসারার্ণবতারকং চ (ত্বৎপাদপোতেন মহৎকৃতেন কুর্বন্তি গোষ্পদপদং ভবাব্ধিমিতি ব্রহ্মাদ্যুক্তের্ভবাব্ধিঃ কদানিস্তীর্ণ ইত্যপি তদ্ভৃত্যো ন

অনন্তশ্চ সুখানন্দো গোবিন্দো রঘুনাথকঃ।

একদিন অধৌত তুলসী আনি দিলা।

রামকৃষ্ণহরি (১) তিন নামে ষোল নাম

জানাতীতিভাবঃ—শ্রীবিশ্বনাথঃ)।

২৪। ইদানীং স্বয়মাপ্তকামত্বান্নিরপেক্ষ্যং ভক্তার্থং চ সাপেক্ষতাং দর্শয়ন্ শ্রীরামচন্দ্রং স্তৌতি—

(তত্র সদাচারপালকত্বং কারুণ্যং চ তবনাধুনিকমেবেত্যাহ—তক্তে্বতি অন্বৈঃ

সুদুস্ত্যজা যা সুরেপ্সিতা রাজ্যলক্ষ্মীস্তাং ত্যক্ত্বা যদিতি য ইত্যর্থঃ।

যোঽরণ্যমগাৎ কিং রাজ্যবৈকলাদর্শনেন? ন। ধর্ম্মিষ্ঠঃ—কুতঃ?

আর্যস্য (পিতু (গুরোর্দশরথস্য) অনেন পিতৃভক্তত্বমুক্তং)

বচসা—বাক্যেন (পিত্রাজ্ঞাপালনাৎ) কিঞ্চ (প্রেয়সীপ্রেমবশত্বমাহ)

এবং রাজ্যং ত্যক্ত্বাঽপি ভক্তবাৎসল্যেন

দয়িতয়া—প্রিয়য়া শ্রীসীতয়া ঈপ্সিতং

মায়ামৃগং—(স্বর্ণাকারং) (মারীচং) যোঽন্বধাবৎ

তস্য—ভগবতশ্চরণারবিন্দং বন্দে।

যদ্বা

হে ধর্ম্মিষ্ঠ—(ইতি সম্বোধনম্—তথাঽবিবক্ষিতত্বার্থপদেন সাঙ্কির্ন ভবতি)

যথা যদগাদিতি চরণারবিন্দমেবোচ্যতে।

যন্মায়া মৃগমন্বধাবত্তে চরণারবিন্দং বন্দ ইত্যন্বয়ঃ।

অন্যৎ সমানম।

(১) তথাহি শ্রীগোপালগুরুগোস্বামিকৃতপদ্যে-

বিজ্ঞাপ্য ভগবত্তত্বং চিদ্ঘনানন্দবিগ্রহম্।

কৃষ্ণানন্দ কেশবশ্চ শ্রীদামোদর রাঘবৌ॥

বালুকা আছিলা দেখি শাপান্ত করিলা॥

চেতন স্বরূপ তাহে চৈতন্য গুণধাম ॥

।বিশ্বনাথঃ—শ্লেষপক্ষে-

অসুভ্যোঃ প্রাণেভ্যোঽপি দুস্ত্যজা চ সুরৈরপি ঈপ্সিতং রাজ্যং স্বকান্তেনবিরাজমানত্বং যস্যাঃ সা চ যা লক্ষ্মী স্তাং ত্যক্ত্বা যৎ যঃ অরণ্যমাগাৎ—তত্র হেতুঃ।

আর্য্যস্য বিপ্রস্য বচসা তস সর্ব্বমপি গার্হস্থ্য সুখং ধ্বস্তং ভবত্বিতি যজ্ঞোপবীতত্রোটনপূর্ব্বকং যৎ শাপবচস্তেন ধর্ম্মিষ্ঠঃ ধর্ম্মবতাং মধ্যে অতিশয়েন শ্রেষ্ঠঃ বিপ্রবাক্যং মান্যথা ভবত্বিতি কৃতশাপস্বীকার ইত্যর্থঃ।

গত্বা কিমকরোদিত্যত আহ—মায়াং—কলত্রপুত্র বিত্তাদিরূপাং মৃগ্যতি—অন্বেষ্যতীতি মায়ামৃগং সংসারাবিষ্টো জনস্তমন্বধাবৎ। কীদৃশং ?

দয়া অতিশয়েনাস্তীতি দয়ী তস্য—ভাবো দয়িতা তয়া হেতুনা ঈপ্সিতং স্বাভীপ্সিতম্ অলিঙ্গনামিষেণ স্পর্শনং দত্বা সংসারাব্ধিপতিতমপি মতং প্রেমাব্ধৌ পাতয়িতুমিতি নিরূপধিমহাকারুণ্যং দ্যোতিতম্।

হরত্যবিদ্যা তৎকার্য্যমতো হরিরিতি স্মৃতঃ ॥
হরতি শ্রীকৃষ্ণমনঃ কৃষ্ণাহ্লাদস্বরূপিণী।
অতো হরেতানেনৈব শ্রীরাধা পরিকীর্ত্তিতা ॥

পুর্য্যুপাধিক্রমাজ্জ্ঞেয়া অণিমাদ্যষ্টসিদ্ধয়ঃ ॥ ৯৭ ॥
জায়ন্তেযাঃ স্থিতা ঊর্দ্ধরেতসঃ সমদর্শিনঃ।
নব ভাগবতাঃ পূর্ব্বং শ্রীভাগবতসংহিতাঃ ॥ ৯৮ ॥
প্রত্যুচুর্জ্জনকং তেঽত্র ভূত্বা সন্ন্যাসিনঃ সদা।

কৃষ্ণভক্ত জন যে যবন কি ব্রাহ্মণ।
হানিলাভ কিসে তার সকলি সমান ॥৯৩॥
বৃন্দাবনে অষ্টসিদ্ধি অণিমা-আদিক।
অষ্টভক্তরূপ প্রভুপদে প্রেমাধিক ॥

যথোক্তং

(২৬।২৮) ইদানীং কলেঃ সর্ব্বেভ্যোপি যুগেভ্যঃ
শ্রৈষ্ঠ্যমাহ কলেরিতি দ্বাভ্যাম্—শ্রীবিশ্বনাথঃ
(স চ শ্রেয়োঽতিক্রমহেতুনাং) দোষাণাং নিধেরপি
কলেরেকো গুণঃ (কীর্ত্তনাদরূপো মহানেবাস্তি
(কশ্চিদনিতর সাধারণো মহান গুণোঽস্তি)—শ্রীজীবঃ—শ্রীবিজয়:
(রাজন্নস্তি—বিরাজমানো রাজেবাস্তি যথা এক এব রাজা
অসংখ্যানপি দস্যূন্ হন্তীতি তথৈবৈক এব গুণঃ
সর্ব্বানপ্যুক্তলক্ষণ দোষান্ হন্তীতিভাবঃ—শ্রীবিশ্বনাথঃ
অতস্তত্ত্ববিঘ্নোদ্যমাভাবাৎ সিদ্ধ্যত্যেব নামকীর্ত্তয়িতেত্যাহ—(তত্রাহ)
স এব কঃ? কীর্ত্তনাদেব—মাত্র ধ্যানাদেরপ্যপেক্ষেত্যর্থঃ
যদ্বা কীর্ত্তনাদেব কিমুত কীর্ত্তনসহিতধ্যানাদিভ্যঃ,
মুক্তবন্ধঃ—নিরস্তপ্রাপ্তিপ্রতিবন্ধকঃ—শ্রীবিজয়ধ্বজঃ,
পরং—সর্ব্বোৎকৃষ্টপুরুষার্থং
প্রেমাণম্—পরম পুরুষং ব্রজেদিত্যর্থঃ।—শ্রীবিজয়ধ্বজঃ
যদ্যচ্চ কৃতাদিষু—তেন তেন সাধনেন স্যাৎ তচ্চ তদিত্যেকশেষ্যাৎ
সর্ব্বং (কৃতে যত্তৎস্যাদিত্যর্থঃ—শ্রীবীররাঘবঃ)
কৃতাদিষু ধ্যানযাগার্চনানাং যৎফলং
তৎসর্ব্বং হরিকীর্ত্তনাদেব—কলৌ ভবতি (প্রাপ্নোতি)
নান্যস্মিন্ যুগেঅতএবোক্তম যত্র
ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতয়াং দ্বাপরেঽর্চয়ন্
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্ত্যকেশবম্॥ ইতি—
শ্রীধরস্বামী—শ্রীজীবঃ।

আনন্দৈকসুখস্বামী শ্যামঃ কমললোচনঃ। গোকুলানন্দনো
নন্দনন্দনঃ কৃষ্ণ ঈর্য্যতে॥ বৈদগ্ধীসারসর্ব্বস্বং মূর্ত্তিলীলাধিদৈবতম্।
রাধিকাং রময়ন্নিত্যং রাম ইত্যভিধীয়তে॥

প্রভুনা গৌরহরিণা বিহরন্তি স্ম তে যথা॥ ৯৯॥
শ্রীনৃসিংহানন্দতীর্থঃ শ্রীসত্যানন্দভারতী।

অনন্ত গোবিন্দ রঘুনাথ সুখানন্দ। দামোদর কেশব রাঘব কৃষ্ণানন্দ॥
ব্রহ্মপুত্র ঊর্দ্ধরেতা সমদর্শী সাধু।

(২৯)

।কৃষ্ণচৈতন্যনাম্না কীর্ত্তয়ন্তি সকৃন্নরাঃ
নানাপরাধযুক্তাস্তে পুনন্তি সকলং জগৎ ॥

(৩০)

পদ্মপুরাণে।

নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণঃ চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃশুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বাৎ নামনামিনোঃ।

৩০। নামৈব চিন্তামণিঃ সর্ব্বাভীষ্টদায়কং যতশ্চদেব কৃষ্ণঃ) কৃষ্ণস্য স্বরূপ মিত্যর্থঃ কৃষ্ণস্যবিশেষণানি চৈতন্যরসেত্যাদীনি তস্য 'কৃষ্ণত্বেহেতুঃ অভিন্নত্বাদিতিঃ একমেব সচ্চিদানন্দ রসাদিরূপং তত্ত্বং দ্বিধাবিভূর্তমিত্যর্থঃ

শ্রীনৃসিংহ-চিদানন্দ-জগন্নাথা হি তীর্থকাঃ ॥ ১০০ ॥
তীর্থাভিধো বাসুদেবঃ শ্রীরামঃ পুরুষোত্তমঃ।
গরুড়্যাখ্যাবধূতশ্চ শ্রীগোপেন্দ্রাখ্য আশ্রমঃ ॥ ১০১ ॥
লোকে যে নিধয়ঃ খ্যাতাঃ পদ্ম-শঙ্খাদয়ো নব।
অত্রৈব নিধিরত্নাখ্য গর্ব্বা জাতাঃ প্রভোঃ প্রিয়াঃ ॥ ১০২ ॥
শ্রীশ্রীনিধিশ্চ শ্রীগর্ব্বঃ কবিরত্নঃ সুধানিধিঃ।
বিদ্যানিধির্গুণনিধি-রত্নবাহুর্দ্বিজাগ্রণীঃ।
শ্রীমানাচার্য্যরত্নশ্চ শ্রীরত্নাকরপণ্ডিতঃ ॥ ১০৩ ॥

নব ভাগবত জন্মে যথা নব বধূ ॥
গৃহ মাতা পিতা তেজি সন্ন্যাস করিলা।
প্রভু সঙ্গে সদা থাকি তোষ জন্মাইলা ॥

(৩১)

অথ নারদীয়ে।

দিবিজা ভূবি জায়ধ্বং
জায়ধ্বং ভক্তরূপিণঃ।
কলৌ সংকীর্ত্তনারম্ভে
ভবিষ্যামি শচীসুতঃ ॥

(৩২)

অথ বামনপুরাণে—

কলি (কলৌ) ঘোরতমশ্ছন্নান্
সর্ব্বানাচারবর্জিতান্।
শচীগর্ভেচ সংভূয়
তারয়িষ্যামি নারদ ॥

(৩৩)

ভবিষ্যপুরাণে—

আনন্দাশ্রুকলারোম
হর্ষপূর্ণং তপোধন।
সর্ব্বে মামেব দ্রক্ষ্যন্তি
কলৌশ্যামরূপিণং ॥

নীলাম্বরশ্চক্রবর্ত্তী গৌরস্য ভাবি জন্ম যৎ।
সভায়াং কথয়ামাস তেনাসৌ গর্গ উচ্যতে ॥ ১০৪ ॥

নৃসিংহানন্দ তীর্থ ভারতী সত্যানন্দ।
শ্রীনৃসিংহ জগন্নাথ তীর্থ চিদানন্দ ॥

(৩৪)

নারদীয়ে—

অহমেব দ্বিজশ্রেষ্ঠো (কলৌ বিপ্র)

নিত্যং প্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ।

ভগবদ্ভক্তরূপেণ

লোকং (লোকান্) রক্ষামি সর্ব্বদা (থা) ॥

(৩৫)

গরুড়পুরাণে

কলৌপ্রথমসন্ধ্যায়াং

লক্ষ্মীকান্তোভবিষ্যতি।

শ্রীশচ্যা জনকত্বেন সুমুখো বল্লবো মতঃ।

পাটলা যা ব্রজে খ্যাতা জ্ঞেয়া তস্য সধর্ম্মিণী

বাসুদেব-তীর্থ আর শ্রীপুরুষোত্তম।

গরুড়-অবধূত আর গোপেন্দ্র শ্রীরাম ॥

শংখনিধি পদ্মনিধি আদি নবনিধি।

নিধি রত্ন শব্দ নাম গর্ভে নব সুধী ॥

পদ্মনিধি শংখনিধি আর শ্রীশ্রীনিধি।

শ্রীগর্ভ শ্রীকবিরত্ন আর সুধানিধি ॥

রত্নবাহু বিদ্যানিধি আর গুণনিধি।

প্রভুপ্রিয় দ্বিজশ্রেষ্ঠ ভক্তিনম্র সুধী ॥

সুমুখ নামেতে গোপ শ্রীযশোদা পিতা।

নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী পিতা শচীমাতা

ওঁ

সন্ন্যাসী গৌরবিগ্রহঃ ॥

২৯। যে সকল ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম গ্রহণ করিয়া কীর্ত্তন করেন নানা অপরাধে অপরাধী হইলেও তাঁহারা সমস্ত জগৎকে পবিত্র করিয়া থাকেন।

৩০। চৈতন্যরসবিগ্রহ, পূর্ণ শুদ্ধ নিত্যমুক্ত শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ তাঁহার নাম তাঁহার সহিত তাঁহার নামের কোন প্রভেদ নাই। সুতরাং কৃষ্ণনাম সর্ব্বাভীষ্ট-দায়ক।

৩১। আমি কলিযুগে সংকীর্ত্তনারম্ভে শচীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিব—হে দেবগণ তোমরা পৃথিবীতে গিয়া ভক্তরূপ ধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ কর।

৩২। হে নারদ, আমি শচীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া কলিযুগে ঘোরতমশ্ছন্ন সদাচারবর্জ্জিত লোকদিগকে উদ্ধার করিব।

৩৩। হে তপোধন, কলিযুগে সকলে আনন্দাশ্রুতে অভিষিক্ত ও রোমাঞ্চিত গাত্র—আমাকে শ্যামসুন্দরমূর্ত্তিতে দর্শন করিবে।

৩৪। (হে বিপ্র) কলিযুগে আমি (উচ্চ দ্বিজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া) স্বস্বরূপ সর্ব্বদা গোপনকরতঃ ভগবদ্ভক্তরূপে সর্ব্ব(প্রকারে) (সময়ে) লোকদিগকে রক্ষা করিব।

৩৫। কলিযুগের প্রারম্ভে লক্ষ্মীপতি অবতীর্ণ হইবেন। তিনি গৌরাঙ্গমূর্ত্তিতে ও সন্ন্যাসীবেশে দারুব্রহ্ম (শ্রীজগন্নাথসমীপে) অবস্থান করিবেন।

পুরাণানামর্থবেত্তা শ্রীদেবানন্দপণ্ডিতঃ।

গর্গমুনি সহ তেঁহ হয় একদেহ।
কহিলা প্রভুর ভাবি জন্মকথা যেঁহ॥

এ সকল সত্য বাক্য না যায় খণ্ডন।

পুরাসীন্নন্দপরিষৎ পণ্ডিতো ভাগুরির্মুনিঃ ॥ ১০৬ ॥
কাশীনাথো লোকনাথঃ শ্রীনাথো রামনাথকঃ।
চত্বারোঽমী স্বামিভক্তাঃ সনকাদ্যা ন সংশয়ঃ ॥ ১০৭ ॥
চতুর্ষ্বপ্যেষু শব্দেষু নাথশব্দস্য কীর্ত্তনাৎ।
চতুঃসনবদেবাত্র চতুর্ন্নাথ উদীরিতঃ ॥ ১০৮ ॥
বেদব্যাসো য এবাসীদ্দাসো বৃন্দাবনোঽধুনা।
সখা যঃ কুসুমাপীড়ঃ কার্য্যতস্তং সমাবিশৎ ॥ ১০৯ ॥

যশোদা মাতার মাতা পাটলা নামিনী।
শচীমাতার মাতা নীলাম্বরের ঘরণী ॥
পুরাণপাঠক দেবানন্দ যে পণ্ডিত।
শ্রীভাগুরী মুনি পূর্ব্বে ব্রজে পুরোহিত ॥
সনকাদি চতুঃসন চারি নাথে খ্যাত।
কাশীনাথ রামনাথ শ্রীনাথ লোকনাথ ॥ ১০৭।১০৮ ॥
শ্রীলবেদব্যাস শ্রীমান্ দাস-বৃন্দাবন।
সখা শ্রী কুসুমাপীড় তাঁহাতে মিলন ॥
শ্রীশুকদেব মহামহিমা অপার।
তেঁহ শ্রীবল্লভভট্ট প্রভু প্রাণ যাঁর ॥
শ্রীরাম গঙ্গাদাস আর জগন্নাথাচার্য্য।
দুইরূপ হয়েন দুর্ব্বাসা মুনিবর্য্য ॥
শ্রীচন্দ্রশেখর আর শ্রীউদ্ধবদাস।
চন্দ্রের আবেশে দোঁহে করেন প্রকাশ ॥
নিশাপতি বলি প্রভু ডাকিলা যাঁহারে।
বিশ্বেশ্বর আচার্য্য যে হন দিবাকরে ॥

তে কারণে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র দরশন ॥

ভট্টো বল্লভনামাভূচ্ছুকো দ্বৈপায়নাত্মজঃ ॥ ১১০ ॥
আচার্য্যঃ শ্রীজগন্নাথো গঙ্গ
আসীন্মধুবনে প্রাগ্ যো দুর্ব্বাসা গোপিকাপ্রিয়ঃ ॥ ১১১ ॥
চন্দ্রশেখর-আচার্য্যশ্চন্দ্রো জ্ঞেয়ো বিচক্ষণৈঃ।
মান্মুদ্ধবদাসোঽপি চন্দ্রাবেশাবতারকঃ ॥ ১১২ ॥
অতশ্চৈতন্যহরিণা কথিতোঽয়ং নিশাপতিঃ।
শ্রীমদ্বিশ্বেশ্বরাচার্য্যো যঃ প্রাগাসীদ্দিবাকরঃ ॥ ১১৩ ॥
বিশ্বকর্ম্মা পুরা যোঽভূদত্র ভাস্করঠক্কুরঃ!
ভিক্ষুকো বনমালী যঃ সুদামাসীদ্দ্বিজঃ পুরা।
ধনং প্রাপ্য প্রভোঃ সঙ্গে দুঃখং মত্বা ভ্রমদযতঃ ॥ ১১৪ ॥
বৈকুণ্ঠে দ্বারপালৌ যৌ জয়াত্ত বিজয়ান্তকৌ।
তাবত্র জাতৌ স্বেচ্ছাতঃ শ্রীজগন্নাথ-মাধবৌ ॥ ১১৫ ॥

ভাস্কর ঠাকুর পূর্ব্বে বিশ্বকর্ম্মা হন।
ভিক্ষুক বনমালী যেঁহ সুদামা ব্রাহ্মণ ॥
প্রভুসঙ্গধন প্রাপ্তে দুঃখভ্রম গেল।।
প্রেমভক্তিনিধি মিলি মহা-আঢ্য হৈল ॥
শ্রীবৈকুণ্ঠদ্বারপাল শ্রীজয় বিজয়।
গোবিন্দ গরুড় দোঁহে প্রভুপ্রিয় হয় ॥
এবে শ্রীগরুড় পণ্ডিত হয় যেঁহ।
অক্রূর হয়েন যেঁহ গোপীনাথসিংহ ॥
কেহ কহে অক্রূর যে কেশবভারতী।
পুরী শ্রীপরমানন্দ উদ্ধবের মূর্ত্তি ॥
ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা শ্রীমান্ রাজা প্রতাপরুদ্র।

চন্দ্র বেড়ি তারা তাহা না যায় কথন।

পুণ্ডরীকাক্ষ-কুমুদৌ খ্যাতৌ বৈকুণ্ঠমণ্ডলে।
গোবিন্দ-গরুড়াখ্যৌ তৌ জাতৌ গৌড়ে প্রভোঃ প্রিয়ৌ॥১১৬
গরুড়ঃ পণ্ডিতঃ সোঽস্থঃ গরুড়ো যঃ পুরা শ্রুতঃ।
পুরা যোঽক্রূরনামাসীৎ স গোপীনাথসিংহকঃ।
ইতি কেচিৎ প্রভাষন্তেঽক্রূরঃ কেশবভারতী ॥ ১১৭ ॥
পুরী শ্রীপরমানন্দো য আসীদুদ্ধবঃ পুরা
ইন্দ্রদ্যুম্নো মহারাজো জগন্নাথার্চ্চকঃ পুরা
জাতঃ প্রতাপরুদ্রঃ সন্ সম ইন্দ্রেণ সোঽধুনা ॥ ১১৮ ॥
ভট্টাচার্য্যঃ সার্ব্বভৌমঃ পুরাসীদ্গীষ্পতির্দিবি ॥ ১১৯ ॥
প্রিয়নর্ম্মসখঃ কশ্চিদর্জ্জুনঃ পাণ্ডবোঽর্জ্জুনঃ।

সার্ব্বভৌম ভটাচার্য্য দেবগুরু ভদ্র ॥
প্রিয়নর্ম্মসখার্জ্জুন পণ্ডিত অর্জ্জুন।
মিলি রায় রামানন্দ প্রভুর স্বজন ॥
কেহ কহে অর্জ্জুনীয়া নামে গোপী সহ।
পাদ্মোত্তরখণ্ড সহ বিচার করহ ॥
পাণ্ডব অর্জ্জুন ব্রজে গোপীদেহ হৈল।
অর্জ্জুনীয়া বলি নাম তাঁহার হইল ॥
আরো যে প্রমাণ প্রভুবাক্য বলবত্ত।
ভবানন্দ প্রতি প্রভু কহিল যে তত্ত্ব ॥
তুমি পাণ্ডু হও তব পাঁচ যে নন্দন।
পাণ্ডব হয়েন পঞ্চ গুণে অগণন ॥
ইহাঁতে অর্জ্জুন তার নাহিক সন্দেহ।

মুখ্য দেখি নক্ষত্র আগে করিব গণন ॥

মিলিত্বা সমভূদ্রামানন্দরায়ঃ প্রভোঃ প্রিয়ঃ ॥ ১২০ ॥
অতো রাধাকৃষ্ণভক্তিপ্রেমতত্ত্বাদিকং কৃতী।
রামানন্দো গৌরচন্দ্রং প্রত্যবর্ণয়দন্বহং ॥ ১২১ ॥
ললিতেত্যাহুরেকে যত্তদ্রেকেনাত্মমন্যতে।
ভবানন্দং প্রতি প্রাহ গৌরো যত্ত্বং পৃথাপতিঃ ॥ ১২২ ॥
গোপ্যহর্জ্জুনীয়য়া সার্দ্ধমেকীভূয়াপি পাণ্ডবঃ।
অর্জ্জুনো যদ্রায়-রামানন্দ ইত্যাহুরুত্তমাঃ ॥ ১২৩ ॥
অর্জ্জুনীয়া ভবত্তুর্ণমর্জ্জুনোহপি চ পাণ্ডবঃ।
ইতি পাদ্মোত্তরে খণ্ডে ব্যক্তমেব বিরাজতে।

অতএব তিনরূপে হন একদেহ ॥
প্রভুর অধিক প্রিয় সদাই আসঙ্গ।
প্রভু ভৃত্যে দোঁহে মিলি কৃষ্ণকথারঙ্গ ॥
গৌরাঙ্গ ভকত যত ব্রজপরিকর।
সংক্ষেপে করিব কিছু বর্ণন তাহার ॥
শ্রীমান্ শ্রীদাম শ্রীল অভিরাম ভেল।
ষোড়শাঙ্গের কাষ্ঠ যেঁহ বংশী বাজাইল ॥
সুন্দর ঠাকুর যেঁহ পূর্ব্বে শ্রীসুদাম।
পণ্ডিত শ্রীধনঞ্জয় তেঁহ বসুদাম ॥
প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীগৌরীদাস সুবল।
কমলাকর পিপিলাই যেঁহ মহাবল ॥
সুবাহু গোপাল যেঁহ উদ্ধারণদত্ত।
মহাবাহু সখা শ্রীমান্ মহেশপণ্ডিত ॥

ভাবিয়া শ্রীনিত্যানন্দচরণ মানসে।

তস্মাদেতত্রয়ং রামানন্দরায়-মহাশয়ঃ ॥ ১২৪ ॥
ব্রজে ভক্তাঃ সমাসেন কথ্যন্তেঽথ যথামতি ॥ ১২৫ ॥
পুরা শ্রীদামনামাসীদভিরামোঽধুনা মহান্।
দ্বাত্রিংশতা জনৈরেব বাহ্যং কাষ্ঠমুবাহ যঃ ॥ ১২৬ ॥
পুরা সুদামনামাসীদদ্য ঠক্কুরসুন্দরঃ।
বসুদামসখায়াশ্চ পণ্ডিতঃ শ্রীধনঞ্জয়ঃ ॥ ১২৭ ॥
সুবলো যঃ প্রিয়শ্রেষ্ঠঃ স গৌরীদাসপণ্ডিতঃ।
কমলাকরঃ পিপ্পলাই নাম্নাসীদেযা মহাবলঃ ॥ ১২৮ ॥
সুবাহুর্যো ব্রজে গোপো দত্ত উদ্ধরণাখ্যকঃ।
মহেশপণ্ডিতঃ শ্রীমান্মহাবাহুর্ব্রজে সখা ॥ ১২৯ ॥
স্তোককৃষ্ণঃ সখা প্রাগ্ যো দাসঃ শ্রীপুরুষোত্তমঃ ॥ ১৩০
সদাশিবসুতো নাম্না নাগরঃ পুরুষোত্তমঃ।
বৈদ্যবংশোদ্ভবো নাম্না দামা যো বল্লবো ব্রজে ॥ ১৩১ ॥

স্তোককৃষ্ণ যেঁহ তেঁহ দাস পুরুষোত্তম।
নাগর পুরুষোত্তম যেঁহ পূর্ব্বে ব্রজে ধা(দা)ম ॥
অর্জ্জুন নামেতে সখা পরমেশ্বরদাস।
লবঙ্গ নামেতে সখা কালা-কৃষ্ণদাস ॥
খোলাবেচা শ্রীধর পণ্ডিত যে ব্রাহ্মণে।
খোলা কাড়াকাড়ি প্রভু কৈলা যার সনে ॥
তেঁহ যেঁহ হন ব্রজে শ্রীমধুমঙ্গল।
হলায়ুধ প্রভু হন পূরবে প্রবল ॥
বলদেবসখা তেঁহ নাম যে প্রবল।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় কহে বৃন্দাবন দাসে॥

নাম্নার্জ্জুনঃ সখা প্রাগ্ যো দাসঃ শ্রীপরমেশ্বরঃ
কালঃ শ্রীকৃষ্ণদাসঃ স যো লবঙ্গঃ সখা ব্রজে॥ ১৩২॥
খোলাবেচাতয়া খ্যাতঃ পণ্ডিতঃ শ্রীধরো দ্বিজঃ।
আসীদ্‌ব্রজে হাস্যকারী যো নাম্না কুসুমাসবঃ॥ ১৩৩॥
বলরামসখঃ কশ্চিৎ প্রবলো গোপবালকঃ।
আসীদ্‌ব্রজে পুরা যোঽস্য স হলায়ুধঠক্কুরঃ॥ ১৩৪॥
বরূথপঃ সখা নাম্না কৃষ্ণচন্দ্রস্য যো ব্রজে।
আসীৎ স এব গৌরাঙ্গবল্লভো রুদ্রপণ্ডিতঃ॥ ১৩৫॥
গন্ধর্ব্বো যো ব্রজে গোপঃ কুমুদানন্দপণ্ডিতঃ॥ ১৩৬॥
পুরা বৃন্দাবনে চেটৌ স্থিতৌ ভৃঙ্গার-ভঙ্গুরৌ
শ্রীকাশীশ্বর-গোবিন্দৌ তৌ জাতৌ প্রভুসেবকৌ॥ ১৩৭॥
বৃন্দাবনে স্থিতৌ প্রাগ্ যৌ ভৃত্যৌ রক্তক-পত্রকৌ।
গৌরাঙ্গসেবকাবস্য হরিদাস বৃহচ্ছিশূ॥ ১৩৮॥
পয়োদ বারিদৌ প্রাগ্ যৌ নীরসংস্কারকারিণৌ।

গুহেতে সমান প্রায় সমান যে বল॥
স্বরূপেতে কৃষ্ণকথা শ্রীরুদ্রপণ্ডিত।
গন্ধর্ব্ব আখ্যান কুমুদানন্দপণ্ডিত॥
পূর্ব্বে যেঁহ ব্রজে চেট ভৃঙ্গার ভঙ্গুর।
প্রভুর সেবক শ্রীগোবিন্দ কাশীশ্বর॥
ব্রজে পূর্ব্ব দাস প্রিয় রক্তক পত্রক।
বৈদ্য হরিদাস আদি অন্য যে সেবক॥
নীরসংস্কারী পূর্ব্বে পয়োদ বারিদ।
রামাই নন্দাই ভৃত্য প্রভুমনবেদ্য

ইতি

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ে

প্রথমদর্শনম্‌ ।

-ঃ০ঃ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায়নমঃ।

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়

দ্বিতীয় দর্শন।

(৩৬)

বন্দে তান্নিত্যসিদ্ধান্নিখিলগুণময়াঞ্ছান্ত মুখ্যান্ সদাহং
নিত্যং চৈতন্যচন্দ্রে সকলরসময়ে প্রেমভক্তি প্রবাহান্
যান্ শ্রীগৌরস্বরূপাননুভববিহিতান্ সর্ব্ববিঘ্নপ্রণাশাং
স্তেষাংদৃষ্ট্বা মহিতং হিতচরিতযুতং তারকাখ্যান্ স্মরামি ॥১॥

৩৬। আমি অবিশ্রান্তভাবে সেই সকল নিখিলগুণময়শান্তমুখ্য নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণভক্তদিগের পদারবিন্দ বন্দনা করি, সকল রসময় শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রে যাঁহাদিগের প্রেমভক্তির স্রোত প্রবাহিত; যাঁহাদিগকে অনুভাবের দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গের (পঞ্চপঞ্চাশৎ এবং অপরগুণেরও) সমগুণবিশিষ্ট বলিয়া বুঝিতে পারা যায় এবং যাঁহাদিগের স্মরণে সর্ব্ববিঘ্ন দূরীভূত হইয়া থাকে। শ্রীচৈতন্যরূপ চন্দ্রকে নক্ষত্ররূপে পরিবেষ্টন করিয়া যে সকল কৃষ্ণ ভক্ত অবস্থিত, তাঁহাদিগের পূজনীয় মঙ্গলময় চরিত্র আমি স্মরণ করি ॥১॥

তাবস্য ভৃত্যৌ রামায়ির্নন্দায়িশ্চেতি বিশ্রুতৌ ॥ ১৩৯ ॥
ব্রজে স্থিতৌ গায়কৌ যৌ মধুকণ্ঠ-মধুব্রতৌ।
মুকুন্দ বাসুদেবৌ তৌ দত্তৌ গৌরাঙ্গ-গায়কৌ ॥ ১৪০ ॥
নটশ্চন্দ্রমুখঃ প্রাগ্ যঃ স করো মকরধ্বজঃ ॥ ১৪১
পুরাসীদ্‌যো ব্রজে নাম্না মৃদঙ্গী
স শ্রীশঙ্করঘোষোঽস্য ডম্ফবাদ

ব্রজের গায়কমধুকণ্ঠ মধুব্রত।
মুকুন্দ শ্রীবাসুদেব নায়ক বিদিত॥
নট-চন্দ্রমুখ এবে মকরধ্বজ-কর।

(৩৭)

তদ্ভাবভাবিতস্বান্তাঃ কৃষ্ণভক্তা ইতীরিতাঃ ॥২॥

(৩৮)

যে সত্যবাক্য ইত্যাদ্যাহ্রীমানিত্যন্তিকাগুণাঃ ॥

প্রোক্তাঃ কৃষ্ণেঽস্য ভক্তেষু তে বিজ্ঞেয়ামনীষিভিঃ॥৩॥

তে সাধকাশ্চসিদ্ধাশ্চ দ্বিবিধাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥৪॥

তত্রসাধকাঃ—

(৩৭) কৃষ্ণভাবে ভাবিত (তনু) মন যাঁহাদিগের তাঁহাদিগকে কৃষ্ণভক্ত কহে ॥২॥

তদ্ভাবেতি—

তেন—সর্ব্বোৎকৃষ্টেন নিজাভীষ্টেন

ভাবেন—রত্যাদি বিশেষেণ ভাবিতং—বাসিতং

স্বান্তং—যেষাং তে, তথা সজাতীয়তদীয়মহাভক্তবিশেষা-

আলম্বনা ইত্যর্থঃ।

অন্যন্তু দীপনা ইতিভাবঃ তথৈবোদ্দীপনেঽপি ভক্তাগণয়িষ্যন্তে।

(৩৮) শ্রীকৃষ্ণের সত্যবাক্য আদি করিয়া হ্রীমান্ পর্য্যন্ত (অর্থাৎ সত্যবাক্য, প্রিয়ম্বদ, বাবদূক, সুপাণ্ডিত্য, বুদ্ধিমান্, প্রতিভান্বিত, বিদগ্ধ, চতুর, দক্ষ, কৃতজ্ঞ, সুদৃঢ়ব্রত, দেশকালসুপাত্রজ্ঞ, শাস্ত্রচক্ষু, শুচি, বশী, স্থির, দান্ত,

---

আসীদ্‌ব্রজে চন্দ্রহাসো নর্ত্তকো রসকোবিদঃ।

সোঽয়ং নৃত্যবিনোদী শ্রীজগদীশাখ্য পণ্ডিতঃ ॥১৪৩॥

প্রভুসুখে সুখী যেঁহ গুণের সাগর ॥

ব্রজে যেহ মৃদঙ্গ বায়েন সুধাকর।

ডম্ফবাদ্যে বিজ্ঞ তেঁহ ঘোষ শ্রীশঙ্কর ॥

চন্দ্রহাস নৃত্যরসে গুণের অবধি।

(৩৯)

উৎপন্নরতয়ঃ সম্যক্ নৈর্বিঘ্ন্যমনুপাগতাঃ।

কৃষ্ণসাক্ষাৎকৃতৌযোগ্যাঃ সাধকাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥৪॥

অথসিদ্ধাঃ—

ক্ষমাশীল, গম্ভীর, ধৃতিমান্, সম, বদান্য, ধার্ম্মিক, শূর, করুণ, মান্যমান-কৃৎ, দক্ষিণ, বিনয়ী, হ্রীমান্ এবংবিধ) যে সকল গুণের উল্লেখ আছে, জ্ঞানিগণ বলেন, কৃষ্ণভক্তও সেই সকল গুণে বিশেষভাবে অন্বিত ॥৩॥

বিজ্ঞেয়া—বিশেষেণ জ্ঞেয়া ইত্যন্যেপি যথাসম্ভবং জ্ঞেয়া ইত্যর্থঃ।

সাধক ও সিদ্ধভেদে কৃষ্ণভক্ত আবার দ্বিবিধ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত।

তত্র সাধকদিগের লক্ষণ—

(৩৯) কৃষ্ণবিষয়ে যাঁহাদের রতি জন্মিয়াছে, অথচ সম্যক্প্রকারে বিঘ্নের নিবৃত্তি ঘটে নাই, (না হইলেও), কৃষ্ণ সাক্ষাৎকার লাভ করিতে তাঁহারা উপযুক্ত বটেন, এমন সকল ব্যক্তি সাধক নামে অভিহিত ॥৪॥

দৃষ্টান্ত, যথা শ্রীবিল্বমঙ্গল—

বিল্বমঙ্গলতুল্যা যে সাধকাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ।

এই সাধকের মধ্যে তিনিই মধ্যম, যিনি ঈশ্বরে প্রেম, তদধীন ব্যক্তিতে মিত্রতা, অজ্ঞানের প্রতি কৃপা, এবং বিদ্বেষীর প্রতি উপেক্ষা করেন—

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।

প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥

বেণুঞ্চ মুরলীং যোঽধান্নাম্না মালাধরো ব্রজে।

পণ্ডিত শ্রীজগদীশ নর্ত্তনবিনোদী ॥

কৃষ্ণের মুরলী মাল্য রাখে মালাধর।

এবে তেঁহ বনমালী পণ্ডিত সুন্দর ॥

(৪০)

অবিজ্ঞাতাখিলক্লেশাঃ সদা কৃষ্ণাশ্রিতক্রিয়াঃ।
সিদ্ধাঃস্যুঃ সন্তত প্রেমসৌখ্যাস্বাদপরায়ণাঃ ॥৫॥

অথ সিদ্ধলক্ষণ—

৪০। যাঁহাদের ক্লেশকে ক্লেশ বলিয়াই মনে হয় না; যাঁহাদের যত কিছু কার্য্য সমস্তই শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া সমাচরিত, যাঁহারা সর্ব্বতোভাবে প্রেমসৌখ্যাদির অস্বাদপরায়ণ, তাঁহারাই সিদ্ধ নামের যোগ্য।

সোঽধুনা বনমালাখ্যঃ পণ্ডিতো গৌরবল্লভঃ ॥ ১৪৪ ॥
বৃন্দাবনে যৌ বিখ্যাতৌ শুকৌ দক্ষবিচক্ষণৌ।
তাবদ্যজাতৌ মজ্জ্যেষ্ঠৌ চৈতন্য রামদাসকৌ ॥ ১৪৫ ॥
অধুনা বল্লবীবর্গা যে যে ভূতাঃ প্রভুপ্রিয়াঃ।
তে ত এব প্রকাশ্যন্তে যথামতি যথাশ্রুতং ॥ ১৪৬ ॥
শ্রীরাধাপ্রেমরূপা যা পুরা বৃন্দাবনেশ্বরী।
শ্রীগদাধরো গৌরবল্লভঃ পণ্ডিতাখ্যকঃ ॥ ১৪৭ ॥
নির্ণীতঃ শ্রীস্বরূপৈর্যো ব্রজলক্ষ্মীতয়া যথা ॥ ১৪৮ ॥

বৃন্দাবনে শারী শুয়া দক্ষ বিচক্ষণ।
শিবানন্দপুত্রমধ্যে দুই ভ্রাতা হন ॥
কবিকর্ণপুরের অগ্রজ গুণধাম।
চৈতন্যদাস রামদাস দোঁহানাম
অতঃপর বল্লবীগণের যে প্রকাশ।
কহিব কিঞ্চিত যে যে চৈতন্যে বিলাস ॥
প্রেমের স্বরূপা রাধা বৃন্দাবনেশ্বরী।
তেঁহ শ্রীমদ্গদাধরপণ্ডিতরূপধারী ॥

(৪১)

সংপ্রাপ্তসিদ্ধয়ঃ সিদ্ধাঃ নিত্যসিদ্ধাশ্চ তে দ্বিধা।

সাধনৈঃ কৃপয়াচান্যে দ্বিধাসংপ্রাপ্তসিদ্ধয়ঃ ॥৬॥

অথ নিত্যসিদ্ধাঃ।

৪১। এই সিদ্ধ আবার সংপ্রাপ্ত সিদ্ধিরূপসিদ্ধ এবং নিত্যসিদ্ধ ভেদেও দ্বিবিধ। সংপ্রাপ্তসিদ্ধ আবার সাধন সিদ্ধ এবং কৃপাসিদ্ধ ভেদে দ্বিবিধ ॥৬॥

(ক) মার্কণ্ডেয়াদি ঋষিগণ সাধন সিদ্ধের দৃষ্টান্ত। মার্কণ্ডেয়াদয়ঃ প্রোক্তাঃ সাধনৈঃ প্রাপ্তসিদ্ধয়ঃ। যজ্ঞপত্নী বিরোচনপুত্র বলি এবং শুকদেব প্রভৃতি কৃপাসিদ্ধ। কৃপাসিদ্ধা যজ্ঞপত্নী বৈরোচনি শুকাদয়ঃ। কৃপাসিদ্ধা যজ্ঞাপত্নীতি যদুক্তম্ তত্বাপাততঃ প্রতীত্যপেক্ষয়েতি জ্ঞেয়ং।

পুরা বৃন্দাবনে লক্ষ্মীঃ শ্যামসুন্দরবল্লভা।
সাদ্য গৌরপ্রেমলক্ষ্মীঃ শ্রীগদাধরপণ্ডিতঃ ॥ ১৪৯ ॥
রাধামনুগতা যত্তল্ললিতাপ্যনুরাধিকা।
অতঃ প্রাবিশদেষা তং গৌরচন্দ্রোদয়ে যথা ॥ ১৫০ ॥

ইয়মপি ললিতৈব রাধিকালী
ন খলু গদাধর এষভূসুরেন্দ্রঃ।
হরিরয়মথ বা স্বয়ৈব শক্ত্যা
ত্রিতয়মভূৎ স সখী চ রাধিকা চ ॥ ১৫১ ॥

ধ্রুবানন্দব্রহ্মচারী ললিতেত্যপরে জগুঃ।

বৃন্দাবনলক্ষ্মী শ্যাম সুন্দরবল্লভা।
গৌরপ্রেমলক্ষ্মী গোরা অঙ্গ কান্তি-প্রভা ॥
রাধাকৃষ্ণ দুই তনু মিলিয়া গৌরাঙ্গ।

(৪২)

কোটি গুণং কৃষ্ণে প্রেমাণং পরমং গতাঃ ।

অথ নিত্যসিদ্ধ গণের লক্ষণ—

৪২। মুকুন্দবৎ যাহারা নিত্য এবং আনন্দময় (অর্থাৎ তত্

মুকুন্দবদ্যে নিত্যানন্দ গুণাস্তে নিত্যসিদ্ধা ইত্যন্বয়ঃ।

নিত্যাশ্চ আনন্দস্বরূপাশ্চ গুণাস্তদুপলক্ষিত দেহাশ্চ যেষাং তে ইতি

তেষাং মুখ্যলক্ষণ মাহ—আত্মেতি আত্মপ্রেমতেঽপি কোটিগুণমিত্যং

মধ্যপদলোপাৎ। অহমেব প্রিয়ো যেষাং ন তথাত্মাদয়ঃ—ইত্য

তথাহি শ্রীভাগবতে দশমে—অহো ভাগ্য মহো ভাগ্যং নন্দগো

ব্রজৌকসাং। যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনং ॥ ১০।১৪।৩০

(ক) অর্থাৎ—অহো নন্দগোপ এবং ব্রজবাসিদিগের কি আশ্চর্য্য ভা

পরমানন্দ স্বরূপ সনাতন পূর্ণব্রহ্ম তঁহাদের মিত্র—

স্ব প্রকাশবিভেদেন সমীচীনং মতস্তুতৎ ॥ ১৫২ ॥

অথবা ভগবান্ গৌরঃ স্বেচ্ছয়াগাত্রিরূপতাং।

গদাধর শ্রীরাধা দ্বিধারূপে রসরঙ্গ ॥

শ্রীরাধার প্রাণসমা ললিতাসুন্দরী।

নিজনাম তুল্য নাম অনুরাধা করি ॥

তেঁহ শ্রীরাধার রূপ গদাধরদেহে।

চৈতন্যে শ্রীরাধা যথা তথা মিলি ব্যুহে ॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের মতে।

এবং শ্রীস্বরূপগোস্বামীর বর্ণনাতে ॥

শ্রীরাধা শ্রীগদাধর নাহিক সন্দেহ।

রুক্মিণীদেবীর সহ মিলি কহে কেহ ॥

সে সত্য যেঁহ লক্ষ্মী রাধিকার অংশ।

সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী রাধা সর্ব্ব অবতংস ॥

নিত্যানন্দগুণাঃ সর্ব্বে নিত্যসিদ্ধা মুকুন্দবৎ ॥৭॥

গুণশালী)।। যাহারা আপনা অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণে কোটিগুণ প্রেম বিধান করেন, তাঁহারা নিত্যসিদ্ধ ॥৭॥

(খ) যাদব এবং গোপসকল নিত্যসিদ্ধ। নিত্যসিদ্ধ বলায় বুঝিতে হইবে যেমন, লক্ষণ ভরত ও সঙ্কর্ষণ প্রভৃতি ভগবানের সহিত জন্ম গ্রহণ করেন, তদ্রূপ যাদব ও গোপগণ লীলাবশতঃ ভগবানের সহিত জন্ম গ্রহণ করেন, এবং পুনর্ব্বার ভগবানের সহিত নিত্যধামে গমন করিয়া থাকেন; অর্থাৎ বৈষ্ণবদিগের জন্ম ও কর্ম্মবন্ধন নাই।

অতঃ শ্রীরাধিকারূপঃ শ্রীগদাধরপণ্ডিতঃ ॥ ১৫৩ ॥
রাধাবিভূতিরূপা যা চন্দ্রকান্তিঃ পুরা স্থিতা।
সাদ্য গৌরাঙ্গনিকটে দাসবংশ-গদাধরঃ ॥ ১৫৪ ॥
পূর্ণানন্দা ব্রজে যাসীদ্বলদেবপ্রিয়াগ্রণীঃ।

মহাপ্রভু নৃত্য কৈলা ধরি রাধাবেশ।
গদাধর হৈলা তবে ললিতা-আবেশ ॥
ইহাতে নাটকমতে প্রমাণ যে হয়।
সকল সম্ভব অলৌকিক যে বিষয় ॥
গদাধরপ্রকাশ ব্রহ্মচারী ধ্রুবানন্দ।
ললিতার রূপ করি কহে ভক্তবৃন্দ ॥
প্রভুদেহে শ্রীরাধা শ্রীললিতাবিলাস।
ললিতার অংশে কিবা দ্বিতীয় প্রকাশ ॥
শ্রীরাধাবিভূতি চন্দ্রকান্তি পূর্ব্বে ব্রজে।
তেঁহ এবে গদাধরদাসরূপে রাজে ॥ ১৪৮ ॥
পূর্ণানন্দা গোপী যেঁহ বলদেব-প্রিয়া।
বিরাজয় অদ্য গদাধর প্রকাশিয়া ॥

গুরুমুখ হইতে বিষ্ণুমন্ত্র শ্রবণ করে।

সাপি কার্য্যবশাদেব প্রাবিশত্তং গদাধরং॥ ১৫৫॥
পুরা চন্দ্রাবলী যাসীদ্ব্রজে কৃষ্ণপ্রিয়া পরা।
অধুনা গৌড়দেশে সা কবিরাজঃ সদাশিবঃ॥ ১৫৬॥
যস্যা বক্ষসি সুষ্বাপ কৃষ্ণো বৃন্দাবনে পুরা।
সা শ্রীভদ্রাদ্য গৌরাঙ্গপ্রিয়ঃ শঙ্করপণ্ডিতঃ॥ ১৫৭॥
পুরা শ্রীতারকাপাল্যৌ যে স্থিতে ব্রজমণ্ডলে।
তে সাম্প্রতং জগন্নাথ শ্রীগোপালৌ প্রভোঃ প্রিয়ৌ॥১৫৮
শৈব্যা যাসীদ্ব্রজে চণ্ডী স দামোদরপণ্ডিতঃ।
কুতশ্চিৎ কার্য্যতো দেবী প্রাবিশত্তং সরস্বতী॥ ১৫৯॥

চন্দ্রাবলী কৃষ্ণপ্রিয়াবলীর প্রধানা।
কবিরাজ সদাশিব প্রকাশ অধুনা॥ ১৫৬॥
পূর্ব্বে ভদ্রাসখী এবে শঙ্কর পণ্ডিত।
যেঁহ তাকো পালি দোঁহ ব্রজে অবস্থিত॥
এবে জগন্নাথ শ্রীগোপাল দোঁহরূপে।
দামোদর পণ্ডিত চণ্ডীসখীর স্বরূপে॥
কার্য্যবিশেষেতে সরস্বতীর আবেশ।
প্রভুর যে প্রিয় গুণ নাহি যার শেষ॥
স্বয়ং শ্রীললিতাদেবী স্বরূপ গোস্বামী।
চৈতন্যের প্রিয় চৈতন্যেতে মহাপ্রেমী॥
রাধাকৃষ্ণ গুণলীলা কেহ যদি বর্ণে।
রসাভাস হৈলে প্রভু নাহি শুনে কর্ণে॥
প্রথমে শ্রীস্বরূপগোসাঞি পরখেন

সেই জন বৈষ্ণব হয় বৈষ্ণব চিহ্ন ধরে ॥

কলামশিক্ষয়দ্রাধাং যা বিশাখা ব্রজে পুরা।
সাদ্য স্বরূপগোস্বামী তত্তদ্ভাববিলাসবান্ ॥ ১৬০ ॥
বেশবিন্যাসমকরোদ্রাধাং চিত্রে ব্রজে পুরা।
সেদানীং কবিরাজঃ শ্রীবনমালী প্রভোঃ প্রিয়ঃ ॥ ১৬১॥
শ্রীরাধা প্রাণরূপা যা শ্রীচম্পকলতা ব্রজে।
সাদ্য রাঘবগোস্বামী গোবর্দ্ধনকৃতস্থিতিঃ।
ভক্তিরত্নপ্রকাশাখ্য গ্রন্থো যেন বিনির্ম্মিতঃ ॥ ১৬২ ॥
তুঙ্গবিদ্যা ব্রজে যাসীৎ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদা।
সা প্রবোধানন্দযতির্গৌরোদ্গানসরস্বতী ॥১৬৩ ॥
ইন্দুলেখা ব্রজে যাসীচ্ছ্রীরাধায়াঃ সখী পুরা।
কৃষ্ণদাসব্রহ্মচারীকৃতবৃন্দাবনস্থিতিঃ ॥ ১৬৪ ॥
রঙ্গদেবী পুরা যাসীদদ্য ভট্টো গদাধরঃ।
অনন্তাচার্য্যগোস্বামী যা সুদেবী পুরা ব্রজে ॥১৬৫ ॥

তবে মহাপ্রভু তাহা গ্রহণ করেন ॥
কেহ কহে বিশাখারূপ তেঁহ হন।
শ্রীরাধারে যেঁহ কলাবিলাস শিখান ॥
বেশ রচনায় পটু যেঁহ চিত্রাসখী।
বনমালী কবিরাজ প্রভুসুখে সুখী ॥
চম্পকলতিকা রাধাসুখের বিলাসী।
রাঘবপণ্ডিত তেঁহ গোবর্দ্ধনবাসী ॥
ভক্তিরত্নপ্রকাশ নাম গ্রন্থ চমৎকার।
বর্ণিয়া করিলা যেঁহ ভক্তির প্রচার ॥ ১৬২ ॥

তথাহি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে

(৪৩)

গুরুবক্ত্রাদ্বিষ্ণুমন্ত্রো যস্য কর্ণে প্রবিশ্যতি।

তং বৈষ্ণবং মহাপূতং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥৮॥

চিহ্নধারণং যথাস্কন্দপুরাণে—

৪৩। শ্রীগুরুর মুখ হইতে কৃষ্ণমন্ত্র যাঁহার কর্ণে প্রবেশ করে, সাধুগণ তাঁহাকে বৈষ্ণব এই মহাপবিত্র আখ্যা প্রদান করেন ॥৮॥

শ্রীকাশীশ্বরগোস্বামী শশিরেখা পুরা ব্রজে
ধনিষ্ঠা ভক্ষসামগ্রীং কৃষ্ণায়াদাদ্ব্রজেঽমিতা
সৈব সম্প্রতি গৌরাঙ্গপ্রিয়ো রাঘবপণ্ডিতঃ ॥১৬৬॥
গুণমালা ব্রজে যাসীদ্দময়ন্তী তু তৎ স্বসা।
রত্নরেখা কৃষ্ণদাসঃ কৃষ্ণানন্দঃ কলাবতী ॥ ১৬৭ ॥
শেরীসেনী পুরা নারায়ণবাচস্পতিঃ কৃতী।
পীতাম্বরস্তু কাবেরী সুকেশী মকরধ্বজঃ ॥ ১৬৮ ॥

সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা তুঙ্গবিদ্যা রসবতী।
তেঁহ শ্রীপ্রবোধানন্দ-সরস্বতী যতি ॥
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত আদি কর্ণপেয়।
বর্ণিলেন গ্রন্থ সুধাধিক উপাদেয় ॥
ইন্দুলেখা সখী চন্দ্রমুখী রাধাপ্রিয়।
শ্রীমধুকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী নামধেয় ॥
রঙ্গদেবী সুরঙ্গিণী ভট্ট গদাধর।
সুদেবী অনন্তাচার্য্য গৌরাঙ্গকিঙ্কর ॥
কাশীশ্বরগোস্বামী শশিরেখা যেঁহ পূর্ব্বে ॥ ৬১৫ ॥

(৪৪)

যে কণ্ঠলগ্নতুলসী নলিনাক্ষমালা
যে বাহুমূলপরিচিহ্নিত শঙ্খচক্রাঃ।
যে বাললাটফলকে লসদূর্দ্ধ পুণ্ড্রা-
স্তে বৈষ্ণবা ভুবনমাশু পবিত্রয়ন্তি ॥৯॥
তদ্ভাবভাবিত চিত্ত বৈষ্ণব দেখা যায়।
কৃষ্ণভক্ত যেই জন সর্ব্বাশ্রম গুরু হয় ॥

কাশীখণ্ডে—

৪৪। যাহাদিগের কণ্ঠে তুলসী বা পদ্ম ও রুদ্রাক্ষমালা বিরাজিত, যাহাদিগের বাহুমূল শংখচক্রে চিহ্নিত, যাঁহাদিগের ললাট ফলকে উর্দ্ধ পুণ্ড্র শোভমান, সেই বৈষ্ণবগণ এই জগৎকে আশু পবিত্র করেন ॥৯॥

মাধবী মাধবাচার্য্য ইন্দিরা জীবপণ্ডিতঃ ॥ ১৬৯ ॥
ব্রজে যাসীৎ সুমধুরা তুঙ্গবিদ্যা প্রিয়া পুরা।
বিদ্যাবাচস্পতির্গৌরপ্রিয়ো ব্রজজনপ্রিয়ঃ ॥ ১৭০ ॥
বলভদ্রাখ্যকো ভট্টাচার্য্যঃ শ্রীমধুরেক্ষণা।
শ্রীনাথমিশ্রশ্চিত্রাঙ্গী কবিচন্দ্রো মনোহরা ॥ ১৭১ ॥
ব্রজে নান্দীমুখী যাসীৎ সাদ্য সারঙ্গঠক্কুরঃ।
প্রহ্লাদো মন্যতে কৈশ্চিন্মৎপিতা স ন মন্যতে ॥ ১৭২ ॥

ধনিষ্ঠা শ্রীরাঘবপণ্ডিত যেঁহ এবে ॥ ১৬৬ ॥
ব্রজে কৃষ্ণে নে বথাদ্যবস্তু লঞা দেন।
হেথা প্রভুহেতু ঝালি সাজাইয়া যান ॥
গুণমালা তাঁহার ভগিনী দময়ন্তী ॥ ১৬৭ ॥

(৪৫)

অন্ত্যজা অপিতদ্রাষ্ট্রে শঙ্খচক্রাঙ্কধারিণঃ।
সংপ্রাপ্তে বৈষ্ণবীং দীক্ষাং দীক্ষিতাইব সংবভুঃ ॥১০॥
চণ্ডালাদি জনেও বৈষ্ণব যদি হয়।
যাজ্ঞিক সমান সেই সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥
আত্যন্তিকী লক্ষ্মী নাহিক মানসে।
সতত স্বভক্তদিগে রহে এক আশে ॥
অতএব হরিভক্তজন কৃপা না করিলে।
শতজন্মসাধনেও কৃষ্ণ নাহি মিলে।
অথ শ্রীভাগবতে ভগবদ্বাক্যং—

৪৫। হে রাজন্! তোমার রাজ্যে অন্তজবর্ণ হইলেও যাঁহারা শংখচক্রাদিধারী, বৈষ্ণবী দীক্ষার প্রভাবে তাঁহারাও যাজ্ঞিকতুল্য ॥১০॥

কলকণ্ঠী সুকণ্ঠ্যৌ যে ব্রজে গান্ধর্ব্বনাটিকে।
রামানন্দবসুঃ সত্যরাজশ্চাপি যথাযথং ॥ ১৭৩ ॥
ব্রজে কাত্যায়নী যাসীদদ্য শ্রীকান্তসেবকঃ ॥ ১৭৪ ॥
ব্রজাধিকারিণী যাসীদ্বৃন্দাদেবী তু নামতঃ।
সা শ্রীমুকুন্দদাসোঽদ্য খণ্ডবাসঃ প্রভুপ্রিয়ঃ ॥১৭৫॥
পুরা বৃন্দাবনে বীরাদূতী সর্ব্বাশ্চ গোপিকাঃ।
নিনায় কৃষ্ণনিকটং সেদানীং জনকো মম।
ব্রজে বিন্দুমতী যাসীদদ্য সা জননী মম ॥ ১৭৬ ॥

কিবা স্নেহময় তাঁর গৌরাঙ্গে পিরীতি ॥
রত্নলেখা কৃষ্ণদাস কৃষ্ণানন্দ যেঁহ।

(৪৬)

অহং ভক্ত পরাধীনোহ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ ॥১১॥

৪৭। হে দ্বিজ! আমি স্বাধীন নহি, আমি ভক্তের পরাধীন। সাধু-ভক্তগণ আমার হৃদয় অধিকার করিয়াছেন, আমি ভক্তজনপ্রিয় ॥১১॥

পুরা মধুমতী প্রাণসখী বৃন্দাবনে স্থিতঃ
অধুনা নরহর্য্যাখ্যঃ সরকারঃ প্রভোঃ প্রিয়ঃ ॥ ১৭৭ ॥
পুরা প্রাণসখী যাসীন্নাম্না রত্নাবলী ব্রজে।
গোপীনাথাখ্যকাচার্য্যো নির্ম্মলত্বেন বিশ্রুতঃ ॥ ১৭৮ ॥
বংশী কৃষ্ণপ্রিয়া যাসীৎ সা বংশীদাসঠকুরঃ ॥১৭৯॥
শ্রীরূপমঞ্জরীখ্যাতা যাসীদ্বৃন্দাবনে পুরা।
সাদ্য রূপাখ্য গোস্বামী ভূত্বা প্রকটতামিয়াৎ ॥ ১৮০ ॥
যা রূপমঞ্জরী প্রেষ্ঠা পুরাসীদ্রতিমঞ্জরী।

ব্রজে পূর্ব্বে সখী কলাবতী নাম তেঁহ।
শৌরসেনী এবে নারায়ণবাচস্পতি ॥
পীতাম্বর যেঁহ তেঁহ কাবেরী সুমতি।
সুকেশী মকরধ্বজ মাধবী যে গোপী ॥ ১৬৮ ॥
মাধব আচার্য্য যশ যাঁর পৃথ্বীব্যাপী।
ইন্দিরা রূপসী যেঁহ শ্রীজীবপণ্ডিত ॥
সুমধুর নামে তুঙ্গবিদ্যাসহ প্রীত।
তেঁহ বিদ্যাবাচস্পতি ওড্রদেশীয় ॥ ১৭০ ॥
সুবিজ্ঞ পরম ধীর গৌরাঙ্গের প্রিয়।
বলভদ্র ভট্টাচার্য্য শ্রীমধুরেক্ষণা ॥

(৪৭)

নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা।

শ্রিয়ং বাত্যন্তিকীং ব্রহ্মন্ যেষাং গতিরহং পরা ॥১২॥

পঞ্চবিধ রসে সিদ্ধ ভক্ত পঞ্চভাবে।

তাহার অনুগ সাধকভক্তি সেই জনে পাবে।

যথোক্তং

(৪৮)

ভক্তাস্তু কীর্ত্তিতাঃ শান্তা স্তথাদাসসুতাদয়ঃ।

সখায়োগুরুবর্গাশ্চ প্রেয়স্যশ্চেতি পঞ্চধা ॥১৩॥

৪৭। আমিই যাহাদিগের একমাত্র গতি সেই সাধুভক্ত ভিন্ন আমি আপনাতেও তৃপ্ত নহি, এমন কি মহালক্ষ্মীকেও আমি আকাঙ্ক্ষা করি না ॥ ১২ ॥

৪৮। এই ভক্তসকল শান্ত, দাস এবং সুতাদি, সখা, গুরু এবং প্রেয়সীবর্গভেদে পঞ্চধাবিভক্ত ॥ ১৩ ॥

সোচ্যতে নামভেদেন লবঙ্গমঞ্জরী বুধৈঃ ॥ ১৮১ ॥

চিত্রাঙ্গী শ্রীনাথমিশ্র শিষ্ট মহামনা।

কবিচন্দ্র যেঁহ তেঁহ মনোহরা সখী ॥

সারঙ্গ ঠাকুর তেঁহ যেঁহ নান্দীমুখী।

প্রহ্লাদের আবেশ তাঁহাতে কেহ কহে ॥

শিবানন্দসেন সে মহাত্মমতে নহে।

কলকণ্ঠী সুকণ্ঠী সে গন্ধর্ব্বী আখ্যান ॥ ১৭৩ ॥

বসু-রামানন্দ আর সত্যরাজ-খান।

কাত্যায়নী নামেতে গোপী শ্রীকান্ত-সেন ॥১৭৪॥

বৃন্দাবনে বনদেবী বৃন্দা যে আখ্যান।

নিত্যসিদ্ধ ভক্তজন কৃষ্ণসম জানি।
দীক্ষা শিক্ষা লোকাচার লীলা করি মানি ॥
শ্রীচৈতন্য চন্দ্রবেড়ি তারা ভক্ত যত।
ক্ষুদ্র হইয়া আমি তাহা কহিব বা কত ॥

সাদ্য গৌরাভিন্নতনুঃ সর্ব্বারাধ্যঃ সনাতনঃ।

তেঁহ শ্রীমুকুন্দদাস খণ্ডবাসী হন ॥
বীরা নামে দূতী তেঁহ শিবানন্দ সেন ॥
সর্ব্বগোপীদূতী যেঁহ সর্ব্বসমঞ্জস।
কৃষ্ণসুখে সদা সুখী কষ্ণে রসোল্লাস ॥ ১৭৬ ॥
ব্রজে বিন্দুমতী যেঁহ তাঁহার ঘরণী।
কবি শ্রীমান্ কবিকর্ণপুরের জননী ॥ ১৭৭ ॥
পূর্ব্ব মধুমতী ব্রজে এবে যে প্রভুর।
প্রিয়তম নরহরি সরকার ঠাকুর ॥ ১৭৮ ॥
ব্রজে প্রাণসখী যবে নাম রত্নাবতী।
এবে তেঁহ গোপীনাথাচার্য্য মহামতি ॥
কৃষ্ণপ্রিয় বংশী বংশীদাস সে ঠাকুর।
শ্রীরূপমঞ্জরী রূপে গুণেতে প্রচুর ॥
তেঁহ শ্রীমান্ রূপ-নাম গোস্বামী প্রসিদ্ধ।
সর্ব্বগুণধাম সর্ব্বজগত আরাধ্যা ॥
গৌরাঙ্গের দ্বিতীয় যে কলেবর হয়।
তেঁহ বিনে কলিজীবের কি হৈত উপায় ॥
শ্রীরূপমঞ্জরী শ্রেষ্ঠা শ্রীরতিমঞ্জরী।
তাঁর নামভেদ হয় লবঙ্গ-মঞ্জরী ॥
তেঁহ শ্রীমান্ সনাতন গুণের সাগর।
শ্রীচৈতন্য অভিন্ন তাঁহার কলেবর ॥

আপনার গুণে তেঁহ হইয়াছে প্রকাশ।
তাহাই বলিতে মনে কিছু করি আশ॥
অশ্বিন্যাদি যথা সপ্তবিংশতি কথন।
তথা নিত্যসিদ্ধ ভক্ত করিব গণন॥
সংক্ষেপেতে অপরাধ না লবে আমার।
শ্রীচৈতন্য ভাগবতে করিব প্রচার॥
মুখ্যভক্ত যত আর অন্যত্র বলিব।
সপ্তবিংশতিমাত্র ইহাতে কহিব॥
নিত্যসিদ্ধ গোপগোপী চৈতন্যাবতারে।
হেন জন কে আছে তাহা বিস্তারিতে পারে॥

তমেব প্রাবিশৎ কার্য্যান্মুনিরত্নং সনাতনঃ॥ ১৮২॥

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বারাধ্য অমূল্যরতন।
তাহাতে প্রবেশ চতুঃসন সনাতন॥
জগতে আচার্য্যরূপে উপদেশ দিলা।
দুর্ল্লভ মাধুর্য্য ভক্তিরস প্রচারিলা॥
শ্রীমান্ লবঙ্গমঞ্জরীর যে প্রকাশ।
শিবানন্দ চক্রবর্ত্তী বৃন্দাবনে বাস॥
পতিতপাবন শ্রীগোপালভট্ট যেঁহ।
শ্রীগুণমঞ্জরী রাধাকৃষ্ণপ্রিয় সেহ॥
সমুদ্র গম্ভীর যাঁর আশয় অগম্য।
নিদ্রাহার বিহারাদি দেবধর্ম্ম সাম্য॥
কৃষ্ণপ্রেমপরাকাষ্ঠা যে প্রেমের রসে।
শালগ্রামরূপ তেজ ত্রিভঙ্গ প্রকাশে॥

প্রথমেত বলিব শান্তভক্তি রসে।
শান্তরতি আগে হয় ভক্তের মানসে ॥

অথ মুখ্যভক্তিরসপঞ্চক নিরূপণে

(১) শান্তিভক্তিরসলহরী

বর্ত্তমান গ্রন্থের ৪৮ শ্লোকে লিখিত হইয়াছে, ভাবভেদে (ভাবভেদেন তেষাং ভেদান্তরাণ্যাহ—শ্রীজীবঃ) কৃষ্ণভক্তগণ

(১) শান্তবর্গ

(২) দাসসুতাদি বর্গ

(৩) সখাবর্গ

(৪) গুরুবর্গ

এবং (৫) প্রেয়সীবর্গ ইতি পঞ্চধা বিভক্ত।

ভক্তাস্তু কীর্ত্তিতাঃ শান্তাস্তথাদাসসুতাদয়ঃ।
সখায়ো গুরুবর্গাশ্চ প্রেয়স্যশ্চেতি পঞ্চধা ॥
(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু দ, ১ল, ১৫৪ তথা ভূমিকা)

ইহার মধ্যে যে সকল ব্যক্তি কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণভক্তের করুণাবশতঃ শ্রীভগবানে রতিলাভ করিয়াছেন, এমত আত্মারাম এবং ভগবন্মার্গে বদ্ধশ্রদ্ধা (মুমুক্ষু) তাপসগণ শান্ত বলিয়া অভিহিত।

মল্লবঙ্গমঞ্জর্য্যাঃ প্রকাশত্বেন বিশ্রুতঃ।
শিবানন্দশ্চক্রবর্ত্তী কৃতবৃন্দাবনস্থিতিঃ ॥ ১৮৩ ॥

অনঙ্গমঞ্জরী সখী তাঁহাতে প্রবেশ।
সাধুগণ কহে যেঁহ জানয়ে বিশেষ ॥

শান্তভক্তে মুখ্য সনকাদি চারিজন।
আত্মারাম হইয়া করে ভক্তি বিলসন॥
যথোক্তং।
আত্মারামাস্তু সনক সনন্দন মুখামতাঃ॥ ১৩॥

অথ শান্তাঃ

শান্তাঃ স্যুঃ কৃষ্ণ তৎপ্রেষ্ঠ
কারুণ্যেন রতিং গতাঃ।
আত্মারামস্তদীয়াধ্ব
বদ্ধশ্রদ্ধাশ্চ তাপসাঃ॥

ভ. প. ১ল. ৫.

শ্রীএকাদশে শ্রীউদ্ধবকে শ্রীকৃষ্ণ শম বলিতে কি বুঝায়, তাহা বলিতে গিয়া, বলিয়াছেন—আমাতেনিষ্ঠাপ্রাপ্তবুদ্ধির নাম শম, সুতরাং এই শান্তরতি ব্যতিরেকে ভগবানে বুদ্ধির নিষ্ঠা দুর্ঘট।

তথাহি

শমোমন্নিষ্ঠতা বুদ্ধে
রিতি শ্রীভগবদ্বচঃ।
তন্নিষ্ঠা দুর্ঘটা বুদ্ধে
রেতাং শান্তরতিং বিনা॥২২॥

অনঙ্গমঞ্জরী যাসীৎ সাদ্য গোপালভট্টকঃ।
ভট্টগোস্বামিনং কেচিদাহুঃ শ্রীগুণমঞ্জরী॥ ১৮৪॥

শ্রীমান্ রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী মহান্।
গৌরাঙ্গ সর্ব্বস্ব যাঁর গৌরাঙ্গ-পরাণ॥
পণ্ডিত সুশান্ত মহাগম্ভীর স্বভাব।
শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রে ঐকান্তিক ভাব॥

সনক মুনীন্দ্র হয় শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী ॥
যাহার লাগি গোপীনাথ ক্ষীর করিল চুরি।
একদিন ভাবাবেশে পুরী চারিজন।
আত্মারাম হইয়া করে ব্রহ্ম নিরূপণ ॥
মাধব ব্রহ্মানন্দ কৃষ্ণানন্দ কেশবপুরী।
সনকাদি যোগেন্দ্ররূপ চারিজনে ধরি ॥

যদিও শ্রীবিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে আছে—

নাস্তি যত সুখং দুঃখং
ন দ্বেষো ন চ মৎসরং।
সম সর্ব্বেষু ভূতেষু
স শান্তঃ প্রথিতো রসঃ ॥২৩॥

অর্থাৎ যাহাতে দুঃখ নাই, সুখ নাই, দ্বেষ নাই, মাৎসর্য্য নাই, সকল ভূতে সমভাব, তাহাকে শান্তরস বলা যায়।

রঘুনাথাখ্যকো ভট্টঃ
কৃত শ্রীরাধিকাকুণ্ড-কুটীরবসতিঃ সতু ॥ ১৮৫ ॥

ব্রজে তেঁহ শ্রীরতিমঞ্জরী আর রাগ।
দুই রূপে এক দেহ সর্ব্বত্র বিরাগ ॥
শ্রীমান্ দাস-রঘুনাথ ব্রজে শ্রীরসমঞ্জরী।
চৈতন্যকৃপায় পুন বাস ব্রজপুরী ॥
বিরক্ত উদার মহা মহাপ্রেমবান্।
কৃষ্ণের দুঃখ জানি নিজ কুটীর বানান ॥
সদাকৃষ্ণ ব্যাঘ্র হৈতে রক্ষার কারণে।
লগুড়হস্তেতে ফিরে শ্রীকুঞ্জের বনে ॥

যথা—

(৪৯)

মাধবপ্রমুখং ব্রহ্মসত্রং কেন বিকুর্ব্বতে।

আত্মতত্ত্ব বিলাসায় জ্ঞানমার্গে চরন্তি হি ॥ ১৫ ॥

(ব্রহ্মসত্রমন্যোন্যং সমবিদ্যানায়ুপনিষদ্বিচারঃ—শ্রীজীবঃ)

টিপ্পনী।

—ভক্তিরসামৃত সিন্ধু বলেন, আত্মারাম যাহারা, তাঁহারা হৃদাকাশে শান্তাখ্য ভাবচন্দ্রের কলা আশ্রয় করিয়া থাকেন।

তথাহি

ভক্তাত্মরামকরুণা

প্রপঞ্চেনৈব তাপসাঃ

শান্তাখ্যভাবচন্দ্রস্য

হৃদাকাশে কলাশ্রিতাঃ—প, ১ল, ৬,

১। কিন্তু যদি কখনও কাহারও প্রতি শ্রীভগবানের কৃপাতিশয় হয়, তাহা হইলে, প্রথমতঃ জ্ঞাননিষ্ঠ হইলেও তাহার চিত্তে রতির উদয় হইয়া থাকে।

তথাহি

ভবেৎ কদাচিৎ কুত্রাপি

নন্দসূনোঃ কৃপাভরঃ

প্রথমং জ্ঞাননিষ্ঠোঽপি

সোঽত্রৈব রতিমুদ্বহেৎ।

প. ১ল. ১৯।

দাস শ্রীরঘুনাথস্য পূর্ব্বাখ্যা রসমঞ্জরী।

গোসাঞি জানিয়া ঘর বান্ধিয়া রহিলা।

কৃষ্ণের ব্যামহ জানি সহিতে নারিলা॥

এমত অপূর্ব্ব কথা শুনি নাহি আর।
স্বরূপ ধরিয়া করে ব্রহ্মের বিচার।

২। দৃষ্টান্ত—ভ. প. ১ল- ৫।

সমস্তগুণবর্জ্জিতে করণতঃ প্রতীচীনতাং
গতে কিমপি বস্তুনি স্বয়মদীপি তাবৎ সুখং।
ন যাবদিয়মদ্ভুতা নবতমলানীলদ্যুতে
র্মুকুন্দ সুখে চিদঘনা তব বভূব সাক্ষাৎকৃতিঃ ॥৫॥

(স্বভাবত এব সংসারহরণান্মুকুন্দাভিধং মুক্তিদাতারং—শ্রীজীবঃ ॥

৩। অর্থাৎ হে মুকুন্দ! যাবৎ সুখস্বরূপ জ্ঞানঘন, অদ্ভুত তমাল নীলদ্যুতির সাক্ষাৎকার না হয়, তাবৎ ইন্দ্রিয়াগোচর নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মরূপ বস্তুতে লোক সহজে তৃপ্তি অনুভব করিয়া থাকে।

৪। সনক সনন্দন সনাতন সনৎকুমার এই চারিজন আত্মারাম হইয়াও ভক্তিবিলসনপরায়ণ হওয়ায়—শান্তভক্তের মধ্যে মুখ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন।

তাই গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—
শান্তভক্তে মুখ্য সনকাদি চারিজন।
আত্মারাম হইয়া করে ভক্তি বিলসন ॥

অমুং কেচিৎ প্রভাষন্তে শ্রীমতীং রতিমঞ্জরীং
ভানুমত্যাখ্যা যা কেচিদাহুস্তং নামভেদতঃ ॥ ১৮৬ ॥

শ্রীরতিমঞ্জরী কেহ তাঁহারে কহেন।
নামভেদে ভানুমতী যাঁহার আখ্যান ॥ (১৮৬)
শ্রীবল্লভাত্মজ শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী।
বিলাসমঞ্জরী যেঁহ ব্রজে পূর্ব্বনামী ॥

বৃদ্ধরূপে হইল পঞ্চবৎসর শিশু সম।
সুন্দর গৌরবর্ণ উর্দ্ধবাহু দক্ষিণ বাম॥
স্বরূপং যথোক্তং—

৫। ভক্তি রসামৃতসিন্ধু আরও বলেন, আত্মারামগণের চিত্তে যখন রতির উদয় হয়—তখন তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা অসংপ্রজ্ঞাত সমাধিযুক্ত, তাঁহাদের ভগবৎ-সাক্ষাৎকারে তনু কম্পে পূর্ণ হয়; আর যাঁহারা অবিদ্যা বিধ্বংসে নির্বিকল্প সমাধিযুক্ত তাঁহাদের হৃদয়ে আনন্দ কোটি সান্দ্রতা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং শান্তরতি—সময়া এবং সান্দ্রাভেদে দ্বিবিধ।

তথাহি

অত্র শান্তিরতি স্থায়ী
সমা সান্দ্রাচ সা দ্বিধা॥ ১৩

তত্রাদ্যা—

সমাধৌ যোগিন স্তস্মিন্
ন সংপ্রজ্ঞাতনামনি
লীলয়া ময়ি শব্দেহস্য
বভূবোৎকম্পিনী তনুঃ॥ ১৪

ভূগর্ভঠকুরস্যাসীৎ পূর্ব্বাখ্যা প্রেমমঞ্জরী।
লোকনাথাখ্যঃ গোস্বামী প্রলীলামঞ্জরী পুরা॥ ১৮৭॥
কলাবতী রসোল্লাসা গুণতুঙ্গা ব্রজে স্থিতা।

শত মুখ হৈলে তাঁর গুণ কহা যায়।
কিন্তু বিজ্ঞে পারে মো-সবার সাধ্য নয়॥
এই ছয় গোস্বামীর মঞ্জরী আখ্যান।
কহিলাম সাধুজনার যেমত বর্ণন॥
ভূগর্ভঠাকুর তেঁহ শ্রীপ্রেমমঞ্জরী।
লোকনাথ গোস্বামী শ্রীলীলা যে মঞ্জরী॥ (১

(৫০)

তে পঞ্চষাব্দবালাভা শ্চত্বার স্তেজসোজ্জ্বলাঃ।
গৌরাঙ্গা বাতবসনাঃ প্রায়েণ সহচারিণঃ ॥ ১৬ ॥

যথাসান্দ্রা—

সর্ব্ববিদ্যাধ্বংসতো যঃ সমন্তা
দাবির্ভূতো নির্বিকল্পে সমাধৌ।
জাতে সাক্ষাদযাদবেন্দ্রে স বিন্দ
ন্ময্যানন্দঃ সান্দ্রতাং কোটিধাসীৎ ॥১৫॥

৬। পারোক্ষ্য এবং সাক্ষাৎকারভেদে ইহা আবার দ্বিবিধ।

তথাহি

শান্তো দ্বিধৈষ পারোক্ষ্য
সাক্ষাৎকারবিভেদতঃ ॥১৫॥

৭। ভবিষ্যতে সন্দর্শন ঘটিবে, এইরূপ আশাকে পারোক্ষ্য বলে, আর সাক্ষাৎকার তাহা যাহা, উপভোগের বস্তুরূপে সমুপস্থিত হয়।

এই শান্ত রতির আলম্বন—চতুর্ভুজ ও শান্তগণ;

তা ছাড়া সচ্চিনানন্দঘনমূর্ত্তি, আত্মারামশিরোমণি, পরমাত্মা, পরম ব্রহ্ম,

শান্ত, দান্ত, শুচি, বশী,

সদা স্বরূপসংপ্রাপ্ত,

হতারিগতিদায়ক, ও বিভু ইত্যাদি গুণসম্পন্ন হরিও অবলম্বন স্বরূপ।

শ্রীবিশাখাকৃতং গীতং গায়ন্তিস্মাদ্য তা মতাঃ।
গোবিন্দ-মাধবানন্দ-বাসুদেবা যথাক্রমং ॥ ১৮ ॥

কলাবতী রসল্লাসা গুণতুঙ্গা ব্রজে।
শ্রীবিশাখাকৃতগীতে রাধাকৃষ্ণ পুজে॥

এই চারিপুরী পদে আমার প্রণতি

তত্রালম্বনাঃ

(ক) চতুর্ভুজশ্চ শান্তাশ্চ অস্মিনালম্বনামতাঃ।

(খ) সচ্চিদানন্দসান্দ্রাঙ্গ আত্মারামশিরোমণিঃ
পরমাত্মা পরং ব্রহ্ম শমোদান্তঃ শুচির্বশী॥
সদা স্বরূপসংপ্রাপ্তো হতারিগতিদায়কঃ।
বিভুরিত্যাদি গুণবানস্মিনালম্বনো হরিঃ॥ ৫॥

উদ্দীপন যথা—

মহৎ উপনিষদ্ শ্রবণ, নির্জনস্থানসেবন, অনুবৃত্তিবিশেষে শুদ্ধ সত্ত্বময় চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি, জ্ঞানশক্তির প্রধানতা, বিশ্বরূপ দর্শন, জ্ঞানিভক্তের সংসর্গ এবং ব্রহ্মসত্র অর্থাৎ সমবিদ্যব্যক্তিদিগের মধ্যে পরস্পর উপনিষদবিচার।

তা ছাড়া ভগবৎপাদপদ্মের তুলসীর সৌরভ, শংখের ধ্বনি, পূণ্য পর্ব্বত, পবিত্র বন, সিদ্ধক্ষেত্র, গঙ্গা, বিষয়াদির ক্ষয়শীলত্ব, কালের সর্ব্বহারিত্ব দাসাবশেষের সহিত আত্মারাম ও তাপসদিগের এই সকলও অসাধারণ উদ্দীপন।

অনুভাব যথা—

নাসাগ্রে দৃষ্টিনিক্ষেপ—অবধূতের ন্যায় চেষ্টা—

রাগলেখা কলাকেল্যো:রাধাদাস্যৌ পুরা স্থিতে।
তে জ্ঞেয়ে শিখিমাহাতী তৎস্বসা মাধবী ক্রমাৎ॥ ১৮৯॥

তাঁহা সবার প্রকাশ যে গুণতে জানিহ।
গোবিন্দ মাধবানন্দ বাসুদেব যেঁহ (১৮৮)
রাগলেখা কলাকেলি রাধাদাসী দুহ।
শ্রীশিখিমাহাতি মাধবী ভগ্নী সেহ॥ (১৮৯)

যাঁহার নাম লইলে হয়

টিপ্পনী।

যুগমাত্র নিরীক্ষণগতি অর্থাৎ চারিহস্তপরিমিতস্থান অবলোকন করিয়া পাদনিক্ষেপ, (তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের যোগে) যোগমুদ্রা ধারণ, হরিদ্বেষির প্রতি দ্বেষরাহিত্য—ভক্তের প্রতি নাতিভক্তি, সিদ্ধিলাভ এবং জীবন্মুক্তির প্রতি বহু আদর, নিরপেক্ষতা, নির্ম্মমতা, অহঙ্কাররাহিত্য, তথা মৌন প্রভৃতি যাহা শান্তা রতি বলিয়া কথিত এবং অসাধারণ ক্রিয়া—অনুভাব বিশেষ।

জৃম্ভা, অঙ্গমোটন, ভক্তির উপদেশ, হরির প্রতি নতিস্তুতি, দাসাভিমানী কৃষ্ণভক্তের এইরূপ রতি সকল শান্তা নামে অভিহিতা—

অথোদ্দীপনাঃ—

(ক) শ্রুতির্মহোপনিষদাং বিবিক্তস্থানসেবনং।
অন্তর্বৃত্তি বিশেষস্যস্ফূর্ত্তিস্তত্ত্ববিবেচনং।
বিদ্যাশক্তি প্রধানত্বং বিশ্বরূপপ্রদর্শনং।
জ্ঞানিভক্তেনসংসর্গো ব্রহ্মসত্রাদয়স্তথা।
এম্বসাধারণা প্রোক্তা বুধৈরুদ্দীপনাঅমী॥

(খ) পাদাব্জ তুলসীগন্ধঃ শঙ্খনাদোমুরদ্বিষঃ।
পুণ্যশৈলঃ শুভারণ্যং সিদ্ধক্ষেত্রংস্বরাপগা।
বিষয়াদিক্ষয়িষ্ণুত্বং কালস্যাখিলহারিতা।
ইত্যাদ্যুদ্দীপনাঃসাধারণাস্তেষাংকিলাশ্রিতৈঃ॥ ৮॥

পুলিন্দতনয়া মল্লী কালিদাসোঽধুনাভবৎ॥ ১৯০॥
শুক্লাম্বরো ব্রহ্মচারী পুরাসীদ্‌যজ্ঞপত্নিকা।

পুলিন্দ তনয়া মল্লী কালিদাস এবে। (১৯০)
শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী যজ্ঞপত্নী পূর্ব্বে॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রে রতি ॥

দৃষ্টান্ত (ক)—

অক্লেশাৎ কমলভুবঃ প্রবিশ্য গোষ্টীং
কুর্ব্বন্তঃ শ্রুতিশিরসাং শ্রুতিংশ্রুতজ্ঞাঃ
উত্তুঙ্গং যদুপুঙ্গবসঙ্গমায় রঙ্গং
যোগীন্দ্রাঃ পুলকভৃতো নবপ্যবাপুঃ ॥

দৃষ্ঠান্ত (খ) —

তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসী মকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ ॥ ৮ ॥

অথানুভাবাঃ

নাসাগ্রন্যস্তনেত্রত্বমবধূতবিচেষ্টিতং।
যুগমাত্রেক্ষিত গতির্জ্ঞানমুদ্রাপ্রদর্শনং ।
হরের্দ্বিষ্যপি ন দ্বেষো নাতিভক্তিঃ প্রিয়েষ্বপি।
সিদ্ধতায়া স্তথাজীবন্মুক্তেশ্চ বহুমানিতা ॥

প্রার্থয়িত্বা যদন্নং শ্রীগৌরাঙ্গো ভুক্তবান্ প্রভুঃ ।
কেচিদাহুব্রহ্মচারী যাজ্ঞিকব্রাহ্মণঃ পুরা ॥ ১৯১ ॥

যাঁর স্থানে মহাপ্রভু অন্ন মাগী খান।
কেহ কহে ব্রহ্মচারী যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ ॥ (১৯১)
অদ্য যজ্ঞপত্নী যেঁহ জগদীশ হিরণ্য।
একাদশী-দিনে প্রভু মাগি খাইলা অন্ন ॥ (১৯২)

দাস্যসিদ্ধভক্ত কহি প্রীতভক্তিরসে।
প্রীতরতি তদাজ্ঞানুস্বীকার মানসে।

নৈরপেক্ষ্যং নির্ম্মমতা নিরহঙ্কারিতা তথা।
মৌনমিত্যাদয়ঃ শীতাঃস্যুরসাধারণাঃ ক্রিয়াঃ ॥৯॥
(যুগং হলাদ্যঙ্গং তচ্চ চতুর্হস্তপ্রমাণং লক্ষ্যতে)
জ্ঞানমুদ্রা তর্জ্জন্যঙ্গুষ্টয়োর্যুতিঃ—শ্রীজীবঃ।)
জৃম্ভাঙ্গমোটনং ভক্তেরুপদেশোহরের্নতিঃ।
স্তবাদয়শ্চ দাসাদ্যৈঃ শীতাঃ সাধারণাঃ ক্রিয়াঃ ॥

জৃম্ভার দৃষ্টান্ত—

হৃদয়াম্বরে ধ্রুবং তে ভাবাম্বর মণিরুদেতি যোগীন্দ্র।
যদিদং বদনাম্ভোজং জৃম্ভাবলম্বতে ভরতঃ ॥
রোমাঞ্চ স্বেদকম্পাদ্যাঃ সাত্ত্বিকাঃ প্রলয়ং বিনা ॥১১॥
এষাং শ্রীভগবৎসমাধৌ চেষ্টায়া জ্ঞানান্তরস্য চ।
নিরাকৃতৌ প্রলয়লক্ষণত্বে প্রাপ্তেহপি ॥
ভূনিপতনাদ্যভাবাৎ প্রলয়ং বিনেত্যুক্তং।

শান্তরতি কৃষ্ণভক্তগণের আলম্বন, উদ্দীপন, এবং অনুভাবাদি যদিও অধিকাংশ স্থলে সাধারণভক্তের সদৃশ,—যদিও রোমাঞ্চ, ঘর্ম্ম, কম্পন প্রভৃতি সাত্ত্বিকভাব সকলের প্রকাশে—অপরাপর ভক্তের সহিত

অপরে যজ্ঞপত্ন্যৌ শ্রীজগদীশ-হিরণ্যকৌ।
একাদশ্যাং যয়োরন্নং প্রার্থয়িত্বাহঘসৎ প্রভুঃ ॥ ১৯২ ॥

মথুরায় কৃষ্ণপ্রিয়া সৈরিন্ধ্রী সুন্দরী।
তেঁহ কাশীমিশ্র বাস নীলাচলপুরী ॥ (১৯৩)

কৃষ্ণচৈতন্যে প্রভু বুদ্ধি করি।
বিশ্বাসেতে সেবা করেন তাঁহার আজ্ঞা ধরি॥

ইহাঁদিগের সমতা আছে, কিন্তু প্রলয় অর্থাৎ ভূনিপতনাদিলক্ষণ শান্তরসে সংঘটিত হইতে পরিদৃষ্ট হয় না।

রোমাঞ্চের দৃষ্টান্ত—

পাঞ্চজন্যজনিতো ধ্বনিরন্তঃ
ক্ষোভয়ন্ সপদি বিদ্ধসমাধিঃ।
যোগিনাং গিরিগুহা নিলয়ানাং
পুদ্গলে পুলকপালিমনৈষীৎ॥

ভূনিপতন যেমন শান্তগণের ভিতর পরিদৃষ্ট হয় না. তেমনি রোমাঞ্চাদি সাত্ত্বিকভাব সকল তাঁহাদিগের শরীরে সমুৎপন্ন হইলেও, এই সকল সংগোপনযোগ্য অবস্থা অতিক্রম না করায় জ্বলিত হয় মাত্র, দীপ্ত হয় না।

এষাং নিরভিমানানাং শরীরাদিষু যোগিনাং।
সাত্ত্বিকাস্তু জ্বলন্ত্যেব নতু দীপ্তা ভবন্ত্যমী॥
(এষামিতি তাবদপি শ্রীভগবৎ সম্বন্ধপ্রভাবাদেব
ভবতীতি ভাবঃ—শ্রীজীবঃ)

ভক্তিরসামৃত সিন্ধু বলেন, স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, বেপথু, বৈবর্ণ্য, অশ্রু এবং প্রলয় (অর্থাৎ ভূনিপতনাদি চেষ্টা ও জ্ঞানশূন্যতা এই অষ্ট

মথুরায়াং পুরা যাসীৎ সৈরিন্ধ্রী কৃষ্ণবল্লভা
সাদ্য নীলাচলাবাসঃ কাশীমিশ্রঃ প্রভোঃ প্রিয়ঃ॥ ১৯৩॥

মালতী শ্রীচন্দ্রলতিকা মঞ্জুমেধা আদি।
ভূতানন্দ শ্রীধরাদি নাহিক অবধি। (১৯৪—১৯৯)

যথোক্তং ।

দাসাস্তু প্রশ্রিতা স্তস্য নিদেশবশবর্ত্তিনঃ ।

বিশ্বস্তাঃ প্রভুতাজ্ঞান বিনম্রিত ধিয়শ্চ তে ॥ ১৭ ॥

প্রশ্রিত (অর্থাৎ সতত নতদৃষ্টিতে অবস্থিত), আজ্ঞানুবর্ত্তী, বিশ্বস্ত, প্রভু-জ্ঞানে নম্রবুদ্ধি দাস্যসিদ্ধ ভক্তের লক্ষণ। (ভক্তিরসামৃতসিন্ধু--প.১ল. ৪.).

টীকা।

প্রশ্রিতা—নতদৃষ্টিত্বাদিনা স্থিরাঃ ।

নিদেশে—স্বস্বযোগ্য কর্ম্মণি যা শ্রীকৃষ্ণস্যাজ্ঞা তত্র যো

বশ—ইচ্ছা—স্বত এব রুচিস্তত্র বর্ত্তিতুং শীলং যেষা তে তথা।

বশঃ—কান্তাবিত মরঃ তদেতল্লক্ষণানুসারাৎ রূঢ়িবৃত্ত্যা

দাসত্বে নাশঙ্ক্যমানা শ্রীকৃষ্ণগৌরব—

বিষয়া—বিপ্রাদযোরপি যোগবৃত্ত্যা গণয়িষ্যন্তে।

দাস্যতে—দীয়তে কৃপয়া তত্তদ্বাঞ্ছিতং সম্পদ্যতে যেভ্য ইতি নিরুক্তেঃ

দাস—দানে যথা চাত্র প্রমাণীকৃতং ভাষাবৃত্তৌ।

গুণিনাং ব্রাহ্মণো দাস ইতি কিন্তেতি নিত্যসিদ্ধাঃ সাধনসিদ্ধাশ্চেত্যু-ভয়ে—

লীলাপরিকরা তাদৃশতাভাববাঞ্ছকাশ্চেতি ভেদেন তত তত্র জ্ঞেয়াঃ—শ্রীজীবঃ)

সাত্ত্বিকভাব) স্নিগ্ধ, দিগ্ধ ও রুক্ষভেদে ত্রিবিধ ! স্নিগ্ধ কৃষ্ণসাক্ষাৎকারে বা কিঞ্চিৎ ব্যবধানে সমুৎপন্ন, দিগ্ধ জাতরতি ব্যক্তিতে পরিদৃষ্ট হয়, রুক্ষ—

মালতী চন্দ্রলতিকা মঞ্জুমেধা বরাঙ্গদা ।

রত্নাবলী চ কমলা গুণচূড়া সুকেশিনী ॥ ১৯৪

সহস্র সহস্র গোপী চৈতন্য পার্ষদ ।

পুরুষরূপেতে করে প্রেমের আস্বাদ ॥

চতুর্দ্ধাসী অধিকৃতাশ্রিত পারিষদানুগাঃ ॥১৭॥
অধিকৃত আশ্রিত পারিষদানুগভেদে।
চারিপ্রকার দাস সেবা করেন প্রসাদে ॥

টীকা।

যথোক্তং

তত্রাধিকৃতাঃ—

ব্রহ্মশঙ্কর শক্রাদ্যাঃ।
প্রোক্তা অধিকৃতা বুধৈঃ ॥
(অধিকৃতা ইতে শ্রীকৃষ্ণেনাধিকৃত্য স্থাপিতা ইত্যর্থঃ।

অজাত রতি ব্যক্তিতে ঘটে। ধূমায়িত, জ্বলিত; দীপ্ত, উদ্দীপ্ত এবং সুদীপ্ত বা মহাভাব লইয়া এইভাব সকল ভক্তদেহে এক দুই তিন চারি বা ততোধিক সংখ্যায় অল্প বা বহুমাত্রায় প্রকাশ পায়;—ধূমায়িতভাব সহজে গোপন করিতে পারা যায়, ইহা একক। জ্বলিতভাব—দুই বা তিনের সংমিশ্রণসম্ভূত—কষ্টেসৃষ্টে ইহাকে গোপন করিতে পারা যায় দীপ্তভাব—তিন চারি বা পাঁচটি বৃদ্ধিপ্রাপ্তভাবের সংমিশ্রণ—ইহাকে সম্বরণ করিতে পারা যায় না। উদ্দীপ্তভাব সকল মহাভাবে সুদীপ্ত হয়। পাঁচ বা ছয়টিভাবের সংমিশ্রণে যদি ভাব চরম উৎকর্ষতা লাভ করে, তাহা হইলে তাহাকে উদ্দীপ্ত বা মহাভাব বলে।

কর্পূরমঞ্জরী শ্যামমঞ্জরী শ্বেতমঞ্জরী।
বিলাসমঞ্জরী কামলেখা চ মৌনমঞ্জরী ॥ ১৯৫ ॥
নানালীলা করে নানাদেশে অবতরি।
লৌকিকের ন্যায় রূপ স্বভাব আচরি ॥

ব্রহ্মাশঙ্কর ইন্দ্রাদি দাসে মুখ্য লিখি।
হরিদাস ঠাকুর আদি, তিন জন দেখি ॥

নির্বেদ, ধৈর্য্য, হর্ষ, মতি, স্মৃতি, ঔৎসুক্য, আবেগ ও বিতর্ক প্রভৃতি শান্তরসের সঞ্চারিভাব বলিয়া কীর্ত্তিত।

অথ সঞ্চারিণঃ—

সঞ্চারিণোঽত্র নির্ব্বেদো ধৃতি হর্ষো মতি স্মৃতিঃ।
বিষাদোৎসুকতাবেগ বিতর্কাদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥

নির্ব্বেদের দৃষ্টান্ত—

অস্মিন্ সুখঘনমূর্ত্তৌ পরমাত্মনি স্ফুরতি।
আত্মারামতয়া মে বৃথা গতো বত চিরং কালঃ ॥

ফলতঃ আত্মারামগণ দাসাদির মত শ্রীভগবানের লীলাদি বিষয়ে তেমন আকৃষ্ট হয়েন না, তাঁহারা ভগবৎ সাক্ষাৎকারমাত্রেই কৃতার্থতা বোধ করেন।

ফল কথা—যোগিগণের প্রায় ব্রহ্মানন্দরূপ সুখস্ফূর্ত্তি হয়, কিন্তু এই সুখ অতি অল্পতর বা অঘন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ইহা বাহ্যবলিয়া উক্ত হইয়াছে।

ঘনানন্দময়—ঈশময় সুখ—অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ স্ফূর্ত্তিই—ভূমানন্দ স্বরূপ, যাহা দাস্যসিদ্ধ ভক্তাদি উপভোগ করিয়া থাকেন।

প্রায়ঃ স্বসুখজাতীয়ং সুখং স্যাদত্র যোগিনাং।
কিন্ত্বাত্মসৌখ্যমঘনং ঘনন্ত্বীশময়ং সুখং ॥ ৩ ॥

গন্ধোন্মাদা রসোন্মাদা চন্দ্রিকা কলভাষিণী।
গোপালী হরিণী কালী কালাক্ষী নিত্যমঞ্জরী ॥ ১৯৬ ॥

অসংখ্য গণন কহিবারে না পারিয়া।
কিঞ্চিত কহিল নিজ পবিত্র লাগিয়া ॥

হরিদাস প্রজাপতি নাহি জানি আন।
শ্রাদ্ধপাত্র অদ্বৈত যাঁহাকে করিলেন দান॥
সকল ব্রাহ্মণে গণে হইল বিমতি।
তে কারণে দেখাইলা ব্রহ্মার আকৃতি॥

স্বরূপং যথা—

চতুর্ম্মুখো জগৎকর্ত্তা চতুর্ব্বেদপরায়ণঃ।
হরিদাসঃ কলৌ জাতো ব্রহ্মাণং তং নমাম্যহং॥১৮॥

চতুর্ব্বেদপরায়ণ জগৎকর্ত্তা চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মস্বরূপ শ্রীহরিদাস কলিযুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ব্রহ্মরূপ তাঁহাকে আমি নমস্কার করি।

তত্রাপীশ স্বরূপানুভবস্যৈবোরুহেতুতা।
দাসাদিবন্মনোজ্ঞত্ব, লীলাদের্নতথামতা॥

২। অথ প্রীতভক্তিরসঃ—

ধরস্বামিভিঃ স্পষ্টময়মেব রসোত্তমঃ।
রঙ্গপ্রসঙ্গে সপ্রেম ভক্তিকাখ্যঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
রতিস্থায়িতয়া নাম কৌমুদীকৃদ্ভিরপ্যসৌ।
শান্তত্বেনায়মেবাদ্ধা সুদেবাদ্যৈশ্চ বর্ণিতঃ।

কলকণ্ঠি কুরঙ্গাক্ষী চন্দ্রিকা চন্দ্রশেখরা।
যা যাঃ স্বযোগ্যসেবায়াং নিযুক্তাঃ সন্তি রাধয়া॥ ১৯৭॥

মহান্ত যে কেহ কেহ উপ যে মহান্ত। (২০৮)
সকলেই গুণসিন্ধু সকলেই শান্ত॥
খণ্ডবাসী নরহরি আদি আর যত। (২০৯)

াদ্বৈত গোস্বামী সদাশিব বৃন্দাবনে।
পূজি প্রভু আঁনিলা ভুবনে ॥
কাশীবাসী হইয়া কোটি শিবপূজা করে।
পূজিতে ভাবিতে নিজরূপ বেশ ধরে ॥
করজোড় করি কহে শ্রীলাদ্বৈত শিবে।
সাঙ্গোপাঙ্গ সাথে মোরে দরশন দিবে ॥

টিপ্পনী।

আত্মোচিতৈর্বিভবাদ্যৈঃ প্রীতিরাস্বাদনীয়তাং।
নীতা চেতসি ভক্তানাং প্রীতভক্তিরসোমতঃ ॥
অনুগ্রাহ্যস্য দাসত্বাল্লাল্যত্বাদপ্যয়ং দ্বিধা।
ভিদ্যতে সংভ্রমপ্রীতো গৌবরপ্রীত ইত্যপি ॥
তত্র সম্ভ্রমপ্রীতঃ।
দাসাভিমানিনাং কৃষ্ণে স্যাৎপ্রীর্তিঃ সংভ্রমোত্তয়া।
পূর্ব্ববৎ পুষ্যমাণেয়ং সম্ভ্রমপ্রীত উচ্যতে ॥
হরিশ্চ তস্য দাসাশ্চ জ্ঞেয়া আলম্বনা ইহ ॥

অর্থাৎ শ্রীধরস্বামি প্রভৃতি স্পষ্টতঃ এই প্রীতভক্তিরসকে উত্তম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। নাট্যাদিতে ইহাই প্রেমভক্তি নামে অভিহিত। কৌমুদীকার ইহার নাম দিয়াছেন স্থায়িরতি। সুদেবাদির মতে ইহা সাক্ষাৎ শান্তরস।

গৌরেণ তৎপ্রিয়ৈঃ সার্দ্ধং ধৃতপুরুষবিগ্রহাঃ।
খেলন্তি স্ম স্বভাবানুসারাত্তাঃ ক্রমশো যথা ॥ ১৭৮ ॥

গৌরাঙ্গপার্ষদগণ কত শত শত ॥

এমন হইলা যদি শ্রীলাদ্বৈত আশ।
আজ্ঞা হইলা নবদ্বীপে হইতে প্রকাশ ॥
সম্বরিয়া নিজরূপ আইলা গৌড়দেশে।
আচার্য্য হইয়া ভ্রমণ করেন পুরাইতে আশে ॥

স্বরূপং

লিঙ্গরূপং ভবানাশং সর্ব্বতন্ত্রপ্রকাশকং
শ্রীলাদ্বৈতমহং বন্দে বিরুপাক্ষস্বরূপকং ॥১৯॥

আত্মোচিত বিভাবদ্বারা ভক্তগণের চিত্তে প্রীতি অনুভূত হয় বলিয়া ইহা প্রীতভক্তিরস বলিয়া আখ্যাত।

এই প্রীতভক্তিরস—অনুগ্রহপাত্রের সম্বন্ধে দাসত্ব এবং লালাত্ব হেতু সংভ্রমপ্রীত এবং গৌরবপ্রীতভেদে দ্বিধা ভিন্ন।

তন্মধ্যে সংভ্রমপ্রীত যথা—দাসাভিমানী ব্যক্তিদিগের শ্রীকৃষ্ণে যে প্রীতি উৎপন্ন হয়, তাহা সম্ভ্রমাকার ধারণ করে—ইহাই পরিপুষ্ট হইলে সম্ভ্রমপ্রীত বলিয়া উক্ত হয়।

দ্বিভুজ কিম্বা চতুর্ভুজমূর্ত্তি শ্রীহরি এবং তাঁহার দাসসকল ইহাতে আলম্বন।

সম্ভ্রমপ্রীতের দৃষ্টান্ত—

কাপর্দ্যোত্যম্বিকেয়ং হরিয়বকলয়ন্।
কম্পতে কঃ—শিবোঽসৌ।
তং বঃ স্তৌত্যেষ—ধাতা।

শুভানন্দো দ্বিজো ব্রহ্মচারী শ্রীধরনামকঃ
পরমানন্দগুপ্তো যৎকৃতা কৃষ্ণস্তবাবলী ॥ ১৯৯ ॥

সকল কহিতে নাহি পারয়ে অনন্ত।

সাক্ষাতে প্রতাপরুদ্র হয়েন সুরপতি।
যাঁহারে দেখাইলা প্রভু ষড়ভুজ আকৃতি॥
রামকৃষ্ণ চৈতন্য তিন অবতার লিখি।
প্রতাপরুদ্র বলেন এখন সহস্রনেত্রে দেখি॥
মহেন্দ্র সমানরূপ প্রতাপরুদ্র ধরি।
করজোড় করি তখন প্রভুস্তুতি করি॥

স্বরূপং যথা—

ধন্যং প্রতাপরুদ্রং তং ষড়ভুজাকৃতিদর্শনং।
সহস্রাক্ষং সুরশ্রেষ্ঠং বন্দে দেবাদিরক্ষকং॥২০॥

ব্রহ্মা শঙ্কর শক্রাদ্যাঃ
প্রোক্তা অধিকৃত বর্ধৈঃ॥ ২১॥

(রূপং প্রসিদ্ধমেবৈষাং তেন ভক্তিরুদীর্য্যতে॥ ৪॥

ব্রহ্মা শঙ্কর এবং ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ দাস্যসিদ্ধ ভক্তগণের মধ্যে অধিকৃত শ্রেণীর অন্তর্গত। (টীকা— ১১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।)

প্রণমতি বিলুণ্ঠন্ কঃ ক্ষিতৌ বাসবোহয়ং কঃ স্তব্ধোহস্তৌহদ্ধা
দনুজভিদনুজৈঃ পূর্ব্বোজোহয়ং মমেশ্বঃ।
কালিন্দী জাম্ববত্যাং ত্রিদশপরিচয়ং জালরন্ধ্রাদ্ব্যতানীৎ।
আলম্বনবিষয়ে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর আর একস্থানে আছে—

ব্রহ্মাণ্ডকোটিধামৈকরোমকূপঃ কৃপাম্বুধিঃ।
অবিচিন্ত্য মহাশক্তিঃ সর্ব্বসিদ্ধিনিষেবিতঃ॥

রঘুনাথো দ্বিজঃ কশ্চিদ্গৌরাঙ্গানন্যসেবকঃ।
কিঞ্চিৎ কহিল [illegible]

অধিকৃত অনেক দাস আছেন অধিকারে।
যাহাকে যে আজ্ঞা সেই তাহা করে॥
আশ্রিত অনেক আছেন না পারি কহিতে।
কাব্যভঙ্গ হয় তাহা বিশেষ বলিতে॥
পারিষদ্ অনেক দাস উদ্ধব মুখ্য তাহে।
পরমানন্দপুরীরূপ চৈতন্য সঙ্গে রহে॥
পরমানন্দ একদিন প্রভুর সাক্ষাতে।
উদ্ধব সংবাদ কথা লাগিলা কহিতে॥

অবতার বলীবীজঃ সদাত্মারামহৃদ্‌গুণঃ।
ঈশ্বরঃ পরমারাধ্যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ॥
সমৃদ্ধিমান্ ক্ষমাশীলঃ শরণাগতপালকঃ।
দক্ষিণঃ সত্যবচনো দক্ষঃ সর্ব্বশুভঙ্করঃ॥
প্রতাপী ধার্ম্মিকঃ শাস্ত্রচক্ষুর্ভক্তসুহৃত্তমঃ।
বদান্যস্তেজসাযুক্তঃ কৃতজ্ঞঃ কীর্ত্তিসংশ্রয়ঃ॥
বরীয়ান্ বলবান্ প্রেমবশ্য ইত্যাদিভিগুণৈঃ।
যুতশ্চ চতুর্বিধেষ্বেযুসেষ্বালম্বনো হরিঃ॥

অর্থাৎ অবচিন্ত্য মহাশক্তিসর্ব্বসিদ্ধিনিসেবিতি প্রভৃতি গুণসম্পন্ন হরি অধিকন্তু এই প্রীত ভক্তিরসে আলম্বন।

অধিকৃত, আশ্রিত, পারিষদ্ ও অনুগভেদে দাস চতুর্ধা বিভিন্ন।

ব্রহ্মা শিব ইন্দ্রাদি অধিকৃত দাস, তাঁহাদের স্বরূপ, শ্রীহরিদাস

কংসারিসেনঃ সেনঃ শ্রীজগন্নাথো মহাশয়ঃ॥ ২০০॥
শিবানন্দসুত শ্রীচন্দ্রশেখর কাপুত্র

সভে বলে ইহা তুমি কোথায় শিখিলা
দেখিতে দেখিতে পুরী উদ্ধবমূর্ত্তি হইলা ॥

স্বরূপং যথা—

শ্রীমন্তং পরমানন্দং কলৌ চৈতন্যসঙ্গকং।
শ্রীলোদ্ধবমহং বন্দে সর্ব্বদা বুদ্ধিনোত্তমং ॥২২

ং

এতেষাং প্রবরঃ শ্রীমান উদ্ধবঃ প্রেমবিক্লবঃ ॥ ২৩ ॥

তস্য রূপং যথা কালিন্দীমধুরত্বিষং—

(টিপ্পনী ১২৮ পৃ. ৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য)

শ্রীঅদ্বৈত এবং শ্রীপ্রতাপরুদ্রচরিতে যথাক্রমে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হইয়াছে, এবং তাঁহার দৃষ্টান্তও ১২২ পৃষ্ঠায় "কা পর্য্যন্তে,' ইতি শ্লোকে প্রদত্ত হইয়াছে। এখন বলিতে চাই—আশ্রিত দাসের কথা। ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুতে আছে, আশ্রিত দাস সকল—

(১) শরণাগত, (২) জ্ঞানী, (৩) সেবানিষ্ঠভেদে ত্রিবিধ।

ইহার মধ্যে কালিয় নাগ এবং জরাসন্ধকারারুদ্ধ নৃপতিগণ শরণাগতের দৃষ্টান্ত।

অথাশ্রিতাঃ ॥

তে শরণ্যা জ্ঞানিচরাঃ সেবানিষ্ঠা স্ত্রিধাশ্রিতাঃ ॥ ৫ ॥

তত্র শরণ্যাঃ ॥

শরণ্যাঃ কালিয় জরাসন্ধবদ্ধনৃপাদয়ঃ ॥

সুবুদ্ধিমিশ্রঃ শ্রীহর্যো রঘুমিশ্রো দ্বিজোত্তমঃ ॥ ২০১ ॥

তাঁহার মহিমা কিছু শুনিতে অদ্ভুত ॥

মন্ত্রণা গোপন কথা উদ্ধব সহিতে।
নাহি কিছু গূঢ়বাক্য তাঁহাকে কহিতে॥
এই পারিষদপদে রহুক প্রণাম।
কৃষ্ণে প্রীতি ত্বরায় হয় লইলে তাঁহার নাম॥
পুরানুগ ব্রজানুগ দ্বিবিধানুগদাস।
ব্রজানুগ এক তাহে বলিতে করি আশ॥

যাহারা মুক্তির বাসনা পরিত্যাগ করিয়া কেবল হরিকেই আশ্রয় করিয়াছেন—এমন শৌনকাদি ঋষিগণ জ্ঞাননিষ্ঠের দৃষ্টান্ত।

অথ জ্ঞানিচরাঃ॥

যে মুমুক্ষাং পরিত্যজ্য হরিমেব সমাশ্রিতাঃ।
শৌনকপ্রমুখাস্তেতু প্রোক্তা জ্ঞানিচরা বুধৈঃ॥

যাঁহারা প্রথম হইতেই ভজন বিষয়ে আসক্তচিত্ত তাঁহারা সেবানিষ্ঠ বলিয়া অভিহিত।

শিব, ইন্দ্র, নহুষ রাজা, ইক্ষ্বাকু, শ্রুতদেব পুণ্ডরীক ইহাঁরা সেবা নিষ্ঠের দৃষ্টান্ত।

অথ সেবানিষ্ঠাঃ॥

মূলতো ভজনাসক্তাঃ সেবানিষ্ঠা ইতীরিতাঃ।
চন্দ্রধ্বজো হরিহয়ো বহুলাশ্ব স্তথা নৃপঃ।
ইক্ষ্বাকুঃ শ্রুতদেবশ্চ পুণ্ডরীকাদয়শ্চ তে॥ ৭॥

রিপবঃ ষট্ কামমুখ্যা জিতা যেন বশীকৃতাঃ
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পূর্ণ কৃপা কৈলা।

শ্রীরক্তক নাম মুখ্য অনুগ সহিতে।
শ্রীগোবিন্দগরুড়নাম চৈতন্য সহিতে
একদিন শ্রীগোবিন্দগরুড়ঠাকুর।
সেইরূপ প্রকাশিলা সাক্ষাতে প্রভুর ॥
নিরবধি গৌরপাদ সেবন বিশ্বাসে।
সভে বলে আমরা আশ পুরাইব কিসে ॥
একথা শুনিয়া যখন হইলা প্রতীত
তখন দেখিয়া সবে হইলা স্থকিত ॥

দ্বারকানগরীতে উদ্ধব, সাত্যকি, শ্রুতদেব শক্রজিৎ, নন্দ, উপনন্দ-ও ভদ্র প্রভৃতি পারিষদ,—পারিষদগণ মন্ত্রণা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলেও সময় সময় পরিচর্য্যাদি কার্য্যেও প্রবৃত্ত হয়েন। কুরুবংশের মধ্যে ভীষ্ম, পরীক্ষিৎ, বিদুর প্রভৃতি পারিষদশ্রেণীর অন্তর্গত।

উদ্ধবো দারুকো জৈত্রঃ শ্রুতদেবশ্চ শক্রজিৎ।
নন্দোপনন্দভদ্রাদ্যাঃ পার্ষদা যদুপত্তনে।
নিযুক্তাঃ সন্ত্যমী মন্ত্র সারথ্যাদিষু কর্ম্মসু।
তথাপি কপ্যবসরে পরিচর্য্যাঞ্চ কুর্ব্বতে।
কৌরবেষু তথা ভীষ্ম পরীক্ষিদ্বিদুরাদয়ঃ ॥

ইহাঁদিগের মধ্যে প্রেমবিহ্বল উদ্ধবই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। গ্রন্থকার—এই উদ্ধবের স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

এতেষাং প্রবরঃ শ্রীমানুদ্ধবঃ প্রেমবিক্লবঃ ॥

যথার্থনামা গৌরেণ জিতামিত্রঃ স নির্ম্মিতঃ ॥ ২০২ ॥

শিশুকালে যাঁর মুখে পাদাঙ্গুষ্ঠ দিলা ॥

স্বরূপং যথা—

।রক্তকমলং শ্রেষ্ঠং শ্রীমদ্বৃন্দাবনানুগে।
গোবিন্দগরুড়ং বন্দে গৌরদাসে সদোত্তমং ।।২৬।

যথোক্তং—

১২। ব্রজানুগেষু সর্ব্বেষু বরীয়ান্ রক্তকোমতঃ ।। ২৭।

রূপং যথা—

১৩। রম্যপিঙ্গপটমঙ্গরোচিষা
খর্ব্বিতোরু শতপর্ব্বিকারুচঃ।
সুষ্ঠু গোষ্ঠযুবরাজসেবিনং
রক্তকণ্ঠমনুযামি রক্তকং ।। ২৮।।

তস্য রূপং যথা ॥

কালিন্দীমধুরত্বিষং মধুপতে র্মাল্যেন নির্ম্মাল্যতাং।
লব্ধেনাঞ্চিতমম্বরেণ চ লসদ্গোরোচনারোচিষা।
দ্বন্দ্বেনার্গলসুন্দরেণ ভুজয়োভ্রাজিষ্ণুমজেক্ষণং।
মুখ্যং পারিষদেষু ভক্তিলহরীরুদ্ধং ভজাম্যুদ্ধবম্ ॥৬॥

প্রেমবিপ্লবঃ প্রেমপরবশঃ

ভক্তির্যথা ॥

মূর্দ্ধন্যাহুকশাসনং প্রণয়তে ব্রহ্মেশয়োঃ শাসিতা
সিন্ধুং প্রার্থয়তে ভুবং তনুতরাং ব্রহ্মাণ্ডকোটীশ্বরঃ।
মন্ত্রং পৃচ্ছতি মামপেশলধিয়ং বিজ্ঞানবারাংনিধি-
র্বিক্রীড়ত্যসকৃদ্বিচিত্র চরিতঃ সোঽয়ং প্রভুর্মাদৃশাং ॥

.নির্ম্মিতা পুস্তিকা যেন কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী।
পাদাঙ্গুষ্ঠদান-ছলে ভক্তি সঞ্চারিলা।

বস্ত্রালঙ্কারাদি অনেক, কামদেব, লিখন বিচার।
ব্রজানুগে, আনি দেন যখন সময় যাঁহার ॥
শ্রীরঘুনন্দন সেই চৈতন্যাবতারে।
এথায় দেখাইয়া রূপ সর্ব্বচিত্ত হরে ॥
একদিন শ্রীচৈতন্য নিকট আপনার।
নিজরূপ গুণকর্ম্ম করিলা প্রচার ॥
তাঁহার অনুভব কর্ম্ম নাহিক গোপন।
বিস্তার সর্ব্বত্র আছে করিবা শ্রবণ ॥

টিপ্পনী।

প্রেম বিক্লবঃ—প্রেমপরবশঃ।

উদ্ধবের রূপ—

যাঁহার বর্ণ কালিন্দীবৎ স্নিগ্ধ শ্যাম, যিনি কৃষ্ণনির্ম্মাল্য মাল্য ও পীতাম্বরে বিভূষিত, যাঁহার সুন্দর ভুজযুগল অর্গলসদৃশ, যিনি পদ্মনেত্র, এবং পার্ষদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও ভক্তিমান্ সেই উদ্ধবকে আমি ভজনা করি।

উদ্ধবের ভক্তি—

যিনি ব্রহ্মা ও ঈশানের শাসনকর্ত্তা হইয়াও উগ্রসেনের শাসন শিরোধার্য্য করেন, যিনি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর হইয়াও সমুদ্রের নিকট সামান্য একটু ভূমি প্রার্থনা করিয়াছেন, যিনি বিজ্ঞানসমুদ্র হইয়াও আমার মত অল্পবুদ্ধি ব্যক্তির নিকট মন্ত্রণা জিজ্ঞাসা করেন,

মদ্ভাগবতাচার্য্যো গৌরাঙ্গাত্যন্তবল্লভঃ।
সুশীলঃ পণ্ডিতঃ শ্রীমান্ জীবঃ শ্রীবল্লভাত্মজঃ ॥ ২০৩ ॥
গর্ভে যবে তবে পুরীদাস নাম দিলা ॥

স্বরূপং যথা—

কামদেবঃ কলৌ জাতো শ্রীমান্ রঘুনন্দনঃ।

সর্ব্বমোহন রূপেণ সর্ব্বচিত্ত

যথোক্তং

রুক্মিণী নন্দন—

হরিমুখ চর্ব্বিত তাম্বুল ভক্ষণ।

যখন যে আজ্ঞা তাহাই করন॥

প্রীতভক্তি কহিলাম দাসাদি বিশেষে।

সখ্যভাব প্রেমরস বয়স্য মানসে॥

সেই প্রভুর এই অদ্ভুত চরিত্র, যে তিনি আমাদের মত নানাকার্য্য করিয়া আনন্দানুভব করিয়া থাকেন। ১। ২। ৩।

যাঁহারা সর্ব্বদা প্রভুর সেবাকার্য্যে আসক্তচিত্ত, তাঁহাদিগকে অনুগ বলে। এই অনুগ পুরস্থ ও ব্রজস্থভেদে দ্বিবিধ।

অথানুগাঃ॥

সর্ব্বদা পরিচর্য্যাসু প্রভোরাসক্তচেতসঃ।

পুরস্থাশ্চ ব্রজস্থাশ্চেত্যুচ্যতে অনুগা দ্বিধা॥

ছত্রধারণ, চামরব্যজন, তাম্বুলবটীকা প্রদান ইত্যাদি ইহাঁদের কর্ম্ম। তন্মধ্যে পুরস্থ অর্থাৎ দ্বারকাস্থ অনুগ যথা—সুচন্দ্র, মণ্ডন, স্তম্ভ প্রভৃতি। ইহাঁদের পার্ষদতুল্যরূপ এবং অলঙ্কারাদিও তৎসদৃশ।

বাণীনাথদ্বিজশ্চশ্রীহট্টবাসী প্রভোঃ প্রিয়ঃ॥ ২০৪॥

মহাকবি যেঁহ মহাকাব্য প্রকাশিলা।

সমভাব সমরূপ সমকর্ম্ম গুণে।
বিশ্বাস করেন বন্ধু বলি যাঁহার যেমন মনে॥
পুরবাসী ব্রজবাসী দ্বিবিধ প্রকার।
পূর্ব্বে শ্রীলার্জ্জুন গোপাল কহিলাম বিস্তার॥
তেঁহ এবে হয় প্রভুসঙ্গে রামানন্দ রায়।
পূর্ব্বাভ্যাসে কথা ন্যায় প্রভুসঙ্গে কয়॥
হাসি কথা কহে গৌর রামানন্দ আগে।
নিত্যশ্রুত কথা পূর্ব্ব কহিলা অনুরাগে॥

তত্র পুরস্থাঃ॥
সুচন্দ্রো মণ্ডনঃ স্তম্ভঃ সুতম্বাদ্যাঃ পুরানুগাঃ
এষাং পার্ষদবৎ প্রায়ো রূপালঙ্করণাদয়ঃ॥

ব্রজস্থ অনুগ যথা—রক্তক, পত্রক, পত্রী মধুকণ্ঠ, মধুব্রত, রসাল, সুবিলাস, প্রেমকন্দ, মরন্দক, আনন্দ, চন্দ্রহাস, পয়োদ, বকুল, রসদ, শারদ প্রভৃতি।

অথ ব্রজস্থাঃ॥
রক্তকঃ পত্রকঃ পত্রী মধুকণ্ঠো মধুব্রতঃ।
রসালঃ সুবিলাসশ্চ প্রেমকন্দো মরন্দকঃ।
আনন্দশ্চন্দ্রহাসশ্চ পয়োদো বকুলস্তথা।
রসদঃ শারদাদ্যাশ্চ ব্রজস্থা অনুগা মতাঃ॥

ঈশানাচার্য্য কমলো লক্ষ্মীনাথাখ্য-পণ্ডিতঃ।
শ্রী জগন্নাথো মামুপাধির্দ্বিজোত্তমঃ॥২০৫॥
আনন্দবৃন্দাবন চম্পু যে বর্ণিলা॥

এ কথা কহিল যখন গৌর প্রেমনিধি।
নিজরূপ ধরি ভাব প্রকাশিলা সুধী॥

স্বরূপং যথা—

।লার্জ্জুনঃ কৃষ্ণদয়িতো জাতঃ কলিযুগে কিল।
রামানন্দ কবিরসৌ রায়সঙ্গ প্রভুপ্রিয়ঃ ॥২৪॥
অর্জ্জুনস্য সখাকৃষ্ণঃ কৃষ্ণস্য সখীরর্জ্জুনঃ।
উভয়োরন্তরং নাস্তি ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ ॥২৫॥
শ্রেষ্ঠঃ পুরবয়স্যেষু ভগবান্ বানরধ্বজঃ।

ব্রজানুগের মধ্যে রক্তক সর্ব্ব প্রধান। ১২৮ পৃঃ ২৭ শ্লোক (ভ. প. ২ ল. ১২)

রক্তকের রূপ ১২৮ পৃঃ ২৮ শ্লোক (ভ. প. ২ ল. ১৩)

শতপর্ব্বিকা—দূর্ব্বা।

রক্তঃ—রাগবিদ্যানিপুণঃ কণ্ঠো যস্য তং।

অনুযামি—অনুগতো ভবামি।

২৮। যিনি পীতাম্বরধারী—যাঁহার অঙ্গকান্তি (স্নিগ্ধতায়) দূর্ব্বাকেও পরাজয় করে, যিনি ঐকান্তিকভাবে যুবরাজ নন্দভূপতির পুত্রের সেবা-নিরত, যাঁহার কণ্ঠ রাগবিদ্যানিপুণ সেই ব্রজানুগ রক্তকের আমি অনুগত হই ॥১৩॥

শ্রীকণ্ঠাভরণোপাধিরনন্তশ্চতুর্বংশজঃ।
হস্তিগোপালনামা চ রঙ্গবাসী চ বল্লভঃ ॥ ২০৬ ॥

নিজ নিত্যসিদ্ধ নাম দেন্তে সে না কহে।

তস্য রূপং যথা—

গাণ্ডীবপাণিঃ করিরাজশুণ্ডা রম্যোরুরিন্দীবর সুন্দরাভঃ।
রথাঙ্গিনা রত্নরথাধিরোহী সরোহিতাক্ষঃ সুতরামরাজীৎ ॥২৬॥

সমভাবে হরিসঙ্গে পর্য্যঙ্ক বিহরে।
হাস্য পরিহাস্য কর্ম্ম যুদ্ধাদি বিচারে ॥
ব্রজবাসী বয়স্যের কে পাইবে মর্ম্ম।
সর্ব্বোত্তম সর্ব্বরসে সর্ব্বোত্তম কর্ম্ম ॥
জীবন অর্পিত সদা সঙ্গেতে বিহার।
নিদ্রাতেও যাহাদিগের ভাবের অপার ॥

২৬। যাঁহার হস্তে গাণ্ডীব, যাঁহার উরু করিশুণ্ড হইতেও সুন্দর, যিনি ইন্দীবর হইতেও সুন্দরকান্তি, যাহার নেত্রদ্বয় আরক্ত, সেই অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের সহিত একরথে আরোহণ করিয়া আশ্চর্য্য শোভা ধারণ করিয়াছেন।

তস্য ভক্তির্যথা—

গিরিবর ভৃতিভর্তৃনারকেঽস্মিন্ ব্রজযুবরাজতয়া গতে প্রসিদ্ধিং।
শৃণু, রসদ সদা পদাভিসেবী পটেমরতা রতিরুত্তমা মমাস্ত ॥১৪॥

যেমন আশ্রিত—শরণ্য, জ্ঞানী, সেবানিষ্ঠভেদে ত্রিবিধ, তেমনি ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পারিষদগণকেও ত্রিধা বিভক্ত করিয়াছেন। যথা, (১) ধূর্য্য, (২) ধীর, (৩) বীর।

ধূর্য্যো ধীরশ্চ বীরশ্চ ত্রিধা পারিষদাদিকঃ ॥

হর্য্যাচার্য্যো গৌরসঙ্গী মিশ্রঃ শ্রীনয়নস্তথা।
কবিদত্তো রামদাসশ্চিরঞ্জীব-সুলোচনৌ ॥ ২০৭ ॥

গুরুনাম নাহি কহে অপ্রকাশ্য যাহে

সুহৃদ্‌সখা বয়স্যসখা প্রিয়সখা প্রিয়নর্ম্মসখা।
চারিপ্রকার সখা আছে দীপিকাতে লেখা ॥

যথোক্তং

সুহৃদশ্চ সখায়শ্চ তথা প্রিয়সখাঃ পরে।
প্রিয়নর্ম্ম বয়স্যাশ্চেত্যুক্তা গোষ্ঠে চতুর্ব্বিধাঃ ॥
সুহৃৎসখা প্রিয়সখা প্রিয়নর্ম্মবয়স্তথা।

যিনি কৃষ্ণে, কৃষ্ণপ্রেয়সীবর্গে ও দাসাদিতে যথাযথ প্রীতি বিস্তার করেন, তিনি ধূর্য্য পারিষদ।

তত্র ধূর্য্যঃ ॥

কৃষ্ণেঽস্য প্রেয়সীবর্গে দাসাদৌচ যথাযথং।
যঃ প্রীতিং তনুতে ভক্তঃ স ধূর্য্য ইহ কীর্ত্ত্যতে ॥

দৃষ্টান্ত ঃ—"প্রীতিং তৎপ্রণতে খরেপ্যবিদধদ্‌যঃ"।

যিনি শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সীকে আশ্রয় করিয়া থাকেন, শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ সেবাপরায়ণ নহেন, তিনিও শ্রীকৃষ্ণের মুখ্য অনুগ্রহ পাত্র—তাহার নাম ধীর পারিষদ।

অথ ধীরঃ ॥

আশ্রিত্য প্রেয়সীমস্য নাতিসেবাপরোপি যঃ।
তস্য প্রসাদপাত্রং স্যান্মুখ্যং ধীরঃ স উচ্যতে ॥ ১৫ ॥

দৃষ্টান্ত ঃ—"অনুচ্চৈ নাচরামি প্রযত্নং"।

তিনিই ধীরপারিষদ বলিয়া আখ্যাত—যিনি শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয়

কেচিন্মহান্তং কেচিৎস্বমহান্তশ্চোপপূর্ব্বকাঃ।
উভয়েষাং গুণাস্তুল্যাস্তেনামী গণিতা ময়া ॥ ২০৮ ॥
শঠ মীমাংসক আর তার্কিকের স্থানে।

তদ্‌যথা

সুহৃৎসু মণ্ডলী ভদ্র বলভদ্রৌ কিলোত্তমৌ ॥

সুহৃৎসখা অনেক আছেন না যায় লিখন
আমার লিখন তাহে সবে তিন জন ॥
মণ্ডলীভদ্র বলভদ্র বীরভদ্র ভেদে।
আমার প্রণামশত তিনজন পদে।

করিয়া অন্যকে অপেক্ষা করেন না। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রতিই অতুল প্রেম।

অথ বীরঃ॥

কৃপাং তস্য সমাশ্রিত্য প্রৌঢ়াং নান্যমপেক্ষতে।
অতুলাং যো বহন্ কৃষ্ণে প্রীতিং বীরঃ স উচ্যতে ॥ ১৬ ॥

দৃষ্টান্ত ঃ—কিমন্যদহমুদ্ধতঃ প্রভুকৃপাকটাক্ষশ্রিয়া
——ন গণয়ামি ভামামপি ॥
তথা শ্রীভাগবতে—(৪—২০—২৫)
"জগজ্জনন্যাং—কিং তয়া"।

দাসাভিমানী কৃষ্ণভক্তগণ—

নিত্যসিদ্ধ, সিদ্ধ, এবং সাধকভেদে ত্রিবিধ। কেবল দাস নহেন, অধিকৃত এবং শক্তগণেরও এইরূপ ভেদ জানিতে হইবে।

খণ্ডবাসৌ নরহরেঃ সাহচর্য্যাম্মহত্তরৌ।
গৌরাঙ্গৈকান্তশরণৌ চিরঞ্জীব সুলোচনৌ ॥ ২০৯ ॥

গোপন করিবে সদা কদাচ না শুনে ॥

শ্রীমান্ মণ্ডলীভদ্র সবাকার শ্রেষ্ঠ।
শ্রীল বিশ্বরূপ নাম শ্রীচৈতন্যজ্যেষ্ঠ ॥
সন্ন্যাস করিতে যখন পিতা নিষেধিলা।
নিজমূর্ত্তি ধরি তখন গমন করিলা ॥

স্বরূপং যথা—

তস্য রূপং যথা—

পাটলপটলসদঙ্গো লকুটকরঃ শেখরী শিখণ্ডেন।

এতেষু তস্য দাসেষু ত্রিবিধেম্বাশ্রিতাদিষু।
নিত্যসিদ্ধাশ্চ সিদ্ধাশ্চ সাধকাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥ ১৮ ॥

এতেম্বিতি—তদ্বদধিকৃতেম্বপি ভেদা ইমে জ্ঞেয়াঃ।
তথা
শান্তাদিম্বপি ॥১৮॥

অথোদ্দীপনাঃ ॥
অনুগ্রহস্যসংপ্রাপ্তিস্তস্যাঙ্ঘ্রিরজসাং তথা।
ভুক্তাবশিষ্টভক্তাদেরপি তদ্ভক্তসঙ্গতিঃ।
ইত্যাদয়ো বিভাবাঃ স্যুরেম্বসাধারণা মতাঃ ॥ ১৯ ॥
অথানুভাবাঃ ॥
সর্ব্বতঃ স্বনিয়োগানামাধিক্যেন পরিগ্রহঃ।
ঈর্ষালবেন চাস্পৃষ্টা মৈত্রী তৎ প্রণতে জনে।
তন্নিষ্ঠতাদ্যাঃ শীতাঃ স্যুরেম্বসাধারণাঃ ক্রিয়াঃ।

গুরোর্নাম ন গৃহ্লীয়াদিতি শাস্ত্রানুসারতঃ।
শ্রীনাথস্য পূর্ব্বাখ্যা ময়া ন প্রকটীকৃতা ॥ ২১০ ॥
ইতি শ্রীগৌরগণোদ্দেশ কহিব সংক্ষেপে।

দ্যুতিমণ্ডলীমলিনিভাং ভাতি দধন্মণ্ডলী ভদ্রঃ ॥

মণ্ডলীভদ্র অঙ্গে পাটলবর্ণ মনোহর বসন, হস্তে নানাবর্ণে রঞ্জিত লগুড়, মস্তকে ময়ূরপুচ্ছ ও ভ্রমরের ন্যায় কান্তিসমূহ ধারণ করিয়া অতিশয় শোভা প্রকাশ করিতেছেন।

টিপ্পনী।

ভগবানের অনুগ্রহ ও চরণরেণু প্রাপ্তি, ভগবদ্ভক্তের প্রসাদলাভ, এবং ভক্তসঙ্গতি এই অসাধারণ বিভাব।

মুরলীধ্বনি, শৃঙ্গধ্বনি, সহাস্যানন নিরীক্ষণ, গুণোৎকর্ষ শ্রবণ, পদ্ম, পদাঙ্ক, নবনীরদ অঙ্গসৌরভ ইত্যাদি সাধারণ উদ্দীপন।

মুরলীশৃঙ্গযোঃ স্বানঃ স্মিতপূর্ব্বাবলোকনং
গুণোৎকর্ষ শ্রুতি পদ্ম পদাঙ্কনবনীরদাঃ
তদাঙ্গসৌরভাদ্যাস্তু সর্ব্বৈঃ সাধারণা মতাঃ ॥

ভগবৎ আজ্ঞা প্রতিপালনে ঐকান্তিকতা, ভগবৎ পরিচর্য্যায় ঈর্ষা-শূন্যতা, ভগবদ্ভক্তের সহিত মৈত্রভাব, প্রীতিমাত্রনিষ্ঠতা এবং শীতারতি এই সকল অসাধারণ অনুভাব।

সাধারণ যথা—নৃত্যাদি উদ্ভাস্বর এবং শ্রীকৃষ্ণের সুহৃদ্গণের প্রতি আদর ও বিরাগ প্রভৃতি শীতভাব। প্রীতরতিত্রয়ে স্তম্ভ প্রভৃতি সাত্বিক-ভাব ঘটে। প্রীতরসে ব্যভিচারী ভাব চতুস্ত্রিংশতি সংখ্যক। যথা—হর্ষ,

---

ব্যাচকার পারিপাট্যাচদ্‌যা ভাগবত-সংহিতাং।
কুমারহট্টে যৎকীর্ত্তিঃ কৃষ্ণদেব বিরাজতে ॥ ২১১ ॥
যে যে মহান্তঃ ক্রমভঙ্গভূতা
স্তেমেঽপরাধং কৃপয়া ক্ষমন্তু।
বৈষ্ণবের গুণগান গাহি কোনরূপে ॥

বনভ্রমণাদি যতেক বিহার।
তিনস্বরূপ আছেন তাহা করিব প্রচার॥
কৃষ্ণাগ্রজ বলরাম সর্ব্বদেববর।
ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সভাকার॥
অনন্তরূপ অনন্তগুণ কে কহিতে পারে।
যাহার দাসের অনুভব ভুবন ভিতরে॥

গর্ব্ব, ধৃতি, নির্ব্বেদ, বিষণ্ণতা, দৈব, চিন্তা, স্মৃতি, শঙ্কা, মতি, ঔৎসুক্য, চাপল্য, বিতর্ক, আবেগ, লজ্জা, জড়তা, মোহ, উন্মাদ, অবহিত্থা, বোধ, স্বপ্ন, ব্যাধি এবং মৃতি।

উদ্ভাস্বরাঃ পুরোক্তা যে তথাস্য সুহৃদাদরঃ।
বিরাগাদ্যাশ্চ যে শীতাঃ প্রোক্তাঃ সাধারণাস্তু তে॥
অথ সাত্ত্বিকাঃ॥
স্তম্ভাদ্যাঃ সাত্ত্বিকাঃ সর্ব্বে প্রীতাদি ত্রিতয়ে মতাঃ।

গুণান্ বিনির্ণীয় সতাং সমস্তান্
ব্রহ্মেশশেষাঃ কথিতুং ন শক্তাঃ॥ ২১২॥
গোপ্যঃ প্রযত্নাদ্রসশাস্ত্রবিদ্ভ্যো
দেয়ঃ সদা গৌরপদাশ্রয়েভ্যঃ॥ ২১৩॥
শ্রীগৌরাঙ্গগণোদ্দেশদীপিকা রচিতা ময়া।
দীপ্যতাং পরমানন্দসন্দোহভক্তবেশ্মনি॥ ২১৪॥
মীমাংসকেভ্যঃ শঠতার্কিকেভ্যো
বিশেষতো হেতুরতেভ্য এষঃ।
শ্রীগাফাজীর মনের আশয় জানিয়া।

আপন মহিমা আজ্ঞা নাহিক কহিতে।
সভাকারে বলেন প্রভু চৈতন্য ভজিতে॥
এমন প্রভুরপদে যাহার মতি না হইল।
বৃথা জন্ম গেল তাহার বিধি বিড়ম্বিল॥
এই কৃপা কর প্রভু তবদাস পদে।
সতত রহুক মন না হয় বিষাদে॥
সর্ব্বরসে যাহার নিত্যস্বরূপ ধ্যান।
যাহা না জানিলে রসে না হয় সুজান॥

অথ ব্যভিচারিণঃ॥
হর্ষোগর্ব্বো ধৃতিশ্চাত্র নির্ব্বেদোঽথ বিষন্নতা।
দৈন্যং চিন্তা স্মৃতিঃ শঙ্কা মতিরৌৎসুক্যচাপলে।
বিতার্কাবেগ হ্রী জাড্য মোহোন্মাদাবহিত্থকাঃ।
বোধঃ স্বপ্নঃ ক্লমো ব্যাধি মৃ্তিশ্চ ব্যভিচারিণঃ॥ ২৬॥

ইহা ভিন্ন অপর নয়টিযথা—মদ, শ্রম, ত্রাস, অপস্মার, আলস্য, উগ্রতা, ক্রোধ, অসূয়া, নিদ্রা। (ইহাদের তাদৃশ পোষকতা নাই।)

শাকে বসুগ্রহমিতে মনুনৈব যুক্তে
গ্রন্থোঽয়মাবিরভবৎ কতমস্যবক্রাৎ। চৈতন্যচন্দ্রচরিতামৃতমগ্নচিত্তৈঃ
শোধ্যঃ (?) সমাকলিত গৌরগণাখ্য এষঃ॥ ২১৫॥
ইতি শ্রীকবিকর্ণপূরবিরচিতা শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা সমাপ্তা।
গৌরগুণ কহিনু কিছু বিস্তার করিয়া॥
ইতি শ্রীভক্তলালগ্রন্থধৃত নবদ্বীপপরিকরগণ বর্ণনা সমাপ্ত

সেই প্রভু নিত্যানন্দ গোস্বামীরূপ এবে।
কিছুমাত্র কহি তাহা গোপন করিবে ॥

স্বরূপং যথা—

নিত্যানন্দং সদাধ্যায়ে সর্ব্বানন্দপ্রদং কলৌ।
মন্তং বলদেবন্তং সর্ব্বভাব প্রদায়কং ॥২৮॥

ইতরেষাং মদাদীনাং নাতিপোষকতা ভবেৎ।

মিলনে—হর্ষ, গর্ব্ব, ধৈর্য্য, অমিলনে—গ্লানি, ব্যাধি ও মৃতি ঘটে, অবশিষ্ট অষ্টাদশ; মিলন ও অমিলনে সকলভাবেই ঘটিতে পারে—সাধুজনেরা এইরূপ বলিয়াছেন।

যোগে ত্রয়ঃ স্যু র্ধৃত্যন্তা অযোগেতু ক্লমাদয়ঃ।
উভয়ত্র পরে শেষা নির্ব্বেদাদ্যাঃ সতাং মতাঃ ॥

শ্রীশ্রীক[illegible]গণোদ্দেশ দীপিকা

বা শ্রীশ্রীভক্তমালগ্রন্থধৃত

মদ্‌ব্রজপরিকরগণের নাম ও গুণাদিবর্ণনা।

জয় শ্রীচৈতন্যহরি জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
জয় শ্রীস্বরূপ শ্রীনিবাস শ্রীজগদানন্দ।
জয় রায় রামানন্দ প্রেমানন্দ-কন্দ ॥
জয় রূপ-সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ ॥
ব্রজের যে বড় গোপ প্রধান পর্জন্য।
ত্রিলোকে যাহার বড় সম নাই অন্য ॥

তস্যরূপং

গণ্ডান্তঃ স্ফুরদেক কুণ্ডলমণিচ্ছন্নাবতং সোৎপলং
কস্তূরীকৃত চিত্রকং পৃথু হৃদি ভ্রাজিষ্ণু গুঞ্জাস্রজং।
তং বীরং শরদম্বুদদ্যুতিভরং সম্বীত কালাম্বরং
গম্ভীরস্বনিতং প্রলম্বভুজমালম্বে প্রলম্বদ্বিষং ॥২৯॥

যাঁহার একগণ্ডে কুণ্ডল আন্দোলিত হইতেছে, যাঁহার কর্ণোৎপলে অলিসকল সঙ্কুল হইয়া রহিয়াছে, যাঁহার কস্তুরী দ্বারা চিত্র বিচিত্র তিলক, বিশালবক্ষে উৎকৃষ্ট গুঞ্জাহার আন্দোলিত, এবং যিনি শরৎকালীন মেঘের ন্যায় শুভ্রকান্তিশালী, নীলাম্বরধারী, গভীর স্বরান্বিত, আজানুলম্বিত ভুজ ও প্রলম্বঘাতী, সেই বীর বলদেবকে আশ্রয় করি ॥২৯॥

সম্ভ্রমপ্রীত অর্থ—

প্রভুতা জ্ঞাননিমিত্ত সম্ভ্রম, কম্প, আদরস্পৃহা, তৎসঙ্গে প্রীতি।
ইহাই প্রীতরসের স্থায়ীভাব।

অথ স্থায়ী ॥

সংভ্রমঃ প্রভুতা জ্ঞানাৎ কম্পশ্চেতসি সাদরঃ।
অনেনৈক্যং গতা প্রীতিঃ সংভ্রমপ্রীতিরুচ্যতে।
এষা রসেঽত্র কথিতা স্থায়িভাবতয়া বুধৈঃ ॥ ২৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণের পিতামহ অধিক কি কব।
জগতের আর্য্য পূজ্য মঙ্গলের শিব ॥
ত্রিভুবনে শ্রেষ্ঠ ইষ্ট শ্রেষ্ঠ সুচরিত।
সর্ব্বোত্তমোত্তম শুভ পুত্র মনোনীত ॥
কামনা করিয়া ঘোরতর তীব্র তপ।
ধেয়ান সমাধি কৈলা নানাবিধ জপ ॥

শ্রেষ্ঠ সুহৃৎ করিয়া বীরভদ্র এথানে বলি।
এথাও আপন নাম গুণ কভু নহে ছাড়ি॥
পাষণ্ডনাশক শ্রীবীরভদ্র ঠাকুর।
যাহা হইতে শ্রেণী হয় আমার প্রভুর॥

আশ্রিতাদিতে রাগ উৎপাত্তি পূর্ব্বের ন্যায় উক্ত হইয়াছে, পারিষদাদির সংস্কার হইতে ভাবোদয় হয়,—সংস্কারের প্রকাশক শ্রীকৃষ্ণের দর্শন ও শ্রবণাদি।

আশ্রিতাদেঃ পুরৈবোক্তঃ প্রকারো রতিজন্মনি।
তত্র পারিষদাদেস্তু হেতুঃ সংস্কার এব হি॥
সংস্কারোদ্বোধকাস্তস্য দর্শনশ্রবণাদয়ঃ।

উদ্ভবোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সম্ভ্রমপ্রীত—যথাক্রমে প্রেম, স্নেহ এবং রাগে পর্য্যবসিত হয়।

তাহাতে জন্মিলা সাত পুত্র শুভোদয়।
সুধন্য মেদিনী যাতে আনন্দহৃদয়॥
সুশীল সুশান্ত দান্ত উদারচরিত।
সর্ব্বগুণাকর সর্ব্বলোকের পূজিত॥
নিরীহ নির্গুণ নিত্য চিদানন্দময়।
স্বাভাবিক অজ জন্ম লৌকিকের প্রায়॥
তার মধ্যে শ্রীল নন্দরাজ মহাশয়।
যাঁহার মহিমা বেদে শতমুখে গায়॥
তাঁহার মহিমা গুণ হেন কে সংসারে।
কোটি যে অংশের লব কহিবারে পারে॥
কি কহিব চমৎকার মুখে না জুয়ায়।
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন তাঁহার তনয়॥

অভিরাম প্রণামে সর্ব্বস্থত নষ্ট হইলা ।
তখন আমার প্রভু ভাবিতে লাগিলা ॥
আমার স্বভাব যদি হয়ে কোন জনা ।
তবে সে রাখিতে পারে প্রণামে আপনা ॥
এতেক হইল যদি শ্রীনিত্যানন্দ মনে ।
শ্রীবীরভদ্র গোস্বামী জন্ম হইল তে কারণে ॥

স্বরূপং যথা—

এষাতু সংভ্রমপ্রীতিঃ প্রপ্য বৃত্ত্যুত্তরোত্তরাং ।
বৃদ্ধিং প্রেমা ততঃ স্নেহস্ততো রাগ ইতি ত্রিধা ॥

হ্রাসশঙ্কাশূন্য—বদ্ধমূল সম্ভ্রম প্রীতিই প্রেম ; ইহাতে যে সকল দুঃখাদি প্রকাশ হয়, তাহাই অনুভাব।

অথ প্রেমা ॥

হ্রাসশঙ্কাচ্যুতা বদ্ধমূলা প্রেমেয়মুচ্যতে ।
অস্যানুভাবাঃ কথিতাস্তত্র ব্যসনিতাদয়ঃ ॥৩১॥

প্রেম গাঢ় হইয়া চিত্তকে দ্রবীভূত করিলে তখন তাহার নাম হয় স্নেহ। স্নেহে বিচ্ছেদ সহ্য হয় না।

লালন-পালন করে তাড়ন ভৎর্সন।
গৃহস্থালি পাতিয়াছে ত্রিলোকরঞ্জন ॥
যাহার সৌভাগ্য দেখি অজ-ভব-আদি।
আপনা নিন্দয় গায় গুণ নিরবধি ॥
ত্রিজগতে গানচ্ছন্দে সর্ব্বলোকে গায়।
দুস্তর সংসার হৈতে যাহাতে এড়ায় ॥

যুক্ত অযুক্ত কথা কহিতে প্রবর্ত্তন।
লালন পালন করেন সর্ব্বাগে গমন ॥

অথ স্নেহঃ ॥
সান্দ্রশ্চিত্তদ্রবং কুর্ব্বন্ প্রেমা স্নেহ ইতীর্য্যতে।
ক্ষণিকস্যাপি নেহ স্যাদ্বিশ্লেষস্য সহিষ্ণুতা ॥

যে স্নেহে দুঃখও সুখ বলিয়া প্রতীত হয়, তাহাকে রাগ বলে—ইহাতে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধলেশমাত্রে প্রাণনাশ পর্য্যন্তও প্রীতিকর হয়।

অথ রাগঃ ॥
স্নেহঃ স রাগো যেন স্যাৎ সুখং দুঃখমপি স্ফুটং।
তৎসম্বন্ধলবেহপ্যত্র প্রীতিঃ প্রাণব্যয়ৈরপি ॥৩৫॥ *

প্রায় অধিকৃত এবং আশ্রিতদাসে প্রেম, পারিষদ সকলে স্নেহ,—তথা পরীক্ষিৎ, দারুক, উদ্ধব এবং বহু বহু ব্রজানুগ রক্তক প্রভৃতি রাগের দৃষ্টান্ত।

কৃষ্ণপ্রেমভক্তি সুধাসাগরে পড়িয়া।
ডুবি ডুবি খায় সদা উদর পূরিয়া ॥
তাঁহার মহিমা মুঞি কি কহিতে জানি।
বামন হইয়া চাঁদ ধরিবারে গণি ॥
ছার মূর্খ দুরাচার মূঢ় জ্ঞানহীন।
ভকতিবিহীন তাতে ইন্দ্রিয়-অধীন ॥
হেন ব্যক্তি করে হেন বিচারেতে কাম।
লোকে উপহাস্য যে কেবল পাই তাম।
তথাপিহ দড়বড় করি ঘোড়ে বাড়ে।
যাতে যদি সে চরণ মনে পড়ে॥

যথোক্তং

সখা! হয় কনিষ্ঠ কল্প এক তাহে লিখি।
দেবপ্রস্থ সখাশ্রেষ্ঠ অনুভবে দেখি॥
পরমানন্দ অবধৌত শ্রীচৈতন্য সঙ্গে।
উন্মত্ত হইয়া নাচে সখ্যভাবরঙ্গে॥
কীর্ত্তনেতে নিজরূপ প্রকাশ করিলা।
দেবপ্রস্থ বলি তখন ডাকিতে লাগিলা॥

প্রায় আদ্যদ্বয়ে প্রেমা স্নেহঃ পারিষদেষ্বসৌ
পরীক্ষিতি ভবেদ্রাগো দারুকেচ তথোদ্ধবে।
ব্রজানুগেষ্বনেকেষু রক্তকপ্রমুখেষুচ॥৩৮॥

এই রাগে সখ্যাংশ মিশ্রিত থাকে। প্রীতভক্তিরস আযোগ এবং যোগভেদে দ্বিবিধ।

উৎকণ্ঠিত ও বিয়োগভেদে অযোগ দুই প্রকার।

তাঁহার চরণে মতি পবিত্র কারণ।
রচনা উদ্যম নহে পৌরুষভাজন॥
পর্জন্যের সপ্তপুত্র তাঁ সভার নাম।
ক্রমে কহি শ্রবণ-মঙ্গল অভিরাম॥
ধরানন্দ ধ্রুবানন্দ তৃতীয় উপনন্দ।
অভিনন্দ চতুর্থ পঞ্চম তথা নন্দ॥
ষষ্ঠ সুনন্দ আর সপ্তম শুভানন্দ।
আশপাশ গ্রামবাসী সহ পশুবৃন্দ॥

স্বরূপং যথা—

বিভ্রদ্দেগণ্ডুং পাণ্ডুরোদ্ভাসি বাসাঃ
পাশাবদ্ধোত্তুঙ্গ মৌলির্বলীয়ান্।
বন্ধুকাভঃ সিন্ধুর স্পর্দ্ধিলীলো
দেবপ্রস্থঃ কৃষ্ণপার্শ্বং প্রতস্থে ॥৩২॥

মহাবলবান্ রক্তবর্ণ দেবপ্রস্থ হস্তে কন্দুকধারণ ও শুক্ল পীতবসনে বিভূষিত হইয়া রজ্জ্ব দ্বারা উচ্চ মৌলি অর্থাৎ ঝুটীবন্ধনপূর্ব্বক মত্ত করীন্দ্রের লীলা বিস্তার করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বে গমন করিতেছেন।

অযোগে ব্যভিচারি যথা উৎসুক্য, দৈন্য, নির্ব্বেদ, চিন্তা, চপলতা, জড়তা, উন্মাদ ও মোহাধিক্য।

অস্মিন্নভ্যুদিতে ভাবঃ প্রায় স্যাৎ সখ্যলেশভাক্ ॥৩৭॥
অযোগযোগাবেতস্য প্রভেদৌ কথিতাবুভৌ ॥

হরিসঙ্গ লাভের পর তাহাতে যদি বিচ্ছেদ ঘটে তাহার নাম হয় বিয়োগ।

ধরানন্দে বড়পুত্রে রাজ্য অভিষেক।
করিতে উদ্যোগ কৈলা সম্ভার অনেক ॥
তেঁহ অসম্মত হৈলা সকলে মিলিয়া।
নন্দ যে পঞ্চম ভ্রাতায় নৃপতি লাগিয়া॥
কহিলা পর্জ্জন্য রাজে রাজা না হইব।
নন্দ মহারাজা হৈলে তাহে সুখী হব ॥
অতএব ব্রজে রাজা নন্দরাজ হৈলা ॥
জগন্মাতা শ্রীযশোদা মহিষী মহিলা ॥

তাম্বুল যোগান মুখে তিলক দেন ভালে।
সখার কার্য্য এই হয় সাধুজনে বলে॥

যথোক্তং

প্রিয়সখা অনেক আছেন পঞ্চজন লিখি।
তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠকল্প একজন দেখি॥
শ্রীদাম নামেতে প্রিয়সখা অতিগুণধাম।
রামদাস ঠাকুর এবে হয় তাঁহার নাম॥

তত্রাযোগঃ॥

সঙ্গাভাবো হরে র্ধীরৈরযোগ ইতি কথ্যতে।

বিয়োগ অবস্থায় সম্ভ্রম প্রীতির দশটি অবস্থা হয়—যথা অঙ্গসকলে তাপ কৃশতা, জাগরণ, আলম্বশূন্য, অধৃতি, জড়তা, ব্যাধি, উন্মাদ মূর্চ্ছা ও মৃতি। আলম্বশূন্যতা অর্থাৎ চিত্তের অনবস্থিতি।

অথ বিয়োগঃ॥

বিয়োগো লব্ধসঙ্গেন বিচ্ছেদো দনুজদ্বিষা॥ ৫৬॥
অঙ্গেষু তাপ কৃশতা জাগর্য্যালম্বশূন্যতা।
অধৃতি র্জড়তা ব্যাধি রুন্মাদো মূর্চ্ছিতং মৃতিঃ।

তাঁহার অশেষ গুণ অতুল মহিমা।
বেদ-বিধি শুক-আদি নাহি পায় সীমা॥
ভাগবতে শুকদেব করিলা কীর্ত্তন।
কহিবারে নাহি জানি ক্ষান্ত তে কারণ॥
কিবা সে সৌভাগ্য কৃষ্ণজননীর পাত্রী॥
লালনপালনকর্ত্রী কৃষ্ণস্তনদাত্রী॥

অনুভব কর্ম্ম তাঁহার অপূর্ব্ব কথন।
শ্রীমতী মালিনী লইয়া গমন যখন॥
ত্রস্থ হইয়া মালিনীর পিতা জিজ্ঞাসে বচন
কে তুমি কোথায় যাও কহ বিবরণ॥
রামদাস বলে আমি হই কৃষ্ণসম।
কি আর কহিতে বল অভিরাম আমার নাম॥

বিয়োগে সংভ্রমপ্রীতে র্দশাবস্থাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ
অনবস্থিতিরাখ্যাতা চিত্তস্যালম্বশূন্যতা
অরাগিতাতু সর্ব্বস্মিন্নধৃতিঃ কথিতা বুধৈঃ।
অযোগে তন্মমস্কত্বং তদ্‌গুণাদ্যনুসন্ধয়ঃ।
তৎপ্রাপ্ত্যুপায়চিন্তাদ্যাঃ সর্ব্বেষাং কথিতাঃ ক্রিয়াঃ
উৎকণ্ঠত্বং বিয়োগশ্চেত্যযোগোঽপি দ্বিধোচ্যতে॥
তত্রোৎকণ্ঠিতং॥
দৃষ্টপূর্ব্বস্য হরে দি [illegible] ক্ষো [illegible] ঠতং মতং॥৪১॥

ব্রজের গোপ বাল বৃদ্ধ যত নর নারী।
পশু পক্ষ বৃক্ষ বনস্পতি আদি করি॥
নিত্যসুখময় অপ্রাকৃত চিদানন্দ।
পরম উপাস্য সভার চরণারবিন্দ॥
ব্রহ্মময় ধাম শ্রীবৃন্দাবন ভূমি।
যোগী যতি তপীর অগম্য জ্ঞানী কর্ম্মী
তাঁহার মহিমা কহিবার শক্তি কার।
অনুভব কর নিত্য ধ্যান কর যার॥

সে বলে সকল সেই মুরলী কোথায়।
অভিরাম গোস্বামী তখন মালিনী পানে চায়॥
ষোল সাইঙ্গের কাষ্ঠ এক তথা পড়েছিল।
বামহস্তে মালিনী তুলি তাঁরে দিল॥
মুরলী করিয়া তাহা বাজাইলা যখন।
সর্ব্বলোক সুমোহিত হইল তখন॥
তাঁহার যত অনুভব না পারে কহিতে।
গ্রন্থ বাহুল্য হয় তাহা বিশেষ বলিতে॥

অত্রাযোগপ্রসক্তানাং সর্ব্বেষামপি সম্ভবে।
ঔৎসুক্য দৈন্য নির্ব্বেদ চিন্তানাং চাপলস্য চ।
জড়তোন্মাদ মোহানামপি স্যাদতিরিক্ততা॥৪৪॥
তত্রৌৎসুক্যং যথা কর্ণামৃতে॥
অমূন্যধন্যানি দিনান্তরাণি হরে ত্বদালোকনমন্তরেণ।
অনাথবন্ধো করুণৈকসিন্ধো হা হন্ত হা হন্ত কথং নয়ামি॥৪৫

নিত্যনিবাসে স্থান কৃষ্ণ বলরাম।
শ্রীনন্দাদি যশোদা রোহিণী অনুপাম॥
শ্রীযশোদা-জগন্মাতা মহিমা-আভাস।
কিঞ্চিৎ কহিল পূর্ব্বে না পূরিল আশ॥
পুনর্ব্বার কিছু কহিবারে মনে করি।
নিজে মূর্খ নাহি জানি আঁকু পাকু করি।
শ্রীরোহিণী মাতা আর যশোদাসুন্দরী।
দুই মাতা সম দুই গুণের গাগরি॥

স্বরূপং যথা—

শ্রীদামা

সর্ব্বপ্রিয়সখা

যথোক্তং

এষু প্রিয়বয়স্তেষু শ্রীদামা প্রবরো মতঃ ॥

তস্যস্বরূপং—

বাসঃ পিঙ্গং বিভ্রতং শৃঙ্গপাণিং

বদ্ধস্পর্দ্ধং সৌহৃদাম্মাধবেন।

অধৃতি—অর্থাৎ সর্ব্ববিষয়ে অনুরাগহীনতা।

অমঙ্গলপ্রযুক্ত ভক্তজনে মৃত্যু ঘটে না, মৃত্যু জাতপ্রায় হয়।

অশিবত্বান্নঘটতে ভক্তে কুত্রাপ্যসৌ মৃতিঃ।

ক্ষোভকত্বাদ্বিয়োগস্য জাতপ্রায়েতি কথ্যতে ॥

শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনকে যোগ বলে, ঐ যোগ সিদ্ধি তুষ্টি ও স্থিতিভেদে তিন প্রকার।

সিদ্ধি অর্থ উৎকণ্ঠিত অবস্থায় শ্রীহরির সন্দর্শন।

ত্রিভুবনে পূজ্য মান্য ধন্য সদুপাস্য।

শান্ত শিষ্ট সুশীল সুস্নিগ্ধ প্রিয়তাষ্য ॥

মর্য্যাদক সুমর্য্যাদা সকলের আর্য্য।

সভারে সমান যথাযোগ্য শৌর্য্যবীর্য্য ॥

অধিক কি কব রামকৃষ্ণের জননী।

যার স্তনপান করে সুধাধিক মানি ॥

পুতনা রাক্ষসী মাতৃবেশে স্তন দিল।

জিঘাংসা করিয়াও মাতৃগতিকে পাইল ॥

তাম্রোষ্ণীষং শ্যামধামাভিরামং
দামানং দামভাজং ভজামি ॥৩৩॥

যাঁহার পীতবসন পরিধান, হস্তে শৃঙ্গ, মস্তকে তাম্রবর্ণ উষ্ণীষ শরীর মনোহর শ্যামবর্ণ ও গলদেশে মালা এবং যিনি সৌহৃদাবশতঃ মাধবের সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন, সেই শ্রীদামকে ভজনা করি ॥৩৩॥

তুষ্টি—বিচ্ছেদের পর প্রাপ্তি।

স্থিতি—একত্রে বসবাস।

তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন বা নিবৃত্ত হওয়াও এই প্রীতভক্তিরসের অন্তর্গত-প্রমাণ শ্রীভাগবত ১১. ৩. ৩৩ শ্লোক।

যথা—"ভবন্তি তুষ্ণীং পরমেত্যনির্বৃতাঃ"।

এই ভাবের প্রক্রিয়া প্রায় স্বাভাবিকী।

অথ যোগঃ ॥

কৃষ্ণেন সঙ্গমো যস্তু স যোগ ইতি কীর্ত্ত্যতে।
যোগোঽপি কথিতঃ সিদ্ধি স্তুষ্টি স্থিতিরিতি ত্রিধা ॥

অতএব মহারতি মাতা শ্রীযশোদা।
ভুবনপাবনী সর্ব্ব-অর্থ-সিদ্ধিপ্রদা ॥
তাঁহার মহিমা বেদ-বিধি-অগোচর।
আত্মারাম শুকদেব প্রশংসে বিস্তর ॥
নাভাজী শ্রীব্রজপুরের কৃষ্ণপরিকর।
সংক্ষেপে বর্ণিলা বহু না কৈলা বিস্তার ॥
তাঁহার আশয় আদি পদের যে অর্থ।
বর্ণির বিস্তারি কিছু যেমন সমর্থ ॥
গোপগোপী আদি গুণক্রমেতে গাইব।
শ্রীচরণে প্রেমভক্তি মাগিয়া লইব ॥

সুদাম স্বরূপে হয় শ্রীসুন্দরানন্দ।
মহা অনুভাব রসে হয় ভাবানন্দ ॥
বাহুল্য অনুভব তাঁহার কহন না যায়।
একমাত্র বলি তাহে স্বরূপ বুঝায় ॥
জাম্বিরের গাছ হইতে কদম্বের ফুল।
দুইকাণে পরিয়া রূপ দেখাইলা নিস্তুল।

তত্র সিদ্ধিঃ ॥

উৎকণ্ঠিতে হরেঃ প্রাপ্তিঃ সিদ্ধিরিত্যভিধীয়তে ॥৬৭॥

তুষ্টিঃ ॥

জাতে বিয়োগে কংসারেঃ সংপ্রাপ্তিস্তুষ্টিরুচ্যতে ॥৬৮॥

কিন্তু কালাদির বৈশিষ্টাহেতু কখন২ সীমা উল্লঙ্ঘন করে।

আমি শ্রীকৃষ্ণের লালণীয় এইরূপ।

অভিমান—যখন উত্তরোত্তর গুরুত্বলাভ করে, তখন তাহার নাম হয় গৌরবপ্রীতি।

হরি এবং হরির লালনীয় ব্যক্তিগণ ইহাতে আলম্বন।

শ্রীকৃষ্ণের জেঠা জেঠী খুড়া খুড়ি আদি।
মামা পিসা আদি আর পুলিন্দ অবধি ॥
নাম সঙ্কীর্ত্তন করি নিজাভীষ্ট লাগি।
দুর্ম্মতিশোধন আর প্রেমানন্দভাগী ॥
শ্রীমদ্রূপ গোস্বামীর বর্ণন মাধুরী।
গণোদ্দেশদীপিকা যে গ্রন্থ অনুসারি ॥
বর্ণিব কিঞ্চিন্মাত্র তাহার অন্তরে।
অগ্রপশ্চাৎ ক্রম কিছু না জানি বিচারে।

স্বরূপং যথা—

সুদামা ×

নিত্যানন্দ প্রিয়তমং +

স্থিতিঃ ॥

সহবাসো মুকুন্দেন স্থিতি র্নিগদিতা বুধৈঃ ॥

এষাত্র ভক্তভাবানাং প্রায়িকী প্রক্রিয়োদিতা।

কিন্তু কালাদিবৈশিষ্ট্যাৎ ক্বচিৎ স্যাৎ সীমলঙ্ঘনং ॥৭২॥

অথ গৌরবপ্রীতিঃ ॥

লাল্যাভিমানিনাং কৃষ্ণে স্যাৎ প্রীতির্গৌরবোত্তরা।

সা বিভাবাদিভিঃ পুষ্টা গৌরবপ্রীতিরুচ্যতে ॥

মহাগুরু, মহাকীর্ত্তি, মহাবুদ্ধি, মহাবল রক্ষক, লালক, শ্রীকৃষ্ণে এই সকল ভাব—গৌরবপ্রীতিতে সমুদিত হয়।

লাল্য—কনিষ্ঠত্ব ও পুত্রত্ব অভিমান ভেদে দুই প্রকার—সারণ, গদ সুভদ্র প্রভৃতি কনিষ্ঠত্বের দৃষ্টান্ত এবং প্রদ্যুম্ন, চারুদেষ্ণ, সাম্ব প্রভৃতি যদুকুমারগণ পুত্রত্বাভিমানী।

দ্বারকাস্থ সেবকগণে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের প্রাধনতা থাকে, লাল্যদিগের সম্বন্ধবোধ স্ফূর্ত্তিপায়। ব্রজে তদুভয়—পরম ঐশ্বর্য্য জ্ঞান না থাকিলেও গোপরাজনন্দন কিম্বা ইন্দ্রজয়াদি ঐশ্বর্য্য জ্ঞান আছে।

বাৎসল্য ও হাস্যাদি ইহাতে উদ্দীপন। নীচাসনে উপবেশনাদি অনুভাব। পুত্রাদিতে, প্রণাম প্রভৃতি কতকগুলি অনুভাব, দাসের সহিত সমান।

অক্ষরমিলনহেতু যথা আইসে মনে।
অপরাধ ক্ষম বিপর্য্যয়ের বর্ণনে ॥

বসুদাম শ্রীকমলাকর পিপ্পলাই ঠাকুর।
যাহার স্বভাব দেখি সাক্ষাৎ প্রভুর ॥
সংকীর্ত্তনে ভাবাবেশে স্বরূপ ধরিয়া।
বেত্রবংশী নেও দেও বলিলা ডাকিয়া ॥

গৌরবপ্রীতিতে সম্ভ্রমপ্রীতির মত ব্যভিচারীভাব হয়। দেহসম্বন্ধে ইনি আমার গুরু এইভাবের নাম গৌরব। এবং লালকের প্রতি তন্ময়ী যে প্রীতি তাহার নাম গৌরবপ্রীতি।

প্রেম, স্নেহ, রাগ, যোগ, অযোগ প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়ে ইহা সম্ভ্রম-প্রীতির অনুরূপ।

গৌরবপ্রীতি সম্বন্ধে (বিশেষ বিবরণ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে দ্রষ্টব্য)।

—— × ——

স্থায়ী ভাবো বিভাবাদ্যৈঃ সখ্যমাত্মোচিতৈরিহ।
নীতশ্চিত্তে সতাং পুষ্টিং রসপ্রেমানুদীর্য্যতে ॥

স্থায়ীভাবে আত্মোচিত বিভাবাদি দ্বারা সৎলকলের চিত্তে সখ্য-রসকে পুষ্টি প্রাপ্ত করাইলে, ঐ সখ্য—প্রেয়োভক্তিরস বলিয়া কীর্ত্তিত হয়

তত্রালম্বনাঃ ॥

হরিশ্চ তদ্বয়স্যাশ্চ তস্মিন্নালম্বনা মতাঃ ॥

হরি এবং হরির সখাগণ ইহাঁরাই প্রেয়োভক্তিরসে আলম্বন স্বরূপ।

গারুড়োক্ত—

শ্রীনন্দ রাজার সখা রাজা বৃষভানু।
নন্দরাজমহিষী যশোদা শ্যামতনু ॥
শক্রবর্ণবনু বাস ন স্থূল ন কৃশা।
কিঞ্চিৎ দীঘল অতি সুন্দরী সুকেশা ॥
অন্য নাম দেবকী দেবকী যাঁর সখী।
ঐন্দনী নামেতে আর সখী সুষ্ঠুমুখী ॥

স্বরূপং যথা—

কমলাকর+

ভাবাঙ্গঃ পণ্ডিতশ্রেষ্ঠঃ সদাগোপালবেশকঃ ॥৩৫॥

সুবাহু স্বরূপ শ্রীপরমেশ্বর দাস।
সংকীর্ত্তনে অনুভাব করিলা প্রকাশ॥
প্রিয়গোপবেশরূপ পরমেশ্বর ধরি।
শৃগালেরে হরিনাম দিলা ভক্ত করি॥

৩। অথ প্রেয়োভক্তিরসঃ॥

অথ তদ্বয়স্যাঃ॥

রূপবেশগুণাদ্যৈস্তু সদাঃ সম্যগ্‌যন্ত্রিতাঃ
বিশ্রম্ভসংভৃতাত্মানো বয়স্যা স্তস্য কীর্ত্তিতাঃ॥

যাঁহারা রূপে গুণে ও বেশে সমান, দাসের ন্যায় যন্ত্রণা শূন্য এবং বিশ্বাসী তাহাদিগকেই বয়স্য বা সখা বলা যায়।

সাম্যেন ভীতি বিধূরেণ বিধীয়মানভক্তিপ্রপঞ্চমনুদঞ্চদনুগ্রহেণ।
বিশ্বম্ভসারনিকুরম্বকরম্বিতেন বন্দেতরামঘহরস্য বয়স্যবৃন্দং॥

যাহারা মহাবিশ্বাস সমূহ যুক্ত, স্থিরানুগ্রহকর, ভয়শূন্য সমতা দ্বারা ভক্তি সকল বিধান করেন, সেই সমুদায় শ্রীকৃষ্ণের সখাগণকে প্রণাম করি।

তে পুরব্রজ সম্বন্ধাদ্দ্বিবিধাঃ প্রায় ঈরিতাঃ।

ঐ সকল সখা ব্রজসম্বন্ধ ও পুরসম্বন্ধভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে পুরসম্বন্ধি সখা যথা।

আদিপুরাণোক্ত—

শ্রীকৃষ্ণের বৃহন্মাতা দেবী শ্রীরোহিণী।
বলদেব হৈতে কৃষ্ণে স্নেহ কোটিগুণি॥

মহা অনুভব কর্ম্ম না যায় কথন।
বিস্তার সর্ব্বত্র আছে করিনা শ্রবণ ॥

স্বরূপং যথা—

পরমেশ্বর দাসোহয়ং শ্রীসুবাহুস্বরূপকঃ
যস্য স্মরণমাত্রেণ÷

তত্র পুরসম্বন্ধিনঃ ॥
অর্জ্জুনো ভীমসেনশ্চ দুহিতা দ্রুপদস্য চ।
॥দাম ভূসুরাত্থাশ্চ সখায়ঃ পুরসংশ্রয়াঃ ॥৩॥

অর্জ্জুন, ভীমসেন, দ্রৌপদী ও শ্রীদাম ব্রাহ্মণ ইঁহারা সকল পুর সম্বন্ধীয় সখা ॥৩॥

অথ ব্রজসম্বন্ধিনঃ ॥
ক্ষণাদর্শনতো দীনাঃ সদা সহ বিহারিণঃ।
তদেক জীবিতা প্রোক্তা বয়স্যা ব্রজবাসিনঃ।
অতঃ সর্ব্ববয়স্যেষু প্রধানত্বং ভজন্ত্যমী ॥৫॥

ইহাঁদের সখ্য যথা—

যাঁহারা ক্ষণকাল শ্রীকৃষ্ণের অদর্শন দুঃখিত হয়েন, শ্রীকৃষ্ণের সহিত যাঁহারাসর্ব্বদা বিহার করিয়া থাকেন এবং যাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণগতই জীবন, সেই সকল ব্রজবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণের "বয়স্য" বলিয়া কথিত হয়েন। এ জন্য ইহাঁরা সকল বয়স্য হইতে প্রধান ॥৫॥

মতান্তরে নন্দ মহারাজ পাঁচ ভাই।
তাহা ব্যতিরেকে যে খুড়াত হয় দুই ॥
পূর্ব্বকথিত নামে কিছু হয় ভেদ।
সকলি সম্ভবে যাহা কহে সাধু বেদ ॥

প্রেমে পরিপূর্ণ শ্রীপুরুষোত্তম ঠাকুর
যাঁহার অভিষেক হইল সাক্ষাৎ প্রভুর ॥
সপ্ত বৎসরের কালে কৃষ্ণরূপ ধরে।
নাচিয়া সংকীর্ত্তনে সর্ব্বচিত্ত হরে ॥
স্তোককৃষ্ণস্বরূপ তাহা অনুভাবে জানি।
সাধুজন স্নিগ্ধ হয় যাঁহার গুণ শুনি ॥

সখ্যং যথা। ॥
উন্নিদ্রস্য যযু স্তবাত্র বিরতিং সপ্তক্ষপাস্তিষ্ঠতো
হন্ত শ্রান্ত ইবাসি নিক্ষিপ সখে শ্রীদামপাণৌ গিরিং।

দৃষ্টান্ত—

১। শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধনপর্ব্বত ধারণ করায় বয়স্যগণ কহিলেন সখে! তুমি নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান থাকিয়া সপ্তরাত্র অতিবাহিত করিলে! হা কষ্ট! তোমার অতিশয় পরিশ্রম হইয়াছে! আর পর্ব্বত-ধারণের প্রয়োজন নাই! শ্রীদামের হস্তে পর্ব্বত সমর্পণ কর!

যথা বা শ্রীদশমে ॥
ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ।
সার্দ্ধং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ ॥১১॥

কেহ কহে সপ্ত ভাই কেহ পঞ্চজন।
কল্পভেদে কিংবা কিছু থাকিবে কারণ ॥
শ্রীদ উপনন্দ আর অভিনন্দ দুই।
শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠতাত স্নেহেতে এই ॥

স্বরূপং যথা—

শ্রীস্তোককৃষ্ণঃ কমনীয় কান্তিঃ
প্রশস্ত বক্ষঃ সুমুখঃ প্রশান্তঃ।
স্বভাবসংকীর্ত্তনভাবরঙ্গৈঃ
সতাং নিধির্নৃত্যতি বিহ্বলঃসন্‌॥
যুগাবতারঃ প্রকটঃ প্রভাবঃ
কৃষ্ণাংশকঃ শ্রীপুরুষোত্তমাখ্যঃ॥
এই পঞ্চ সখার করিলাম গণন।
স্তোককৃষ্ণাদিকে নর্ম্মক্রীড়ায় কথন॥

২। শুকদেব কহিলেন, রাজন্‌! যে ভগবান্‌ হরি বিদ্বজ্জনের পক্ষে স্বপ্রকাশ, পরম সুখস্বরূপ, ভক্তজনের আত্মপ্রদ পরম দেবতা এবং মায়াশ্রিত জনের পক্ষে নরবালকরূপে প্রতীয়মান হয়েন, তাঁহার সহ গোপবালকগণ যখন ঐ প্রকারে বিহার করিতে লাগিলেন তখন অবশ্যই স্বীকার্য্য যে, ঐ সকলালকের পুঞ্জ পুঞ্জ পুণ্য অর্থাৎ (পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধাব্যক্তি হইতে এমন কোন বিশিষ্ট বিশেষত্ব ছিল,) যাহাতে তাঁহারা ভগবানের সহিত সখ্যভাবে বিহার করিতে পাইয়াছিলেন।

সুহৃদশ্চ সখায়শ্চ তথা প্রিয়সখাঃ পরে।
প্রিয়নর্ম্মবয়স্যাশ্চেত্যুক্তা গোষ্ঠে চতুর্ব্বিধাঃ॥

গোকুলের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের বয়স্য চারি প্রকার, যথা (১) সুহৃৎ, (২) সখা, (৩) প্রিয়সখা এবং (৪) প্রিয়নর্ম্মসখা।

সনন্দ নন্দন দুই কাকা সমতুল।
সদাই শ্রীকৃষ্ণস্নেহানন্দেতে বিহ্বল॥

যথোক্তং -
বৈষ্ণববন্দনা গ্রন্থে—
"ইষ্টদেব বন্দি শ্রীপুরুষোত্তম নাম।
কি কহিব তাঁহার গুণের অনুপম॥
সর্ব্বগুণ হীন যে তাহারে দয়া করে।
আপনার সহজে করুণা শক্তি বলে॥
সপ্তম বৎসরে যাঁর কৃষ্ণের উন্মাদ।
ভুবনমোহন নৃত্য শকতি অগাধ॥

টিপ্পনী।

ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভব শ্রীল দেবকীনন্দন দাস নিজ ইষ্টদেব বৈদ্যবংশাবতংস শ্রীমান্ ঠাকুর কানাই এর পিতা, শ্রীমান্ সদাশিব কবিরাজের পুত্র ও শ্রীমান্ কংসারিসেনের পৌত্র ঠাকুর শ্রীমান্ পুরুষোত্তমদাস সম্বন্ধে এত সকল কথা লিখিয়াছেন—

তত্র সুহৃদঃ॥
বাৎসল্যগন্ধি সখ্যাস্তু কিঞ্চিত্তে বয়সাধিকাঃ।
সায়ুধা স্তস্য দুষ্টেভ্যঃ সদা রক্ষাপরায়ণাঃ॥
সুভদ্রমণ্ডলীভদ্র ভদ্রবর্দ্ধন গোভটাঃ।
যক্ষেন্দ্রভট ভদ্রাঙ্গ বীরভদ্র মহাগুণাঃ।
বিজয়ো বলভদ্রাদ্যাঃ সুহৃদস্তস্য কীর্ত্তিতাঃ॥৮

উপনন্দ সিতারুণবর্ণ হরিদ্বস্ত্র।
তাঁহার ঘরণী তুঙ্গী কৃষ্ণে মন ন্যস্ত॥
ভ্রমরের ন্যায় বর্ণ নারঙ্গ-বসন।
অভিনন্দ কৃষ্ণবস্ত্র শংখের বরণ॥

গৌরীদাস কীর্ত্তনীয়ার চিকুরে ধরিয়া
নিত্যানন্দ স্তব করাল শক্তি দিয়া ॥
গদাধর দাস আর গোবিন্দ ঘোষ।
যাঁহার প্রকাশ দেখি পরম সন্তোষ ॥
যাঁর অষ্টোত্তর শত ঘট গঙ্গাজলে।
অভিষেক সর্ব্বদেব তা যাঁর শিশুকালে ॥
করবীর মঞ্জরী আছিল যাঁর কাণে।
পদ্মগন্ধ হইল সেই সভা বিদ্যমানে ॥

যাঁহারা সুহৃৎ তাঁহাদের বাৎসল্যগন্ধবিশিষ্ট সখ্য এবং তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বয়োধিক, অস্ত্রধারী ও সর্ব্বদা দুষ্টগণ হইতে কৃষ্ণকে রক্ষা করেন।

সুভদ্র, মণ্ডলীভদ্র, ভদ্রবর্দ্ধন, গোভট, যক্ষ, ইন্দ্রভট, ভদ্রাঙ্গ, বীরভদ্র, মহাগুণ, বিজয় ও বলভদ্র প্রভৃতি, ইহাঁরা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের সুহৃদ্ বলিয়া কীর্ত্তিত হয়েন ॥৮॥

সুহৃৎসু মণ্ডলীভদ্রবলভদ্রৌ কিলোত্তমৌ ॥৯॥

সুহৃদ্গণের মধ্যে মণ্ডলীভদ্র ও বলভদ্র এই দুই জন সর্ব্ব প্রধান ॥৯॥

অথ সখায়ঃ ॥

কনিষ্ঠকল্পাঃ সখ্যেন সম্বন্ধাঃ প্রীতিগন্ধিন।।

যাঁহারা কনিষ্ঠ তুল্য, দাস্যগন্ধিসখ্যরসশালী তাঁহারা সখা বলিয়া কীর্ত্তিত।

তস্য ভার্য্যা পাসরী নাম পাটলবরণ।
নীলবস্ত্রধারী তেঁহ কৃষ্ণ প্রাণধন ॥

যার নামে মগ্ন হয় পুরুষ সকল।
মূর্ত্তিমন্তপ্রেমরস যাঁর কলেবর॥
যুদ্ধকর্ম্ম জয়দাতা পুষ্পাদি রচন।
হস্তাহস্তি কর্ম্ম প্রিয়সখার কথন॥
যথোক্তং—
প্রিয়নর্ম্মসখা অনেক না যায় কথন।
শ্রেষ্ঠ তাহে দুই জন তৃতীয়ে গণন॥

টিপ্পনী।

বিশাল বৃষভৌজস্বি দেবপ্রস্থ বরূথপাঃ।
মরন্দ কুসুমাপীড় মণিবন্ধ করন্ধমাঃ।
ইত্যাদয়ঃ সখায়োঽস্য সেবাসৌখ্যৈকরাগিণঃ।

উক্ত সখা সকলের নাম যথা—বিশাল, বৃষভ, ওজস্বী, দেবপ্রস্থ, বরুথপ, মরন্দ, কুসুমাপীড়, মণিবন্ধ ও করন্ধম ইত্যাদি। সখান্ সকলের কেবল শ্রীকৃষ্ণের সেবা বিষয়েই ঐকান্তিক অনুরাগ।

সর্ব্বেষু সখিষু শ্রেষ্ঠো দেবপ্রস্থোঽয়মীরিতঃ॥
অথ প্রিয়সখাঃ॥
বয়স্তুল্যাঃ প্রিয়সখাঃ সখ্যং কেবলমাশ্রিতাঃ

সনন্দের সুনন্দ দ্বিতীয় নাম হয়।
চতুর্থ ভাই যে ঞিহো সুন্দর আশয়॥
কুন্দবর্ণ শ্যামবস্ত্র অল্পপককেশ।
কৃষ্ণেতে পরম স্নেহ না জানি বিশেষ॥

যথোক্তং—

প্রিয়নর্ম্ম বয়স্যেষু প্রবলৌ সুবলোজ্জ্বলৌ।

প্রিয়নর্ম্মসখার কিছু নাহিক গোপন।
মধুরাখ্য রসে হয় নর্ম্মসখারগণ॥
সুবল শ্রীগৌরিদাস পণ্ডিত ঠাকুর।
গোপ্য নাহি অনুভব শুনিবা প্রচুর॥

শ্রীদামা চ সুদামা চ দামা চ বসুদামকঃ।
কিঙ্কিণী স্তোককৃষ্ণাংশু ভদ্রসেন বিলাসিন
পুণ্ডরীক বিটঙ্কাখ্য কলবিঙ্কাদয়োঽপ্যমী।
রময়ন্তী প্রিয়সখাঃ কেলিভি র্বিবিধৈঃ সদা।
নিযুদ্ধ দণ্ডযুদ্ধাদি কৌতুকৈরপি কেশবং॥

যাঁহারা তুল্যবয়স ও কেবল সখ্যমাত্র আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে প্রিয়সখা কহে। প্রিয়সখাদিগের নাম যথা—শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম, কিঙ্কিণী, স্তোককৃষ্ণ, অংশু, ভদ্রসেন, বিলাসী, পুণ্ডরীক, বিটঙ্ক ও কলবিঙ্ক ইত্যাদি। প্রিয়সখা সকল বিবিধ কেলি দ্বারা সর্ব্বদা কেশবকে সুখ প্রদান করিয়া থাকেন।

এই সকল প্রিয়সখার সখ্য যথা।

মাহিষের দুগ্ধেতে শরীরের পুষ্টি হয়।
সে হেতুক কৃষ্ণ লাগি মহিষ রাখয়॥
ভার্য্যা যে অঙ্গনা রক্তবস্ত্র পদ্মবর্ণ।
কৃষ্ণমুখবাক্যে যেই প্রীতি রহে কর্ণ॥

শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দ দুই জনা আগে।
সুবলমূর্ত্তি ধরি কিছু কহে অনুরাগে॥
দুই মূর্ত্তি নির্ম্মাণ আর তোমরা দুই জন।
সেই রহ যাহার সঙ্গে আমার কথন॥
হাসি চারি জন তখন কহিতে লাগিলা।
সেই হইতে দুই মূর্ত্তি তথায় রহিল॥

করেণ চলতা দৃশৌ নিভৃতমেত্য রুন্ধে পুরঃ॥
এই সকল প্রিয়বয়স্যের মধ্যে শ্রীদাম সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান!
এষু প্রিয়বয়স্যেষু শ্রীদামা প্রবরো মতঃ॥

শ্রীদামের সখ্য যথা।

শ্রীদাম শ্রীকৃষ্ণকে কহিলেন কঠোর! তুমি কেন হঠাৎ আমাদিগকে যমুনাতটে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলা, বড় সৌভাগ্যের বিষয় যে পুনরায় তোমাকে দেখিতে পাইলাম, যাহা হউক আমরা যে সখাগণ এক্ষণে আমাদিগকে দৃঢ় আলিঙ্গন দ্বারা সন্তুষ্ট কর, হে সখে! সত্য বলিতেছি তোমার যদি ঈষৎ অদর্শন হয় তাহা হইলে কি ধেনুগণ, কি আমরা, কি গোষ্ঠ, কি অভীষ্ট অল্পকালের মধ্যে সমুদায়ই বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়।

নন্দন পঞ্চম ভ্রাতা একত্র বসতি।
বিশেষ কৃষ্ণেতে অনুরাগ মহামতি॥
শিখিকণ্ঠবর্ণ হয় গুণের নিধান।
চণ্ডাত-পুষ্পের বর্ণ বস্ত্র পরিধান॥

স্বরূপং যথা

শ্রীমন্তং সুবলং নির্ম্মসখাশ্রেষ্ঠং

তস্য রূপং যথোক্তং

তনুরুচিবিজিতহিরণ্যং হরিদয়িতং হারিণং হরিদ্বসনং।

সুবলং কুবলয়নয়নং নয়নানন্দিতবান্ধবং বন্দে ॥৪১॥

যাঁহার অঙ্গকান্তিদ্বারা সুবর্ণের শোভা তিরস্কৃত হইতেছে, যিনি হরির অতিশয় প্রিয়পাত্র, যাঁহার গলদেশে হার, পরিধান হরিদ্বর্ণ বসন ও ইন্দীবর তুল্য লোচন সেই নীতিপরায়ণ বান্ধব সুবলকে প্রণাম করি ॥ ৪১ ॥

অথ প্রিয়নর্ম্মবয়স্যাঃ ॥

প্রিয়নর্ম্মবয়স্যাস্তু পূর্ব্বতোপ্যভিতো বরাঃ।
আত্যন্তিকরহস্যেষু যুক্তাতায় বিশেষিণঃ।
সুবলার্জ্জুন গন্ধর্ব্বাস্তে বসন্তোজ্জ্বলাদয়ঃ ॥১৬॥

অথ প্রিয়নর্ম্মসখা।

প্রিয়নর্ম্ম বয়স্য সকল পূর্ব্ব পূর্ব্ব সুহৃৎ, সখা ও প্রিয়সখা প্রভৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ, বিশেষ ভাবশালী এবং অতিশয় রহস্যকার্য্যে নিযুক্ত। প্রিয়নর্ম্ম বয়স্যদিগের নাম যথা—সুবল, অর্জ্জুন, গন্ধর্ব্ব, বসন্ত ও উজ্জলাদি ॥১৬॥

এষাং সখ্যং যথা ॥

রাধাসন্দেশবৃন্দং কথয়তি সুবলঃ পশ্য কৃষ্ণস্য কর্ণে

অতুলা তাঁহার ভার্যা বিদ্যুতের কান্তি।
মেঘাম্বর পরিধান কৃষ্ণময় ভ্রান্তি ॥
কজ্জর দণ্ডর শ্রীনন্দের খুল্লপুত্র।
সুদামা কণ্ডরু স্ত্রী গুণেতে পবিত্র ॥

পুরুষোত্তমসুতাংশ কৃষ্ণদাসগোস্বামী।
উজ্জ্বলস্বরূপ অনুভবে জানি আমি ॥
দ্বাদশ দিনের হইলে মোর প্রভু লই গেল।
যত্ন করি পুত্রভাবে পালন করিলা ॥
কিশোর বয়স যখন তখন বৃন্দাবনে।
মহা অনুভব তাঁহার দেখিয়াছি নয়নে ॥
সংকীর্ত্তনে অদ্বিতীয় মদনগোপাল।
মণিহারকণ্ঠে শোভে দোলে বনমাল ॥

শ্যামা কন্দর্পলেখং নিভৃতমুপহরত্যুজ্জ্বলঃ পাণিপদ্মে।
পালীতাম্বূলমাল্যে বিতরতি চতুরঃ কোকিলো মূর্দ্ধ্নি ধত্তে
তারা দামেতি নর্ম্ম প্রণয়ি সহচরাস্তন্বি তন্বন্তি সেবাং ॥

শ্রীকৃষ্ণের দূতীগণ পরস্পর কহিলেন হে কৃশাঙ্গি! ঐ দেখ সুবল রাধার সন্দেশ সকল শ্রীকৃষ্ণের কর্ণে বলিতেছে, উজ্জ্বল শ্যামার কন্দর্পলেখা নির্জ্জনে শ্রীকৃষ্ণের করে প্রদান করিতেছে, চতুর পালীপ্রদত্ত তাম্বূল শ্রীকৃষ্ণের বদন মধ্যে অর্পণ করিতেছে এবং কোকিল তারা-প্রেরিত বনমালা শ্রীকৃষ্ণের মস্তকে ধারণ করিতেছে হে সখি! এইরূপে প্রিয়নর্ম্ম সখাসকল শ্রীকৃষ্ণের সেবা কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন।

দণ্ডরের স্ত্রীর নাম সুরমা সুন্দরী।
রূপে গুণে সম দোঁহে প্রেমের গাগরি ॥
বটুক চটুক আর দুই জ্ঞাতি ভাই।
দধিসারা হবিঃসারা স্ত্রী দোঁহার দুই ॥
নন্দের ভগিনী দুই সানন্দা নন্দিনী।
কৃষ্ণের পিসী স্নেহে সমান জননী ॥

মুরলীর রবে সভার হরিলেন চিত।
ব্রজবাসী বলে কানাই হইলা প্রতীত ॥
শ্রীজীবগোস্বামী আদি ব্রজবাসীগণ।
দেখিয়া তাঁহার রূপ করিলা স্তবন ॥
সেই হইতে হইল নাম শ্রীকানুঠাকুর।
কি আর বলিব তাঁহার মহিমা প্রচুর ॥

প্রিয়নর্ম্মবয়স্যেষু প্রবলৌ সুবলোজ্জ্বলৌঃ ॥

প্রিয়নর্ম্ম সখাসকলের মধ্যে সুবল ও উজ্জল সর্ব্ব প্রধান।

তত্র সুবলস্য রূপং যথা ॥

তনুরুচিবিজিতহিরণ্যং হরিদয়িতং হারিণং হরিদ্বসনং।
সুবলং কুবলয়নয়নং নয়নন্দিতবান্ধবং বন্দে ॥১৭॥

তন্মধ্যে সুবলের রূপ যথা।

যাঁহার অঙ্গ কান্তিদ্বারা সুবর্ণের শোভা তিরস্কৃত হইতেছে, যিনি হরির অতিশয় প্রিয়পাত্র, যাঁহার গলদেশে হার, পরিধান হরিদ্বর্ণ বসন ও ইন্দীবর তুল্য লোচন, সেই নীতিপরায়ণ বান্ধব সুবলকে প্রণাম করি ॥১৭॥

কৃষ্ণবর্ণ বসন কিঞ্চিৎ উচ্চদন্ত।
শ্যামল চিক্কণ বর্ণ মতি শিষ্ট শান্ত ॥
সানন্দার স্বামী মহানীল হয় নাম।
নন্দিনীর স্বামী সুনীল গুণধাম ॥
নন্দরাজের ভগ্নীপতি শ্রীকৃষ্ণের পিসা।
স্নেহময়ী প্রেমামৃতে সদাই বিলাসা ॥

স্বরূপং যথা—

বৃন্দাবনে ব্রজবধূজনদৌত্যকর্ম্মং
কৃষ্ণাজ্ঞয়া সরসয়া কুরুতে মুদা যঃ।
শ্রীকানু ঠক্কুরমিমং প্রবদন্তি ধীরাঃ
শ্রীলোজ্জ্বলং তমধুনাবিরতং ভজামি॥
এই উজ্জ্বল সখার কৃপা কিছু যার হয়।
সহজেতে রাধাকৃষ্ণ সেই জনে পায়॥

সখ্যং যথা

বয়স্যগোষ্ঠ্যামখিলেঙ্গিতেষু বিশারদায়ামপি মাধবস্য।
অন্যৈ দুরূহা সুবলেন সার্দ্ধং সংজ্ঞাময়ী কাপি বভূব বার্ত্তা॥

সুনিপুণ বয়স্য গোষ্ঠীতে প্রিয়নর্ম্মসখা সকলের মধ্যে সুবলের সহিত মাধবের যে সঙ্কেতময়ী বার্ত্তা হইয়াছিল, অন্যে তাহার তাৎপর্য্য অবধারণ করিতে পারে নাই।

উজ্জ্বলস্য রূপং যথা॥

অরুণাম্বরমুচ্চলেক্ষণং মধুপুষ্পাবলিভিঃ প্রসাধিতং।
হরিনীল রুচিংহরিপ্রিয়ং মণিহারোজ্জ্বলমুজ্জ্বলং ভজে॥১৮॥

সুবলের সখ্য যথা।

শ্রীকৃষ্ণের মাতামহ মহোৎসাহযুক্ত।
সুমুখ তাঁহার নাম স্নেহে অতিরিক্ত॥
শংখবর্ণলম্বশ্মশ্রু জম্বুবর্ণ কান্তি।
মাতামহী তস্য পত্নী পাটলা সুমতি॥

যথোক্তং—

শক্তাস্মি মানমবিতুং কথমুজ্জ্বলোঽয়ং
দূতঃ সমেতি সখি যত্র মিলত্যদূরে।
সাপত্রপাপি কুলজাপি পতিব্রতাপি
কা বা বৃষস্যতি ন গোপবৃষং কিশোরী॥

উজ্জ্বলের সখা যথা—সখি! আমি কিরূপে মানরক্ষা করিতে সমর্থ হইব? ঐ দেখ উজ্জ্বল দূত আগমন করিতেছে। যেখানে উজ্জ্বল আসিয়া উপস্থিত হয়, সেখানে কোন্ লজ্জাশীলা, কুলজা, পতিপরায়ণা গোপকিশোরী আছে যে সে গোপকিশোরকে কামনা না করে? ॥৪৩॥

বৈষ্ণববন্দনায় আছে—

প্রেমসুখময় দেহ কানাইঠাকুর।
মহাপ্রভু দয়া তাঁরে করিলা প্রচুর॥

উজ্জ্বলের রূপ যথা।

যাঁহার অরুণ বর্ণ বসন পরিধান, যাঁহার চক্ষু অতিশয় চঞ্চল, যিনি বনজ পুষ্পদ্বারা বিভূষিত, যিনি কৃষ্ণতুল্য নীলকান্তিশালী, যিনি শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় প্রিয় এবং যিনি মণিহারে উজ্জ্বল, সেই উজ্জ্বলকে ভজনা করি॥১৮॥

মাহিষ দধির বর্ণ হরিত বসন।
শিরে কেশ পাটলপুষ্পের যে বরণ॥
তাঁর সহচরী হন মুখরা বড়াই।
যশোদা মাতার ধাত্রী স্নেহে অধিকাই॥

অর্জ্জুন স্বরূপে হয়েন পুরুষোত্তম নাম।
পণ্ডিতাখ্য নবদ্বীপে দিব্য তেজধাম॥
শ্রীরত্নাকরসুত যেন পদ্মরাগমণি।
অর্জ্জুন স্বরূপ নাহি ছাড়েন আপনি॥
আজন্ম বিরাগ তাঁহার রহে প্রভু সঙ্গে।
সদা সখ্যভাবে নাচে অতি বড় রঙ্গে॥

স্বরূপং যথা—

লার্জ্জুন পণ্ডিতোহয়ং জাতঃ পুরুষোত্তম্
নিত্যানন্দ প্রিয়সঙ্গে÷

কাণে কাণে কথা নর্ম্মসখা সঙ্গে দেখি।
গোপীগণে দৌত্য কর্ম্ম বাসে স্থিতি লিখি॥
প্রিয়নর্ম্মসখার কিছু নাহিক গোপন।
মধুরাখ্য রসে হয় নর্ম্মসখার গণ॥

সখ্যং যথা॥

শক্তাস্মি মানমবিতুং কথমুজ্জ্বলোহয়ং
দূতঃ সমেতি সখি যত্র মিলত্যদূরে।
সাপত্রপাপি কুলজাপি পতিব্রতাপি
কা বা বৃষস্যতি ন গোপবৃষং কিশোরী॥
্লোহয়ং বিশেষেণ সদা নর্ম্মোক্তিলালসঃ॥১৭॥

দধিসারা হবিঃসারা দ্বিতীয় দু নাম।
দুই দুই নাম দোঁহা রূপ অনুপাম॥

যথোক্তং—

দৌত্যং ব্রজকিশোরী+

বয়স্যের কর্ম্ম নৃত্যগীত গোচারণ।

রম্য রত্ন অলঙ্কারে করেন ভূষণ ॥

যথোক্তং÷

সখ্যভাব কহিলাম বয়স্য মানসে।

গুরুগণের বাৎসল্যভাব বাৎসল্য ভক্তিরসে ॥

গুরুরূপ অনেক তাহা না পারি কহিতে।

তিনজন প্রচার দেখি শ্রীচৈতন্য সহিতে ॥

দুই হয় তাহে শ্রেষ্ঠ মাতৃপিতৃ রূপে।

শ্রীমতী যশোদাদেবী শ্রীমান্ নন্দগোপে ॥

যথোক্তং—

ব্রজেশ্বরী ব্রজাধীশৌ শ্রেষ্ঠৌ গুরুজনেম্বিমৌ ॥

উজ্জ্বলের সখ্য যথা।

সখি! আমি কিরূপে মানরক্ষা করিতে সমর্থ হইব, ঐ দেখ উজ্জ্বল দূত আগমন করিতেছে। যেখানে উজ্জ্বল আসিয়া উপস্থিত হয়, সেখানে কোন্ লজ্জাশীলা, কুলজা, পতিপরায়ণা, গোপকিশোরী আছে যে সে গোপকিশোরকে কামনা না করে? ॥

এই উজ্জ্বল সর্ব্বদা বিশেষরূপে পরিহাস বিষয়ে লালসান্বিত ॥১৯॥

স্বাভাবিক মাতা হৈতে মাসীর বড় স্নেহ।

তাহে কৃষ্ণ স্নেহপাত্র মাসী যাতে স্নেহ ॥

যশোমতী শচীদেবী না হয় অন্যথা।
নাহি আজ্ঞা দুইজনের প্রকাশিতে কথা॥
অনুভব না কহিলাম আজ্ঞার কারণে।
নন্দগোপ জগন্নাথ জানি তাঁর গুণে॥

স্বরূপং যথা—

বন্দে শচীজগন্নাথৌ মাতাপিতরৌ চ মহাপ্রভোঃ।
ব্রজেশ্বরী ব্রজাধীশৌ +

যিনি রজ্জু দ্বারা বক্রকেশ সমূহ বন্ধন করিয়াছেন, যাঁহার সিন্দুর বিন্দুর দ্বারা সীমন্তের দ্যুতি জাজ্জল্যমান্ দেখাইতেছে, যাঁহার অঙ্গ সৌষ্ঠব দ্বারা অলঙ্কার সকলের কান্তি তিরস্কৃত হইতেছে, গোবিন্দের বদন নিরীক্ষণেই যাঁহার নয়নযুগল অশ্রুতে আকীর্ণ হইয়াছে এবং যাঁহার নীলপদ্মের ন্যায় শ্যামবর্ণ অঙ্গ ও চিত্র বিচিত্র বসন পরিধান, সেই গোষ্ঠেশ্বরী যশোদা তাহাদিগকে রক্ষা করুন॥৫১॥

এতেষু কেঽপি শাস্ত্রেষু কেঽপি লোকেষু বিশ্রুতাঃ॥২০॥

এই সকল সখাগণের মধ্যে কেহ কেহ শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ ও কেহ কেহ বা লোকপ্রসিদ্ধ॥২০॥

নিত্যপ্রিয়াঃ সুরচরাঃ সাধকাশ্চেতি তে ত্রিধা।
কেচিদেষু স্থিরা জাত্যা মন্ত্রিবত্তমুপাসতে।
তং হাসয়ন্তি চপলাঃ কেচিদ্বৈহাসিকোপমাঃ।
কেচিদার্জ্জব সারেণ সরলাঃ শীলয়ন্তি তং॥২১॥

জেষ্ঠ্যা যশোমতী শ্যামবরণ যাহার।
কনিষ্ঠা যে যশস্বিনী গৌরাঙ্গ তাঁহার॥

শ্রীমতী যশোদারূপং যথা—

ডোরীজুটিত বক্রকেশপাটলাসিন্দুরবিন্দূল্লসৎ
সীমন্তদ্যুতি রঙ্গভূষণং বিধিং নাতি প্রভূতং শ্রিতা।
গোবিন্দাস্য নিস্পৃষ্ট সাশ্রুনয়নদ্বন্দ্বানবেন্দীবরশ্যাম
শ্যামরুচিবিচিত্রসিচয়া গোষ্ঠেশ্বরী পাতু বঃ ।৫১।

মুখচুম্বন করেন, তিলক দেন, সর্ব্ব শরীরে মন্ত্রন্যাস।
গদ্‌গদ্ বাক্যে চূড়া বান্ধেন পরান পীতবাস ॥

তনৌ মন্ত্রন্যাসং প্রণয়তি হরের্গদ্‌গদাময়ী
স বাষ্পাক্ষী রক্ষাতিলকমলিকে কল্পয়তি চ।
স্নুবানা প্রত্যূষে দিশতি চ ভুজে কার্ম্মণমসৌ
যশোদা মূর্ত্তেব স্ফুরতি সুতবাৎসলাপটলী ॥৫২॥

যশোদার বাৎসল্য যথা—

যশোদা প্রভাতকালে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া স্নেহভরে স্তন হইতে দুগ্ধমোক্ষণ পূর্ব্বক বাষ্পাকুল লোচনে ও গদ্ গদ্ স্বরে পুত্রাঙ্গে মন্ত্রন্যাস, ললাটে রক্ষাতিলক এবং হস্তে রক্ষা বন্ধন করিতে লাগিলেন, কি আশ্চর্য্য! এতদ্দ্বারা বোধ হইল বাৎসল্য সমূহই যেন যশোদা মূর্ত্তিতে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে ॥৫২॥

উক্ত সখা সকল নিত্যপ্রিয়, দেবতা ও সাধকভেদে তিন প্রকার হয়, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্বভাবসিদ্ধ স্থিরভাবে মন্ত্রির ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকে উপাসনা করেন, কেহ কেহ চপল স্বভাব পরিহাসকরূপে শ্রীকৃষ্ণকে

হিঙ্গুলবরণ বস্ত্র হয় দোঁহাকার।
চাটু বাটু নামে দুই স্বামী দুজনার ॥

তিলতণ্ডুলিতৈঃ কচৈঃ স্ফুরন্তং
নবভাণ্ডীর পলাশচারুচেলং।
অতি তুন্দিনসিন্দুকান্তি ভাজং
গজরাজং বরকূর্চ্চমর্চ্চয়ামি ॥ ৫৩ ॥
ইতি নন্দগোপস্য রূপমুক্তং।

যাঁহার মস্তকের কেশ সকল শ্যাম মিলিত শুক্লবর্ণ, পরিধেয় বসন নূতন পত্রের তুল্য মনোহর, উদর অতি স্থূল এবং যিনি পূর্ণচন্দ্রবদ্ রূপবান্ ও অনুপম শ্মশ্রুধারী সেই ব্রজরাজনন্দকে অর্চ্চনা করি ॥ ৫৩ ॥

হরিকরাঙ্গুলি ধরি আপন অঙ্গনে।
অশ্রুধারা বুকে বহে স্নেহের কারণে ॥

যথোক্তং—

অবলম্ব্য করাঙ্গুলিং নিজাং স্খলদঙ্ঘ্রি প্রসরন্তমঙ্গনে।
উরসি শ্রবদশ্রু নির্ঝরো মুমুদে প্রেক্ষ্য সুতং ব্রজাধিপঃ ।৫৪।

শ্রীকৃষ্ণ পিতার করাঙ্গুলি ধারণ করিয়া প্রাঙ্গণে ভ্রমণ করিতেছিলেন তাহাতে তাঁহার মৃদুচরণ দৃঢ়রূপে ভূমিতে সংসগ্ন না হইয়া স্খলিত হইতে লাগিল, ব্রজরাজ ঐরূপ গমনশীল পুত্রকে নিরীক্ষণ করিয়া হৃদয়স্রাবী অশ্রু বিমোচনপূর্ব্বক আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন ॥ ৫৪ ॥

হাস্য করান এবং কেহ কেহ সরল স্বভাব ঋজু ব্যবহার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করেন ॥২১॥

বামা বক্রিমচক্রেণ কেচিদ্বিস্মায়য়ন্ত্যমুং।
কেচিৎ প্রগল্ভাঃ কুর্ব্বন্তি বিতণ্ডামমুনা সমং।

মাসুয়া কৃষ্ণের জ্ঞাতি-ভাই উপনন্দের।
মিষ্টান্ন পাঠান বহু লাগি বালকের ॥

।মান্ সান্দীপনি মুনি কেশব ভারতী ।
এখানেও প্রভু যাঁহারে করিলা গুরুমতি ॥
তথা সন্ন্যাসঃ।
সন্ন্যাস লইলা যখন তখন অনুভবে ।
সন্দীপনি মুনি তখন দেখিলেন সভে ॥
স্বরূপং যথা—
সান্দীপনি মহং—
ভারতীসজ্ঞকং শ্রীমান্ কেশবং রঙ্গ+
বাৎসল্যভাব কহিলাম বাৎসল্য ভক্তিরসে ।
প্রিয়তা রতি মধুর রস প্রেয়সী মানসে ॥
প্রেয়সী অনেক আছেন না পারি কহিতে ।
শ্রেষ্ঠ তাহে দুইজন সঙ্খেপে বলিতে ॥
শ্রীমতী রাধিকা আর শ্রীচন্দ্রাবলী ।
যাঁহার অধিক প্রেম কহিতে না পারি ॥

সৌম্যাঃ সুনৃতয়া বাচা ধন্যা ধিন্বন্তি তং পরে ।
এবং বিবিধয়া সর্ব্বে প্রকৃত্যা মধুরা অমী ।
পবিত্র মৈত্রী বৈচিত্রী চারুতামুপচিন্বতে ॥
উদ্দীপনা বয়োরূপ শৃঙ্গবেণুদরা হরেঃ ।
বিনোদ নর্ম্ম বিক্রান্তি গুণাঃ প্রেষ্ঠজনা স্তথা ।
রাজ দেবাবতারাদি চেষ্টানুকরণাময়ঃ ॥

জ্যেষ্ঠা যশোদেবী মাসী তাঁর এক পুত্র ।
স্বরূপ সুচারু নাম সুন্দর চরিত্র ॥

যথোক্তং দীপিকায়াং—

শ্রীরাধিকা স্বরূপ শ্রীগদাধর ঠাকুর।
বামপাশে রহে আসে চৈতন্য প্রভুর॥
মহা অনুভব তাঁহার নাহিক গোপন।
বিস্তার সর্ব্বত্র আছে করিবা শ্রবণ॥
শ্রীরাধিকার প্রেমতুল্য নাহি ত্রিভুবনে।
ভাবোল্লাস হয় যাঁহার ভাব আচরণে॥

স্বরূপং যথা—

বৃন্দাবনেশ্বরীং ধ্যায়ে রাধাং সর্ব্বগরীয়সীং
দাস গদাধরায়ং চৈতন্যবামে+

যথোক্তং—

প্রেয়সীষু হরেরাসু প্রবরা বার্ষভানবী॥

তস্যারূপং—

মদচকুর চকোরী চারুতা চোর দৃষ্টে
বদনদমিত রাকা রোহিণীকান্তকীর্ত্তিঃ।

তত্র বয়ঃ॥

বয়ঃ কৌমার পৌগণ্ড কৈশোরঞ্চেহ সম্মতং।

কেহ কেহ বা প্রতিকূল বক্রভাব সকল দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে বিস্মিত করেন, কোন কোন প্রগল্ভ বালক কৃষ্ণের সহিত বাক্ বিবাদ, কতকগুলি সুশীল ধন্য বালক সুমিষ্ট বাক্যদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করেন।

গোল যে আভীর অভিমন্যুর জনক।
তাঁহার ভ্রাতার কন্যা সুচারু ঘোটক॥

অবিকল কলধৌতোদ্ধৃতি ধৌরেয়কা
মধুরিম মধুপাত্রী রাজতে পশ্য রাধা ॥৫৪॥

বৃষভানুনন্দিনীর রূপ যথা—

যাঁহার লোচন মদমত্ত চকোরীর সৌন্দর্য্য হরণ করিতেছে, যাঁহার বদনচন্দ্র অবলোকন করিলে পূর্ণচন্দ্রকেও ঘৃণা বোধ হয় এবং যিনি স্বর্ণ অপেক্ষা সৌন্দর্য্যশালিনী, সেই মধুরিমার মধুপাত্রী শ্রীরাধা বিরাজমানা, অবলোকন কর ॥৫৭॥

এই সকল সখা স্বভাবতই মধুর, ইহাঁরা পবিত্র বন্ধুতাদ্বারা নানা কার্য্যে বিচিত্রতা সম্পাদন করেন।

হরিসম্বন্ধীয় বয়স, রূপ, শৃঙ্গ, বেণু, শংখ, তথা বিনোদ, পরিহাস পরাক্রম প্রভৃতি গুণ এবং প্রিয়জন ও রাজ, দেব, অবতারাদি চেষ্টার অনুকরণ ইত্যাদি সকলকে সখ্যরসে উদ্দীপন বলে।

তুলাবতী নাম তাঁর প্রেমে অধিকাই।
রূপে গুণে শীলে শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণের ভোজাই ॥
অথ পিতামহতুল্যগণ শ্রীকৃষ্ণের।
কৃষ্ণসুখে সুখী চেষ্টা নাহিক দেহের ॥
তাহা সভার নাম গুণ কীর্ত্তন করিয়া।
প্রেমধন মাগি হৃদি টিকরা পাতিয়া ॥
তুণ্ড আর কুঠের পণ্ডবেদনা কিলাত।
কুপীট পুরটা নাট তুল্য পিতৃতাত ॥
অনেক আছয়ে আর কে কহিতে পারে।
মাতামহগণমধ্যে কিছু কহি আরে ॥
বীরারোহ বরারোহ কন্দোট্ট কারুদণ্ড।
তরীষণ বরীষণ আদি আর গোণ্ড

চন্দ্রাবলী সদাশিব কবিরাজ মহাশয়।
চৈতন্যের প্রিয় শ্রেষ্ঠ সদা প্রেমময়॥
একদিন চৈতন্য প্রভু চন্দ্রাবলী নাম।
স্মরণে শ্রীকবিরাজ করিলা প্রণাম॥
প্রণতি করিয়া তখন গেলা দক্ষিণপাশে।
চন্দ্রাবলী রূপ দেখাইলা ভাবাবেশে॥

টিপ্পনী।

১

তন্মধ্যে বয়স যথা।

কৃষ্ণের বয়স তিনপ্রকার—কৌমার, পৌগণ্ড ও কৈশোর অর্থাৎ পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত কৌমার, দশ বৎসর পর্য্যন্ত পৌগণ্ড এবং পঞ্চদশ বৎসর পর্য্যন্ত কৈশোর, পণ্ডিতগণ এইরূপ নিশ্চয় করিয়াছেন।

প্রেয়ানেব ভবেৎ প্রেয়ানতঃ সর্ব্বরসেষ্বয়ং।
সখ্যসংপৃক্তহৃদয়ৈঃ সদ্ভিরেবানুবুধ্যতে॥

ফলাকথা সকল রসের মধ্যে প্রেয়রসই প্রিয়তর হয়। একমাত্র সখ্য রসবিশিষ্ট সাধুগণ ইহা অনুভব করিতে সমর্থ। এই রসে সাত্ত্বিক এবং স্থায়ী ব্যভিচারী ভাব সকল দাস্যাদি ভক্তিরসের অনুরূপ। পার্থক্য—ইহাতে প্রীতি সম্পূর্ণরূপে সম্ভ্রমশূন্যা।

সুমুখের ছোট ভাই চারু-মুখ নাম।
অঞ্জন-বরণ তাঁর রূপ অনুপাম॥
তস্য ভার্য্যা বলাকা কুলটী পুষ্পবর্ণ।
পাটলার ভ্রাতা গোল বানর-আনন॥
বানর-আকৃতি-মুখ হেরিয়া সুমুখ।
শ্যালাভাবে হাসিলা তাহাতে পাইলা সুখ॥

স্বরূপং যথা—

চন্দ্রাবলীং চন্দ্রমুখীং সুচন্দ্রামৃতধারিণীং।
কবিরাজং প্রভোঃ সঙ্গে শ্রীসদাশিব সজ্ঞকং ॥৫৮॥
শ্রীরাধিকার অনুগা শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী।

+ ÷

অথ বৎসলভক্তিরসঃ ॥

বিভাবাদ্যৈস্তু বাৎসল্যং স্থায়ী পুষ্টিমুপাগতঃ।
এষ বৎসল নামাত্র প্রোক্তো ভক্তিরসো বুধৈঃ ॥

তত্রালম্বনাঃ ॥

কৃষ্ণং তস্য গুরূংশ্চাত্র প্রাহুরালম্বনান্ বুধাঃ ॥১॥

অথ বৎসল রস।

বিভাবাদিদ্বারা বাৎসল্য পুষ্টি প্রাপ্ত হইয়া স্থায়ী হইলে, পণ্ডিতগ ইহাকেই বৎসল নামক ভক্তিরস বলিয়া থাকেন।

বৎসল রসে আলম্বন যথা।

পণ্ডিত সকল এই বৎসলরসে কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণের গুরুবর্গকে আলম্ব কহেন ॥১॥

দুর্ব্বাসা মুনির বহু আরাধনা কৈলা।
বর মাগি তেঁহ মহাকুলীন হইলা ॥
তাঁহার ভার্য্যার নাম জটিলা কর্কশা।
অভিমন্যুর মাতা তেঁহ শ্রীমতীর শ্বসা ॥
কাকের বরণ তাঁর বৃহৎ উদর।
কলহেতে প্রিয় সদা সহজে মুখর ॥
কৃষ্ণের মাতামহী-ভ্রাতা তাহার নন্দন।
অভিমন্যু মাতুল সম্পর্কে কে কারণ ॥

এখানে যে নাম তাঁহার রাখিল গোপন।
সতত রহুক মনে তাঁহার চরণ ॥

অথ প্রমাণ—

পূর্ব্বে রাধাসমাখ্যাতা অত্র দাস গদাধরঃ
অনঙ্গমঞ্জরী পূর্ব্বে ইদানীং জাহ্নবী +

তত্র কৃষ্ণো যথা ॥
নবকুবলয়দাম শ্যামলং কোমলাঙ্গং
বিচলদলকভৃঙ্গক্রান্তনেত্রাম্বুজান্তং।
ব্রজভূবি বিহরন্তং পুত্রমালোকয়ন্তী
ব্রজপতিদয়িতাসীৎ প্রস্নবোৎপীড়দিগ্ধা ॥২॥

তন্মধ্যে আলম্বনরূপ কৃষ্ণ যথা।

যিনি নবনীলোৎপল মালার ন্যায় শ্যামল বর্ণ, যাঁহার অঙ্গ অতিশয় সুকোমল এবং যাঁহার চঞ্চল চূর্ণকুন্তলরূপ ভ্রমরসমূহে নয়ন পদ্মের প্রান্তভাগ আক্রান্ত, এতাদৃশ পুত্রকে ব্রজভূমিতে বিহার করিতে দেখিয়া ব্রজপতিদয়িতা যশোদা সহসা ক্ষরিত স্তনদুগ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন; অর্থাৎ পুত্রাবলোকনে বলপূর্ব্বক তাঁহার স্তন হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত হইয়া অঙ্গ সকল আর্দ্র করিয়াছিল ॥২॥

যদ্যপিহ বিপক্ষ জটিলা আদি যেহ।
আনন্দমূরতি কৃষ্ণে তথাপিহ স্নেহ ॥
যশোদর, যশোদেব সুদেবাদি আর।
কৃষ্ণের মাতুল সহোদর যশোদার ॥
অতসীপুষ্পের বর্ণ পাণ্ডুর বসন।
তাঁহাদিগের ভার্য্যাগণ কৃষ্ণ-অঙ্গ-প্রাণ

রাধাশ্রয়ে কৃষ্ণপাই কৃষ্ণাশ্রয়ে রাধা।
মধুর রস আস্বাদনে সদাই সাধা॥

তথাহি--+

।রাধার শ্রীকৃষ্ণভাব কহিতে অপার।
নিগূঢ় ভজনহেতু সংক্ষেপে বিচার॥

শ্যামাঙ্গো রুচিরঃ সর্ব্বসল্লক্ষণযুতো মৃদুঃ।
প্রিয়বাক্ সরলো হ্রীমান্ বিনয়ী মান্যমানকৃৎ।
দাতেত্যাদিগুণঃ কৃষ্ণো বিভাব ইতি কথ্যতে।
এবং গুণস্য চাস্যানুগ্রাহ্যত্বাদেব কার্ত্তিতা।
প্রভাবানাস্পদতয়া বেত্তস্যাত্র বিভাবতা:

বৎসল রসের বিভাব যথা।

শ্যামাঙ্গ, রুচির, সর্ব্বসল্লক্ষণাক্রান্ত, মৃদু, প্রিয়বাক্য, সরল, লজ্জাশীল বিনয়ী, মান্যগণে মানপ্রদ এবং দাতা ইত্যাদি গুণশালী শ্রীকৃষ্ণ বৎসল রসে বিভাব বলিয়া কীর্ত্তিত হয়েন।

উক্ত গুণশালী শ্রীকৃষ্ণ অনুগ্রহের পাত্রতা প্রযুক্ত যখন প্রভা শূন্যরূপে অর্থাৎ পুত্র বলিয়া বিদিত হয়েন, তখনই তাঁহার বিভাবতা হয়

অথ গুরবঃ॥

বেমা রেমা সুরেমা যে ক্রমেতে জিনের।
ঘরণীর নাম স্নেহে সমান মায়ের॥
মামা-মামী-স্থানে কৃষ্ণ সোহাগভাবেতে।
বস্ত্র ধরি আকুট করয়ে কতমতে॥
কর্কটী-পুষ্পের বর্ণ ধূম্রবর্ণ পট।
কৃষ্ণপ্রেমে উনমত নাচে হৃদি-নট।

নর্ম্মোক্তৌ মম নির্ম্মিতোরু পরমানন্দোৎসবায়ামপি
শ্রোত্রস্যান্ত তটীমপি স্ফুটমনাধায়স্থিতোদ্যন্মুখী।
রাধা লাঘবমপ্যসাদর গিরাং ভঙ্গীভিরাতন্বতী
মৈত্রীগৌরবতোপ্যসৌ শতগুণাং মৎ প্রীতিমেবাদধে ॥৬১॥

বৃষভানুনন্দিনীর রতি। শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, আমার নির্ম্মিত পরমানন্দোৎসব স্বরূপ পরিহাস উক্তিতে শ্রীরাধা কর্ণাগ্র বিন্যাসপূর্ব্বক উর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া অনাদরসূচক বাক্যভঙ্গী দ্বারা যে অগ্রাহ্যভাব বিস্তার করেন তাহাতে মিত্রতার গৌরববৃদ্ধিহেতু শ্রীরাধা আমার সম্বন্ধে শতগুণ প্রীতি বিধান করিয়া থাকেন ॥৬১॥

তে তু তস্যাত্র কথিতা ব্রজরাজ্ঞী ব্রজেশ্বরঃ।
রোহিণী তাশ্চ বল্লব্যো যাঃ পদ্মজহৃতাত্মজাঃ
দেবকী তৎ সপত্ন্যশ্চ কুন্তী চানকদুন্দুভিঃ।
সান্দীপনিমুখাশ্চান্যে যথা পূর্ব্বমমী বরাঃ।
ব্রজেশ্বরী ব্রজাধীশৌ শ্রেষ্ঠৌ গুরুজনেষ্বিমৌ ॥৭॥

ব্রজরাজ্ঞী, ব্রজেশ্বর, রোহিণী এবং ব্রহ্মা যাঁহাদের পুত্রগণকে হরণ করিয়াছিলেন সেই সকল গোপী, দেবকী ও দেবকীর সপত্নীগণ, তথা কুন্তী, বসুদেব এবং সান্দীপনি মুনি প্রভৃতি অন্যান্য ব্যক্তিগণ ইহাঁরাই শ্রীকৃষ্ণের গুরুবর্গ। কিন্তু ইহাঁদের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। সমুদায় গুরুবর্গের মধ্যে ব্রজেশ্বরী এবং ব্রজরাজ সর্ব্ব প্রধান ॥৭॥

মাতার ভগিনী দুই শ্রীকৃষ্ণের মাসী।
যশোদেবী যশস্বিনী রূপ গুণরাশি ॥
দধিসারা হবিঃসারা দ্বিতীয় দু নাম।
দুই দুই নাম দোঁহা রূপ অনুপাম ॥

।রাধিকার—

শ্রীরাধিকার কৃষ্ণে রতি এইরূপ হয়।
।কৃষ্ণের তাঁহাতে রতি কহন না যায়।।

অথোদ্দীপনাঃ ॥
কৌমারাদি বয়োরূপবেশাঃ শৈশবচাপলং।
জল্পিত স্মিত লীলাদ্যা বুধৈরুদ্দীপনাঃ স্মৃতাঃ ॥
তত্র কৌমরাং ॥
আদ্যং মধ্যং তথা শেষং কৌমারং ত্রিবিধং মতং ॥১১॥

অথ বাৎসল্য রসে উদ্দীপন।

কৌমারাদি বয়স, রূপ, বেশ, বাল্যচাঞ্চল্য, মধুর বাক্য, মন্দ হাস্য ও ক্রীড়া প্রভৃতি, পণ্ডিতগণ বাৎসল্য রসে এই সকলকে উদ্দীপন বলিয়া থাকেন।

তন্মধ্যে কৌমার যথা।

আদ্য, মধ্য ও শেষ ভেদে কৌমার তিন প্রকার হয় ॥১১॥
এই রসে মস্তক আঘ্রাণাদি অনুভাব।

অথ মধুরাখ্য মুখ্যভক্তিরসঃ ॥১॥
অথানুভাবাঃ—
অনুভাবাঃ শিরোঘ্রাণং করেণাঙ্গাভিমার্জ্জনং।
আশীর্ব্বাদো নিদেশশ্চ লালনঃ প্রতিপালনঃ।
।ঃ বৎসলে পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥

স্বাভাবিক মাতা হৈতে মা সীর বড় স্নেহ।
তাহে কৃষ্ণ স্নেহপাত্র মাসী যাতে এেহ ॥
জ্যেষ্ঠা যশোদেবী শ্যামবরণ যাহার।
কনিষ্ঠা যে যশস্বিনী গৌরাঙ্গ তাঁহার ॥

যথা গীতগোবিন্দে—

কংসারিরপি সংসার বাসনাবদ্ধশৃঙ্খলাং।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরীঃ ॥৬২॥

শ্রীকৃষ্ণের রতি। শ্রীকৃষ্ণও সংসার বাসনা বিষয়ে বদ্ধশৃংখলা শ্রীরাধাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া অন্যান্য ব্রজসুন্দরীগণকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ॥৬২॥

আত্মোচিতবিভাবাদ্যৈঃ পুষ্টিং নীতা সতাং হৃদি
মধুরাখ্যো ভবেদ্ভক্তি রসোঽসৌ মধুরা রতিঃ ॥২॥

অথ মধুরাখ্য ভক্তিরস ॥১॥

আত্মোচিত বিভাবাদি দ্বারা মধুরা রতি সৎসকলের হৃদয়ে পুষ্টি প্রাপ্ত হইলে মধুরাখ্য ভক্তিরস বলিয়া কথিত হয় ॥২॥

তত্রালম্বনাঃ ॥

অস্মিন্নালম্বনঃ কৃষ্ণঃ প্রিয়াস্তস্য চ সুভ্রুবঃ ॥

মধুরাখ্য ভক্তিরসে আলম্বন যথা।

যাতে কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণপ্রিয়া সুন্দরীবর্গই আলম্বন।

অথ তস্য প্রেয়স্যঃ ॥

নবনববরমাধুরীধুরীণাঃ
প্রণয়তরঙ্গকরম্বিতান্তরঙ্গাঃ।
নিজরমণতয়া হরিং ভজন্তীঃ
প্রণমত তাং পরমাদ্ভুতাঃ কিশোরীঃ ॥
প্রেয়সীষু হরেরাসু প্রবরা বার্ষভানবী ॥

হিঙ্গুল বরণ বস্ত্র হয় দোঁহাকার।
চাটু বাটু নামে দুই স্বামী দু জনার ॥

ইতি শ্রীভাগবতে দশমে

অনয়া রাধিতো নূনং × ।

মধুর রস কহিলাম সঙ্খেপে বিচার।

সপ্তবিংশতি নক্ষত্ররূপ হইল প্রচার ॥

অথোদ্দীপনাঃ—

উদ্দীপনা ইহ প্রোক্তা মুরলী নিস্বনাদয়ঃ।

মধুররসে উদ্দীপনা মুরলীধ্বনি প্রভৃতি।

অথানুভাবাঃ—

অনুভাবাস্তু কথিতা দৃগন্তেক্ষা স্মিতাদয়ঃ

নয়নান্তে নিরীক্ষণ ও হাস্য প্রভৃতি অনুভাব।

বিপ্রলম্ভ সম্ভোগভেদেন দ্বিবিধোমতঃ।

তত্র বিপ্রলম্ভঃ

স পূর্ব্বরাগোমানশ্চ প্রবাসাদিময়স্তথা।

দ্বয়োর্মিলিতয়োর্ভোগঃ সম্ভোগ ইতি কীর্ত্তাতে।

এই মধুরাখ্যাভক্তিরস সম্ভোগ এবং বিপ্রলম্ভভেদে দ্বিবিধ অবস্থা সমাপন্ন।

বিপ্রলম্ভ আবার পূর্ব্বরাগ, মান ও প্রবাসাদিভেদে বহুধা। কান্ত এবং কান্তার মিলন সম্ভোগ নামে অভিহিত।

মামুয়া কৃষ্ণের জ্ঞাতি-ভাই উপনন্দের।

মিষ্টান্ন পাঠান বহু লাগি বালকের ॥

জ্যেষ্ঠা যশোদেবী মাসী তাঁর এক পুত্র।

স্বরূপ সুচারু নাম সুন্দর চরিত্র ॥

গোল যে আভীর অভিমন্যুর জনক।

তাঁহার ভ্রাতার কন্যা সুচারু ঘোটক ॥

সিদ্ধভক্ত নাম কিছু সংক্ষেপেতে বলি

তুলাবতী নাম তাঁর প্রেমে অধিকাই ॥
রূপে গুণে শীলে শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণের ভোক্তাই ।
অথ পিতামহতুল্যগুণ শ্রীকৃষ্ণের ॥
কৃষ্ণসুখে সুখী চেষ্টা নাহিক দেহের ॥
তাহা সভার নাম গুণ কীর্ত্তন করিয়া ।
প্রেমধন মাগি হৃদি টিকরা পাতিয়া ॥
তুণ্ডু আর কুঠের পশুবেদনা কিলাত ।
কুপীট পুরটা নাট তুল্য পিতৃতাত ॥
অনেক আছয়ে আর কে কহিতে পারে
মাতামহগণমধ্যে কিছু কহি আরে ॥
বীরারোহ বরারোহ কণ্ডোট্ট কারুণ্ড ।
তরীষণ বরীষণ স্বাদি আর গোণ্ড ॥
বৃদ্ধা পিতামহীতুল্যা ভারুণী ভাঙ্গিলা ।
ভেরীসুখাস্তরা ভঙ্গী ভার শাখা লীলা ॥
শিখা-আদি বৃদ্ধা আর অনেক আছয় ।
মাতামহীতুল্যামধ্যে কহি যেবা হয় ॥
ভারুণ্ড, জটিলা ভেলা করালা ঘর্ঘরা ।
ঘুঘুরী চক্কলী ঘণ্টা ভুণ্ডী ঘোণী ঘোরা ॥
করবালী সুঘণ্টিকা ঢোণ্ডিকা ডিণ্ডিমা ॥
ডামনী ডামরী ডঙ্কা পুণ্ডাদি অসীমা
গ্রনকের সম হয় অনেক ব্রজেতে ।
শ্রীনন্দরাজের সখা-ভ্রাতাদিক-মতে ॥
মঙ্গল পিঙ্গল পিঙ্গ মাঠর পট্টিশ ।
শঙ্কর সঙ্গর পীঠ ভৃঙ্গ হরিকেশ ॥

চৈতন্য প্রিয়গণ চৈতন্য সহিতে।

ঘুনি ঘাণ্টিক সারঘা দণ্ডিকেদার পটীর।
ধুরীণ ধুর্ব্ব চক্রাঙ্গা গৌরভেয় হর॥
কলাঙ্কুর উৎপলাদি মঙ্কর কন্দলা।
সুপক্ষ সৌধ হারীতা কৃষ্ণস্নেহে ভোলা॥
উপনন্দ-আদি পিতৃতুল্য আর হয়।
অনন্ত কহিতে নারে অন্যের কি দায়॥
পর্জন্য সুঘন দোঁহে বাপ্বন্ধবন্ধুত্ব।
কৈশোরে আর ত দুই স্নেহাদির পাত্র॥
নন্দ-আদি নামে মিত্র অনেক আছয়।
কতেক তাহার কিছু না হয় নির্ণয়॥
মাতাতুল্যামধ্যে কৃষ্ণের করিব কীর্ত্তন।
প্রেম-অর্থ বিনে যায় সংসারযাতন॥
তরঙ্গাক্ষী তরুণিকা সুভদ্রা মালিকা।
অঙ্গদা বৎসলা তালী মেহুরা সালিকা॥
কুশলা মঙ্গলা কৃপা শঙ্খিনী বিম্বিনী।
মুদ্রা প্রভা নীতি ধরা সুভগা ভোগিনী॥
হিঙ্গুলা কপিলা পুণ্ডী ধমনী পট্টিকা।
পক্ষতি রঞ্জনী সুতুণ্ডী তুষ্টি বর্ত্তিকা॥
সন্ধকী বন্ধকী বেলা আদি মাতৃসমা।
স্তনদাত্রী ধাত্রীমাতা দুই অনুপমা॥
অম্বিকা কিলিম্বা নাম কৃষ্ণস্নেহবতী।
যশোদা মাতার স্থানে সদা অনুগতি॥
কৃষ্ণ ধন কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ণ সরবস।
তিল আধ কৃষ্ণ বিনে রুদ্ধ হয় শ্বাস॥

কাব্যভঙ্গ হয় বহু স্বরূপ বলিতে ॥

দুই মধ্যে শ্রেষ্ঠা ব্রজেশ্বরীর প্রিয়সখী।
অম্বিকা হয়েন মুখ্যা সদা হাস্যমুখী ॥
অথ মহীসুরা দ্বিধা গোকুলে বসতি।
পুরোহিত কেহ কেহ আশিষক রীতি ॥
বষট্‌কার স্বধাকার প্রঘারাদি দ্বিজা।
আশীর্ব্বাদক মান্য সবে করে তাঁর পূজা ॥
সামিধেনী মহাকব্যা বেদিকাদি সতী।
ব্রাহ্মণের স্ত্রীগণক্রমেতে গণতি ॥
পুরোহিত বেদগর্ভ মহাযশা আর।
ভাগুরি আদিক পুরোহিত কুলাচার ॥
ক্রমে তাঁহাদিগের পত্নী শ্রীগৌতম শার্ব্বী।
কৃষ্ণক্রীড়া-অনুকূল বিশেষতঃ গার্গী ॥
পুরোহিত বহু অন্য ব্রাহ্মণী অনেক।
ব্রজেশ্বরী-অনুগতা পূজ্যা পরতেক ॥
কুঞ্জিকা বামনী স্বাহা শাণ্ডিলী সুলভা।
ভার্গবী ইত্যাদি স্বধা সুপূজ্যা দুর্লভা ॥
পৌর্ণমাসী ভগবতী সান্দীপনিসুতা।
তেজিয়া অবন্তিপুরী ব্রজে অনুগতা ॥
শ্রীমন্নারদেব শিষ্য মহ.তপস্বিনী।
কৃষ্ণলীলাকুতুহলী সর্ব্ববিধায়িনী ॥
যোগমায়া-অংশ হন চিৎশক্তিময়ী।
মায়া আচ্ছাদিয়া কৃষ্ণলীলার বিধায়ী ॥
ব্রজেশ্বর-ব্রজেশ্বরী-আদি ব্রজপুরে।
সকলের মান্য পূজ্য সর্ব্বত্র বিহরে ॥

রূপ সনাতন গোস্বামী সমাজে।

নিবিড় বনেতে বাস পত্রের কুটীরে।
রাধাকৃষ্ণ-মিলন উপায় ধ্যান করে॥

গোপীযূথ-আদি-ভেদ।

অথ যূথ গোপীগণে দুই মত হয়।
বয়স্যা দাসিকা অন্তঃপাতি দূতীচয়॥
ইহাতে ত্রিকুল এই যূথের অন্তরে।
কুলমধ্যে মণ্ডল যে বর্গ তথা পরে॥
বর্গ হইতে গণ গণে হয় সমবায়।
সমবায় হৈতে তথা হয়েন সঞ্চয়॥
সঞ্চয় হইতে হয় সমাজ আখ্যান॥
সমাজ হইতে সমন্বয় প্রয়োজন॥
বয়-ভেদ-ক্রমে লঘু ইহাতে বিশেষ।
প্রেমতারতম্যয়ে উচ্চ মধ্য শেষ॥
ইত্যাদি অনেক ভেদ কত কহা যায়।
তাৎপর্য্য নাহিক মাত্র পুস্তক বাড়য়॥
যতেক কহিল ব্রজপরিকর ধন্য।
ত্রিলোক-উপাস্য দেবতার পূজ্য মান্য
বিশেষ গোপীর কিছু মহিমা বিরল।
চতুর্দ্দশ ভুবনে উপমা নাহি স্থল॥
বৈকুণ্ঠেও যাঁর যশ গায় লক্ষ্মীগণ।
আশ্চর্য্য কথনে বিস্ময়ে শ্রুতিগণ॥
অতএব কহি কিছু গোপিকা-চরিত।
কৃষ্ণ-সুখানন্দ হয় রসময়গীত॥

শ্রীবৃন্দাবন মাধব সতত বিরাজে ।।

বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী আর দ্বারকামহিষী ।
অষ্টোত্তর শত ষোল হাজার রূপসী ॥
তিলেক কৃষ্ণের মন হরিতে না পারে ;
গোপী ভ্রূভঙ্গি মাত্র বিন্ধে কামশরে ॥
সমর্থা সুস্নিগ্ধা রতি আত্মসুখবর্জ্জ্য ।
অদ্বিতীয় ত্রিভুবনে সকলের আর্য্য ॥
শুদ্ধপ্রেমানন্দভাব মাধুর্য্যের পুর ।
কামগন্ধ নাহি মাত্র আস্বাদে মধুর ॥
প্রেমানন্দে ডগমগ সুধার সাগরে ।
ডুবিয়া ডুবিয়া পিয়ে তৃপ্ত না সঞ্চারে ॥
কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ণ ধন কৃষ্ণ তন-মন ।
কৃষ্ণ যে সুখের নিধি পরশ রতন ॥
কুল শীল ধর্ম্ম কর্ম্ম লোকলজ্জা ভয় ।
দেহ গেহ সম্পদ যে নাহি কি আছয় ॥
মদিরামদান্ধ যেন কটির বসন ।
আছে কি না আছে তাহে নাহি আলোচন ॥
তবে যে গৃহের কর্ম্ম রন্ধন-ভোজন ।
দেহের অভ্যাসে করে নাহি তাহে মন ॥
শরীরের মার্জ্জন যে ভূষণ বেশ-ন্যাস ।
যতন করিয়া করে তাহাতে উল্লাস ॥
কৃষ্ণ যাতে রত কৃষ্ণসুখের বিলাস ।
অতএব দেহের সৌন্দর্য্যে অভিলাষ ॥
কৃষ্ণসুখে সুখী গোপী কামগন্ধহীন ।
শুদ্ধপ্রেমভাবময় কহয়ে প্রবীণ ॥

কি কহিব শ্রীরূপের স্বভাব মহিমা।

গোপীর মহিমা কিবা আশ্চর্য্য কথন।
ন ভূত ন ভবিষ্যৎ নহে বর্ত্তমান॥
কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা ভগবদ্গীতাশাস্ত্রেতে।
যে যৈছে ভজে ভজি ভাবযোগ্য রীতে॥
সত্য সঙ্কল্প সেই গোপিকার স্থানে।
বিফল হইলা কৃষ্ণ বদ্ধ হৈলা ঋণে॥
ইহার প্রমাণ ভাগবত-পঞ্চাধ্যায়।
জগতে প্রসিদ্ধ হয় সর্ব্বলোকে গায়॥
বিচার করহ আত্মারাম আদি ভক্ত।
বহু কিন্তু কোথা কৃষ্ণ হেন অনুরক্ত॥
রূপ-গুণ-শীল-প্রেম সৌভাগ্য বিদগ্ধ।
সদ্বক্তা সুমিষ্টভাষা শুদ্ধমতি স্নিগ্ধ॥
শ্রীলক্ষ্মীর রূপের কণার কোটি অংশ।
ত্রিভুবনব্যাপী তার একাংশ রূপাংশ॥
হেন লক্ষ্মীদেবী ব্রজগোপিকার আগে।
রূপেতে অধিক থাকু সমান না লাগে॥
গুণ-শীল-সৌভাগ্যাদি তেমতি জানিবে।
প্রেমবিদগ্ধতা অংশে শতাংশে না হবে॥
শুদ্ধ যে সমর্থা রতি মাধুর্য্য বিরল।
বিদগ্ধার শিরোমণি গোপিকা প্রবল॥
লক্ষ্মীঠাকুরাণী সমঞ্জসা-ভাব-রতি।
ঐশ্বর্য্য দেখিয়ে নিজে হয় দাসীমতি॥
মমতা নহিলে নহে রসের পুষ্টতা।
অতএব গোপীসম নহে বিদগ্ধতা॥

শতমুখে কহি যদি তবু না হয় সীমা ॥

কৃষ্ণসনে রাসকেলি করিবারে ব্রজে।
আসি তাহা না পাইয়া তপ করে লাজে ॥
ব্রজের রমণী বিনে বৃন্দাবনশশী।
কাহারেও না স্পর্শে যদি হয় রূপরাশি ॥
ব্রজকুমুদিনীগণ কৃষ্ণশশী বিনা।
নারায়ণ-আদি সূর্য্য না করে গণনা ॥
গোপী কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোপী বিনে নাহি জানে।
অতএব প্রেমরূপে নাহিক সমানে ॥
যার সম অধিক বৈকুণ্ঠ না সম্ভবে।
ইহাতেই গোপিকার মহিমা জানিবে ॥
ত্রৈলোক্যের মধ্যে উদ্ধব মহাশয়।
ভক্তগণ গণনাতে এক শ্রেষ্ঠ হয় ॥
লোক বেদ সর্ব্বশাস্ত্রে দৃঢ়তর গায়।
গোপীভাব দেখি তেঁহ চমৎকার হয় ॥
অষ্টাঙ্গে করিয়া সাধু ভূমেতে লোটায়।
পাদরজ আশা করি আপনা নিন্দয় ॥
ব্রজে গুল্মলতাজন্ম প্রার্থনা করয়।
গোপী-পদরজ অঙ্গে যদ্যপি লাগয় ॥
গোপিকার অনুজ্ঞা বিনু ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে।
কদাচ না মিলে ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দনে ॥
সাধারণ বৈষ্ণবচরণে রতি বিনে।
কৃষ্ণ নাহি পায় ভক্তিরস নাহি জানে ॥
বিশেষে গোপিকা সাধ্য সাধন সিদ্ধি।
অতএব ভজনীয় বস্তু একান্তিদ ॥

মুখ্যভক্ত সিদ্ধবাক্য অন্বেষু বিচার।

কৃষ্ণ না ভজিয়ে ভজে গোপীর চরণ।
রাধাকৃষ্ণ পায় ব্রজে পায় প্রেমধন॥
গোপী ছাড়ি কৃষ্ণভজনের নহে মূল।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণপ্রাপ্তি দুর্লভ প্রবল॥
সদ্‌গুরুচরণাশ্রিত সৎসঙ্গতি বিনে।
শ্রীরূপ সনাতনের মর্ম্ম নাহি জানে॥
যেই বুঝি গোপীতত্ত্ব ভজনের তত্ত্ব।
রাধাকৃষ্ণ-প্রাপ্তিবর্ত্ম ব্রজের মহত্ত্ব॥
কুতার্কিক শুষ্কজ্ঞানী কর্ম্মীর অগম্য।
উলুক না জানে যেন রবিকরমর্ম্ম॥
ত্রৈলোক্যের ভূষণ শ্রীবৃন্দাবনধাম।
তাহার ভূষণ রাধাকৃষ্ণ অনুপাম॥
তাঁর লীলারস ভূষা গোপিকা সুন্দরী।
সুধীরললিত কৃষ্ণে কছে যাতে করি॥
তার মধ্যে শ্রীরাধিকা সর্ব্বশিরোমণি।
মহাভাবস্বরূপা হ্লাদিনী শক্তি গণি॥
কায়ব্যূহরূপ তাঁর সর্ব্বগোপীগণ।
বহুরূপ বিনে নহে লীলার পোষণ॥
অত্যন্তবল্লভা রাধা শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী।
তিল আধ না দেখিলে ম্লান মুখশশী॥
এক আত্মা দেহ দুই রূপমাত্র ভেদ।
দোঁহা না দেখিয়া দোঁহার প্রাণ করে খেদ॥
প্রেমপরাকাষ্ঠা যার পরে আর নাই।
তুলনারূবালাই লইয়া মরে যাই॥

ত্রিভুবনে সমগুণে নাহিক যাহার ॥

কিশোর কিশোরী দুটী সুন্দর সুন্দরী।
প্রাণ চিরি তথা রাখি তারে অনাদরি ॥
হৃদয়কমল তার মৃদু সার ভাগ।
বিছাইয়া দিই চালাইতে রাঙ্গাপাদ ॥
লুকাইয়া যদি পাই হিয়া-মাঝে রাখি।
বিরলে চরণ দুটী ক্ষণে ক্ষণে দেখি ॥
বৃন্দাবনশশী কৃষ্ণ রাই কুমুদিনী।
গোপীগণ চকোরী ভ্রমরী লুভধিনী ॥
লীলারসামৃতপুষ্টি নহে গোপী বিনে।
গোপী ধন্য পূজ্য মান্য বেদেতে বাখানে ॥
অতএব পঞ্চ পুরুষার্থ পরাৎপর।
যদি চাহ গোপীপদ ভজ বারবার ॥

রূপ-গুণ নাম।

অতঃপর কিছু গুণরূপ-আদি নাম।
কীর্ত্তন করিব চমৎকার অভিরাম ॥
পরমপ্রেষ্ঠসখী হন সকলের শ্রেষ্ঠ।
তার মধ্যে দুই ভেদ বর আর বরিষ্ঠ ॥
বরিষ্ঠ সভার মান্য উত্তমোত্তম গণ্য।
তাঁহা সভার তুলনাতে নাহি কেহ অন্য ॥
রূপে গুণে প্রেমে শীলে বিদগ্ধাদি মতে।
শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রিয় কুশল সেবাতে ॥
অতি অন্তরঙ্গা সদা নিকটে থাকেন।
গুহ্য যে রহস্যকথা কহেন শুনেন ॥

এ জীব গোস্বামী তাঁহার প্রিয়োত্তম জানি।

অপার-গুণরূপাদি মাধুরীভূষিতা।
অনন্ত-সমান-উর্দ্ধ সর্ব্বমধ্যে খ্যাতা॥

(অথ বরিষ্ঠ)

ললিতা বিশাখা চিত্রা চম্পকলতিকা।
তুঙ্গবিদ্যা ইন্দুলেখা রঙ্গদেবী সুদেবিকা॥

তত্র শ্রীললিতা।

তত্র শ্রীললিতা আদ্যা অষ্টমধ্যে শ্রেষ্ঠা।
শ্রীমদ্রাধা হৈতে সতের দিনের জ্যেষ্ঠা॥
অনুরাধা অন্য নাম বামা প্রখরা।
গোরোচনা নিন্দি কান্তি শিখিপিচ্ছাম্বরা॥
সর্ব্বকর্ম্মে নিপুণতা সর্ব্বার্থসাধিকা।
সকলের মান্যা ধন্যা প্রাধান্যে অধিকা॥
অষ্টমধ্যে প্রিয়তমা শ্রীরাধাকৃষ্ণের।
নিগূঢ় সুগুহ্য বাক্য পাত্র
দরশনমাত্র দোঁহার আনন্দ জনক।
দোঁহে বশীভূত হন দৃঢ়বাধ্যবাধক॥
বিশোক নামেতে পিতা মাতা বিশারণী।
গোবর্দ্ধনমল্লসখা ভৈরব যে স্বামী॥
প্রিয়াপ্রিয়সখী মুখে তাম্বুল অর্পিয়া।
আনন্দসাগরে ভাসে প্রেমময় হিয়া॥

তত্র শ্রীবিশাখা।

দ্বিতীয়া বিশাখা ললিতার সম গুণে।
প্রিয়সখী সম বয় জন্ম এক ক্ষণে॥

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় বলি যাঁহার আজ্ঞা মানি ॥

তারাবলীবস্ত্র অঙ্গে বরণী বিদ্যুতা।
পাবনের কন্যা মুখরার ভগ্নীসুতা ॥
জটিলার ভগ্নীপুত্রী দক্ষিণ মাতরি।
পতি-অভিমানী নাম বাহিক আভীরি ॥
প্রেমনর্ম্মসখী এঁহো সুকর্ম্মকুশলা।
নর্ম্ম-উক্তি-সুকৌশলা সুমন্ত্রী প্রবলা ॥
দূত্যকর্ম্মে পণ্ডিত সন্ধিতে বুদ্ধিমান্।
চতুষ্টয়-জ্ঞাতা ভেদ দণ্ড সাম দান ॥
পত্রাবলি-রচনায় বাদ্য নৃত্য গীতে।
সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডলে চিত্র যে কারিতে ॥
বেশী বেশ-রচনায় সূচিকর্ম্ম আদি।
সূর্য্যপূজাসামগ্রীর আবিষ্কারে সুধী ॥
শ্রীরাধিকার মনোবৃত্তি কথনে আনন্দ।
গলাগলি দোঁহে কৃষ্ণকথার প্রবন্ধ ॥
রঙ্গণ মাধবী আর মালত্যাদি সখী।
সহ অধিকারী বৃন্দাবনেতে নিরখি ॥

তত্র শ্রীচম্পকলতা।

তৃতীয়া চম্পকলতা চম্পকবরণ।
চাষপক্ষবর্ণ পরিধেয় যে বসন ॥
এক দিবসের ছোট প্রিয়সখী সহ।
মাতরি বাটিকা পিতা আরাম গোদোহ ॥
চণ্ডাক্ষ নামে স্বামী গুণে বিশাখার সম।
সর্ব্বকর্ম্মে বিজ্ঞ দৌত্য-কর্ম্মে অনুপম ॥

সংস্কৃত করিয়া জীব বলিলা কহিতে ।

রাধাকৃষ্ণ ঘটনায় যুক্তিবিশারদা ।
প্রতিপক্ষে প্রতারণা আকর্ষণে মুদা ॥
ফল্গু আদি গুণ দৃষ্টিমাত্রে অনুভবে ।
মিষ্টান্নপাকাদি শিল্প নানাগুণশ্রবে ॥
নানান মৃত্তিকাপাত্র অদ্ভুত রচনে ।
দাসীসহ কতেক বা প্রকার বনানে ॥
দ্রুমলতা গুল্ম আদি রোপণেতে পটু ।
ষড়রস পরখে মিষ্টাদি তিক্ত কটু ॥
কৃষ্ণ লাগি নানাশিল্পবৈদগ্ধ্য চাতুর্য্য ।
সদা এই চিন্তা মাত্র আন চেষ্টা বর্জ্য ॥

তত্র শ্রীচিত্রা ।

চিত্রা চতুর্থী গৌরী কাশ্মীরবরণী ।
কাচাম্বরা কনিষ্ঠা ষড় বিংশতি রজনী ॥
সূর্য্যমিত্র-বৃষভানু পিতৃব্যনন্দন ॥
চতুরাখ্য পিতা চর্চ্চিকাখ্যা মাতাখ্যান ॥
পিঠর নামেতে পতি গোষ্ঠপরায়ণ ।
কৃষ্ণসুখে সুখী যোগমায়ার কারণ ॥
চিত্রিত চাতুর্য্য সর্ব্বস্থানপ্রবেশিনী ।
যশবন্ত প্রিয়ংবদা সুমৃদুভাষিণী ॥
অখিল কর্ম্মেতে পটু ইঙ্গিতে বুঝেন ।
নানাদেশভাষা সর্ব্ব বুঝেন কহেন ॥
দৃষ্টিমাত্র সভার আশয় অনুভবে ।
দুগ্ধ-ক্ষীর-আদি-কর্ম্মে সবে ॥

মুরলী গুপ্তের কবিত্ব দেখি না লইল চিত্তে ॥

কাঁচময় পাত্রাদি নির্ম্মাণে বিচক্ষণ।
মন্ত্রতন্ত্র জ্যোতিষ-শাস্ত্রেতে বিলক্ষণ ॥
পশুবৈদ্য-বিদ্যা বৃক্ষ উপচার-শাস্ত্রে।
পয়বস্তু রন্ধনাদি করণ সমস্তে ॥
অতিদক্ষ সখা কৃষ্ণচন্দ্রে সুখ দিতে।
বনস্পতি আদি-অধিকারী সখীসাথে ॥

তত্র শ্রীতুঙ্গবিদ্যা।

তুঙ্গবিদ্যা পঞ্চমী সুপাণ্ডিতো নিপুণা।
অষ্টাদশ বিদ্যা রসশাস্ত্রে বিলক্ষণা ॥
নাটক নাটিকা আর গন্ধর্ব্ববিদ্যায়ে।
আচার্য্যের উপাসিতা পাণ্ডিত্যবিষয়ে ॥
বিশেষতঃ গীতমার্গে বীণার বাদনে।
দূত্যকর্ম্মে সুপণ্ডিতা সন্ধিকর্ম্ম স্থানে ॥
সখীসঙ্গে গানে আর মৃদঙ্গাদি-বাদ্যে।
নানারস-রঙ্গভঙ্গী নৃত্যকলাপদ্যে ॥
কৃষ্ণসুখে সুখী সুখ দিতে সুপণ্ডিত।
বৃন্দাবনে অধিকারী সখীর সহিত ॥

তত্র শ্রীইন্দুলেখা।

ইন্দুলেখা ষষ্ঠী হরিতালের বরণা।
দাড়িম্বপুষ্পাম্বরা তিন দিনের ন্যূনা ॥
বেলা মাতা-পিতা সাগর-সনামা।
গোয়ামী দুর্ব্বল- স্বভাব প্রখরতা বামা ॥
প্রিয়সখী-অর্থে বশীকরণ মন্ত্রতন্ত্রে।
সামুদ্রিক আদি বিশারদা নানা

পরম আনন্দে জীব আমারে কহিলা।

কৃষ্ণ আকর্ষণী কায় কত ছন্দ-বন্ধ।
চিটাফোঁটা আদি জানে কতেক প্রবন্ধ॥
হারাদি গ্রন্থনে আর দশন বন্ধনে।
অতিপটু আর সর্ব্ব রত্নপরীক্ষণে॥
পটথোপ-ডোর-ঝম্পা-পুষ্পাদি-নির্ম্মাণে।
সুবেশকরণে কেশ-বেণীর রচনে॥
সৌভাগ্য তিলকযন্ত্র কপালে লিখনে।
দূত্যকর্ম্মে নিপুণা অভিসারাদি মিলনে॥
প্রিয়াপ্রিয়সখী অর্থে গুণের অর্পণ।
সমর্পণ দেহ গেহ আদি প্রাণধন॥
রহস্য-নিগূঢ় কথা কহনের যোগ্য।
সর্ব্বগুণময়ী যুগলের সুমোনজ্ঞ॥
পালিন্ধী প্রভৃতি সখী সঙ্গে কর্ম্মদক্ষ।
দোঁহায় সুখের সুখী বৃন্দাবনের অধ্যক্ষ॥

তত্র শ্রীরঙ্গদেবী।

রঙ্গদেবী সপ্তমী পদ্মকিঞ্জল্কবরণী।
সপ্ত রাত্রির কনিষ্ঠা রক্তবরণবসনী॥
চম্পকলতিকাসম গুণের গাগরি।
পিতা রঙ্গসার নাম করুণা মাতরি॥
ললিতার পতি যেঁহ ভৈরব কনিষ্ঠ।
বক্রেক্ষণ নাম পতি জা ললিতা জ্যেষ্ঠ॥
সদাই উত্তুঙ্গহাস্যরঙ্গে তরঙ্গিণী।
রঙ্গদেবী যথা-নাম মূর্ত্তিমান্ জানি॥

শ্রীরূপের বচন তাহে প্রকাশিতে দিলা ॥

কৃষ্ণ প্রিয়সখী-অগ্রে নর্ম্ম কুতূহলী।
কৃত রঙ্গভঙ্গি গান নৃত্য সহ আলি ॥
আপনি যেমন রঙ্গী সঙ্গিনী তেমতি।
পরমানন্দিত হেরি যুগলের মতি ॥
নর্ম্ম-পরিহাস্যে সদা পরম উৎসুকা।
কৃষ্ণ হর্ষে প্রশংসেন শ্রীমতী কৌতুকা ॥
আনন্দ পাইয়া উঠি আলিঙ্গন করে।
কৃষ্ণ-আলিঙ্গিতে কত সুরঙ্গ বিথারে ॥
ষড়্‌গুণের চতুর্থগুণে যুক্তিতে নিপুণ।
কৃষ্ণ-আকর্ষণ তন্ত্রমন্ত্রে বিচক্ষণ ॥
বিচিত্র অষ্টাঙ্গ রাগে পশু-পক্ষ বশ।
অঙ্গের সৌরভ যাতে শ্রীকৃষ্ণ বিবশ ॥
সৌগন্ধ শ্রীবৃন্দাবনে পুষ্পাদি-অধ্যক্ষ।
সখীসঙ্গে আনন্দে ফিরয়ে দোঁহাপক্ষ

তত্র শ্রীসুদেবিকা।

সুদেবিকা অষ্টমী রঙ্গদেবীর বহিন।
দুই ভগ্নী যমক রূপে গুণেতে প্রবীণ ॥
একই আকার গুণ চিনা নাহি যায়।
দোঁহার দর্শনে চিত্তে ভ্রান্তি জনমায় ॥
বহিনীর পতি বক্রেক্ষণের কনিষ্ঠ।
স্বামী একগৃহে বাস সহিত জা জ্যেষ্ঠ ॥
কেশ সংস্কার তথা অঞ্জন প্রদান।
অঙ্গমার্জ্জন আর অঙ্গসংবাহন ॥

ইতি শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনদাস ঠাকুর বিরচিতে
শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ে দ্বিতীয় দর্শনম্‌ ।

ইহাতে নিপুণ সদা পার্শ্বেতে থাকিয়া ।
প্রণয় আহ্লাদে সেবে আগ্রহ করিয়া ॥
শারিকায় নানা কাব্য-রহস্য-পড়ানে ।
সর্ব্বপশুপক্ষ্যাদির বচন বুঝনে ॥
নানা বিদ্যাভ্যাস কাব্যরস উদ্গীরণে ।
তুঙ্গ উদ্বর্ত্তনে ধীর সর্ব্বগুণগণে ।
বিজ্ঞতম পুষ্পাদির শয্যাদি-রচনে ।
প্রতিপক্ষগণের যে আশায় সন্ধানে ॥
ধূর্ত্তা নানা বেশ-রচনাতে নিপুণ ।
কোন কার্য্যে নহে ন্যূন বিশেষে এ গুণ ॥
পিকদানি-হস্তে সদা নিকটে থাকেন ।
নর্ম্মবাক্যে যুগলের প্রহৃষ্ট করেন ॥
বৃন্দাবনে মৃগ পক্ষ বনদেবীগণ ।
সখীসহ সকলের অধিকারী হন ॥
কৃষ্ণদাস মাগে রাঙ্গা চরণে শরণ ।
নিজ দাসী করি মাথে ধরহ চরণ ॥

অবশেষ শ্রীভক্তমালগ্রন্থে অথবা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়ের অপ্রাপ্ত অংশ প্রকাশিত হইলে, তাহার পরিশিষ্টখণ্ডে দ্রষ্টব্য ।



শ্রীচৈ ন্যচ দেবে

শ্রীভক্তমালের পরিশিষ্ট।

——:o:——

শ্রীমদ্‌ব্রজপরিকরগণ-নামগুণাদিবর্ণন।

(অথ বর।)

বরিষ্ঠ কহিনু এবে বর পরশ্রেষ্ঠ।
নাম-গুণ আদি গান করি জানি ইষ্ট॥
প্রথম-মণ্ডল ইষ্ট দ্বাদশবর্ষীয়া।
শ্রীরাধিকার প্রিয়তমা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া॥
কলাবতী শুভাঙ্গদা হিরণ্যাঙ্গী করি।
রত্নলেখা শিখাবতী কন্দর্পমঞ্জরী॥
ফুল্লকলিকা আর অনঙ্গমঞ্জরী।
যৌবন-উদ্রেক এই অষ্ট নব গৌরী॥

শ্রীকলাবতী।

হরিচন্দনবর্ণ কীরবর্ণ পরিধেয়।
পরমসুন্দরী কলাবতী নামধেয়॥
ভানুর মাতুল কলাঙ্কুর নাম পিতা।
সুশীলচরিতা সিন্ধুমতী নাম মাতা॥
বাহিকের অম্বুজ কপোত নাম পতি।
কৃষ্ণ ধন কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ণে ন্যস্ত মতি॥

শ্রীশুভাঙ্গদা।

শুভাঙ্গদা বিশাখার অনুজা ভগিনী।
তড়িতবরণকান্তি স্নিগ্ধা সুনয়নী॥

পিঠরের অনুজ পতত্রী নাম পতি।
জ্যেষ্ঠা ভগিনী সহ একত্র বসতি॥

শ্রীহিরণ্যাঙ্গী।

হিরণ্যাঙ্গী হরিণীর গর্ভেতে জনম।
হিরণ্যবরণকান্তি শোভা লক্ষ্মীসম॥
হরিণীর গর্ভজাতা তাহার বিশেষ।
কহি যে শুনিনু যাহা গ্রন্থ গণোদ্দেশ॥
মহাবসু নাম গোপ ভানুরাজমিত্র।
সুন্দরী তনয়া কাম সুন্দর সুপুত্র॥
যজ্ঞ করিলেন তাহে চরু যে উঠিলা।
আঙ্গিনায় রাখি ভ্রমে কর্ম্মান্তরে গেলা॥
রঙ্গিণী মৃগীর কন্যা সুরঙ্গী আখ্যান।
কিঞ্চিৎ তাহার সেই করিলা ভোজন॥
অপর তাহায় স্ত্রী সুচন্দ্রা খাইলা।
চরুর প্রভাবে দোঁহে গর্ভিণী হইলা॥
সুচন্দ্রার গর্ভে স্তোককৃষ্ণ কৃষ্ণসম।
হরিণীর গর্ভে কন্যা হিরণ্যাঙ্গীনাম॥
জন্মিলা অপূর্ব্ব পুত্র কন্যা স্বরূপিণী।
গোষ্ঠে প্রবেশিল সেই সুরঙ্গী হরিণী॥
চরুর বৃত্তান্ত জানি গোপ মহাবসু।
লালনপালন করে কন্যা আর শিশু॥
শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রীরাধিকার সখী।
কৃষ্ণাপরাজিতাবর্ণ বস্ত্র চন্দ্রমুখী॥
জয়দগব নামে পতি মহিষ বিস্তর।
অতিবলবান আলবেলিয়া অন্তর॥

শ্রীরত্নলেখা।

ভানুরাজ মাসীর তনয় পয়োনিধি।
তার পত্নী মিত্রা নাম পুত্রবতী যদি॥
তথাপিহ কন্যা অভিলাষে পূজে সূর্য্য।
তাহাতে জন্মিলা কন্যা রত্নলেখা আর্য্যা॥
গৈরিক বরণ ভ্রমরের বর্ণ বস্ত্র।
কড়ার নামেতে পতি কুঠারিকাপুত্র॥
কৃষ্ণসঙ্গে অভিসার প্রিয়সখী লাগি।
সূর্য্যের পূজায় তেঁহ অতি অনুরাগী॥

শ্রীশিখাবতী।

কৃষ্ণের ভোজাই কুন্দলতার ভগিনী।
শিখাবতী কর্ণিকার পুষ্পের বরণী॥
তিত্তির-পক্ষীর ন্যায় বরণ বসনী।
ধেনুধন্য পিতৃনাম সুশিখা জননী॥
গড় গণ্ডর নাম পতি সদা গোষ্ঠে বাস।
এথায় নির্ব্বিঘ্নে কৃষ্ণের সঙ্গেতে উল্লাস॥

শ্রীকন্দর্পমঞ্জরী।

কন্দর্পমঞ্জরী কান্তি অশোকবরণ।
কৃষ্ণের মনোজ্ঞরূপ বিচিত্রবসন॥
পুষ্পাকর নাম পিতা কুরুবিন্দা মাতা।
কন্যাটীর রূপসী দেখি মনে অভিমতা॥
কৃষ্ণেরে বিবাহ দিব যদি বিধি করে।
পরকীয়া নিত্যকান্তা সে বাসনা দূরে॥

শ্রীফুল্লকলিকা।

ফুল্লকলিকা ইন্দীবরশ্যামবর্ণ।
নাসায় তিলক শোভা করে বর্ণ স্বর্ণ॥

শ্রীমন্মাথ পিতা কমলিনী মাতা।
বিদুর নামেতে স্বামী মহিষ রক্ষিতা ॥

শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী।

অনঙ্গমঞ্জরী শ্রীমতীর সহোদরা।
গুণের তুলনা নাহি রূপে মনোহরা ॥
বর্ণন না হয় রূপ-গুণের কাহিনী।
যেমত ভগিনী প্রায় তেমত আপনি ॥
দুর্ম্মদ নামেতে পতি প্যারীর দেবর।
নামতুল্য মদ কিন্তু কৃষ্ণে মনচর ॥
দুই ভগ্নী এক ঘরে একত্র বসতি।
ললিতা-বিশাখার প্রিয়সখী শুদ্ধমতি ॥
বসন্তকেতকীবর্ণ ইন্দীবর বস্ত্র।
কৃষ্ণের প্রেয়সী জ্ঞাত সর্ব্বরসশাস্ত্র ॥

(অথ বর-দ্বিতীয় মণ্ডল।)

অথ বর-দ্বিতীয়মণ্ডল পুন কহি।
পাইয়া অভীষ্টবর প্রেমভক্তি চাহি ॥
পূর্ব্ব হৈতে ঞেহা সভার সৌভাগ্যাদি গুণ।
প্রেম সৌন্দর্য্যের চতুরাই কিছু ন্যূন ॥
তাহে দুই বর্গ হয় অসমা সমস্নেহা।
নিত্যা আর সাধনসিদ্ধা চিদানন্দদেহা ॥
নিত্য সিদ্ধা দশকোটি গণ যে প্রধানা।
অসংখ্য সাধনসিদ্ধা নাহিক গণনা ॥
যতেক সাধনসিদ্ধা প্রায় যে অসমা।
প্যারী প্রিয় কৃষ্ণ কোটি প্রাণের উপমা ॥
অষ্ট যে পরম শ্রেষ্ঠ সখীর অনুগা।
সকল সুন্দরী কৃষ্ণরসের পথগা ॥

তার মধ্যে বহু যূথ আদি ভেদ হয়।
বহুযূথেশ্বরী তার সংখ্যা কে করয়॥
কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকাতে যে শুনিল।
রূপ করুণা করি ভুবি প্রকাশিল॥
তাঁর উপদেশমতে সেই মন্ত্র গাই।
তাহা বিনে ভাল মন্দ কিছু জানি নাই॥

তত্র যূথেশ্বরী।

সুমুখী ধনিষ্ঠা কলহংসী কলাপিনী।
মাধবী মালতী চন্দ্ররেখিকা হরিণী॥
কুঞ্জরী চপলা শুভাননা কুরঙ্গাক্ষী।
সুচরিতা সুরভি মণ্ডলী পঙ্কজাক্ষী॥
শৌরসেনী সুমন্দিরা রামিকা চন্দ্রিকা।
রসালিকা তিলকিনী চন্দ্রতিলকা॥
সুগন্ধিকা মণিকুণ্ডলা মদনমোহিনী।
সুমধ্যা কামনাগরী সর্ব্বগুণখনি॥
কাবেরী নাগবেলিকা কন্দর্পসুন্দরী।
সুকেশী চারুকবরী প্রেমমঞ্জরী॥
মঞ্জুমেধা সুমধুরা কামলতিকা।
বিচিত্রাঙ্গী কলকণ্ঠী মঞ্জুকেশিকা॥
সুভদ্রা মদনালসা কমলা হারহীরা।
মধুরেন্দিরা শশিকলা হারকণ্ঠীবরা॥
মহাহীরা মনোহরা বিচিত্রলেখিকা।
মধুরেক্ষণা তনুমধ্যা রঙ্গবাটিকা॥
মধুস্যন্দা গুণচূড়া বহুগুণযুতা।
বরাঙ্গদা তুঙ্গভদ্রা-আদি সুসঙ্গদা॥

শ্রীমন্মথ পিতা কমলিনী মাতা ।
বিদুর নামেতে স্বামী মহিষ রক্ষিতা ॥

শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী ।

অনঙ্গমঞ্জরী শ্রীমতীর সহোদরা ।
গুণের তুলনা নাহি রূপে মনোহরা ॥
বর্ণন না হয় রূপ-গুণের কাহিনী ।
যেমত ভগিনী প্রায় তেমত আপনি ॥
দুর্ম্মদ নামেতে পতি প্যারীর দেবর ।
নামতুলা মদ কিন্তু কৃষ্ণে মনচর ॥
দুই ভগ্নী এক ঘরে একত্র বসতি ।
ললিতা-বিশাখার প্রিয়সখী শুদ্ধমতি ॥
বসন্তকেতকীবর্ণ ইন্দীবর বস্ত্র ।
কৃষ্ণের প্রেয়সী জ্ঞাত সর্ব্বরসশাস্ত্র ॥

(অথ বর-দ্বিতীয় মণ্ডল ।)

অথ বর-দ্বিতীয়মণ্ডল পুন কহি ।
পাইয়া অভীষ্টবর প্রেমভক্তি চাহি ॥
পূর্ব্ব হৈতে ঐছা সভার সৌভাগ্যাদি গুণ ।
প্রেম সৌন্দর্য্যের চতুরাই কিছু ন্যূন ॥
তাহে দুই বর্গ হয় অসমা সমস্নেহা ।
নিত্যা আর সাধনসিদ্ধা চিদানন্দদেহা ॥
নিত্যা সিদ্ধা দশকোটি গণ যে প্রধানা ।
অসংখ্য সাধনসিদ্ধা নাহিক গণনা ॥
যতেক সাধনসিদ্ধা প্রায় যে অসমা ।
প্যারী প্রিয় কৃষ্ণ কোটি প্রাণের উপমা ॥
অষ্ট যে পরম শ্রেষ্ঠ সখীর অনুগা ।
সকল সুন্দরী কৃষ্ণরসের পথগা ॥

তার মধ্যে বহু যুথ আদি ভেদ হয়।
বহুযূথেশ্বরী তার সংখ্যা কে করয়॥
কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকাতে যে শুনিল।
শ্রীরূপ করুণা করি ভুবি প্রকাশিল॥
তাঁর উপদেশমতে সেই মন্ত্র গাই।
তাহা বিনে ভাল মন্দ কিছু জানি নাই॥

তত্র যূথেশ্বরী।

সুমুখী ধনিষ্ঠা কলহংসী কলাপিনী।
মাধবী মালতী চন্দ্ররেখিকা হরিণী॥
কুঞ্জরী চপলা শুভাননা কুরঙ্গাক্ষী।
সুচরিতা সুরভি মণ্ডলী পঙ্কজাক্ষী॥
শৌরসেনী সুমন্দিরা রামিকা চন্দ্রিকা।
রসালিকা তিলকিনী চন্দ্রতিলকা॥
সুগন্ধিকা মণিকুণ্ডলা মদনমোহিনী।
সুমধ্যা কামনাগরী সর্ব্বগুণখনি॥
কাবেরী নাগবেলিকা কন্দর্পসুন্দরী।
সুকেশী চারুকবরী প্রেমমঞ্জরী॥
মঞ্জুমেধা সুমধুরা কামলতিকা।
বিচিত্রাঙ্গী কলকণ্ঠী মঞ্জুকেশিকা॥
সুভদ্রা মদনালসা কমলা হারহীরা।
মধুরেন্দিরা শশিকলা হারকণ্ঠীবরা॥
মহাহীরা মনোহরা বিচিত্রলেখিকা।
মধুরেক্ষণা তনুমধ্যা রঙ্গবাটিকা॥
মধুস্পন্দা গুণচূড়া বহুগুণযুতা।
বরাঙ্গদা তুঙ্গভদ্রা-আদি সুসঙ্গদা॥

রসতুঙ্গা আদি আর যতেক গোপিনী।
সকলের শ্রেষ্ঠা মান্যা রাধাঠাকুরাণী॥
সকলেই সেবাপরা আনন্দ-কৌতুকে।
কারে কোন্ আজ্ঞা হয় কর্ণ পাতি থাকে॥
কেহ বেশরচনাতে কেহ বীণাবাদ্য।
কেহ নৃত্য করেন যে সকল রসে সিদ্ধ॥
সকলেই সর্ব্বকর্ম্ম যদ্যপি জানেন।
তথাপিহ একে একে নিযুক্ত থাকেন॥
কেহ বা নিয়মে নহে উপস্থিতমতে।
সকলি করেন সদা থাকেন পার্শ্বেতে॥
বয়স্থা এঁহারা পাছে কহিব দাসিকা।
এঁহারাও অন্যসখার মানেতে অধিকা॥
পরমশ্রেষ্ঠ প্রধানা যে ললিতা সুন্দরী।
অনুগতা তাঁহার সর্ব্বে সভার আগরি।
তেঁহ সর্ব্বগুণধাম সভার আরাধ্যা।
সকলের শ্রেষ্ঠা তেঁহ সকলেই ব্যাখ্যা॥
মালাকার রজক নাপিত কন্যা আদি।
সকলের অধ্যক্ষ যে উচ্চনীচাবধি॥
বৃন্দাবনে অধ্যক্ষ বনদেবীগণ যত।
শ্রীমতী ললিতাদেবী সভার সম্মত॥
সেহ দেবীগণ হয় তাঁর আজ্ঞাকারী।
রাধাকৃষ্ণ সম্মিহ করেন যাঁরে হেরি॥
যাঁর ভয়ে প্যারীজীউ মান নাহি করে।
করিলেও কভু ভয়ে তেজিতে না পারে॥
ললিতা সুবুদ্ধি তাঁর পরামর্শ বিনা।
জল নাহি খান যথা তাঁহার অধীনা॥

যে সব সুন্দরী কর্ম্মে নিমুক্তা হয়েন।
তাঁহারা বিশেষগুণে বিদগ্ধা হয়েন॥
মানের পুষ্টিতা যে করেন পক্ষপাতে।
কৃষ্ণের ভৎর্সনা-আদি করেন সাক্ষাতে॥
সন্ধিও করিতে নানাকৌশলেতে পটু।
কথন প্রণয়বাক্য, কভু কহে চাটু॥
পুষ্পমণ্ডন শয্যা আদি রচনায়।
ইঙ্গিতে করেন কার্য্য বুঝিয়া আশয়॥
রত্নলেখা রতিকলা দুই সহচরী।
ললিতার অতিপ্রিয় গুণে বশীকরী॥
সকলের শ্রীচরণ মস্তকে ধরিয়া।
বর মাগি তোমা সভার দাসীর লাগিয়া॥

অথ শিল্পনিপুণা।

বাক্যের চাতুর্য্যরসে কৃষ্ণে পরাভব।
সৃজনে শ্রীরাধিকার মানের উদ্ভব॥
ইত্যাদি করিয়া শিল্পনৈপুণ্য যতেক।
প্যারীজীর পক্ষপাতী হয়েন অনেক॥
পিণ্ডকেলি বিতণ্ডিকা-আদি পুণ্ডরিকা।
সিতাখণ্ডী চারুচণ্ডী সখী সুদণ্ডিকা॥
অকুণ্ঠিতা কলাকণ্ঠী রামঠী মঠিকা।
কৃষ্ণসুখজনক রসরঙ্গেতে অধিকা॥

পিণ্ডকেলি।

তত্র পিণ্ডকেলি তাম্রবরণ বসন।
পিক-অণ্ডবর্ণ সদা শেলের বচন॥
ছলে অপরাধী করি কৃষ্ণে লজ্জা দেন।
প্যারীজীর পক্ষ হৈয়া মানাদি বাড়ান।

বিতণ্ডিকা ।

বিতণ্ডিকা হরিৎ-বর্ণ হরিৎ-বস্ত্র হয়ে ।
মিলিয়া যে সর্ব্ব সখা সুবলাদিচয়ে ॥
বিতণ্ডা করিয়া কৃষ্ণেরে করি অপরাধী ।
প্রিয়সখার জয় করে হল্লোদ্বয় সাধি ॥

পুণ্ডরীকা ।

পুণ্ডরীকা অঙ্গ-বস্ত্র পদ্মের বরণ ।
অপরাধী-ছলে কৃষ্ণে করয়ে তর্জ্জন ॥

সিতাখণ্ডী ॥

সিতাখণ্ডী এঁহার পূর্ব্বনাম আছে গোরী ।
সিতাখণ্ডী নাম কৃষ্ণ রাখে ভঙ্গি করি ।
মিষ্টবাক্যে ভর্ৎসে তাতে মধুর কটুত্ব ।
তাহে সিতাখণ্ডী মিছরির খণ্ডা অর্থ ॥
গউর বরণ পীতবরণ বসন ।
কৃষ্ণ আনন্দিত তাঁর শুনিয়া ভর্ৎসন ॥

চারুচণ্ডী ।

চারুচণ্ডী সিতাখণ্ডীর অনুজা ভগিনী ।
ভৃঙ্গবর্ণ তড়িৎ-বস্ত্র ক্রোধান্বিত বাণী ॥
যেহেতুক চারুচণ্ডী নাম কৃষ্ণ কহে ।
সেই ক্রোধভঙ্গিবাক্যে কৃষ্ণমন মোহে ॥

সুদণ্ডিকা ।

সুদণ্ডিকা শিরীষবর্ণ কুরণ্টক-বাস ।
উজ্জল বাক্যের অর্থ অনুজ্জ্বল ভাষ ॥

কলাকণ্ঠী ।

কলাকণ্ঠী ক্ষীরোদকবরণ বসন ।
সুন্দরী বিদগ্ধা কুলী-পুষ্পের বরণ ॥

শ্রীরাধিকা-আগমনে সমাদর করি ।
অনুব্রজি আসিয়া বসান করে ধরি ॥
প্যারীজীর পক্ষপাত বাক্যের চাতুরী ।
চাটুবাক্য কহেন নয়নভঙ্গী করি ॥

রামঠী ।

রামঠী ললিতাজীর ধাত্রীমাতায় কন্যা ।
গৌরবর্ণ অশোকবসন রূপে ধন্যা ॥
কৃষ্ণ যে চতুর তার পর চতুরাই ।
তর্জ্জনে কম্পায়মান করেন তথাই ॥

মঠিকা ।

মঠিকা যে পিণ্ডিপুষ্পরুচি বস্ত্র পাণ্ডু ।
কৃষ্ণবাক্যে ছল ধরি ঝকড়িতে টণ্ডু ॥
শঠতা করিয়া বহু করি অপরাধী ।
প্রিয়সখীচরণে ধরান নিরবধি ॥

অথ দূতী ॥

মান-আদি-কলহকরণে রত দূতী ।
সখীগণ সহিত সখ্যতা-নর্ম্ম-রতি ।
পেটরী বারুড়ী ঠারী কোটরা কেটরা ।
কলিটিপ্পনী নাম রজকের দারা ॥
মারুণ্ডা মোরটা চূড়া চুণ্ডরী গোণ্ডিকা ।
পিণ্ডকেলি আদি সদা-নিকটবর্ত্তিকা ॥

পেটরী ।

তত্র যে পেটরী বৃদ্ধা গুজ্জরী জাত্যংশে ।
মৃণালের বর্ণ জটা চতুর সর্ব্বাংশে ॥

বারুড়ী ও ঠারী।

বারুড়ী গারুড়া বেণী ঠারী কুঠারীর।
ভগ্নী তপস্বিনী কাত্যায়নীব্রতা ধীর্‌॥

কোটরা ও কলিটিপ্পনী।

কোটরা সুপককেশ জাতি আভীরিণী।
কলিটিপ্পনী অতিবৃদ্ধা জাতি রজকিনী॥

মারুণ্ডা।

মারুণ্ডা মুণ্ডিতশিরা পাণ্ডুর বরণ।
কপালে লোলিত মাংস লগুড় ধারণ॥

মোরটা ও চুণ্ডরী।

মোরটা জাবালি জাতি কাশপুষ্পকেশ।
চুণ্ডরী ব্রাহ্মণ-কন্যা তপস্বিনীবেশ॥
স্তুতি করেন কৃষ্ণচন্দ্র মান্যপ্রকরণে।
রসের প্রসঙ্গে কিছু সলজ্জ বদনে॥

গোণ্ডিকা।

গোণ্ডিকা সুবৃদ্ধা পাণ্ডুবর্ণ শিরে কেশ।
দূত্যকর্ম্মে পটু রসপ্রসঙ্গে বিশেষ॥

অথ সন্ধিদূতী।

অথ দূতী সন্ধি-আদি-করণে পারগা।
দুর্জ্জয় মানের ভঞ্জনাদিতে অগ্রগা॥
মাধবের পরিবারে মমতা অধিক।
স্নেহক্রমে বহু দেন সুপারিতোষিক॥
মানের সন্ধিতে সুচতুরা বুদ্ধিমান্‌॥
উভয়ে মিলায় রাখি উভয়ের মান॥
কলাহস্তরিতা দশা যবে শ্রীরাধার।
তাঁর পক্ষ যদ্যপি ইঙ্গিতে ললিতার॥

কৃষ্ণপক্ষ হইয়া কহেন চাটু উক্তি।
হেন পুন না করে হয়ে মানেতে বিরক্তি॥
হিতকারী শ্রীললিত হিত মন্ত্রণাতে।
শ্রীকৃষ্ণবিচ্ছেদে দুঃখ নাহি যাতে॥
সন্ধিকরণে দূতী উভয়ের প্রিয়।
যাহা সভার চরিত্র শ্রবণ সুখোদয়॥
বায়বী শিবদা দুহুঁ পরমসুন্দরী।
সোমবংশজাতা বহু জানেন চাতুরী॥
পৌরবী সুপ্রসাদা যে শান্তা তপস্বিনী।
শান্তিদা কান্তিদা দুই ব্রাহ্মণনন্দিনী॥
শ্রীনারদপ্রসাদে এ সার ব্রজে বাস।
রাধাকৃষ্ণের সেবা দূত্যকর্ম্মেতে সুযশ॥

অথ শিল্পপুষ্পমণ্ডন।

এবে কহি শিল্পপুষ্পমণ্ডন যতেক।
যথা কৃষ্ণ স্মরণীয় তথা পরতেক॥
নানাপুষ্পে নানা অলঙ্কার শয্যা-আদি।
যাহার কীর্ত্তন যে সংসারমহৌষধি॥
কিরীট কুণ্ডল আর নানা কর্ণভূষা।
কেশবন্ধ ডোরি ললাটিকা তমনাশা॥
গ্রৈবেয়ক অঙ্গদ কটক কঞ্চুলিকা।
ঝাম্পাদি হংসক রত্ন হইতে অধিকা॥
কিশোর কিশোরী দোঁহে ভূষণে ভূষিত।
রতন হইতে দোঁহাকার মনোনীত॥

অথ সখা।

ব্রজের বালকগণ গোপের নন্দন।
তাঁ-সভার গুণ কিছু করিব কীর্ত্তন॥

রামকৃষ্ণের সখা অতি প্রিয়তম ।
দোঁহাতে পিরীতি রূপে গুণে দুহুঁ সম ॥
দুহুঁ সনে সদা হাতাহাতি কোলাকোলি
সহাস্য কৌতুকরসে অঙ্গ হেলাহেলি ॥
খেলা রসে পণ করি কান্ধে চড়াচড়ি ।
মল্লযুদ্ধ করি যায় ভূমে গড়াগড়ি ॥
পক্ষছায়া আগে ছুঁঞবারে রড়ারড়ি ।
ফুল তুলি পরস্পর লৈয়া কাড়াকাড়ি ॥
কৃষ্ণ-অঙ্গ ছুঁঞবারে সবে ছুটি ধায় ।
মুঞি আগে ছুঞিনু বলি দুহাই কহয় ॥
এইমত অনন্ত কৌতুক লীলা করে ।
সহস্রবদনে নাহি কহিবারে পারে ॥
কৃষ্ণতুল্য কৃষ্ণের পার্ষদগণ হয় ।
বিশেষ আশ্চর্য্য কিছু ব্রজশিশুচয় ॥
ঐশ্বর্য্য দেখিয়া নাহি ভাবান্তর হয় ।
মাধুর্য্যের পরাকাষ্ঠা শুদ্ধ প্রেমময় ॥
ঐশ্বর্য্য দেখিয়া শ্রীঅর্জ্জুন মহাশয় ।
তটস্থ হইয়া বহু স্তবন করয় ॥
ব্রজবাসী আবালবনিতা যত জন ।
ঐশ্বর্য্য দেখিয়া নাহি করয়ে গণন ॥
অতএব শ্রীকৃষ্ণের সখার চরিত্র ।
কিঞ্চিৎ কহিব লাগি আপন পবিত্র ॥
অনন্ত অর্ব্বুদ শ্রীকৃষ্ণের সখাগণ ।
অনন্ত নাহিক পারে করিতে গণন ॥
রূপ-গোস্বামী যাহা প্রকাশিলা ক্ষিতি ॥
তাহাই কীর্ত্তন করি তরিতে দুর্গতি ॥

যাহার কীর্ত্তনে ভবসংসারের ক্ষয়।
সেই তুচ্ছফল কৃষ্ণে প্রেম উপজয়॥
সেই বটে কিন্তু যে বিচারে তর্ক হয়।
কৃষ্ণপ্রেমকারণ সখাগণেরে বুঝায়॥
কার্য্য কারণ আর সাধন আশ্রয়।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ সখা দুই প্রেমের বিষয়॥
দোঁহার কীর্ত্তনে দোঁহে প্রেম উপজয়।
যেই কৃষ্ণ সেই সখা প্রেমফলময়॥
ব্রজের উপাস্য সর্ব্ব পশু-পক্ষ আদি।
ভাবে তরতম মাত্র নাহিক বিবাদী॥
তার সাক্ষী ব্রজ-অনুগত্য শ্রেষ্ঠকল্প।
অতএব ব্রজপুরে কেহ নহে অল্প॥
নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণবৎ পিতৃ-আদি মিত্র।
প্রকটাপ্রকট ভবে জন্মবাদ মাত্র॥

অথ সখা চারিপ্রকার।

সুহৃৎসখা সখা প্রিয়সখা নর্ম্মসখা।
অনেক মণ্ডলী তার নাহি লেখাজোখা॥

তত্র সুহৃৎসখা।

সুহৃৎসখা গোভট ভদ্রাঙ্গ বীরভদ্র।
ভদ্রবর্দ্ধন কুলবীর মণ্ডলীভদ্র॥
যক্ষেন্দ্রভট মহাভীম আদি দিব্যশক্তি।
জ্যেষ্ঠকল্প এঁহারা যে বলবান্ অতি॥
কংসভয়ে মাতা-পিতা এঁহাদিগের হস্তে।
অর্পণ করেন কৃষ্ণে রক্ষার নিমিত্তে॥

তত্র সখা।

বিজয় বিশাল দেবপ্রস্থ মণিবন্ধ।
বৃষভ আর বরূথপ ওজস্বী মকরন্দ॥
করন্দম মন্দর কুসুমাপীড় কন্দ।
চন্দন কলিঙ্গ কুলিক সখাবৃন্দ॥
এঁহারা কনিষ্ঠকল্প সেবাতে আগ্রহ।
কৃষ্ণসুখে সুখী সদা কর্ম্মে আজ্ঞাসহ॥

তত্র প্রিয়সখা।

প্রিয়সখা স্তোককৃষ্ণ কিঙ্কিণী সুদাম।
অংশু ভদ্রসেন আর বসুদাম দাম॥
বিলাসী বিটঙ্ক কলবিঙ্ক পুণ্ডরীক।
সুদামাদি শ্রীদাম যে প্রণয় অধিক॥
এঁহারা কৃষ্ণেরে খেলা-যুদ্ধে সুখ দেন।
অতএব পীঠমর্দ্দ হয় যে আখ্যান॥
সর্ব্বসখামধ্যে ভদ্রসেন সেনাপতি।
সর্ব্বাধ্যক্ষ খেলারসে সবে করে স্তুতি॥
স্তোককৃষ্ণ যথানাম রূপের নিধান।
গুণগণ-স্বভাবাদি কৃষ্ণের সমান॥
বিজয় নামেতে যেঁহ তাঁর বিবরণ।
শুনিতে শ্রবণসুখ অপূর্ব্বকথন॥
শ্রীকৃষ্ণের ধাত্রীমাতা অম্বিকা নামেতে।
কিবা আর্ত্তি কিবা স্নেহ-প্রেম শ্রীকৃষ্ণেতে॥
রক্ষক কৃষ্ণের বে যদ্যপি লক্ষ হয়।
তথাপিহ মনের প্রতীত না জন্মায়॥
বলবান্-পুত্রকামে তপস্যা করয়ে।
বনে কৃষ্ণে রক্ষা করিবার যে আশয়ে॥

তাহাতে জন্মিলা পুত্র বিজয় নামেতে।
কৃষ্ণরক্ষাহেতু নিয়োজিলা নিজসুতে॥
দেহ গেহ পুত্র ধন যতেক উদ্যম।
কৃষ্ণেতে তাৎপর্য্যমাত্র নাহি কিছু কাম॥

তত্র প্রিয়নর্ম্মসখা।

সুবল অর্জ্জুন গন্ধর্ব্ব সনন্দন।
বসন্ত উজ্জ্বল কোকিলাদি যত জন॥
বিদগ্ধ চতুর সুরসজ্ঞ প্রেমবান্।
তার মধ্যে বিশেষ-সুহৃৎ সনন্দন॥
উজ্জ্বল চিন্ময় মূর্ত্তিমান্ রসোজ্জ্বল।
বিলাসিশেখর কৃষ্ণ যে রসে বিহ্বল॥
অন্য যে অনঙ্গ সে অরূপ প্রাকৃতিক।
ব্রজে কাম উজ্জ্বল নির্গুণ রূপধৃক্॥
নর্ম্মসখা বিদূষক হয় হাস্যকারী।
পুষ্পাঙ্গ ভারতীবন্ধ কড়ার-আদি করি॥
গন্ধবেধ শ্রীমধুমঙ্গল বুদ্ধিমান্।
রহস্থানে থাকেন যে তাহে বিট আখ্যান॥
কৃষ্ণ ঘরে থাকেন প্রেয়সীগণ সনে।
তথায় যাইতে পারে নর্ম্মসখাগণে॥
বিশেষ রহস্যকারী বিদূষকদল।
তার মধ্যে বিশেষত শ্রীমধুমঙ্গল॥
প্রেয়সীসম্বন্ধে নানারসের কথনে।
কৃষ্ণে সুখ দেন বহুরঙ্গের বচনে॥

অথ চেট।

বিবিধ সেবক হয়ে সেবাপরায়ণ।
সখা কিন্তু দাস-অভিমানী কথোজন॥

ভঙ্গুর ভৃঙ্গার আদি সান্ধিক গ্রহিলা ।
দাস্ত অভিমানে সেবে সখ্যখেলালীলা ॥
শুদ্ধ দাস্তভাবে হয়ে রক্তক পত্রক ।
পত্রী মধুকণ্ঠ আর তালিক পালিক ॥
মধুব্রত মানা মাহু আর মালাধর ।
গুণের সাগর রূপে দৃষ্ট মনোহর ॥
শৃঙ্গ বেণু যষ্টি পাশ এঁহারা রাখেন ।
যথা কৃষ্ণ যান তথা সহিত থাকেন ॥
কুঞ্জক্রীড়া আদি যবে নিশিতে গমন ।
অনুযোগ করে রহে উৎকণ্ঠিত-মন ॥
আজ্ঞাক্রমে সখাগণে আনিয়া ঘটান ।
গৈরিক কুসুম গুঞ্জা সদাই যোগান ॥
আর অল্পবয়েস কথোগুলি দাসগণ ।
কলারস-আলাপেতে আনন্দ জন্মান ॥
সদা পার্শ্বে স্থিতি অতি বিদগ্ধ রঙ্গিল ।
পল্লব জঙ্গল ফুল্ল কমল করিল ॥
গৃহে সদা সেবারত আর দাসাবলী ।
সুবিলাস বিলাস রসাল রসশালী ॥
জম্বুলাদী তাম্বুল-রচনে বিলক্ষণে ।
পয়োদ বারিদ নীর-সংস্কার-কারণে ॥
প্রেমকন্দ মহাগন্ধ মরন্দ সৈরিন্ধ্র ।
মধুকন্দলাদি যে ভৃঙ্গারধর সান্দ্র ॥
সুমনা কুসুম কাশ পুষ্পহাস হার ।
আদি গন্ধ অঙ্গরাস পুষ্প অলঙ্কার ॥
মাল্যাদিরচনে আর সৌগন্ধলেপন ।
অঙ্গে সুবেশকার্য্যে অতি বিলক্ষণ ॥

ব্রজে কৃষ্ণদাসগণ মধুর চরিত।
নব নব বয় কৃষ্ণ সেবার উচিত॥
দেখিতে সুন্দর নানা ভূষণে ভূষিত।
সদা প্রেমানন্দে মগ্ন চাহে কৃষ্ণহিত॥
কৃষ্ণসুখে সুখী মাত্র অমন্য ভাবনা।
নিজসুখে বিরাগ শ্রীকৃষ্ণসুখ বিনা॥
বুদ্ধিমান্ বিচক্ষণ কর্ম্মের কৌশলে।
মনোবৃত্তি বুঝি কার্য্য করে কুতুহলে॥
ভৃত্যকর্ম্মে সুপণ্ডিত স্নেহে বন্ধুসম।
সর্ব্বক্ষণ প্রেমসেবা নাহিক বিরাম॥
জগন্মাতা শ্রীযশোদা শ্রীমতী রোহিণী।
হেরিয়া আনন্দমনে জুড়ায় পরাণী॥
সন্তুষ্ট সতত পুত্রবৎ স্নেহ করে।
তাঁহারাও ঠাকুরাণীগণে ভক্তি ধরে॥
মাতাগণ অতি ভালবাসে তা সভারে।
প্রধান প্রধান যাঁহারাও যুথবরে॥
তাঁহা সভার নাম কিছু সঙ্কীর্ত্তন করি।
শ্রীচরণে ঐকান্তিক মতি যে বিচারি॥
যে কোন সুকৃতি জন্মে জন্মে থাকে মোর।
তাঁহাদিগের শ্রীচরণে মতি হয় ভোর॥
রক্তক পত্রক পত্রী মধুকণ্ঠ মোদা।
মধুব্রত সুবিলাস রসাল শারদা॥
প্রেমকন্দ মরন্দ আনন্দ চন্দ্রহাস।
পয়োদ বকুল রসদান সুপ্রকাশ॥
ইত্যাদি করিয়া কৃষ্ণদাস বহুতর।
শত শত সেবাপর আনন্দ অন্তর॥

অপ্রাকৃত চিদানন্দনময় নিত্যরূপ।
সর্ব্বারাধ্য সাধ্য সিদ্ধ-পূজ্যগণ-ভূপ॥
তাঁ সভার চরণ অনুগা ভক্তিমতে।
যে সুকৃতি ভজে ব্রজরাগাত্মিকা মতে॥
সেই ব্রজে কৃষ্ণ পায় ব্রজবাসিমতে।
অন্যথা না পায় শতকল্প যে ভজিতে॥
কদাচ না পায় ভজিলেহ কৃষ্ণ ব্রজে।
এই ত সিদ্ধান্ত হয় সাধুর সমাজে॥
অতএব কৃষ্ণদাস ভজ করি ব্রত।
রামানুগা ভক্তিমার্গে হও অনুগত॥
কৃষ্ণসুখে যাঁর মতি হয়ে ত উল্লাস।
তাঁর শ্রীচরণরজ মাগে কৃষ্ণদাস॥

অথ নাপিত।

কর্পূর সুগন্ধ যক্ষ কুমুয মরন্দ।
আদি কেশ সমস্কারে দিয়া নানাগন্ধ॥
শ্রীঅঙ্গ-মর্দ্দন আর দর্পণ অর্পণ।
কর্ণকণ্ডূয়ন করে নাপিতের গণ॥

ভাণ্ডার

স্বচ্ছ আর শীতল প্রগুণ-আদি করি।
খাদ্য আর রত্নাদিক ভাণ্ডারে-ভাণ্ডারী॥
পীঠ আদি দানে ভক্ষ্যস্থানাদি করণে।
কমল বিমল আদি পটু সুরচনে॥

অথ দাসীগণ।

ধনিষ্ঠা চন্দনকলা গুণমালা শোভা।
রতিপ্রভা ইন্দুপ্রভা ভরণী আর রম্ভা॥

ইত্যাদি এঁহারা পরিচারিকা গৃহের।
ক্ষীর আবর্ত্তনে গৃহমার্জ্জনে সোসর॥
কুরঙ্গী ভৃঙ্গারি-আদি সুলম্বা লম্বিকা।
চরকর্ম্মে সুচতুর ধীমান্ অধিকা॥
নানা বেশে নানা-ছলে সদাই বেড়ান।
সুন্দরী যুবতীগণে করেন সন্ধান॥
দূতীচর্য্যামতে বামা স্বভাব যে আর।
তুঙ্গ বাগ দৃক মনোরমা নীতি সার॥
কেলি-কলহেতে বিশারদা ইত্যাদিকে।
যাহাতে কৃষ্ণের প্রীত জন্ময়ে অধিকে॥
কুঞ্জসমস্কারে বৃন্দা বৃন্দারিকা মেনা।
সুবলা ইত্যাদি করি অভিজ্ঞা নিপুণা॥
তার মধ্যে বৃন্দাদেবী সর্ব্ববরীয়সী।
রাধাকৃষ্ণ মনোনীত সর্ব্বসমঞ্জসী॥
বীরানামে শ্রেষ্ঠা দূতী সুখ্যাতা পূজিতা।
তপস্বিনী বনে বাস ব্রাহ্মণদুহিতা॥

অথ দীপিকা।

মশাল ধারণে সদা তিমির নিশাতে।
দাণ্ডাইয়া রহে গৃহে গতায়াত পথে॥
শোভন দীপন নাম আদি বহুজন।
কৃষ্ণ-আগে চলে সবে সভাতে গমন॥

বন্দী।

বন্দী বিচিত্ররাব আর মধুরাব।
পার্শ্বে স্তুতি করে দুহুঁ প্রেমানন্দভাব॥

নর্ত্তক।

চন্দ্রহাস ইন্দুহাস চন্দ্রমুখ-আদি।
সভাতে করয়ে নৃত্য রাত্রে নিরবধি॥

বাদ্যকার।

মৃদঙ্গ শারঙ্গ সুধানাদ সুধাকর।
আদি বহু গুণবন্ত আদি মিষ্টকর॥
কলাবন্ত আদি গুণসাগর বীণাবাদ্যে।
চিত্ত মন হরণ করয়ে যার নাদে॥

গায়ক।

রসজ্ঞ তালজ্ঞ সর্ব্বপ্রবন্ধে নিপুণ।
কৃষ্ণমনোহারী কি কহিব গুণ॥
কলকণ্ঠ সুকণ্ঠ যে সুধাকণ্ঠ আদি।
গায়ক সুধীর যে উগারে সুধানদী॥
তালধারী ভারত সারদা সরদাদি।
করে তাল ধরে বাদ্য জিনি মন যদি॥

সূচী-কর্ম্মা।

সৌচিক রৌচিক-আদি সিএে কঞ্চুকাদি
এেহারা নিপুণ অতি সূচি-কর্ম্মে সুধী॥

রঞ্জক।

রঞ্জক ও সুমুখ আর দুর্লভ-রঞ্জন।
ইত্যাদি পারগ ধৌত করিতে বসন॥

হড্ডিক ও স্বর্ণকার।

হড্ডিক পুঞ্জ পুঞ্জ ভাগ্যরাশি দুঁহু নাম।
স্বর্ণকার রঙ্গণ টঙ্কন গুণধাম॥
প্রতিদিন নূতন ভূষণ কৃষ্ণ লাগি।
অপূর্ব্ব যে সহজে অনুরাগী॥

কুমার।

কুমার মন্থনী বৃহদ্‌বর্ত্তন নির্ম্মাণ।
করেন পবন আর কর্ম্মঠ অভিধান॥

ছুতার।

ছুতার মন্থানদণ্ড খট্টাদি নির্ম্মাণ।
করেন অপূর্ব্ব বর্দ্ধকী বর্দ্ধমান॥

চিত্রকর।

চিত্রকর সুচিত্র বিচিত্র দুঁহুজন।
যাহার তুলনা নাহি এ তিন ভুবন॥

শিল্পকার-বিশেষ।

শিকা মন্থনের রজ্জু পেটারিকা আদি।
বানাইতে কারব কণ্ডোল-আদি সুধী॥

গাবী।

কৃষ্ণের সুপ্রিয় গাবী পিশঙ্গী ধূমলা।
গঙ্গা হংসী মণিক বংশী আর পিঙ্গলা॥
আদি করি বহু হয় উত্তম গোধন।
কৃষ্ণ না দেখিলে নাহি ধরয়ে জীবন॥

কুক্কুর, হংস প্রভৃতি।

কুক্কুর দুই যে ব্যাঘ্র ভ্রমর আখ্যান।
রাজহংস হয়ে এক কলম্বন নাম॥
শিখী তাণ্ডবী নাম শুক বিচক্ষণ।
বৃন্দাবন মহোদ্যান সুখের নিধান॥

বৃন্দাবন-ধাম।

বৃন্দাবনধামের যে অপার মহিমা।
কহিব পশ্চাৎ কিছু যথা বুদ্ধি সীমা॥

ক্রীড়াগিরিরাজ শ্রীমান্ গোবর্দ্ধন স্থলী।
নীলমণ্ডপিকা খট্টকন্দর মণিকন্দলী ॥
তাহার মহিমা ত্রিভুবনে কে বাখানে।
কোটিশতাংশের অংশ বেদে নাহি জানে ॥
যাহার স্মরণ নাম দর্শনের আশ।
কৃতমাত্র হয় প্রেম ভব যায় নাশ ॥
মানসগঙ্গার ঘাট নাম যে পারঙ্গ।
সুবিলাসা তরী নাম তরণী সুরঙ্গ ॥
নদীশ্বর নাম শৈল সুবর্ণ-আলয়।
ইন্দিরাবিলাসে সদা সর্ব্বসুখময় ॥
নন্দরাজগৃহ মাতা যশোদা গৃহিণী।
পাতিয়াছে সংসার লইয়া গুণমণি ॥
চবুতারা মণ্ডপ পাণ্ডুবর্ণ শৈলাসন।
বর উজ্জ্বল নাম আমোদবর্দ্ধন ॥
সরোবর পাবন ক্রীড়াকুঞ্জপুঞ্জতট।
ভাণ্ডীর ন্যগ্রোধরাজ নাম বৃহদ্বট ॥
কালিদহে কদম্ব কদম্বরাট নাম।
মণির কুট্টিমা তীর্থ কুঞ্জ কুঞ্জধাম ॥
অনঙ্গরঙ্গভূ নাম পুলিন মহত।
অতুল যমুনাগুণ নাম মহাতীর্থ ॥
খেলাতীর্থ নাম যমুনার ঘাট তথা।
পরমশ্রেষ্ঠ সখী সঙ্গে সদা ক্রীড়া যথা ॥
পংখাদি ব্যজন মধুমারুত আখ্যান।
শরদিন্দু নামে যে মুকুর বিলক্ষণ ॥
লীলাপদ্ম প্রফুল্লিত হস্তপদ্মে সদা।
সুচিত্রকোরক নাম গেণ্ডুক সুখদা ॥

দুই দিকে স্বর্ণবন্ধ ধনুক চিত্রিত।
বিলাস-কার্ম্মুক নাম রত্নমুষ্টিযুত॥
মন্দ্রঘোষ নাম যে বিশালমুখ-বংশী।
ভুবনমোহিনী রাধা-হৃন্মীন-বঁড়শী॥
তেঁহ দ্বিতীয় নাম মহানন্দা রবতি।
ছয়রন্ধ্র বেণু নাম মদনঝঙ্কৃতি॥
মুরলী সরলা নাম যাহার ধ্বনিতে॥
পিক মূক হইয়া থাকয়ে স্তব্ধবীতে॥
গৌরী গুর্জ্জরী দুই রাগে অতি প্রীত।
রাধানাম জপ রাধারূপ মনোনীত॥
দণ্ড মণ্ডন নাম বীণা তরঙ্গিণী।
পাশ দুহ দোহনী যে অমৃতদোহনী॥
ভুজে রক্ষাবন্ধ মাতা যশোদার অর্পিত।
নবরত্ন নাম নানারত্নেতে খচিত॥
অঙ্গদা রঙ্গদা নাম কঙ্কণ চঙ্কণ।
মুদ্রা রত্নমুখী পীতবসন নিগম॥
কিঙ্কিণী ঝঙ্কার নাম হার তারামণি।
মঞ্জীর হংসগঞ্জন হেরি ভুলয়ে কামিনী॥
মণিমালা তড়িৎপ্রভা নিষ্ক যে মোদন।
রাধারূপ রুদ্ধ তাহে হৃদয়ে ধারণ॥
নাগপত্নীদত্ত যে কৌস্তুভমণি নাম।
নিত্যসিদ্ধ মহারত্ন যেঁহ জীবধাম॥
মকর কুণ্ডল নাম রতিরাগ-রতি।
অধিদেব যাহা হেরি মাতয়ে যুবতী॥
রত্নপারা নাম হয় কিরীট সুন্দর।
চামরডামরি নাম চূড়া মনোহর॥

শিখণ্ড-মুকুট নবরত্ন-বিভূষন।
গুঞ্জাহারা নাগবল্লী নাম সুমোহন॥
তিলক মোহন নাম বনমালা নামে।
পত্রপুষ্পময়ী সদা বক্ষঃস্থলে রমে॥
পঞ্চবর্ণ-পুষ্পমালা বৈজয়ন্তী নাম।
বক্ষঃস্থলে শোভে সদা রাধা-মনোধাম॥
জন্মতিথি ভাদ্রকৃষ্ণা-অষ্টমী রজনী।
নিশাকর উদিত স-প্রেয়সী-রোহিণী॥

অথ শ্রীরাধিকা-সম্বন্ধীয় বিশেষ।

খঞ্জমণ্ডন আর রতনমণ্ডন।
মাতা-পিতা-আদি যত শ্রীরাধার গণ॥
কীর্ত্তন করিব কিছু সংক্ষেপে যে হয়।
বাহুল্য করিতে অতি পুস্তক বাড়য়॥
চন্দ্রাবলীর সখী হয় অসংখ্য গণন।
তার মধ্যে জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ প্রাণের সমান॥
পদ্মা শ্যামা শৈব্যা ভদ্রা পালি চন্দ্রশালী।
বিচিত্রা মঙ্গলা লীলা বিমলা গোপালী॥
তরলাক্ষী মনোরমা কন্দর্পমঞ্জরী।
কুমুদা কৈরবী তারা শরদাক্ষী শারী॥
শারদা মঞ্জুভাষিণী শঙ্করী কুঙ্কুমা।
কৃষ্ণা শিবা তারাবলি ইত্যাদিক রামা॥
আর কত শত তার না হয় গণনা।
সর্ব্বগুণময়ী মুখে যূথে ব্রজাঙ্গনা॥
মুখ্যা লক্ষ সংখ্যা যূথ কৃষ্ণের প্রেয়সী।
রাধা চন্দ্রাবলী ভদ্রা শ্যামলা শ্যামলী॥

পালি-আদি করি যত যত মুখ্যা হন।
সর্ব্বমধ্যে রাধা চন্দ্রাবলী যে প্রধান॥
তার মধ্যে শ্রীরাধিকা শ্রেষ্ঠতমোত্তমা।
যার রূপগুণচর্য্যা নাহিক উপমা॥
কৃষ্ণের প্রেয়সী মধ্যে হেন নাহি আর।
দুই তনু এক প্রাণ প্রেমেতে সোসর॥
প্রাণের অধিক কৃষ্ণ যাঁহারে মানয়।
কি আশ্চর্য্য কি মহিমা বেদে না জানয়॥
অসমান অন-উদ্ধ মাধুর্য্য বৈদগ্ধ।
সহচরী অগণন যোগ্যমতি স্নিগ্ধ॥
ভানুসখা বৃষভানু রাজার নন্দিনী।
রত্নগর্ভা নামে খ্যাতা কীর্ত্তিদা জননী॥
শ্রীমদ্‌বৃষভানু মহারাজ শিরোমণি।
শ্রীমতী কীর্ত্তিদা সুচরিতা মহারাণী॥
ইহাঁদিগের গুণকর্ম্ম কহিতে না জানি।
যাঁর সুতা শ্রীরাধিকা রমণীশিরোমণি॥
রাধাকৃষ্ণ দুই দেহ একই স্বরূপ।
রূপে গুণে সম বিদগ্ধাতেই অনুপ॥
হেন রাধার পিতা মাতা তাহার কি কথা।
কৃষ্ণের জনক নন্দ মা যশোদা যথা॥
তাঁহার মহিমা কহিবারে কার সাধ্য।
সকলের শ্রেষ্ঠ ত্রিভুবনের আরাধ্য॥
রাধার গণ পূজ্যপূজক-সম্বন্ধে।
কৃপা কর রাখ মোরে চরণারবিন্দে॥
সূর্য্য-উপাসনা ছল কৃষ্ণসঙ্গ লাগি।
কৃষ্ণনাম মন্ত্রজপ অভীষ্টসংসর্গী॥

পৌর্ণমাসী সোহাগে যে সৌভাগ্য সুবহো।
পিতামহ মহীভানু বিন্দু মাতামহো॥
পিতামহী সুখদা মুখরা মাতৃমাতা।
রত্নভানু সুভানু যে ভাস্থরাজভ্রাতা॥
শ্রীমতী খুড়া দুই স্নেহে অনুপমা।
ভদ্রকীর্ত্তি মহাকীর্ত্তি কীর্ত্তিচন্দ্র মামা॥
ভানুমুদ্রা নাম পিসী মাসী কীর্ত্তিমতি।
কুশ নাম পিশা কাশ নাম মাসীপতি॥
মাতুলা মেনকা মৌনা ধাত্রী আদি করি।
শ্রীদাম-পূর্ব্বজ-ভগ্নী অনঙ্গমঞ্জরী॥
পরমশ্রেষ্ঠসখী যে ললিতা আদি করি।
পূর্ব্ব যে কথিত রূপ-গুণের মাধুরী॥
সর্ব্বগুণালঙ্কৃত যে সর্ব্বগুণাগ্রিমা।
প্রিয়সখী কুরঙ্গাক্ষী-আদি জিনি রমা॥
কামদা নাম ধাত্রেয়ী বৃদ্ধা পক চুল।
প্রেমে মগ্ন কন্যার চেষ্টায় অনুকূল॥
লবঙ্গমঞ্জরী আর শ্রীরূপমঞ্জরী।
শ্রীগুণমঞ্জরী রতিমঞ্জরী সুন্দরী॥
শ্রীরসমঞ্জরী আর বিলাসমঞ্জরী।
এই ছয় গোসাঞিরূপ ধরে অবতরি॥
ভানুমতী অন্য নাম শ্রীরতিমঞ্জরী।
শ্রীরাগমঞ্জরী-আদি অনেক সুন্দরী॥
দাসীভাবসেবাপরা পরমকৌতুকী।
সমতা হইতে নাহি চাহে দাস্যে সুখী॥
নান্দীমুখী সিন্ধুমতি অন্তরঙ্গা দূতী।
মানরক্ষা-পূর্ব্বক সন্ধিতে বুদ্ধিমতী॥

শ্যামলা মঙ্গলা আদি হন সুহৃৎপক্ষ ।
চন্দ্রাবলী মুখ্যা তেঁহ হন প্রতিপক্ষ ॥
কলাকণ্ঠী পিককণ্ঠী সুকণ্ঠী প্রভৃতি ।
বিশাখা নির্ম্মিত গীতে হরে হরিমতি ॥
প্রেমবতী নর্ম্মদা আর কুসুমপেশলা ।
বীণাবাদ্য-আদি গানে বিশেষ কুশলা ॥
নাপিতের কন্যা দুই সুগন্ধা নলিনী ।
আলতা পরায় ধরি চরণ দুখানি ॥
হাসিতে হাসিতে কৃষ্ণকথার কৌতুকে ।
নানা ছন্দবন্ধে যে কহিয়া দেয় মুখে ॥
মঞ্জিষ্ঠা রঙ্গবতী দুই রজক কিশোরী ।
পালিন্ধী চিত্রিণী নানাশিল্পচিত্রকরী ॥
মান্ত্রিকী-তান্ত্রিকী দুই দৈবজ্ঞিনী হয় ।
বয়োধিকা কাত্যায়নী-আদি দূতীচয় ॥
ভাগ্যবতী মঞ্জুপুণ্যা হড্ডীর দুহিতা ।
ভৃঙ্গীমল্লি মতল্লি দুই পুলিন্দ-বনিতা ॥
কেহ কৃষ্ণপক্ষ কেহ শ্রীমতীর গণ ।
প্রিয়তম হন সখ্যভাবেতে গণন ॥
গর্গের নন্দিনী গার্গী-আদি ভৃঙ্গারিকা ।
পূজ্যা হন অনুকূল চেষ্টাতে অধিকা ॥
সুবল উজ্জ্বল মধুমঙ্গল গন্ধর্ব্ব ।
শ্রীমতীর প্রিয় নর্ম্মসখাগণ সর্ব্ব ॥
মাধুর্য্যের ধূর্য্য শ্রীল গোপেন্দ্রনন্দন ।
প্রিয় কোটি পরাণের না হয় সমান ॥
কোটি মাতৃতুল্য স্নেহ কৃষ্ণময়ী মতি ।
যতেক উদ্যম সর্ব্ব কৃষ্ণের আরতি ॥

পয়োদ বক্তক আদি কৃষ্ণদাসগণে।
যাতায়াত সদা কৃষ্ণপ্রেরিত কথনে ॥
পিশঙ্গী মঞ্জুলা শৃঙ্গী বহুলা-আদয়।
গাবী আর বৎসতরীতুঙ্গী-আদি চয় ॥
বৃদ্ধককৃখটী আর রঙ্গিণী হরিণী।
চারুচন্দ্রিকা নাম শুষ্ঠ চকোরিণী ॥
ময়ূরী সুন্দরী নাম সারিকা সুগন্ধী।
ললিতা প্রাণের সখী গুণের অবধি ॥
নিজ রাধাকুণ্ড কুণ্ডচরী মরালিকা।
তুণ্ডিকেরী নাম অতিসুন্দরী পুষ্টিকা ॥
শাশুড়ী জটিলা নাম কুটিলা ননদ।
অভিমন্যু নাম পতি দেবর দুর্ম্মদ ॥
স্মরমন্ত্রাখ্যান নাম তিলক নাসায়।
হরিমনোহর নাম হার যে হৃদয় ॥
নাসায় নলকমুক্তা আন্দোলায়মান।
কৃষ্ণমনবিলাসে দোলিকা-বিধান ॥
প্রভাকরী নাম তার বিম্বাধরে সখ্য।
পদক মদন নাম শোভিত সুবক্ষ ॥
কৃষ্ণ প্রতিবিম্ব তাহে অতি গুহ্যতম।
স্যমন্তক-পরিয়ায় তার অন্য নাম ॥
কিঙ্কিণী নূপুর বাজু আভরণ যত।
অলৌকিক অপ্রাকৃত কহা যায় কত ॥
মেঘাম্বর নাম বস্ত্র সুধাংশু দর্পণ।
নিজমুখ দৃষ্টছলে কৃষ্ণদরশন ॥
কাজর-শলাকা নাম নর্ম্মদা সোণার ॥
রত্নচিরণী নাম স্বস্তিদা তাহার ॥

কন্দর্পকুহলী নাম পুষ্পের বাটিকা।
স্বর্ণমুখী তড়িৎবন্ধ কুসুম নাসিকা॥
অসম অনূর্দ্ধ যার অপার মহিমা।
বেদ-বিধি-অগোচর না হয় বর্ণিমা॥
যতেক কহিল সর্ব্ব ত্রিগুণ অতীত।
শুদ্ধ চিদানন্দময় নিত্য অপ্রাকৃত॥
হড্ডী যে কহিল ব্রজে তাহার চরণ।
আশ্রয় করিয়া সেবে সেই ধন্যজন॥
বড় বড় কর্ম্মী জ্ঞানী তপী দানশীলা।
হড্ডীর সমান থাকু নহে এক তিল॥
ব্রজে সেব্য গুল্মলতা আদি পশু পক্ষী।
ভাগবতে ব্রহ্মা উদ্ধব তাহে সাক্ষী॥
প্রাকৃত করিয়া যেই মানয়ে অধম।
তাহার দর্শনে পাপ দণ্ড করে যম॥
অতএব ভজ শ্রীব্রজের পরিকর।
বিচার করিয়া দেখ সকলের সার॥
নাভাজীর সূত্রের অর্থ কিঞ্চিৎ বিস্তারি।
কৃষ্ণদাস কহে ব্রজপুরের মাধুরী॥

ইতি শ্রীভক্তমালে শ্রীমদ্‌ব্রজপরিকরগণ-নাম-
গুণাদি-বর্ণনং (নবম-মালা) ॥৯॥

·:·০·:·

।নিত্যানন্দস্কন্দশাখাবর্ণন ।

(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

নিত্যানন্দস্বরূপের দাসের মহিমা ।
শত বর্ষ যদি কহি কভু নহে সীমা ॥
তথাপিহ নাম কহি—জানি যাঁর যাঁর ।
নাম মাত্র স্মরণেও তরিয়ে সংসার ॥
যাঁর যাঁর সঙ্গেতে নিত্যানন্দের বিহার ।
সভে নন্দগোষ্ঠী-গোপ গোপী-অবতার ॥
(শ্রীদাস করিয়া যারে ভাগবতে কহে ।
রামদাস সেই তাহা জানিহ নিশ্চয়)
নিত্যানন্দস্বরূপের নিষেধ লাগিয়া ।
পূর্ব্বনাম না লিখিল বিদিত করিয়া ॥
পরম পার্ষদ—রামদাস মহাশয় ।
নিরবধি ঈশ্বরভাবে সে কথা কয় ॥
যাঁর বাক্য কেহো ঝাট না পারে বুঝিতে ।
নিরবধি নিত্যানন্দ যাঁর হৃদয়েতে ॥
সভার অধিক ভাবগ্রস্ত রামদাস ।
তান দেহে কৃষ্ণ আছিলেন তিন মাস ॥
প্রসিদ্ধ চৈতন্যদাস মুরারিপণ্ডিত ।
যাঁর খেলা মহাসর্প ব্যাঘ্রের সহিত ॥
রঘুনাথ বৈদ্য উপাধ্যায় মহামতি ।
যাঁর দৃষ্টিপাতে কৃষ্ণে হয় রতি মতি ॥
প্রেম-ভক্তি-রসময় গদাধরদাস ।
যাঁর দরশনমাত্র সর্ব্ব-পাপ-নাশ ॥
প্রেম-রস-সমুদ্র সুন্দরানন্দ-নাম ।
নিত্যানন্দস্বরূপের পার্ষদপ্রধান ॥

পণ্ডিত কমলাকান্ত—পরম উদ্দাম।
যাঁহারে দিলেন নিত্যানন্দ সপ্তগ্রাম॥
গৌরীদাসপণ্ডিত—পরম ভাগ্যবান্।
কায়মনোবাক্যে নিত্যানন্দ যাঁর প্রাণ॥
বড়গাছিনিবাসী সুকৃতি কৃষ্ণদাস।
যাঁহার মন্দিরে নিত্যানন্দের বিলাস॥
পুরন্দরপণ্ডিত—পরম শান্ত দান্ত।
নিত্যানন্দস্বরূপের সেবক একান্ত॥
নিত্যানন্দজীবন পরমেশ্বরদাস।
যাঁহার বিগ্রহে নিত্যানন্দের বিলাস॥
ধনঞ্জয়পণ্ডিত—মহান্ত বিলক্ষণ।
যাঁহার হৃদয়ে নিত্যানন্দ অনুক্ষণ॥
প্রেমরসে মহামত্ত—বলরামদাস।
যাঁহার বাতাসে সব পাপ যায় নাশ॥
যদুনাথ কবিচন্দ্র—প্রেমরসময়।
নিরবধি নিত্যানন্দ যাঁহার হৃদয়॥
জগদীশপণ্ডিত—পরমজ্যোতির্ধাম।
সপার্ষদে নিত্যানন্দ যাঁর ধন প্রাণ॥
পণ্ডিত পুরুষোত্তম—নবদ্বীপে জন্ম।
নিত্যানন্দস্বরূপের মহা ভৃত্য মর্ম্ম॥
পূর্ব্বে যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের বসতি।
যাঁহার প্রসাদে হয় নিত্যানন্দে মতি॥
রাঢ়ে জন্ম মহাশয় বিপ্র কৃষ্ণদাস।
নিত্যানন্দপারিষদে যাঁহার বিলাস॥
প্রসিদ্ধ কালিয়া-কৃষ্ণদাস ত্রিভুবনে।
গৌরচন্দ্র লভ্য হয় যাহার স্মরণে॥

সদাশিবকবিরাজ—মহাভাগ্যবান্।
যার পুত্র—শ্রীপুরুষোত্তমদাস-নাম॥
বাহ্য নাহি পুরুষোত্তমদাসের শরীরে।
নিত্যানন্দচন্দ্র যার হৃদয়ে বিহরে॥
উদ্ধারণদত্ত—মহাবৈষ্ণব উদার।
নিত্যানন্দসেবায় যার অধিকার॥
মহেশপণ্ডিত—অতি পরম মহান্ত।
পরমানন্দ-উপাধ্যায়—বৈষ্ণব একান্ত॥
চতুর্ভুজপণ্ডিত নন্দন গঙ্গাদাস।
পূর্ব্বে যার ঘরে নিত্যানন্দের বিলাস॥
আচার্য্য-বৈষ্ণবানন্দ—পরম-উদার।
পূর্ব্ব রঘুনাথপুরী নাম-খ্যাতি যার॥
প্রসিদ্ধ পরমানন্দগুপ্ত মহাশয়।
পূর্ব্বে যার ঘরে নিত্যানন্দের আলয়॥
কৃষ্ণদাস দেবানন্দ—দুই শুদ্ধমতি।
মহান্ত আচার্য্য চন্দ্র—নিত্যানন্দগতি॥
গায়ন মাধবানন্দঘোষ মহাশয়।
বাসুদেবঘোষ—অতি প্রেমরসময়॥
মহাভাগ্যবন্ত জীবপণ্ডিত উদার।
যার ঘরে নিত্যানন্দচন্দ্রের বিহার॥
নিত্যানন্দপ্রিয়—মনোহর নারায়ণ।
কৃষ্ণদাস দেবানন্দ এই চারি জন॥
সর্ব্বশেষভৃত্য তান—বৃন্দাবনদাস।
অবশেষ নারায়ণী-গর্ভে পরকাশ॥
অদ্যাপিও বৈষ্ণবমণ্ডলে যাঁর ধ্বনি।
চৈতন্যের অবশেষপাত্র নারায়ণী॥

অথর্ব্ববেদসংহিতার বঙ্গানুবাদক

আয়ুর্ব্বেদ বিদ্যাতীর্থ

কবিরাজশ্রী সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী বি. এ., এল. এম. এস

বিদ্যাবিনোদ প্রণীত

পুস্তকাবলীর অভিনব সংস্করণ।

সাহিত্য ও বিজ্ঞান।

(নূতন অক্ষর—উৎকৃষ্ট কাগজ—সুন্দর বাঁধাই।

"ছত্রে ছত্রে পবিত্রতা মাখান")

বিজ্ঞান ও দর্শন—

১। Eastern Thoughts with
western Annotations ... ... ৫৲

২। The Biology of the Hindus × ১৲

৩। বিজ্ঞান প্রবন্ধ × ... ... ॥০

৪। প্রাচ্যচিন্তায় প্রতীচ্যভাষ্য ... ১৲

৫। Punsavana ... ... ১৲

৬। প্রাণবিদ্যা ও আয়ুর্ব্বেদ ... ১৲

আয়ুর্ব্বেদ—

বৈদ্যকসিদ্ধান্ত ১ম খণ্ড—

৭। ত্রিধাতু বা বায়ু, পিত্ত ও কফের প্রকৃত ব্যাখ্যা ।০

৮। আর্য্যধাত্রীবিদ্যা ... ... ॥০

৯। আয়ুর্ব্বেদে প্রশ্ন ও প্রতিবচন [illegible]
বা অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের ইতিহাস ॥০

১০। যক্ষ্মাধিকার × ... ... [illegible]

১১। মসূরিকাধিকার ... ... ॥০

১২। কুমার-তন্ত্র ... ... [illegible]

১৩। প্রমেহনিদান × ... ... [illegible]

১৪। আয়ুর্ব্বেদ ও ম্যালেরিয়া জ্বর ... [illegible]

গোস্বামি-গ্রন্থাবলী।

—:০:—

উপন্যাস—

১৫। স্নেহময়ী "বঙ্গভাষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস" ... ১৲
১৬। উন্মাদিনী ... ... ॥০
১৭। রমেশ ও সরমা ... ... ।৶০
১৮। হৈমবতী ... ... ১৲

নাটক—

১৯। মারবার-গৌরব বা মীরাবাই ... ১৲
২০। রূপ-সনাতন ... ... ১৲
২১। শ্রীশ্রীমাধবমিলন + ... ১৲

পদ্যগ্রন্থ—

২২। প্রেমাশ্রু ... ... ।৶০
২৩। পুষ্পাঞ্জলি ... ... ।৶০
২৪। কবিতাগুচ্ছ + ... ॥০

গদ্যগ্রন্থ—

২৫। বাঙ্গলা সাহিত্য + ... ॥০
২৬। আশা ও আলো ... ... ।৶০
২৭। প্রবেশিকা ৶০

(ভক্তিগ্রন্থ)

২৮। প্রেমাঞ্জলি ... ... ।৶০
২৯। পরিচয় ... ... ।০
৩০। গীতা ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম ... ... ॥০
৩১। শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয় ও শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকা ২৲
৩২। সায়নভাষ্যসহ অথর্ব্ববেদের মূল ও বঙ্গানুবাদ + ৪৲

শ্রীমুখের কথা, শ্রীগৌরগণ-গুণাবলী, গৌড়ীয় বৈষ্ণব-মহিলা, এবং আয়ুর্ব্বেদের জন্মভূমি বা চন্দ্রকনন্দা এই কয়েকখানি নূতন পুস্তক অতি শীঘ্র বাহির হইবে।

(+ চিহ্নিত গ্রন্থগুলি যন্ত্রস্থ)

—:০:—